ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, বৈশাখ

সূচী

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংশোধন (সম্পাদকীয়)	1
Govt. Order for revision of Salary Scales of Librarians /Asst. Librarians of Non-Govt. Colleges.	3
Memorandum of BLA to Finance Minister, W. B. on College & University Librarians.	5
Govt. order for Upgradation of Salary Scale of Librarians etc. in University & Colleges.	7
Govt. order for fixation of pay of Govt. employees.	8
General Ready Reckoner for fixation of pay.	9
Govt. order for drawing D. A. on the revised Pay Scales.	14
Govt. order for revision of emoluments and conditions of Service.	24

P8439

75·6·3
Acc 8/15

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১ | সম্পাদক: রামকৃষ্ণ সাহা | বৈশাখ, ১৩৯৭

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংশোধন

বিগত ৭ই মার্চ পঃ বঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষকদের সংশোধিত বেতনক্রমের আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংশোধিত বেতনক্রমের আদেশনামায় (নং 33 - Edn (B) dt. 7.3.90) মূলতঃ শিক্ষকদের বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে। তবে গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমন বহু বিষয়ের অবতারণায় একটা চিত্র পরিস্ফুটিত হয়েছে। আশা করা যায় গ্রন্থাগার কর্মীসহ অন্যান্য সরকারঘোষিত কর্মীদের আদেশনামা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

লক্ষ করা গেছে যে রাজ্য সরকার নিয়োজিত বেতন কমিটির সুপারিশের বেশ কিছু অংশ বদলানো হয়েছে। ফলে গ্রন্থাগারিকদের একটা অংশের বেশ ক্ষতিই হয়েছে। পরিষদ সেগুলি উল্লেখ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রীদের কাছে সংশোধন করার আহ্বান জানিয়ে স্মারকলিপি পেশ করেছে।

বেতন সংশোধনের মুখ্য বিষয় আলোচনা করলে দেখা যাবে যে ১৯৮৬ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে নয়া বেতনক্রম কার্যকরী হবে। কিন্তু শিক্ষক এবং কর্মীরা ১৯৮৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে নতুন বেতনে মাহিনা পাবেন তবে ১৯৮৬ সালের বর্ধিত মাহিনা প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা রাখতে হবে।

বেতন নির্ধারণের (Pay fixation) মূলনীতি হলো বর্তমান মূল বেতন শতকরা ২০ ভাগ, অতিরিক্ত বেতন, মহার্ঘ বেতন, অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা এ্যাডহক মহার্ঘভাতা (৬০ পয়েন্ট পর্যন্ত), অন্তবর্তীকালীন ভাতা প্রভৃতি যোগ করে বেতন নির্ধারিত হবে ১৯৮৬ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে। বেতন সংশোধনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাড়ী ভাড়া ভাতার বৃদ্ধি। মূল বেতনের শতকরা ১৫ ভাগ তবে সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা পর্যন্ত. গ্রাম শহরে সর্বত্র প্রযোজ্য। চিকিৎসা ভাতা পাওয়া যাবে ৩০ টাকা হারে।

যে সমস্ত কর্মীরা এক নাগাড়ে একই পদে ১৮ বৎসর যাবৎ কাজ করছেন তাদের একাংশ (১-১২ নং পর্যন্ত) তাঁরা উচ্চতর বেতনক্রমের সুযোগ পাবেন কিন্তু তাদের পদনাম পরিবর্তিত হবে না। ১২ নং পদের উচ্চতর পর্যায়ের কর্মীরা প্রতি দশ বছরে একটি করে ইনক্রিমেন্ট পাবেন। যে সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মীরা উচ্চতর যোগ্যতা নিয়ে কাজে যোগ দিয়েছেন বা কর্মরত অবস্থায় উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন তাঁর উচ্চতর বেতনের সুযোগ পাবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে পূর্বে এই সুযোগ ছিল না। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে যাঁরা (BLIS degree) পেয়েছেন তাদের একাংশকে উচ্চতর বেতন দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে তা কেটে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। স্বভাবতই পরিষদের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নিয়ে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল।

এই বেতন সংশোধনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অবসরকালীন বয়সের সময়সীমা নির্ধারণ। যাঁরা এই বেতনক্রম গ্রহণ করবেন তাঁদের ৬০ বছর বয়সে অবসরগ্রহণ করতে হবে।

মোটের উপর বলা যায় নয়া বেতনক্রমের ফলে অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকরা উপকৃত হবেন; কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে অসঙ্গতি লক্ষ করা গেছে।

প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে জেলা গ্রন্থাগারের কথা। বেতনক্রম অনুসারী সংশোধনের ফলে তাঁরা ক্রমাগত নীচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। দেখা যাচ্ছে তাদের বেতনক্রম সমশিক্ষাসম্পন্ন বিদ্যালয় শিক্ষকদের চাইতেও কম। এটা অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত। যে কমিশন যা সুপারিশ করেছিলেন সরকারী আদেশনামায় তার চাইতেও কম বেতন নির্দ্ধারণ করা হয়েছে। অথচ একজন জেলা গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দায়িত্ব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের চাইতে কম নয়। আমরা মনে করি এই বেতন ২২০০-৪০০০ এর সমান হওয়া প্রয়োজন।

শহর ও সাব-ডিভিশনাল গ্রন্থাগারিকদের জন্য বেতন কমিশন যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই শিক্ষার স্তর অনুসারে বেতন স্থির করেছিলেন। কিন্তু অর্থ দপ্তরের আদেশনামাতে এদের বেতন অনেকটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে গ্র্যাজুয়েট ও বি লিব এস সি যোগ্যতাসম্পন্ন জেলা গ্রন্থাগারিক ও শহর গ্রন্থাগারিকদের একই বেতনক্রম সুপারিশ করা হয়েছে – শুধু পার্থক্য রয়েছে Higher initial এ। আমরা মনে করি বেতন কমিশনের সুপারিশ বহুলাংশেই যুক্তিগ্রাহ্য – এবং ঐ বেতনক্রমই চালু হওয়া উচিৎ।

একইভাবে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বেতন স্তর বেতন কমিশনের সুপারিশকে অগ্রাহ্য করেই নীচের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে এবার গ্র্যাজুয়েট বি লিব যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের সমস্তরের গ্রন্থাগারিকদের সমান বেতন দেওয়া হচ্ছে না।

সমগ্র বিষয়টা বিবেচনা করলে যা বোঝা যায়, তাহ'ল বেতনক্রম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে নীতি না মেনে সুবিধাজনক অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। কোন গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার ক্ষেত্র, মান এগুলি বিচার করে বেতনক্রম নির্ধারণ করলে বেতন নির্ধারণের চেহারা অন্যরকম হ'ত।

মেডিক্যাল কলেজের গ্রন্থাগারিকদের প্রতি দীর্ঘদিন যাবৎ একটা অবিচার চলে আসছে। পঃ বঙ্গের সমস্ত সাধারণ কলেজের গ্রন্থাগারিকেরা ইউ জি সি হারে বেতন পান কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের ক্ষেত্রে সেরকম নীতি আজও রাজ্য স্তরে চালু করা যায় নি – অথচ গ্রন্থাগারগুলি আয়তন, ব্যবহার্য নথিগুলির জটিলতা এবং গ্রন্থাগারিকদের যোগ্যতা বিবেচনা করলে ইউ জি সি সমতুল বেতনের দাবী অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত – এজন্য পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ আলোচনা চালাচ্ছে সরকারের সঙ্গে। আশা করা গিয়েছিল – বেতনক্রম সংশোধনের সময়ে এগুলি বিবেচনা করা হবে। কিন্তু তা হ'ল না। পরিষদ দাবী করে কলেজের ক্ষেত্রে ইউ জি সি বেতনের সমহারেই মেডিক্যাল ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারিকদের বেতন নির্ধারণ হওয়া উচিৎ।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু তাদের বেতন সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের থেকে নীচে রাখা হয়েছে। অথচ পরিষদ দীর্ঘদিন যাবৎ সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সমতুল বেতনের দাবী করে আসছে।

সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করে পরিষদ এই কথাই বিবেচনা করে যে সরকারের সঙ্গে এ বিষয়ে অবিলম্বে যোগাযোগ করে ভুল-ত্রুটিগুলি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। পরিষদ সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করে প্রাথমিক কর্তব্য সম্পাদন করেছে – পরবর্তী পদক্ষেপে অবশ্যই সরকারের সঙ্গে অবশ্যই যোগসূত্র স্থাপন করা হবে।

Government Order For Revision of Salary Scales Of Librarian/Asstt. Librarian of Non-Govt. Colleges

Government of West Bengal
Education Department
C. S. Branch
Writers' Buildings, Calcutta - 1.

No. 417 - Edn (CS).
Dated, Calcutta, the 3rd April, 1990
5P-5/90

From : *Shri S. Sengupta*
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

To : *The Director of Public Instruction, W.B.*

Sub : *Revision of salary scales of Librarian/Asstt. Librarian of non-Govt. Colleges.*

Ref *G. O. No. 688-Edn(CS) dt. 2. 7. 84*

The undersigned is directed by order of the Governor to say that the Govt. of India, Ministry of Human Resource Development (Deptt. of Education) have agreed to extend the benefit of upgraded scale of pay of Rs. 700-1600/- in relaxation of the qualifications already prescribed by the Govt. of India, to the Librarians/Asstt. Librarians of non-Govt. Colleges subject to the condition that the college concerned is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the upgraded salary scales vide letter no. F.2-5/84-U.1 dt. 11.5.87 from the G/I Ministry of Human Resource Development, (Deptt. of Education).

In partial modification of G.O. No. 888-Edn(CS) dt. 2.7.84, referred to above, the Governor is therefore pleased to decide that the UGC scale of Rs. 700-1600/- introduced with effect from 1.4.80 will also be admissible to those librarians (including Dy. Librarians/Assit. Librarians) of non-Govt. colleges who were appointed on or before 31.12.72 subject to condition mentioned in the foregoing paragraph and also in para-2 of the G.O. referred to above.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide U.O. No. 2737-Group-I dated 22.3.90.

The Accountant General, W.B. and the Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, are being informed.

Sd/-
Deputy Secretary.

No. 417/1(3) - Edn (CS).

Copy forwarded, for information, to the :-

1. Finance Deptt. of this Govt.

2. Accountant General, W.B.
3. Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Calcutta - 12.

Dated, Calcutta,
The 3rd April, 1990.

Sd/-
Deputy Secretary.

No. 417/2(4) - Edn (CS).

Copy forwarded, for information and necessary action, to the :-

1. Dy. Director of Public Instruction (NCC), W.B.
2. Dy. D.P.I. (P&S), W.B., 6, Council House Street, Cal - 1.
3. Dy. D.P.I. (PPS), W.B.
4. Dy. D.P.I. (Trg.), W.B.

Sd/-
Officer-On-Special Duty.

Dated, Calcutta
The 3rd April, 1990

No. 417/3(2) - Edn (CS).

Copy forwarded, for information, to the :-

1. Budget Branch of this Deptt.
2. E. S. Trg. Branch of this Deptt.

Sd/-
Officer-On-Special Duty.

Dated, Calcutta,
The 3rd April, 1990.

Memorandum to Finance Minister, W.B. On College & University Librarians

To
Prof. Ashim Dasgupta
Minister-in-charge of Finance
Government of West Bengal
Calcutta - 700 001.

Dear Sir,

We want to draw your kind attention to the following problems of librarians of colleges and universities which are awaiting decisions of the State Government :

1) **Revised pay scale of Rs. 700-1600 for existing incumbents of the posts of Librarians in colleges who have been appointed to these posts on or before 31.12.1972.**

The Ministry of Human Resources Development (Deptt. of Education) of the Govt. of India recommended in January 1987 that the existing incumbents of the posts of Librarians in colleges who have been appointed to these posts on or before 31.12.72 but do not possess the UGC prescribed qualifications be given the benefit of the UGC pay scale of Rs. 700-1600 (vide Ministry's G.O. No. F.2.3./84-U.1 dt. 16th January, 1987 - copy enclosed). The matter is lying with the State Government for last 3 years.

2. **Revised pay scales for Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians of colleges and universities as recommended by the Ministry of Human Resources Development in 1988.**

The Ministry of Human Resources Development (Department of Education) of the Government of India recommended in 1988 revised pay scales and career advancement programmes for librarians along with revised pay scales for teaching in universities and colleges. (vide Ministry's G.O. no. F.1-21/87-U.1 dt. 22nd July 1988). The matter is lying with the State Governemnt since then.

Relevant file Nos.

Non-Govt. Colleges 5P-22/88
Govt. Colleges 5P-60/89

3) **Selection of Librarians and Assistant Librarians of non-Govt. colleges.**

At present the Librarians and Assistant Librarians of Govt. colleges are recruited by the Public Service Commission, West Bengal, whereas, Librarians and Assistant Librarians of non-Govt. colleges are recruited by a panel of D.P.I., West Bengal. The Association is of the opinion that for fair and judicious selection of Librarians and Assistant Librarians of non-Govt. colleges, the responsibility should be entrusted to the academic body like the W.B. Colleges Service Commission. At present, teachers, tutors, demonstrators and physical instructors are within the purview of the W.B .Colleges Service Commission Act. Only Librarians and Assistant Librarians are to be included.

We shall be happy if you would kindly intervene for settlement of these issues.

With regards,

Yours sincierly,

(Arun Ray)
General Secretary

Government of India
Ministry of Human Resources Development
(Department of Education)

No. F. 2.3/-84-U.I
New Delhi, dated the 16th January 1987

To
The Education Secretary
Government of .....

Sub : *Upgradation in Salary Scale of Librarians Directors/Instructors of Physical Education and Documentation Officers in University and Colleges.*

I am directed to refer to this Ministry's letter No. 2-3/32 U.I. dated 16.12.82 on the subject noted above and to say that this Deptt. has been receiving representations from College Librarians and their Organisations for a relaxation in the qualifications prescribed in Annexture I to that letter which prescribed the qualifications for placing the existing Librarians in the pay scale of Rs. 700-1600/-. These representations have been considered in consultation with the University Grants Commission. It has now been decided, on the recommendations of the U.G.C., that the existing incumbents of the posts of Librarians in Colleges who have been appointed to these posts on or before 31.12.72 may be sanctioned the upgraded scale of Rs. 700-1600/- in relaxation of the qualifications prescribed in Annexture I referred to above without insisting on a First or Second Class in the Degree, Diploma or other prescribed educational qualifications.

2. This relaxation is however subject to the condition that the University/College concerned is satisfied that their experience and quality of work justify their being placed in the upgraded salary scale.

3. In case of persons appointed on posts created after 31.12.72 the prescribed qualifications would apply without any modifications.

4. The decision in para 2 would have retrospective effect from 1.4.80

Yours faithfully,

Sd/- C. R. Pillai
Deputy Secretary to Govt. of India.

Government of West Bengal
Finance Department
Audit Branch

No. 685-F. Calcutta, the 18th, January, 1990.

MEMORANDUM

The undersigned is directed to forward herewith a complete ready reckoner which may be used for fixation of pay of a Govt. employee in accordance with the provision of the West Bengal Services (Revision of Pay and Allowance) Rules, 1990.

2. The ready reckoner is given only for guidance, but the Heads of Offices will ensure that the fixation of pay is made strictly in accordance with the provisions of the aforesaid rules.

3. If any mistake/discrepancy in the enclosed reckoner is detected, the same may please be brought to the notice of the Finance Department forthwith.

Sd/- S. Ghosh
Joint Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department.

No. 685/1 (400)-F. Calcutta, the 18th, January, 1990.

Copy forwarded for information and necessary action to :—

1) The Accountant General, West Bengal, Treasury Buildings, Calcutta – 1.

2) The Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Calcutta – 12.

3) The Accounts Officer, West Bengal Secrt.

4) The Director of Treasuries & Accounts, 'Stephen House', 4, B. B. D. Bag(East), Calcutta - 1.

5) The _____
_____ Deptt/Dte.

6) The Dist. Magistrate/Judge, _____
_____

7) The Treasury Officer, _____
_____

8) The Sub-divisional Officer _____

9) The Commissioner, Division. _____

10) The Principal, Industrial Training Institute, _____

11) The Supdt. of Police, _____

12) The Accountant General. _____

It is requested that this memo may be circulated to all offices under their control.

Sd/- 18.1.90
Joint Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department

GENERAL READY RECOKONER FOR FIXATION OF PAY

NOTE : 1. This reckoner may be made used of for fixation of pay in the revised scale under rule 6 of WBS(ROPA) Rules, 1990. The last column of the table gives the sum total of basic pay, dearness allowance, additional dearness allowance & ad-hoc dearness allowance, if any admissible at index average 608 (1960=100) and 20% of the basic pay.

2. The pay in the revised scale will be fixed at the stage next above the total in the last column except where an existing scale of pay with special pay has been replaced by a scale of pay without special pay and subject to other provisions of the rules.

Basic Pay (Rs.)	D. P. + D. A. + A. D. A. + Ad-hoc DA admissible at index average 608 (1960 = 100) (Rs.)	Interim Relief (Rs.)	20% of basic pay (Rs.)	Total (Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.
220	448	50	75.00	793.00
225	453	50	75.00	803.00
230	464	50	75.00	819.00
235	474	50	75.00	834.00
240	483	50	75.00	848.00

245	493	50	75.00	863.00
250	504	50	75.00	879.00
251	505	50	75.00	881.00
255	514	50	75.00	894.00
256	516	50	75.00	897.00
257	518	50	75.00	900.00
260	524	50	75.00	909.00
262	528	50	75.00	915.00
263	530	50	75.00	918.00
266	536	50	75.00	927.00
267	538	50	75.00	930.00
268	540	50	75.00	933.00
270	544	50	75.00	939.00
272	548	50	75.00	945.00
274	552	50	75.00	951.00
277	558	50	75.00	960.00
278	560	50	75.00	963.00
280	564	50	75.00	969.00
281	566	50	75.00	972.00
284	572	50	75.00	981.00
287	578	50	75.00	990.00
288	581	50	75.00	994.00
290	584	50	75.00	999.00
291	587	50	75.00	1003.00
294	593	50	75.00	1012.00
295	594	50	75.00	1014.00
296	597	50	75.00	1018.00
298	600	50	75.00	1023.00
300	602	50	75.00	1027.00
301	603	50	75.00	1029.00
302	605	50	75.00	1032.00
303	606	50	75.00	1034.00
304	608	50	75.00	1037.00
305	609	50	75.00	1039.00
308	614	50	75.00	1047.00
310	616	50	75.00	1051.00
311	618	50	75.00	1054.00
312	619	50	75.00	1056.00
314	622	50	75.00	1061.00
315	624	50	75.00	1064.00
319	629	50	75.00	1073.00
320	631	50	75.00	1076.00
321	632	50	75.00	1078.00
322	634	50	75.00	1081.00
324	637	50	75.00	1086.00
327	641	50	75.00	1093.00
329	644	50	75.00	1098.00
330	645	50	75.00	1100.00

331	647	50	75.00	1103.00
334	651	50	75.00	1110.00
335	652	50	75.00	1112.00
336	654	50	75.00	1115.00
340	660	50	75.00	1125.00
341	661	50	75.00	1127.00
343	664	50	75.00	1132.00
344	665	50	75.00	1134.00
350	674	50	75.00	1149.00
351	675	50	75.00	1151.00
354	680	50	75.00	1159.00
357	684	50	75.00	1166.00
358	686	50	75.00	1169.00
359	687	50	75.00	1171.00
360	688	50	75.00	1173.00
361	690	50	75.00	1176.00
364	694	50	75.00	1183.00
366	697	50	75.00	1188.00
367	698	50	75.00	1190.00
370	703	50	75.00	1198.00
371	704	50	75.00	1200.00
372	706	50	75.00	1203.00
374	709	50	75.00	1208.00
375	710	50	75.00	1210.00
380	717	50	76.00	1223.00
381	719	50	76.20	1226.00
382	720	50	76.40	1228.00
383	722	50	76.60	1231.60
384	723	50	76.80	1233.80
388	729	50	77.60	1244.60
390	732	50	78.00	1250.00
391	733	50	78.20	1252.20
392	734	50	78.40	1254.40
394	737	50	78.80	1259.80
395	739	50	79.00	1263.00
396	740	50	79.20	1265.20
398	743	50	79.60	1270.60
400	746	50	80.00	1276.00
401	746	50	80.20	1277.20
404	748	50	80.80	1282.80
406	749	50	81.20	1286.20
410	751	50	82.00	1293.00
411	751	50	82.20	1294.20
412	751	50	82.40	1295.40
414	752	50	82.80	1298.80
415	752	50	83.00	1300.00
418	754	50	83.60	1305.60
419	754	50	83.80	1306.80

421	755	50	84.20	1310.20
422	755	50	84.40	1311.40
425	757	50	85.00	1317.00
428	758	50	85.60	1321.60
430	759	50	86.00	1325.00
433	760	50	86.60	1329.60
437	762	50	87.40	1336.40
438	762	50	87.60	1337.60
440	763	50	88.00	1341.00
442	764	50	88.40	1344.40
445	765	50	89.00	1349.00
446	765	50	89.20	1350.20
455	770	50	91.00	1366.00
457	770	50	91.40	1368.40
460	771	50	92.00	1373.00
464	773	50	92.80	1379.80
469	776	50	93.80	1388.80
470	776	50	94.00	1390.00
472	776	50	94.40	1392.40
473	777	50	94.60	1394.60
475	778	50	95.00	1398.00
480	780	50	96.00	1406.00
481	781	50	96.20	1408.20
482	781	50	96.40	1409.40
485	782	50	97.00	1414.00
487	782	50	97.40	1416.40
490	784	50	98.00	1422.00
495	787	50	99.00	1431.00
500	789	50	100.00	1439.00
502	790	50	100.40	1442.40
505	790	50	101.00	1446.00
509	792	50	101.80	1452.80
510	793	50	102.00	1455.00
517	796	50	103.40	1466.40
520	797	50	104.00	1471.00
523	798	50	104.60	1475.60
525	799	50	105.00	1479.00
530	801	50	106.00	1487.00
532	802	50	106.40	1490.40
535	805	50	107.00	1497.00
537	808	50	107.40	1502.40
540	813	50	108.00	1511.00
545	820	50	109.00	1524.00
547	824	50	109.40	1530.40
550	828	50	110.00	1538.00
551	829	50	110.20	1540.20
560	843	50	112.00	1565.00
562	846	50	112.40	1570.40

565	851	50	113.00	1579.00
570	858	50	114.00	1592.00
575	865	50	115.00	1605.00
577	869	50	115.40	1611.40
579	871	50	115.80	1615.80
580	873	50	116.00	1619.00
585	880	50	117.00	1632.00
590	888	50	118.00	1646.00
597	898	50	119.40	1664.40
600	903	50	120.00	1673.00
605	910	50	121.00	1686.00
610	918	50	122.00	1700.00
615	926	50	123.00	1714.00
617	929	50	123.40	1719.40
620	933	50	124.00	1727.00
625	941	50	125.00	1741.00
630	948	50	126.00	1754.00
635	955	50	127.00	1767.00
637	959	50	127.40	1773.40
640	963	50	128.00	1781.00
645	971	50	129.00	1795.00
650	979	50	130.00	1809.00
655	986	50	131.00	1822.00
657	988	50	131.40	1826.40
660	993	50	132.00	1835.00
665	1001	50	133.00	1849.00
670	1008	50	134.00	1862.00
675	1016	50	135.00	1876.00
677	1019	50	135.40	1881.40
680	1024	50	136.00	1890.00
685	1031	50	137.00	1903.00
690	1038	50	138.00	1916.00
695	1046	50	139.00	1930.00
700	1054	50	140.00	1944.00
705	1061	50	141.00	1957.00
710	1069	50	142.00	1971.00
715	1076	50	143.00	1984.00
720	1083	50	144.00	1997.00
725	1091	50	145.00	2011.00
730	1099	50	146.00	2025.00
735	1106	50	147.00	2038.00
740	1114	50	148.00	2052.00
745	1121	50	149.00	2065.00

Government of West Bengal
Finance Department
Audit Branch

No. 686-F

Calcutta, the 18th January, 1990.

MEMORANDUM

Subject — Drawal of Dearness Allowance on the revised pay scales as per West Bengal Services(Revision of pay and Allowance) Rules, 1990 in respect of the State Government employees.

After the 1st January, 1987 dearness allowance has been sanctioned from time to time on the basis of emoluments of a Government employee which included the basic pay, dearness pay, additional dearness allowance and ad-hoc dearness allowance, if any, admissible at index average 608 (1960 = 100).

2. Consequent on the revision of the pay scales of Government employees under the provisions of the West Bengal Services (Revision of Pay and Allowance) Rules, 1990 it has become necessary to relate the dearness allowance admissible to a Government employee to his basic pay in the revised scale in case he has elected or is deemed to have elected to draw pay in the revised scales prescribed under the aforesaid rules.

3. As it has been laid down in Rule 9 of the West Bengal Services (Revision of Pay and Allowance) Rules, 1990 that no arrears of pay and allowances to which any Government employee may be entitled in respect of the period from the 1st January, 1986 to the 31st December, 1987 shall be paid to the Government employee, it will be all right if the dearness allowance admissible to a Government employee is related to his basic pay in the revised scale with effect from the 1st January, 1988.

4. Accordingly, the Governor is pleased to decide that the dearness allowance payable to a Government employee with effect from the 1st January, 1988 shall be at the following rates :-

	Period for which payable	Pay range		Rate of dearness allowance per month.
	1.1.88 to 31.5.88	i) Upto	Rs 3500/	i) 8% of pay
		ii) Above & upto	Rs. 3500/- Rs. 6000/-	ii) 6% of pay subject to a minimum of Rs. 280/-
		iii) Above	Rs. 6000/-	iii) 5% of pay subject to a minimum of Rs. 360/-
2.	1.6.88 to 31.1.89	i) Upto	Rs. 3500/-	i) 13% of pay
		ii) Above & upto	Rs. 3500/- Rs. 6000/-	ii) 9% of pay subject to a minimum of Rs. 455/-
		iii) Above	Rs. 6000/-	iii) 8% of pay subject to a minimum of Rs. 540/-

	1.2.89 to 31.5.89	i)	Upto	Rs. 3500/-	i)	18% of pay
		ii)	Above & upto	Rs. 3500/- Rs. 6000/-	ii)	13% of pay subject to a minimum of Rs. 630/-
		iii)	Above	Rs. 6000/-	iii)	11% of pay subject to a minimum of Rs. 780/-
	1.6.89 to 31.10.89	i)	Upto	Rs. 3500/-	i)	23% of pay
		ii)	Above & upto	Rs. 3500/- Rs. 6000/-	ii)	17% of pay subject to a minimum of Rs. 805/-
		iii)	Above	Rs. 6000/-	iii)	15% of pay subject to a minimum of Rs. 1020/-
5.	1.11.89 onwards.	i)	Upto	Rs. 3500/-	i)	29% of pay
		ii)	Above & upto	Rs. 3500/- Rs. 6000/-	ii)	22% of pay subject to a minimum of Rs. 1015/-
		iii)	Above	Rs.. 6000/-	iii)	19% of pay subject to a minimum of Rs. 1320/-

Pay in the above table refers to basic pay as defined in rule 5(3) of theWest Bengal Service Rules, Part—I.

5. The dearness allowance admissible in terms of para 4 of this Memorandum shall be rounded off to the nearest rupee in each case.

6. **The instalments of dearness allowance sanctioned from 1.1.88 in terms of Finance Department Memo Nos. 12890-F, dated 28.11.87, 5690-F, dated 17.5.88, 610-F, dated 17.1.89, 5919-F, dt. 20.5.89 and 11560-F, dated 20.10.89 and the amounts paid in pursuance thereof from the 1st January, 1988 shall be adjusted against dearness allowance payable under this order.**

7. An employee who does not elect to draw pay in the revised scales as prescribed under the West Bengal Services (Revision of Pay & Allowance) Rules, 1990 shall continue to draw dearness allowance in terms of the Finance Department Memo Nos. mentioned above.

8. A ready reckoner showing the amounts of dearness allowance admissible at various stages of pay in the revised scale in terms of this Memorandum is appended.

Sd/- S. Ghosh
Joint Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department.

No. 686/1(400) - F. Calcutta, the 18th January, 1990

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. The Accountant General, West Bengal, Treasury Buildings, Cal-1.
2. The Pay & Accounts Officer, Calcutta Pay & Accounts Office, 81/2/2, Phears Lane, Calcutta - 12.

3. The Director of Treasuries & Accounts, 'Stephen House' 4, B.B.D. Bag (East), Calcutta - 1.

4. The Account Officer, West Bengal Sectt.

5. The _____

_____

_____ Deptt. /Dte.

6. The Dist. Magistrate/Judge, _____

_____

7. The Sub-divisional Officer, _____

_____

8. The Treasury Officer, _____

_____

9. The Commissioner, _____ Division.

10. The Principal, Industrial Training Institute, _____

11. The Supdt. of Police, _____

_____

12. The Accountant General, _____

It is requested that this memo may be circulated to all offices under their control.

Sd/- 18.1.90
Joint Secretary to the
Government of West Bengal
Finance Department.

READY RECKONER SHOWING THE AMOUNTS OF DEARNESS ALLOWANCE ADMISSIBLE AT VARIOUS STAGES OF PAY IN THE REVISED SCALES AS PRESCRIBED UNDER THE WEST BENGAL SERVICES(REVISION OF PAY AND ALLOWANCE) RULES, 1990 IN TERMS OF F.D. MEMO. NO. 686-F DT. 18.1.90. THE AMOUNTS OF DEARNESS ALLOWANCE ALREADY DRAWN BY A GOVT. EMPLOYEE, IN PURSUANCE OF F.D. MEMO. NO. 12890-F DT. 28.11.87, 5690-F DT. 17.5.88, 610-F dt. 17.1.89, 5919-F DT. 20.5.90 and 11560-F DT. 20.10.89 SHALL HAVE TO BE ADJUSTED AGAISNT THE DEARNESS ALLOWANCE ADMISSIBLE IN PURSUANCE OF F.D. MEMO. No. 686-F 18.1.90 AS SHOWN IN THE FOLLOWING TABLE :

Basic pay as per ROPA 1990	Total Dearness Allowance w.e.f 1.1.88	w.e.f. 1.6.88	w.e.f. 1.2.89	w.e.f. 1.6.89	w.e.f. 1.11.89
1.	2.	3.	4.	5.	6.
(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)	(Rs.)
800	64	104	144	184	232
815	65	106	147	187	236
830	66	108	149	191	241
845	68	110	152	194	245
860	69	112	155	198	249
875	70	114	158	301	254
890	71	116	160	205	258
893	71	116	161	205	259
905	72	118	163	208	262
908	73	118	163	209	263
911	73	118	164	210	264
920	74	120	166	212	267
926	74	120	167	213	269
929	74	121	167	214	269
938	75	122	163	216	272
941	75	122	169	217	273
944	76	123	171	219	274
950	76	124	172	220	276
956	76	124	172	221	277
962	77	125	173	221	279
971	78	126	175	223	282
974	78	127	175	224	282
980	78	127	176	225	284
983	79	128	177	226	285
992	79	129	179	228	288
1001	80	130	180	230	290
1004	80	131	181	231	291
1005	80	131	181	231	291
1010	81	131	182	232	293
1013	81	132	182	233	294
1022	82	133	184	235	296
1025	82	133	185	236	297
1028	82	134	185	236	298
1030	82	134	185	237	299
1034	83	134	186	238	300
1040	83	135	187	239	302
1046	84	136	188	241	303
1055	84	137	190	243	306
1064	85	138	192	245	309
1065	85	138	192	245	309
1067	85	139	192	245	309
1076	86	140	194	247	312

1080	86	140	194	248	313
1082	87	141	195	249	314
1085	87	141	195	250	315
1090	87	142	196	251	316
1092	87	142	197	251	317
1097	88	143	197	252	318
1100	88	143	198	253	319
1105	88	144	199	254	320
1106	88	144	199	254	321
1115	89	145	201	256	323
1117	89	145	201	257	324
1118	89	145	201	257	324
1127	90	147	203	259	327
1130	90	147	203	260	328
1139	91	148	205	262	330
1140	91	148	205	262	331
1142	91	148	206	263	331
1155	92	150	208	266	335
1160	93	151	209	267	336
1165	93	151	210	268	338
1167	93	152	210	268	338
1169	94	152	210	269	339
1170	94	152	211	269	339
1180	94	153	212	271	342
1181	94	154	213	272	342
1185	94	154	213	273	344
1190	95	155	214	274	345
1192	95	155	215	271	346
1200	96	156	216	276	348
1202	96	156	216	276	349
1205	96	157	217	277	349
1210	97	157	218	278	351
1211	97	157	218	279	351
1215	97	158	219	279	352
1217	97	158	220	280	353
1223	98	159	220	281	355
1230	98	160	221	283	357
1232	99	160	222	283	357
1235	99	161	222	284	358
1242	99	161	224	286	360
1244	100	162	224	286	361
1245	100	162	224	286	361
1257	101	163	226	289	365
1260	101	164	227	290	365
1265	101	164	228	291	367
1270	102	165	229	292	368
1272	102	165	229	293	369
1275	102	166	230	293	370

1282	103	167	231	295	372
1285	103	167	231	296	373
1290	103	168	232	297	374
1295	104	168	233	298	376
1302	104	169	234	299	378
1305	104	170	235	300	378
1307	105	170	235	301	379
1310	105	170	236	301	380
1320	106	172	238	304	383
1330	106	172	238	306	386
1332	107	173	240	306	386
1335	107	174	240	307	387
1340	107	174	241	308	389
1350	108	176	243	311	392
1357	109	176	244	312	394
1360	109	177	245	313	394
1362	109	177	245	313	395
1365	109	177	246	314	396
1375	110	179	248	316	399
1380	110	179	248	317	400
1385	111	180	249	319	402
1390	111	181	250	320	403
1392	111	181	251	320	404
1395	112	181	251	321	405
1400	112	182	252	322	406
1410	113	183	254	324	409
1420	114	185	256	327	412
1422	114	185	256	327	412
1425	114	185	257	328	413
1435	115	187	258	330	416
1440	115	187	259	331	418
1445	116	188	260	332	419
1452	116	189	261	334	421
1455	116	189	262	335	421
1460	117	190	263	336	423
1465	117	190	264	337	425
1470	118	191	265	338	428
1475	118	192	266	339	428
1480	118	192	266	340	429
1482	119	193	267	341	430
1485	119	193	267	342	431
1500	120	195	270	345	435
1505	120	196	271	346	436
1510	121	196	272	347	438
1512	121	197	272	348	438
1515	121	197	273	348	439
1520	122	198	274	350	441
1525	122	198	275	351	442

1535	123	200	276	353	445
1540	123	200	277	354	447
1545	124	201	278	355	448
1547	124	201	278	356	449
1550	124	202	279	357	450
1555	124	202	280	358	451
1560	125	203	281	359	452
1570	126	204	283	361	455
1580	126	205	284	363	458
1582	127	206	285	264	459
1585	127	206	285	365	460
1590	127	207	286	366	461
1605	128	209	289	369	465
1610	129	209	290	370	467
1615	129	210	291	371	468
1617	129	210	291	373	469
1620	130	211	292	373	470
1625	130	211	293	374	471
1630	130	212	293	375	473
1640	131	213	295	377	476
1660	133	216	299	382	481
1665	133	216	300	383	483
1670	134	217	301	384	484
1675	134	218	302	385	486
1680	134	218	302	386	487
1685	135	219	303	388	489
1690	135	220	304	389	490
1705	136	222	307	392	494
1710	137	222	208	393	496
1715	137	223	309	394	497
1720	138	224	310	396	499
1725	138	224	311	397	500
1730	138	225	311	398	502
1740	139	226	313	400	505
1755	140	228	316	404	509
1760	141	229	317	405	510
1770	142	230	319	407	513
1780	142	231	320	409	516
1785	143	232	321	411	518
1795	144	233	323	413	521
1810	145	235	326	416	525
1820	146	237	328	419	528
1830	146	238	329	421	531
1835	147	239	330	422	532
1845	148	240	332	424	535
1850	148	241	333	426	537
1860	149	242	335	428	539
1870	150	243	337	430	542

1880	150	244	338	432	545
1885	151	245	339	434	547
1890	151	246	340	435	548
1900	152	247	342	437	551
1905	152	248	343	438	552
1910	153	248	344	439	554
1915	153	249	345	440	555
1920	154	250	346	442	557
1925	154	250	347	443	558
1930	154	251	347	444	560
1945	156	253	350	447	564
1950	156	254	351	449	566
1960	157	255	353	451	568
1965	157	255	354	452	570
1975	158	257	356	454	573
1980	158	257	256	455	574
1990	159	259	358	458	577
2000	160	260	360	460	580
2010	161	261	362	462	583
2015	161	262	363	463	584
2030	162	264	365	467	589
2040	163	265	367	469	592
2045	164	266	368	470	593
2055	164	267	370	473	596
2060	165	268	371	474	597
2070	166	269	373	476	600
2080	166	270	374	478	603
2095	168	272	377	482	608
2110	169	274	380	485	612
2120	170	276	382	488	615
2130	170	277	383	490	618
2135	171	278	384	491	619
2145	172	279	386	493	622
2160	173	281	389	497	626
2175	174	283	392	500	631
2180	174	283	392	501	632
2185	175	284	393	503	634
2200	176	286	396	506	638
2210	177	287	398	508	641
2240	179	291	403	515	650
2250	180	293	405	518	653
2255	180	293	406	519	654
2265	181	294	408	521	657
2280	182	296	410	524	661
2290	183	298	412	527	664
2300	184	299	414	529	667
2305	184	300	415	530	668
2315	185	301	417	532	671

2330	186	303	419	536	676
2335	187	304	420	537	677
2360	189	307	425	543	684
2370	190	308	427	545	687
2380	190	309	428	547	690
2395	192	311	431	551	695
2410	193	313	434	554	699
2415	193	314	435	555	700
2440	195	317	439	561	708
2445	196	318	440	562	709
2450	196	319	441	564	711
2455	196	319	442	565	712
2460	197	320	443	566	713
2490	199	324	448	573	722
2495	200	324	449	574	724
2520	202	328	454	580	731
2530	202	329	455	582	734
2535	203	330	456	583	735
2570	206	334	463	591	745
2575	206	335	464	592	747
2595	208	337	467	597	753
2600	208	338	468	598	754
2605	208	339	469	599	755
2610	209	339	470	600	757
2650	212	345	477	610	769
2655	212	345	478	611	770
2670	214	347	481	614	774
2680	214	347	482	616	777
2690	215	350	484	619	780
2730	218	355	491	628	792
2735	219	356	492	629	793
2745	220	357	494	631	796
2755	220	358	496	634	799
2760	221	359	497	635	800
2770	222	360	499	637	803
2810	225	365	506	646	815
2815	225	366	507	647	816
2820	226	367	508	649	818
2830	226	368	509	651	821
2840	227	369	511	653	824
2850	228	371	513	656	827
2890	231	376	520	665	838
2895	232	376	521	666	840
2905	232	378	523	668	842
2920	234	380	526	672	847
2930	234	381	527	674	850
2970	238	386	535	683	861
2975	238	387	536	684	863

2980	238	387	536	685	864
3000	240	390	540	690	870
3010	241	391	542	692	873
3050	244	397	549	702	885
3055	244	397	550	703	886
3080	246	400	554	708	893
3090	247	402	556	711	896
3100	248	403	558	713	899
3130	250	407	563	720	908
3135	251	408	564	721	909
3170	254	412	571	729	919
3180	254	413	572	731	922
3200	256	416	576	736	928
3210	257	417	578	738	931
3235	259	421	582	744	938
3270	262	425	589	752	948
3280	262	426	590	754	951
3300	264	429	594	759	957
3310	265	430	596	761	960
3325	266	432	599	765	964
3335	267	434	600	767	967
3370	270	438	607	775	977
3380	270	439	608	777	980
3400	272	442	612	782	986
3410	273	443	614	784	989
3435	275	447	618	790	996
3450	276	449	621	794	1001
3470	278	451	625	798	1006
3480	278	452	626	800	1009
3500	280	455	630	805	1015
3535	280	455	630	805	1015
3570	280	455	630	805	1015
3575	280	455	630	805	1015
3580	280	455	630	805	1015
3600	280	455	630	805	1015
3625	280	455	630	805	1015
3635	280	455	630	805	1015
3680	280	455	630	805	1015
3700	280	455	630	805	1015
3750	280	455	630	805	1015
3780	280	455	630	805	1015
3800	280	455	630	805	1015
3825	280	455	630	805	1015
3875	280	455	630	805	1015
3900	280	455	630	805	1015
3950	280	455	630	805	1015
4000	280	455	630	805	1015
4075	280	455	630	805	1015

4125	280	455	630	805	1015
4200	280	455	630	805	1015
4250	280	455	630	805	1015
4325	280	455	630	805	1015
4375	280	455	630	805	1015
4450	280	455	630	805	1015
4500	280	455	630	805	1015
4575	280	455	630	805	1015
4625	280	455	630	805	1018
4650	280	455	630	805	1023
4700	282	455	630	805	1034
4750	285	455	630	807	1045
4800	288	455	630	816	1056
4825	290	455	630	820	1062
4950	297	455	644	842	1089
5100	306	459	663	867	1122
5250	315	473	683	893	1155
5400	324	486	702	918	1188
5550	333	500	722	944	1221
5700	342	513	741	969	1254
5850	351	527	761	995	1287
5900	354	531	767	1003	1298
6000	360	540	780	1020	1320
6100	360	540	780	1020	1320
6150	360	540	780	1020	1320
6300	360	540	780	1020	1320
6500	360	540	780	1020	1320
6700	360	540	780	1020	1320
6900	360	552	780	1035	1320
7100	360	568	781	1065	1349
7300	365	584	803	1095	1387

Government of West Bengal
Education Department
Budget Branch

NO. 33-EDN(B) Dated Calcutta The 7th March, 1990

MEMORANDUM

In Finance Department Resolution No. 805-F, dated the 30th January, 1987, the Government constituted a Pay Commission with terms of reference which included that the Commission would also examine the structure of emoluments and conditions of service of the

a) Teaching and Non-teaching staff of Government or aided

i) Schools upto Class XII standard

II) Training Institutions of Primary Teachers
III) Libraries
IV) Polytechnics and Junior Technical Schools

b) Non-teaching employees of non-government colleges (sponsored and aided)

c) Employees of District School Boards

with due regard to the financial resources of the State Government.

After careful consideration of the recommendations of the Pay commission in regard to the scales of pay, age of superannuation, retirement benefits and other terms and conditions of service, the Governor is pleased to direct that for all categories mentioned above, all but scale numbers 9 to 15 as recommended by the Pay Commission at pp 65-66 of Volume I of its Report and scale numbers 9 to 15 as recommended at p-69 ibid shall be adopted. The revised pay scales (details of which have been shown in Annexure III) to be prescribed for different posts/cadres/employees shall correspond to the pay scales prescribed earlier for such posts/cadres/employees (hereinafter referred to as existing scales, details of which have been shown in Annexure II), by G.O. No. 372-Edn (B), dated the 31st July, 1981 as amended from time to time and other subsequent orders issued on the subject.

The Governor is also pleased to direct that the date of effect of the Revised Scales, the manner of fixation of pay in the revised scales and other conditions of service of employees shall be as set out in the following paragraphs :

1. Date of effect

(1) The revised scales of pay shall be notionally effective from the 1st January, 1986 as recommended by the Pay commission.

(2) The pay and allowances of an employee which may be admissible to him in consequence of revision of pay shall be actually paid with effect from the 1st January, 1988.

2. Definitions

In this order, unless there is anything repugnant to the subject or context -

(a) "Annexure" means an Annexure to this order.

(b) "Basic Pay" means the grade pay now drawn excluding special pay, qualification pay, personal pay, dearness pay, administrative pay and other categories of pay, if any.

(c) "Existing emoluments" means the aggregate of -

I) basic pay in the existing scale,

II) dearness pay, additional dearness allowances and ad-hoc dearness allowance appropriate to the basic pay admissible at index average 608 (1960 =100) and

III) the amount of interim relief of Rs. 50/- per month sanctioned in Government Order No. 260 (6)-Edn (B), dated 4.9.1987.

(d) "Existing scale" means -

I) In relation to a post, the scale of pay shown against that post in column (3) of Annexures V and VI.

II) In relation to an employee, the scale of pay to which the employee was entitled on the 1st January, 1986 in terms of Government Order No. 372-Edn (B), dated the 31st July, 1981 read with Government Order No. 492-Edn (B), date the 26th October, 1981 and any other order or orders which might have been issued in this regard.

(e) "Employee" means a member of the teaching and non-teaching staff of the non-Government/Sponsored/Aided educational institutions and other organisations as mentioned in Annexure I.

(f) "Para" means a paragraph of this order.

(g) "Revised Scale" in relation to a post means the scale of pay shown against that post in column (4) of Annexures V and VI.

(h) "Revised scale corresponding to an existing scale" means the scale of pay shown against that existing scale in Annexure IV.

3. Scale of pay of post

(1) From the 1st January, 1986, the revised scale of pay of every post in the Institutions and Organisations as mentioned in Annexure I except teaching and non-teaching posts in Government sponsored/Aided recognised Institutions upto Class XII standard shall be as specified against it in column (4) of Annexure V.

(2) The scales of pay of the teaching and non-teaching posts in the Government Sponsored/Aided recognised institutions upto Class XII standard shall be as specified against such posts in column (4) of Annexure VI.

4. Drawal of pay in the revised scales

Save as otherwise provided in this order, an employee shall draw pay in the revised scale applicable to the post to which he is appointed.

Provided that an employee who was in service on the 31st December, 1985 and who opts to come over to the revised scale of pay together with the revised terms and conditions of service, as may be determined by the Government, may elect to draw pay in the revised scale from any date between the 1st January, 1986 and the 1st January 1990 and continue to draw pay in the existing scale prior to that date. On election to draw pay in the revised scale, such an employee shall draw pay in the revised scale corresponding to his existing scale.

5. Option

(1) The option under the proviso to para 4 shall be exercised within 90 days from the date of issue of this order.

(2) A teacher or a non-teaching employee of a Government Aided/Sponsored educational institution who was in service on the 31st December, 1985 may, at his discretion, retain his existing scale of pay and existing terms and conditions of service.

Provided that such a teacher or non-teaching employee who has not attained the age of superannuation, as prescribed in para 17, on the date of issue of this order and who will not attain the age of superannuation, as prescribed in para 17, within 90 days from the date of issue of this order may come over to the revised scale of pay together with the revised terms and conditions of service as may be determining by the government, with effect from such date as he may choose in terms of the proviso to para 4, by exercising option in this regard in the appropriate form within 90 days from the date of issue of this order. On coming over to the revised scale of pay, such a teacher or a non-teaching employee shall retire on attaining the age of superannuation as prescribed in para 17.

Provided also that a teacher or a non-teaching employee who even after attaining the age of superannuation as prescribed in para 17, continued or is continuing in service on the basis of Government Order No. 81-Edn (B), dated the 31st march, 1986 or a teaching or a non-teaching employee who will attain the age of superannuation prescribed in para 17, within 90 days from the date of issue of this order may come over to the revised scale of pay together with the revised terms and conditions of service as may be determined by the Govt., with effect from such date as he may choose in terms of the proviso to para 4, by exercising option in this regard in the appropriate form within 90 days from the date of issue of this order if and only if he has already retired or agrees to retire on the date on which he exercises such option or as the case may be, on the date on which he will attain the age of superannuation, as prescribed in para 17.

Note 1. The aforesaid option shall not be admissible to any employee appointed to a post on or after the 1st January, 1986 for the first time in service. Such an employee shall draw pay in the revised scale of pay of the post with effect from the date of his appointment.

Note 2. The aforesaid option shall be applicable only in respect of the existing scale of the employee as on the 1st January, 1986. If the employee has got appointment to a higher scale of pay with effect from any date prior to the 1st January, 1990, he may exercise option to come over to the revised scale corresponding to his existing scale (as on the 1st january, 1986) from a date not later thim the date with effect from which he got appointment to the higher scale.

Note 3. The forms in which option shall be exercised have been set out in Annexure VIIIA, VIIIB, and VIIIC.

6. Fixation of initial pay in the revised scale of pay

(1) The initial of an employee who elects to draw pay in the revised scale of pay from any date between the 1st January, 1986 and the 1st January, 1990, shall, unless in any case the Governor by special order otherwise directs, be fixed separately in respect of his substantive pay in the permanent post on which he holds lien or would have held a lien had his lien not been suspended and in respect of his pay in the officiating post held by him in the following manner :-

(A) (i) An amount representing 20% of the basic pay in his existing scale subject to a minimum of Rs. 75/- shall be added to the existing emoluments of the employee;

(ii) After the existing emoluments have been so increased, the pay shall be fixed in the revised scale applicable to the employee at the stage next above the amount thus computed.

Explanation - For the purpose of this clause, the term "existing emoluments" shall mean the existing emoluments as defined in para 2(c).

Provided that _

(a) if the minimum of the revised scale is more than the amount so arrived at, the pay shall be fixed at the minimum of the revised scale;

(b) if the amount so arrived at is more than the maximum of the revised scale, the pay in the revised scale shall be fixed at the maximum of that scale and the difference shall be treated as personal pay to be absorbed in stagnation increments earned in future.

Provided also that, subject to the other provisions contained elsewhere in this order, the personal pay so determined and remaining after absorption of a portion of it in stagnation increments shall be treated as an element of basic pay for the purpose of fixation of pay on promotion/appointment of the employee to higher post/scale.

(B) In the case of an employee who is in receipt of special pay in addition to pay in the existing scale and where the existing scale with special pay has been replaced by a scale of pay without special pay, the pay shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A), except that in such case the term "existing emoluments" shall mean the existing emoluments as defined in para 2(c) plus the special pay drawn in addition to pay in the existing scale.

(C) In the case of an employee who is in receipt of special pay in addition to pay in the existing scale and in whose case special pay continues with the revised scale of pay either at the same rate or at a different rate, the pay in the revised scale shall be fixed in accordance with the provisions of clause (A) with reference to the existing emoluments as defined in para 2(c) without taking into account the existing special pay and in such cases, special pay at the new rate shall be drawn in addition to pay so fixed in the revised scale.

(2) (i) For the purpose of fixation of pay under sub-para (1) every employee, who held on the 31st December, 1985, a post substantively and other post or posts on officiating basis, shall exercise separate option in the appropriate form set out in Annexure VIII A, VIII B and VIII C for fixation of initial pay separately in the revised scale of pay of the substantive post and also in the revised scale of pay of the officiating post when the number of officiating posts held by an employee is more than one, he shall exercise option for fixation of pay in the revised scale of pay of the last officiating post.

(ii) if due to fixation of pay under sub-para (1), the initial pay of an employee fixed in the revised scale of pay of the substantive post becomes either equal to, or higher than, that in the revised scale of pay of the officiating post, his initial pay in the revised scale of pay of the officiating post shall be refixed at the stage above the pay fixed in the revised scale of pay of the substantive post.

Note 1 The pay of an employee who is promoted/appointed to a higher post/scale on or after the 1st January, 1986, shall be fixed under this order with reference to the lower post/scale and then his pay shall be fixed in the revised scale of the higher post/revised scale corresponding to the existing higher scale, in the usual manner.

Note 2. In the case of an employee who was allowed to draw pay in the existing scale of pay admissible to him by virtue of para 5 of Government Order No. 492(6)-Edn (B)/FI-39/81, dated, the 26th October, 1981 on any date between the 1st January, 1986 and the date of issue of this order, the initial pay shall be fixed first in the revised scale of pay of the post under the provisions of this order and then his pay shall be fixed in the next higher scale of pay with effect from the date on which he was allowed the benefit of para 5 of Government Order No. 492(6)-Edn (B)/FI-39/81, dated, the 26th October, 1981 at the next higher stage of the pay fixed in the revised scale of pay of the post, the date of next increment remaining the same as it would have been but for such fixation.

Note 3. When the date with effect from which an employee elects to draw pay in the revised scale is also the normal date of his increment in the existing scale the increment in the existing scale shall be allowed first and the pay in the revised scale shall be fixed thereafter.

Note 4. Where an employee was in receipt of personal pay on the 1st January 1986 which together with his existing emoluments (excluding special pay) and special pay, if any, exceeds the pay fixed in the revised scale plus special pay, if any, drawn in addition to the pay fixed in the revised scale, the difference representing such excess shall be allowed to the employee as personal pay to be absorbed in future increases of pay.

7. Date of increment in the revised scale of pay

The next increment in the revised scale of pay of an employee whose pay has been fixed in the revised scale under this order shall be granted after completion of one incremental period from the date of fixation of initial pay in the revised scale of pay. Increment in the revised scales of pay shall be drawn with effect from the 1st day of the month in which it becomes otherwise due.

8. Stagnation increment

An employee whose pay has been fixed in any of the revised scales of pay with the maximum of Rs. 4000/- or below and who reaches the maximum of the scale of pay shall continue to draw increment for stagnation beyond the maximum of the scale for a period of three years at the rate last drawn by him as increment before reaching the maximum.

Provided that an employee whose pay has been fixed in any of the revised scales of pay shown in serial Nos. 1 to 15 of Annexure III and who even after drawing increment for stagnation for three years under this order is found to stagnate may be allowed, if Government deems it necessary, to draw further increments for stagnation at the same rate once in two years, subject to a maximum of three such biennial increments.

9. Special pay

(1) An employee who was drawing special pay in addition to pay in the existing scale of pay shall draw special pay in addition to pay in the revised scale of pay at the rates shown in Annexures VI and VII, as the case may be.

(2) Clerks and Group 'D' employees for Secondary Schools whose normal duty period exceeds 40 hours per week shall be allowed extra duty allowance at the rate of Rs. 75/- and Rs. 50/- per month, respectively.

(3) A Group 'D' employee not appointed as Night Guard but staying at school at night and performing duties as Night Guard in addition to his normal duties shall get a special pay of Rs. 50/- per month.

10. House Rent Allowance

With effect from the 1st January, 1988 or the date with effect from which an employee elects to draw pay in the revised scale, whichever is later, House Rent Allowance at the rate of 15% of basic pay in the revised scale, subject to a maximum of Rs. 800/- per month shall be admissible to the employee irrespective of his place of posting. Where both husband and wife draw house rent allowance, the ceiling of House Rent Allowance to be drawn by husband and wife together shall be Rs. 800/- per month. This allowance may be drawn, without reference to the quantum of rent paid, by all employees without requiring them to produce rent receipt. They should, however, be required to furnish a certificate to the effect that they are incurring some expenditure on rent/contributing towards rent. House Rent Allowance at the above rate shall also be paid to the employees living in their own houses, subject to their furnishing a certificate that they are paying/contributing towards house or property tax or maintenance of the house.

11. Rural Allowance

Rural Allowance, if any, which was being drawn by an employee so long, shall cease to be drawn with effect from the date he elects to draw pay in the revised scale.

12. Medical allowance

All employees shall, with effect from the 1st January, 1988, draw medical allowance at the rate of Rs. 30/- per month.

13. Hill Compensatory Allowance

All whole time employees posted in the Hill Sub-divisions of Darjeeling District i.e. Kurseong, Kalimpong and Darjeeling Sub-divisions of the district shall, with effect from the date of their coming over to the revised scale of pay or the 1st January, 1988, whichever is later, draw Hill Compensatory Allowance at the rate of 5% of basic pay subject to a maximum of Rs. 150/- per month.

14. Winter Allowance

All whole time employees posted in the Hill Sub-divisions of Darjeeling District i.e., Kurseong, Kalimpong and Darjeeling Sub-divisions of the district and drawing basic pay upto Rs. 3500/- per month shall, with effect from the date of their coming over to the revised scales of pay or the 1st January, 1988, whichever is later, draw winter allowance at the uniform rate of Rs. 500/- per annum.

15. Mode of drawal of arrears of pay

(1) An employee shall not be entitled to any arrears of pay and allowances in respect of the period from the 1st January, 1986 to the 31st December, 1987 as a result of notional fixation of his pay in the revised scale with effect from the 1st January, 1986 or any date subsequent thereto but prior to the 1st January, 1988. The arrears of pay and allowances to which an employee may be entitled in respect of the period from the 1st January, 1988 to the 31st March, 1989 shall be deposited in the Provident Fund Account of the employee. This amount may be withdrawn at the option of the employee after the 31st March, 1991 in two equal instalments the second instalment being payable not before the 1st April, 1992. The arrears in respect of the period subsequent to the 31st March, 1989 shall be paid in cash.

(2) In the case of an employee who retired on or after the 1st January, 1986, pension shall be calculated on the basis of notional fixation of pay in the revised scale with effect from the 1st January, 1986 or such other date with effect from which he elects to draw pay in the revised scale. But such an employee shall not be entitled to any arrears of pension for the period upto the 31st December, 1987.

(3) An employee who will retire before being eligible to withdraw the amount to be deposited in the Provident Fund Account in the manner mentioned shall be allowed to withdraw the entire amount as and when he retires.

16. Career Advancement Scheme and related issues

(1) An employee whose pay is fixed in any of the revised scales of pay shown in serial numbers 1 to 12 of Annexure III and who has not got a single promotion/advancement to a higher scale in the same post even after completion of 18 years' continuous and satisfactory service shall be placed in the next higher scale of pay, his designation remaining unchanged. This benefit of next higher scale of pay shall also be admissible to an employee having break-in-service, if the total period of his service excluding the period of break-in-service is not less that 18 years' provided the break is condoned. The pay of such an employee in the next higher scale shall be fixed at the stage next above the pay fixed in the revised scale of pay of his post, the date of his increment remaining unchanged.

(2) All teaching and non-teaching employees of Government sponsored/aided institutions shall be entitled to an additional increment in the revised scales for every 10 years of continuous and satisfactory service, counted from the date of appointment, subject to maximum of two such increments in addition to the benefits which may be admissible under sub para (1) of this paragraph.

(3) All teachers and librarians of Secondary Schools who have improved/will improve their qualification or who were appointed with higher qualificaton in the subjects or group relevant to their teaching/appointment shall get higher scale of pay appropriate to their qualifications, with effect from the 1st January, 1986 or the date of improving qualification whichever is later.

This principle shall apply mutatis mutandis to the teachers/librarians of other institutions/organisations as mentioned in Annexure-I.

(4) Untrained secondary school teachers shall be allowed annual increments in the revised scale of pay on condition that such untrained teachers will have to get themselves trained within five years from the date of coming over to the revised scale of pay and in respect of those who will be appointed on or after the 1st January, 1986, within five years from the date of appointment, failing which increment will be stopped till they get themselves trained. An untrained teacher of a recognised secondary school or a Madrasah of the secondary type with ten years' teaching experience in recognised schools/Madrasah shall be treated as a trained teacher for the purpose of drawal of increment in the scale applicable to the teacher concerned with effect from the date on which the condition of teaching experience is fulfilled. Such a teacher shall be eligible to draw the increment on completion of one year's service from the date on which the above condition is fulfilled.

(5) Secondary teachers, Headmasters/Headmistresses with Doctorate degree in the subject taught or in an allied subject shall get two additional increments from the date of the convocation on which such degree is awarded.

Provided that those who obtained that degree prior to the date of coming over to the revised scale shall get two additional increments from the date with effect from which they elect to draw pay in the revised scales.

(6) Higher initial start at the third stage of the appropriate scale of pay shall be allowed to graduate teachers of secondary schools having distinction marks.

17. Age of Superannuation and related issues

(1) Subject to the provisions of para 5, the age of superannuation of all categories of teaching and non-teaching employees who elect to come over to revised scales of pay shall be fixed at 60 years, as per recommendation of the 3rd Pay Commission.

(2) The teaching and non-teaching employees of an aided/sponsored educational institution or organisation who will opt for the revised scales of pay shall be allowed to enjoy pensionary benefits including dearness relief at par with State Government employees. Maximum amount of gratuity shall be raised from Rs. 36000/- to Rs. 60000/-. Orders in this respect will follow.

18. Leave

(1) Commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted for private affairs or on medical grounds to a teacher or a non-teaching employee of an aided/sponsored secondary school. When commuted leave is granted, twice the amount of such leave shall be debited against the half pay leave due.

(2) Half pay leave upto a maximum of 60 days may be allowed to be commuted during the entire service career of a teacher or a non-teaching employee of an aided/sponsored secondary school.

(3) For the teaching and non-teaching employees of primary schools, present system shall continue.

This order issues with the concurrence of the Finance Department vide their u/o No. 648 - Group 'J', dated, 7.3.1990.

By order of the Governor,
N.K.S. Jhala
Secretary to the Government of West Bengal

ANNEXURE -

1. Teachers and Non -Teaching staff of -
   (i) State Government sponsored or aided Primary Schools/Junior Basic Schools (Including Pre-Basic Schools);
   (ii) State Government sponsored or aided Junior High/High Schools/Higher Secondary Schools upto Class XII standard (including Junior High/High and Senior Madrasah);
   (iii) State Government sponsored or aided Schools for Handicapped;
   (iv) State Government sponsored/aided Training Institutes for Primary teachers;
   (v) State Government sponsored/aided Polytechnics;
   (vi) State Government sponsored/aided Junior Technical Schools;
   (vii) Sponsored Day Students' Homes;
   (viii) Recognised non-Government sponsored/aided voluntary organisations under the administrative control of Education Department.
2. Employees of District School Boards.
3. Non - teaching Staff of non-Government Colleges.
4. Library Staff of sponsored/aided -
   (i) Educational Institutions;
   (ii) District Library;
   (iii) Sub-Divisional/Town Library;
   (iv) Rural/Area/Primary Unit Library.

ANNEXURE - II
DETAILS OF THE EXISTING SCALES OF PAY

Sl. No.	Existing Pay Scales (Rs.)	Length (Years)
1.	220-5-260-6-308-7-364-8-388	28
2.	230-5-250-6-280-7-350-8-414	28
3.	245-6-263-7-319-8-383-9-455	28
4.	260-7-295-8-311-10-421-12-481-14-537	28
5.	280-8-304-10-394-12-442-15-577-20-617	28
6.	300-10-400-15-565-20-685	28
7.	340-10-400-15-550-20-750	27
8.	360-10-400-15-520-20-740-25-815	27
9.	380-15-500-20-700-25-850-30-910	27
10.	425-15-485-20-685-25-835-30-895	23
11.	425-15-470-20-670-25-820-30-910-35-1050	27
12.	440-20-560-25-785-30-875-35-1050-40-1170	27
13.	470-20-550-25-750-30-870-40-1230	26
14.	610-25-635-30-755-35-790-40-1270	19
15.	500-20-540-25-640-30-820-40-1260-50-1360	26
16.	550-25-625-30-745-35-780-40-1220-50-1470	25

17.	660-40-1100-50-1600	22
18.	1100-50-1300-60-1900	15
19.	1600-60-1900-100/2-2000-125/2-2250	12
20.	2000-125/2-2375	7
21.	2250-125/2-2500	5
22.	2500-125/2-2750	5
23.	500-20-700-25-900	19
24.	550-25-750-30-900	14
25.	700-40-1100-50-1300	15
26.	700-40-1100-50-1600	21
27.	1200-50-1300-60-1900	13
28.	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500	17
29.	2250-125/2-2750	8

ANNEXURE - III
DETAILS OF THE REVISED PAY SCALES

Sl. NO.	Revised Pay Scales (Rs.)	Length (Years)
1.	800-15-920-18-1118-21-1265	27
2.	830-15-890-18-980-21-1232-25-1357	27
3.	875-18-929-21-1160-25-1460	27
4.	920-21-1067-25-1242-30-1512-35-1617	27
5.	980-25-1230-30-1500-35-1675-40-1755	27
6.	1040-25-1215-30-1485-35-1590-40-1670-50-1920	27
7.	1140-30-1440-35-1580-40-1660-50-2160	27
8.	1200-35-1550-40-1630-50-2180-60-2380	27
9.	1260-35-1540-45-1630-55-2070-65-2460-75-2610	27
10.	1390-45-1615-55-2055-65-2445-75-2970	27
11.	1420-45-1555-55-1720-65-2305-75-3130	27
12.	1500-55-1665-65-2250-80-3210-100-3410	27
13.	1560-65-2210-80-3170-100-3570	27
14.	1640-65-2095-80-3135-100-3635	26
15.	1780-65-2040-80-3080-100-3780	25
16.	2200-80-3000-100-4000	21
17.	3000-100-3500-125-4750	16
18.	3700-125-4950-150-5700	16
19.	4500-150-6000	11
20.	5100-150-6300	9
21.	5900-200-6700	5
22.	3000-100-3200-125-4950-150-5700	22
23.	4500-150-5700-200-7300	17
24.	5900-200-7300	8

ANNEXURE - IV
CORRESPONDENCE BETWEEN THE EXISTING SCALES AND THE REVISED SCALES.

SL. No.	Existing Scales (Rs.)	Revised Scales corresponding to the Existing Scales Shown in Column (1) (Rs.
	(1)	(2)
1.	220-5-260-6-308-7-364-8-388	800-15-920-18-1118-21-1265
2.	230-5-250-6-280-7-350-8-414	830-15-890-18-980-21-1232-25-1357
3.	245-6-263-7-319-8-338-9-455	875-18-929-21-1160-25-1460
4.	260-7-295-8-311-10-421-12-481-18-537	920-21-1067-25-1242-30-1512-35-1617
5.	280-8-304-10-394-12-442-15-577-20-617	980-25-1230-30-1500-35-1675-40-1755
6.	300-10-400-15-565-20-685 40-1670-50-1920	1040-25-1215-30-1485-35-1590-
7.	340-10-400-15-550-20-750 50-2160	1140-30-1440-35-1580-40-1660-
8.	360-10-400-15-520-20-740-25-815 60-2360	1200-35-1550-40-1630-50-2180-
9.	380-15-500-20-700-25-850-30-910 65-2460-75-2610	1260-35-1540-45-1630-55-2070-
10.	425-15-485-20-685-25-835-30-895 75-2970	1390-45-1615-55-2055-65-2445-
11.	425-15-470-20-670-25-820-30-910-35-1050	1390-45-1615-55-2055-65-2445-75-2970
12.	440-20-560-25-785-30-865-35-1050-40-117075-3130	1420-45-1555-55-1720-65-2305-
13.	470-20-550-25-750-30-870-40-1230 100-3410	1500-55-1665-65-2250-80-3210-
14.	610-25-635-30-755-35-790-40-1270	1560-65-2210-80-3170-100-3570
15.	500-20-540-25-640-30-820-40-1260 50-1360	1640-65-2095-80-3135-100-3635
16.	550-25-625-30-745-35-780-40-1220 50-1470	1780-65-2040-80-3080-100-3780
17.	660-40-1100-50-1600	2200-80-3000-100-4000
18.	1100-50-1300-60-1900	3000-100-3500-125-4750
19.	1600-60-1900-100/2-2000-125/2-2250	3700-125-4950-150-5700
20.	2000-125/2-2375	4500-150-6000
21.	2250-125/2-2500	5100-150-6300
22.	2500-125/2-2750	5900-200-6700
23.	500-20-700-25-900 75-2970	1390-45-1615-55-2055-65-2445-
24.	550-25-750-30-900 75-2970	1390-45-1615-55-2055-65-2445-

25.	700-40-1100-50-1300	2200-80-3000-100-4000
26.	700-40-1100-50-1600	2200-80-3000-100-4000
27.	1200-50-1300-60-1900	3000-100-3200 125-4950-150-5700
28.	1500-60-1800-100-2000-125/2-2500	4500-150-5700-200-7300
29.	2250-125/2-2750	5900-200-7300

ANNEXURE - V
REVISED SCALES OF PAY OF POSTS/SERVICES (PARA 3 (1))

Sl No.	Posts/Services	Existing Scale (Rs.)	Revised Scale (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	All posts/ services carrying existing scales shown in column (3).	220-388	800-1265
2.	Ditto	230-414	830-1357
3.	Ditto	245-455	875-1460
3. (a)	Ditto	245-455with higher initial start at 251.	875-1460
4.	Ditto	260-537	920-1617
5.	Ditto	280-617	980-1755
5. (a)	Ditto	280-617with higher initial start at 334.	980-1755
5. (b)	Ditto	280-577 with higher initial start at 364.	980-1755
6.	Ditto	300-685	1040-1920
6. (a)	Ditto	300-685with higher initial start at 320	1040-1920
6. (b)	Ditto	300-685 with higher initial start at 330.	1040-1920
6. (c)	Ditto	300-685 with higher initial start at 360.	1040-1920 with higher initial start at 1115.
7.	Ditto	340-750	1140-260
7. (a)	Ditto	340-750 with higher initial start at 360.	1140-2160
7. (b)	Ditto	340-750 with higher initial start at 380.	1140-2160
8.	Ditto	360-815	1200-2360
8. (a)	Ditto	360-815 with higher initial start at 415.	1200-2360
9.	Ditto	380-910	1260-2610
9. (a)	Ditto	380-910 with higher initial start at 410.	1260-2610
9. (b)	Ditto	380-910 with higher initial start at 440.	1260-2610
9. (c)	Ditto	380-910 with higher initial start at 455.	1260-2610

9. (d)	Ditto	380-910 with higher initial start at 470.	1260-2610
9. (e)	Ditto	380-910 with higher initial start at 520.	1260-2610
10.	Ditto	425-895	1390-2970
11.	Ditto	425-1050	1390-2970
11. (a)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 455.	1390-2970
11. (b)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 470.	1390-2970
11. (c)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 490.	1390-2970
11. (d)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 510.	1390-2970
11. (e)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 530.	1390-2970 with higher initial start at 1480.
11 (f)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 550.	1390-2970 with higher initial start at 1480.
11. (g)		425-1050 with higher initial start at 570.	1390-2970 with higher initial start at 1525.
11. (h)	Ditto	425-1050 with higher initial start at 670.	1390-2970 with higher initial start at 1945.
12.	Ditto	440-1170	1420-3130
12. (a)	Ditto	440-1170 with higher initial start at 460.	1420-3130
12 (b)	Ditto	440-1170 with higher initial start at 480.	1420-3130
12 (c)	Ditto	440-1170 with higher initial start at 500.	1420-3130
12. (d)	Ditto	440-1170 with higher initial start at 560.	1420-3130 with higher initial start at 1465.
12. (e)	Ditto	440-1170 with higher initial start at 585	1420-3130 with higher initial start at 1465.
12. (f)	Ditto	440-1170 with higher initial start at 650.	1420-3130 with higher initial start at 1555.
13.	Ditto	470-1230	1500-3410
13. (a)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 510.	1500-3410
13. (b)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 550.	1500-3410
13. (c)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 575.	1500-3410
13 (d)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 650.	1500-3410 with higher initial start at 1795
13 (e)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 675.	1500-3410 with higher initial start at 1860.
13 (f)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 700.	1500-3400 with higher initial start at 1990.

13. (g)	Ditto	470-1230 with higher initial start at 810.	1500-3410 with higher initial start at 2120.
14.	Ditto	610-1270	1560-3570
14. (a)	Ditto	610-1270 with higher initial start at 665.	1560-3560 with higher initial start at 1820.
14. (b)	Ditto	610-1270 with higher initial start at 695.	1560-3570 with higher initial start at 1950.
14 (c)	Ditto	610-1270 with higher initial start at 725.	1560-3570 with higher initial start at 2015.
15.	Ditto	500-1360	1640-3635
15. (a)	Ditto	500-1360 with higher initial start at 565.	1640-3565
15. (b)	Ditto	500-1360 with higher initial start at 590.	1640-3635
15. (c)	Ditto	500-1360 with higher initial start at 670.	1640-3635 with higher initial start at 1900.
15. (d)	Ditto	500-1360 with higher initial start at 730.	1640-3635 with higher initial start at 2030.
15 (e)	Ditto	500-1360 with higher initial start at 790.	1640-3635 with higher initial start at 2095.
16.	Ditto	550-1470	1780-3780
16. (a)	Ditto	550-1470 with higher initial start at 600.	1780-3780
16. (b)	Ditto	550-1470 with higher initial start at 655.	1780-3780
16. (c)	Ditto	550-1470 with higher initial start at 715.	1780-3780 with higher initial start at 1975.
16. (d)	Ditto	550-1470 with higher initial start at 745.	1780-3780 with higher initial start at 2040.
17.	Ditto	660-1600	2200-4000
17. (a)	Ditto	660-1600 with higher initial start at 740.	2200-4000
17. (b)	Ditto	650-1600 with higher initial start at 780.	2200-4000
17. (c)	Ditto	660-1600 with higher initial start at 820.	2200-4000
17. (d)	Ditto	660-1600 with higher initial start at 940.	2200-4000 with higher initial start at 2440.
18.	Ditto	1100-1900	3000-4750
19.	Ditto	1600-2250	3700-5700
20.	Ditto	2250-2500	4500-6000
21. (a)	Ditto	2250-2500	5100-6300
22.	Ditto	2500-2750	5900-6700
23.	Ditto	500-900	1390-2970
24.	Ditto	550-900	1390-2970
25.	Ditto	700-1300	2200-4000
26.	Ditto	700-1600	2200-4000
27.	Ditto	1200-1900	3000-5700

		1200-1900 with higher	3000-5700
27. (a).	Ditto	initial start at 1480.	
28.	Ditto	1500-2500	4500-7300
29.	Ditto	2250-2750	5900-7300

ANNEXURE — VI
REVISED SCALES OF PAY OF POST (PARA 3(2))

(1)	(2)	(3)	(4)
Sl. No.	Name of service/post with qualification	Existing pay scale/ special pay/allowance, etc.	Revised scale of pay and special pay
	State Government Sponsored or Aided Primary /Schools/Junior Basic Schools(including Pre-Basic Schools).		
1.	Teacher		
i)	For trained Matriculate/ School Final/Madhyamik passed or equivalent.	300-685	1040-1920
ii)	For untrained Matriculate/ Madhyamik passed or equivalent.	280-617	980-1755
iii)	For Non-Matric/Non-School Final/ Non-Madhyamik passed school mother and craft teacher.	260-537	920-1617
2.	Head Teacher	i) Grade pay as Teacher according to Serial No. 1 above.	i) Grade pay as Teacher according to Serial No. 1 above.
		ii) Special pay Rs.35/- for all	ii) Special pay Rs. 70/- for all.
3.	Matron	230—414/- (to be redesignated as Attendant)	830—1357
4.	Group 'D'	220—338	800—1265
	State Government Sponsored or Aided Secondary Schools up to Class XII standard:—		
1.	Headmaster/Headmistress of High School/High Madrasah [Trained Graduate with Hons. Degree or Second Class Master's degree (not less than 40% marks) with 10 years' teaching experience.]	i) 660—1600 with higher initial start at Rs. 940/- plus special pay of Rs. 100/- for heads of H.S. schools only.	2200—4000 with higher initial start at 2440/- plus special pay of Rs.200/- for heads of H.S. schools only.

	(Special Hons. is not eligible)	ii) 660—1600 with higher initial start at Rs. 940/- for secondary schools. In case of an existing integrated secondary school if the morning section and day section are under the same administration the Head master/Headmistress shall draw a special pay of Rs. 75/- per month or anyAssistant Teacher of the day section who shall draw a special pay of Rs. 75/- per month in addition to his/her pay according to qualification. pay of Rs. 150/- per his/her grade pay	2200—4000 with higher initial start at Rs. 2440/- for secondary schools. In case of an existing integrated secondary school if the morning section and day section are under the same administration the Head of the Institution shall draw a special pay of Rs. 150/- per month or any Asstt.Teacher of the day section who is incharge of the morning section shall draw a special month in addition to according to qualification.
		iii) Teacher incharge of X class secondary school shall draw pay of Asstt. Teacher according to his qulification plus special pay of Rs. 75/- per month.	iii) Teacher incharge of X class secondary schools shall draw pay of Asstt. Teacher according to his qulification plus special pay of Rs. 150/- per month.
		iv) Teacher incharge of XII class secondary school shall draw pay of Asstt. Teacher according to his qulification plus pay of Rs. 100/- per month.	iv) Teacher incharge of XII Class secondary schools shall draw pay of Astt. Teacher according to his qulification plus special pay of Rs. 200/- per month.
2.	Asstt.. Headmaster/Asstt. Headmistress of High and Higher Secondary School trained graduate with Hons. including special Hons. or Master's degree with 5 years' teaching experience.	Pay according to qualification plus special pay of Rs. 75/- per month.	Pay according to qualification plus special pay of Rs. 150/- per month.
3.	Headmaster/Headmistress of Junior High School/Junior High Madrasah (Existing tra-	Pay acording to qualification plus special pay of Rs. 75/- per month.	Pay according to qualification plus special pay of Rs.150/-

ined gradute with 3 years' teaching experience) or trained gradute with Hons. or Master's degree with 5 years' teaching experience (Special Hons. is not eligible).		per month.
Assistant Teacher		
4. Trained Master's degree holder/ Master's degree in Physical Edn./ Master's degree in Work Education.		
5. i) Trained Hons. Graduate (including Special Hons.) ii) B. Sc. (Agriculture) iii) Old Course B.Com appointed before 24.12.1966.	500-1360	
6. i) Trained Graduate ii) Two Sanskrit title holder of Bangiya Sanskrit Siksha Parishad or equivalent with 5 years' teaching experience. iii) M.M. title holder of West Bengal Madrasah Education Board with 5 years' teaching experience. iv) 5 years' diploma holder in Art and Craft from Govt. College of Art and Craft or degree. v) Teacher with B. Mus. degree. vi) Graduate teacher with Physical Education degree or Work Education degree. vii) Graduate Teacher of Physical Edn./Work Education group with 1-years ' approved Diploma of Physical Education or Work Education.	440-1170	1420-3130
7. i) Teachers with Diploma in Engineering/Work Education. ii) Teacher with 3 year approved Needle Craft/Music.	425-1050	1390-2970
8. Teacher with Sub-Oversear's Certificate.	380-920	1260-2610
9. i) Teacher with part-I B.A/ B.Sc./B.Com. or Intermediate.	360-815	1200-2360

	ii) Matriculate with one Sanskrit title (Kabyatirtha or Byakarantirtha) of Bangiya Sanskrit Siksha Parishad or equivalent. iii) Matriculate with 2 years' training certificate from a recognised Institution or with 10 years' practical experience. iv) Matriculate with Kovid. v) Teacher with two recognised Sanskrit titles of Bangiya sanskrit Siksha Parishad or equivalent with less than 5 years' teaching experience. vi) M.M. with less than 5 years' teaching experience. vii) Teacher with one Sanskrit title of Bangiya Sanskrit Siksha Parishad or equivalent with 5 years' teaching experience viii) F.M.passed of West Bengal Madrasah Education Board. ix) Under graduate teacher with training in Physical Education. x) Workshop Instructor with more then 10 years' experience.		
10.	i) Other trained Matriculate teacher ii) Non-Matric teacher with certificate in Music from recognised Institution. iii) Matriculate with one-year craft training iv) Non-Matric Teacher with 2 years' traning certificate from recognised Institution. v) Workshop Insturctor with less than 10 years' experience. vi) Agricultural Instructor.	300-685	1040-1920
11.	Untrained Matriculate or S.F. or equivalent examination passed.	280-617	980-1755
12.	i) Non-Matric/V.M. teacher ii) Work Education Assistant	260-537	920-1617

13.	Librarian Master's degree holder with recognised Diploma in Library Science.	440-1170 with higher initial start at Rs. 560/-	1420-3130 with higher initial start at Rs. 1465/-
14.	Graduate with recognised Diploma in Library Science.	550-900	1390-2970
15.	Matriculate with recognised certificate in Librarianship.	300-685	1040-1920
16.	a) Non-Matric Librarian (existing)	260-537	920-1617
	b) Non-Matric Library Assistant	280-617	980-1755
17.	Clerk Matriculate/School Final or equivalent.	300-685 • Special pay of Rs. 45/- shall be allowed to one clerk for additional work in H.S. school where no additional work in H.S. section was/will be sanctioned.	1040-1920 Special pay of Rs. 75/- per month shall be allowed to one clerk for additional clerk in H.S. school where no post of clerk for H.S. section was/ will be sanctioned.
18.	Non-Matric (existing clerk)	260-537	920-1671
19.	i) Group 'D' employee	220-388 i) If any Group 'D' staff appointment as Night Guard perform duties as Night Guard in addition to his normal duties he shall get a special pay of Rs. 20/- p.m. ii) Special pay of Rs. 30/- p.m. shall be allowed to one Group 'D' staff for additional work in H.S. School where no additional post was/will be sanctioned.	800-1265 i) If any Group 'D' Staff not appointed as Night Guard per forms duties as Night Guard in addition to his normal duties he shall get a special pay of Rs. 50/- p.m. ii) Special pay of Rs. 50/- shall be allowed to one Group 'D' staff for additional work in H.S. School where no additional post was/ will be sanctioned.
	ii) Laboratory Attendant		
	iii) Workshop Attendant		

ANNEXURE - VII

Posts	Revised rate of Special pay
1) Posts borne in revised pay scale Nos. 1 & 2.	Double the existing rate of Special pay subject to a minimum of Rs. 10 and a maximum of Rs. 40.
2) Posts borne in revised pay scale Nos. 3 & 4.	Double the existing rate of special pay subject to a minimum of Rs. 10 and a maximum of Rs. 60.
3) Posts borned in revised pay scale Nos. 5,6 & 7.	Double the existing rate of special pay subject to a maximum of Rs. 80.
4) Posts borne in revised scale Nos. 8,9 & 10. subject to a maximum of Rs. 100.	Double the existing rate of special pay
5) Posts borne in revised pay scale Nos. 11,12 & 13.	Double the existing rate of special pay subject to a maximum of Rs. 150/-
6) Posts borne in revised pay scale Nos. 14 & 15.	Double the existing rate of special pay subject to a maximum of Rs. 200/-
7) Posts borne in revised pay scale Nos. 16 to 20, 22 & 23.	(i) For existing rate of special pay upto Rs. 150/- double the existing rate. (ii) For existing rate of special pay above Rs. 150/- double the existing rate subject to a maximum of Rs. 350/- (iii) For posts of Joint Secretary and equivalent, Rs. 400/-
8) Posts borne in pay scale Nos. 21 & 24	Nil

ANNEXURE - VIII - A
FORM OF OPTION
(TO BE USED BY ALL OTHER THAN THOSE GOVERNED BY PARA 5(2) OF THE ORDER)

I..... have read carefully the contents of Memo No. 33-Edn (B), dated 7.3.1990 and I hereby agree to abide by the terms and conditions, stipulated therein of my service.

i) I ..... hereby elect for the revised scale of Rs. ..... of my substantive/ officiating/temporary post with effect from 1st January, 1986.

ii) I ..... hereby elect to continue in the existing scale of pay of Rs. ..... of amy substantive/officiating/temporary post mentioned below till ..... 19 ..... and to come under the revised scale of Rs. ..... with effect from ..... 19.....

Station

Date :

Signature
Name
Designation
(Substantive/Officiating/Temporary)
Name of the Institution
District

Signature
Head of the Institution

NOTE : The option once exercised is final. The employees should opt to come under the revised scale on any date between 1st January, 1986 and 1st January, 1990, after reading carefully the provisions of Memo No. 33 Edn (B), date 7.3.1990. No change of option shall be allowed under any circumstances.

ANNEXURE - VIII B
FORM OF OPTION
(TO BE USED BY THOSE GOVERNED BY THE FIRST PROVISO TO PARA 5 (2) OF THE ORDER)

I ..... have read carefully the contents of Memo No. 33-Edn (B), dated 7.3.1990 and I agree to abide by the terms and conditions stipulated therein and I will not apply for extension of my service on attaining the age of superannuation prescribed in para 17 of the Order.

i) I ..... hereby elect for the revised scale of Rs. ..... of my substantive/officiating/ temporary post with effect from 1st January, 1986.

ii) I ..... hereby elect to continue in the existing scale of pay of Rs. ..... of my substantive/officiating/temporary post mentioned below till ..... 19 ..... and to come under the revised scale of Rs. ..... ; with effect from ..... 19 .....

Station

Date :

Signature
Name
Designation
(Substantive/Officiating/Temporary)
Name of the Institution
District

Signature
Head of the Institution

NOTE : The option once exercised is final. The employees should opt to come under the revised scale on any date between 1st January, 1986 and 1st January 1990, after reading carefully the provisions of Memo No. 33-Edn (B), dated 7.3.1990. No change of option shall be allowed under any circumstances.

ANNEXURE - VIII C
FORM OF OPTION
(TO BE USED BY THOSE GOVERNED BY THE SECOND PROVISO TO PARA 5 (2) OF THE ORDER)

I ..... have read carefully the contents of Memo No. 33-Edn (B), dated 7.3.1990 and I agree to abide by the terms and conditions stipulated therein. I agree to retire from service on ..... .

i) I ..... hereby elect for the revised scale of Rs. ..... of my substantive/ officiating/temporary post with effect from 1st January, 1986.

ii) I ..... hereby elect to continue in the existing scale of pay of Rs. ..... of my substantive/officiating/temporary post mentioned below till ..... 19 ..... and to come under the revised scale of Rs. ..... with effect from .....19 .....

Station

Date :

Signature
Name
Designation
(Substantive/Officiating/Temporary)
Name of the Institution
District

Signature
Head of the Institution

NOTE : The option once exercised is final. The employees should opt to come under the revised scale on any date between 1st January, 1986 and 1st January, 1990, after reading carefully the provisions of Memo No. 33 Edn (B), dated 7.3.1990. No chang of option shall be allowed under any circumstances.

ANNEXURE - IX

FORM OF FIXATION OF INITIAL PAY IN THE REVISED SCALE, 1990 AS PER MEMO NO. : 33 Edn (B), dated 7.3.1990.

1. Nasme of the Institution .....

2. Name and designation of the employee .....

3. Date from which he/she elects to come under the revised scale of pay :
   a) In substantive post .....
   b) In officiating/temporary post .....

4. Existing Scale of pay :
   a) In substantive post .....
   b) In officiating/temporary post .....

5. Revised scale of pay :
   a) In substantive post .....
   b) In officiating/temporary post .....

6. Special pay, if any, in the existing scale of pay :
   i) (a) In substantive post .....
      (b) In officiating/tempory post .....
   ii) Whether retained/not retained in addition to the grade pay in the revised scale of pay and, if so the amount .....

Post	Substantive	Officiating/ Temporary post	Remarks
7. Existing emoluments as defined in para 2 (1) -(i) Basic pay in the existing scale ..... (ii) Dearness pay, additional dearness allowance appropriate to the basic pay admissible at index average 608 (1960-100)			

(iii) Interim Relief .....

Total :-

Add : 20% of the basic pay in the existing scale subject to a minimum of Rs. 75/-

Grand Total :

	Substantive Post	Officiating/ Temporary post	Remarks
8. Pay fixed under the revised scale of pay (Vide rule 8)			
i) Basic pay			
ii) Personal pay			
ii) Special pay			
Total :-			

9. Date of effect :

10. Date of next increment :

Signature of the head of the Institution/ Secretary/Administrator.

Name of the Institution

Office Seal

(For use in the District Inspector of Schools/District School Board).

Verified and found correct

Not Checked

Signature of the Checking Authority

Designation .....

Date .....

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENSE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No WB/CC-145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 40 : No. 1

April-May, 1990

12 MAR 1992

CONTENTS

	PAGE
Pay revision & Librarians (Editorial)	1
Govt. order for revision of Salary Scales of Librarians/Asst. Librarians of Non-Govt. Colleges.	3
Memorandum of BLA to Finance Minister, W. B. on College & University Librarians.	5
Govt. order for Upgradation of Salary Scales of Librarians etc. in University and College.	7
Govt. order for fixation of pay of Govt. employees	8
General Ready Reckoner for fixation of pay.	9
Govt. order for Drawing D. A. on the revised Pay Scales.	14
Govt. order for revision of emoluments and conditions of Service.	24

Printed & Published by : Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta-700 073
General Office : P 134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor : Ramkrishna Saha.

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, জ্যৈষ্ঠ

সূচী

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ও পদমর্যাদা (সম্পাদকীয়)	৪৭
তপন কুমার আদক	
গান্ধীজীর শিক্ষাভাবের সম্প্রসারণে গ্রন্থাগার	
অরুণ ঘোষ	
সমস্যে বিজ্ঞানে তথ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক	
গত: স্পানসর্ড ও বে-সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের	
বেতন স্কেলের সংশোধিত আদেশনামা	
Memorandum Submitted to the chief Minister re : career	
Advancement programmes for college Librarians.	
English Abstracts	৬৭
কর্মী সমিতি কথা	৬৭
গ্রন্থাগার সংবাদ	৬৮
চিঠিপত্র	৬৯

প্রচ্ছদ : অমিয় পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ২ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকের কর্তৃত্ব ও পদমর্যাদা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বহুদিন যাবত গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা নিয়ে আন্দোলন করে আসছে। বেতনক্রম সংশোধনের দাবীর প্রাধান্যে পদমর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রতি অনেকক্ষেত্রেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। পদমর্যাদা ও কর্তৃত্বের প্রশ্নটি গ্রন্থাগার বৃত্তিকুলীনদের মধ্যে ঘুমায়িত হচ্ছে বহুদিন ধরেই। গ্রন্থাগার কর্মীর পদমর্যাদার দুটি দিক রয়েছে—একটি দিক হলো বাহ্যিক বা formal দিক যথা পদমর্যাদার আইনগত স্বীকৃতি, দ্বিতীয় দিক হলো সামাজিক স্বীকৃতি। একটি দিক অপর দিক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বেতনক্রম হলো পদমর্যাদা দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। সম্প্রতি গ্রন্থাগারিকদের কর্তৃত্ব (Authority) সম্পর্কিত বিষয়টি সর্বভারতীয় আলোচনায় বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। এই উপলক্ষে রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগার কর্মীদের পদমর্যাদা ও কর্তৃত্বের বিষয়টি নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়েছে।

রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ স্তরের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম অধ্যাপকদের সমতুল হয়েছে দীর্ঘ আন্দোলনের পর। এই আন্দোলনের পক্ষে অনেক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু পদমর্যাদার সামাজিক স্বীকৃতি কতটা পাওয়া গেছে তা আলোচনা সাপেক্ষ। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারিকদের বেতন শিক্ষকদের সমতুল হলেও তাঁরা শিক্ষক নন ; রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক উপ ও সহ গ্রন্থাগারিক অফিসার পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইনে গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব, ও কর্তব্য এবং কর্তৃত্বের বিষয়টির কমই গুরুত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের মধ্যে সমতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। 'বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার হৃদয়', এই সুপারিশ শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের পাতায় লিপিবদ্ধ, বাস্তবে তার কোন প্রয়োগ দেখি না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় যারা পরিচালনা করেন তারা শিক্ষা সমাজের শীর্ষে আরোহণ করে আছেন। তাঁরা গ্রন্থাগারের মর্যাদা জানেন না এমন নন। তবুও উচ্চশিক্ষায় গ্রন্থাগারের ব্যবহার কতটা হচ্ছে তা সমীক্ষার বিষয়। রাজ্যের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের পদ শূন্য। অর্থাৎ গ্রন্থাগারিক ছাড়াই গ্রন্থাগার চলছে।

কলেজের অভ্যন্তরে গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম শিক্ষকদের সমতুল হলেও তারা ও শিক্ষক পর্যায় ভুক্ত নন এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের কর্তৃত্ব বহু ক্ষেত্রেই অস্বীকার করা হয়। তাঁরা প্রায়শঃই নানা বাধার সম্মুখীন হন। এরা আবার অ-শিক্ষক কর্মচারীও নন,—এরকমটাই আইনগত অবস্থান। এরকম অবস্থার ফলে প্রশাসনিক দিক থেকে তাঁরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ গ্রন্থা-

গারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার বৃদ্ধিতে অসুয়াপরবশ হয়ে গ্রন্থাগার পরিবেশকে অকারণ দূষিত করে তোলেন।

অনেক গ্রন্থাগারকর্মীরা উচ্চ বেতন ও পদমর্যাদার যোগ্য পরিষেবা দিতে পারেন না বা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন না। গ্রন্থাগারকে ছাত্রদের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার কাজটি অনেকক্ষেত্রেই উপেক্ষিত থাকে। শুধু তাই নয় গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ মাঝে মাঝে এমন স্তরে পৌঁছায় তখন কর্তৃপক্ষকেই হস্তক্ষেপ করতে হয়, এতে আর যাই হোক কেন তাতে ভাবমূর্তি গড়ে ওঠে না—কর্তৃত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না।

বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার থাকলেও অধিকাংশ বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োজিত হন নি। কিছু উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হলেও ছাত্রদের পাঠস্পৃহা বাড়ানোর প্রচেষ্টা দেখা যায় না। এর জন্য গ্রন্থাগারিকরা দায়ী নন। গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের সময় থেকেই ক্লাশ নেওয়াটা বাধ্যতামূলক বলে জানিয়ে দেওয়া হয় অনেক ক্ষেত্রে। এতে গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল হলেও বেতন শিক্ষকদের সমতুল নয় এবং কিছু গ্রন্থাগারিক এতে খুশী হলেও গ্রন্থাগারের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। যেখানে গ্রন্থাগারিককে ক্লাশ নিতে হয় না সেখানেও কোন কোন ক্ষেত্রে 'লাইব্রেরী পিরিয়ড' না থাকায় ছাত্ররা সচিকভাবে, গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বই কেনার টাকা অন্য খাতে ব্যয় করা হয়ে থাকে। ফলে স্কুল শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিষেবার বিষয়টি দানা বাঁধে নি।

এ অবস্থার অবসান ঘটাতে গেলে শিক্ষক সংগঠনগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদের আলোচনা করে একটা যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের সদিচ্ছা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সমাজের ধারণা একটু বদলেছে; গ্রন্থাগার একটা বিদ্যালয়ের মতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই ধারণা দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা গেছে। তবে গ্রন্থাগারকে জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা করা আজও সম্ভব হয় নি। মানুষের জীবনে তথ্য অপরিহার্য হলেও আমরা অধিকাংশক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারকে তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে পারি না। এর কারণ হলো বিনোদনমূলক ভূমিকা ছাড়া অন্য কোন পরিষেবা সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি দেয় না। ফলে সাধারণ মানুষের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। সংস্কৃতি জীবনের কাজগুলিও বহু গ্রন্থাগার উপেক্ষা করে থাকে ফলে জনজীবনে সাধারণ গ্রন্থাগার নিজের উপযুক্ত স্থান করে নিতে পারে নি। এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা একান্ত প্রয়োজন।

'সারা ভারতে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটা ছাপ ফেললেও এখন সেটা ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। কেননা বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেখাবার মত উল্লেখযোগ্য কোন কৃতিত্ব নেই'—এ হেন সমালোচনার প্রতিবাদ করার মত মানসিক জোর নেই। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকে আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারের শীর্ষসংস্থা হিসাবে অভিহিত করে থাকি তার ক্রিয়া কলাপের কোন ফলল আমাদের নজরে আসে না। বেশ কিছু জেলা গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিগুলির সভা বসে না। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের ত্রৈমাসিক সভা বার্ষিকে রূপান্তরিত। গ্রন্থাগারে অনুদান অপরিমিত এবং অনিয়মিত। বিগত ৩৪ মাস বেতন পাচ্ছেন না কর্মীরা। এ অবস্থা থাকলেও গ্রন্থাগারগুলির পরিষেবার ক্ষেত্রে যে হাত নেওয়ার কথা তা নেওয়া হচ্ছে না। পরিচালক সমিতিগুলি উৎসাহ হীনতায় ভুগছেন। এ পরিস্থিতিতেও গ্রন্থাগার তথা গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা, কর্তৃত্ব আইনে কলসে যতটা আছে তার ব্যবহার কতটা হচ্ছে তা গবেষণার বিষয়।

পদমর্যাদা, কর্তৃত্ব এগুলি আইনে, কলসে উলেখ থাকলেও কোন একটা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। গ্রন্থাগারকে পরিষেবার দ্বারা সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে কোন সামাজিক মর্যাদা পাওয়া যাবে না।

॥ আন্দামান নিকোবরের সাধারণ গ্রন্থাগার ॥

॥ তপন কুমার আদক ॥
রাজ্য গ্রন্থাগার, পোর্টব্লেয়ার ।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি খুবই সংক্ষিপ্ত। দু'আড়াইশো বছর আগে এখানে কোন সভ্য মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, কাজেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের কোন লিখিত বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। ১৭৮৮ সালে এই দ্বীপপুঞ্জ বৃটিশের অধিকারে আসে। তার আগে পর্যন্ত জলদস্যুদের ঘাঁটি ছিল এই দ্বীপপুঞ্জ। যদিও সভ্য মানুষের পদার্পণ ১৭৮৮তে, আন্দামানের ধারাবাহিক ইতিহাস শুরু হয় ১৮৫৭ সালের শেষের দিক থেকে। সিপাহী বিদ্রোহে অপরাধী চিহ্নিত দু'শো জন বন্দী সিপাই নিয়ে শুরু হয় কারা শিবিরের উদ্বোধন। পরে অন্যান্য অপরাধে দণ্ডিতদেরও কালাপানিতে পাঠানো শুরু হয়। কয়েদী হয়ে এসে যারা স্থায়ীভাবে আন্দামানে বসবাস শুরু করে তারা লোক্যাল বর্ণ নামে পরিচিত। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত আন্দামানের অধিবাসী বলতে লোক্যাল বর্ণদেরই বোঝাতো। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যারা আন্দামানে পাকাপাকি বাসা বাঁধে তাঁরা অধিকাংশই উদ্বাস্তু বাঙালী। দ্বীপপুঞ্জের প্রকৃত উন্নতি ও শিক্ষা প্রসারের কাজ সঠিকভাবে শুরু হয় পঞ্চাশের দশকে।

স্বাধীনতার আগে আন্দামানে গ্রন্থাগার অস্তিত্বের যে খবর আমরা পাই তা হলো বৃটিশ আমলের দুটি ছোট গ্রন্থাগার, এদের নাম ছিল 'টেম্পেল ক্লাব ও সেটেলমেন্ট ক্লাব'। দুটি ক্লাবের অবস্থান ছিল পোর্টব্লেয়ারের পূর্ব দিকে একটি ছোট দ্বীপ রসে। ১৯১০—১৯৪২ পর্যন্ত রস দ্বীপই ছিল বৃটিশ প্রশাসনের সদর কেন্দ্র। টেম্পেল ক্লাব ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্যে তৈরী হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল জেল লাইব্রেরী। যাতে শতাধিক পুস্তক ও নানাবিধ পত্রপত্রিকা ছিল। ১৯২৬ সালে বৃটিশ প্রশাসক লোক্যাল বর্ণ সমাজের মানসিক বিকাশের জন্য একটি সংস্থা তৈরী করেন অ্যাবার্ডিন গ্রামে। যার নাম ছিল ব্রাউনিং ক্লাব। ব্রাউনিং ক্লাবেও একটি ছোট গ্রন্থাগার ছিল। তৎকালীন ব্রাউনিং ক্লাব এখন নেতাজী হল নামে পরিচিত। এ ছাড়া জিমখানা ময়দানে আন্দামান ক্লাব তৈরী হয় সরকারী অফিসারদের জন্য। সে ক্লাবেও গ্রন্থাগার সেবার ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে আন্দামান ক্লাব' প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন গৃহরূপে ব্যবহার হয়।

আন্দামানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার শিক্ষার দিকেও লক্ষ্য দিলেন। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার সেবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। ফলত ১৯৫৭ সালে আন্দামান প্রশাসন একটি সূচনাকেন্দ্র (Information Centre) স্থাপন করলেন। ১৯৬৪ সালে সূচনাকেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে নাম দেওয়া হল জেলা গ্রন্থাগার। দশ বছর অতিবাহিত হবার পর জেলা গ্রন্থাগারের কলেবর বৃদ্ধি হল। ১৯৭৪ সালে জেলা গ্রন্থাগারকে উন্নীত করা হল। ঐ বছরই দ্বীপ পুঞ্জের আরো পাঁচটি সাধারণ গ্রন্থাগার খোলা হল—উত্তর আন্দামানের ডিগলীপুরে, মধ্য আন্দামানের রংগত ও মায়াবন্দরে এবং নিকোবরের কারনিকোবর ও গ্রেট নিকোবরের কেম্বেল'বেতে। আশির দশকেও ৬টি সাধারণ গ্রন্থাগার খোলা হয়—নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কামোর্টা ও কাচালে আন্দামানের নীলদ্বীপ, লংদ্বীপ, হ্যাভেব বন্দরতলা ও হ্যাভলক দ্বীপে। এ সমস্ত গ্রন্থাগারগুলি সবই গ্রামীণ গ্রন্থাগারের পর্যায়ভুক্ত। গ্রন্থাগারগুলির নাম জোন্তাল লাইব্রেরী। উপরোক্ত গ্রন্থাগারগুলি সবই সরকার পরিচালনাধীন। প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগ এগুলির দায় দায়িত্ব বহন করে।

শিক্ষা বিভাগ ছাড়া ডেপুটি কমিশনারের পরিচালনাধীন

কতকগুলি সূচনা কেন্দ্র আছে উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। প্রতিটি সূচনাকেন্দ্র এক একটি সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া আর কিছু নয়। সূচনাকেন্দ্রগুলিও সরকারী।

আলোচ্য দু ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার ছাড়া কতক গুলি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। পোর্ট ব্লেয়ারে বিভিন্ন ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের জনসাধারণ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে এক একটি সংঘ (Association) গড়ে তুলেছেন। বাঙালীদের আছে অতুল স্মৃতি সমিতি, তামিলদের তামিজার অঙ্গন, মারাঠিদের মহারাষ্ট্র মণ্ডল, হিন্দীভাষীদের হিন্দী সাহিত্য কলা পরিষদ, মালয়ালামদের কেরালা সমাজম্, তেলেগুদের অন্ধ্র এসোসিয়েশন। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ভবন, সভাকক্ষ ও গ্রন্থাগার আছে। এ সমস্ত সংস্থাগুলির কোন কোনটি রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশনের কাছ থেকে অনুদানও পেয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণ

রাজ্য গ্রন্থাগার ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি (Zonal library) সরাসরি শিক্ষা বিভাগের পরিচালনাধীন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় উপশিক্ষা অধিকারী দেখা শোনা করেন। সূচনাকেন্দ্রগুলি স্থানীয় বি. ডি. ও. দেখা শোনা করে থাকেন। রাজ্য ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অর্থের দায় দায়িত্ব শিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত। গ্রন্থাগার সেবার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্যে শিক্ষা বিভাগ দুটি কমিটি তৈরী করেছেন : একটি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা কমিটি, অপরটি স্ট্যাণ্ডিং কমিটি। তাছাড়া আছে একটি পুস্তক নির্বাচন কমিটি। পুস্তক নির্বাচন কমিটির নির্বাচিত পুস্তক শিক্ষা বিভাগ কেন্দ্রীয়ভাবে ক্রয় (Centralised purchase) করে বিভিন্ন আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে প্রেরণ করে। প্রতিটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছে।

গ্রন্থাগার কর্মী

আন্দামানের সাধারণ গ্রন্থাগারে তিন শ্রেণীর গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত। গ্রন্থাগারিক গ্রেড-১, গ্রন্থাগারিক গ্রেড-২ এবং গ্রন্থাগারিক গ্রেড-৩। গ্রন্থাগারিক গ্রেড ১ এবং ২ রাজ্য গ্রন্থাগারে নিযুক্ত এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রেড-৩ নিযুক্ত। গ্রন্থাগারিক গ্রেড-১ এবং ২ পদে নিযুক্তির জন্য স্নাতক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক আবশ্যক। গ্রন্থাগারিক ৩-র প্রার্থীরা উচ্চমাধ্যমিক সহ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হওয়া চাই।

পঠন সামগ্রী

আন্দামান নিকোবর বহু ভাষাভাষী অঞ্চল। আন্দামান নিকোবরের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে এখানকার সমস্ত ভাষাভাষী জনসাধারণের জন্য সেবা প্রদান করা হয়। রাজ্য গ্রন্থাগারে আটটি ভাষার পঠন সামগ্রীর ভাণ্ডার আছে।

রাজ্য গ্রন্থাগার পোর্ট ব্লেয়ারের পৌর এলাকা ছাড়া দক্ষিণ আন্দামানের কিছু অংশের অধিবাসীদের সেবা প্রদান করে থাকে। আমরা হিসেব করে দেখেছি পৌর এলাকার শিক্ষিত লোকের ২৬.৬৬ শতাংশ এবং মোট জনসংখ্যার (পৌর এলাকার) ১৬ শতাংশ লোক রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবহার করে থাকেন। ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্য গ্রন্থাগারের থেকে আন্দামানের রাজ্য গ্রন্থাগারের ব্যবহার যে অনেকগুণ বেশী উপরোক্ত হিসেব থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এতগুলি আঞ্চলিক ভাষার পুস্তক ভাণ্ডারও মনে হয় ভারতের যে কোন সাধারণ গ্রন্থাগারে দেখা যাবে না। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিতে কমপক্ষে পাঁচটি আঞ্চলিক ভাষার পুস্তক সম্ভার আছে। পুস্তক ছাড়া রাজ্য গ্রন্থাগারে ইংরাজী, হিন্দী, বাঙলা, তামিল, তেলেগু মালায়ালাম ভাষায় ২০টি দৈনিক পত্র এবং শতাধিক পত্র পত্রিকা গ্রহণ করা হয়। রাজ্য গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ৫৫ হাজার, আর আঞ্চলিক

গ্রন্থাগারগুলিতে দুই থেকে সাত হাজার। জনসংখ্যার হিসাবে (পৌর এলাকার) রাজ্যগ্রন্থাগারে পুস্তকের আনুপাতিক হার হল জনপ্রতি ১.০৬, শিক্ষিত জনপ্রতি ১.৭৬, রেজিষ্টার্ড পাঠক প্রতি ৬.৬২৬ টি করে। জেলা হিসাবে দুটি জেলাতে জনপ্রতি পুস্তকের হার—আন্দামান জনপ্রতি ০.৫০৫, শিক্ষিত জনপ্রতি ০.৯৮৯, নিকোবরে জনপ্রতি ০.৫২৫ টি এবং শিক্ষিত জনপ্রতি ১.০১৯ টি পুস্তক। আমরা যদি আন্দামানের সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তক ভাণ্ডারের চরিত্র বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো :

১) প্রতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারে অন্তত পাঁচটি ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষার পাঠ্য সামগ্রী লভ্য।

২) অফুরন্ত সেগুলির বইগুলি অধিকাংশই ইংরাজী ভাষার, আংশিক আঞ্চলিক ভাষার।

৩) রাজ্য গ্রন্থাগারে উপন্যাস (Fiction) ও অনুপন্যাস (Non-Fiction) এর আনুপাতিক হার ৬: ৪ এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলিতে ৭ : ৩।

প্রতিটি গ্রন্থাগারে ধারা প্রকাশন (Serial Publication) year book ইত্যাদি ধারাবাহিক ভাবে (update) নেওয়া হয়ে থাকে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্যে সবকটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারে দৈনিক পত্র পৌঁছায় না। তবে উত্তর, মধ্য, দক্ষিণ আন্দামান ও কারনিকোবরের সাধারণ গ্রন্থাগারে সপ্তাহে দুদিন দৈনিক পত্র (৭ দিনের সংবাদপত্র) পৌঁছায়।

গ্রন্থাগার সেবা :

রাজ্য গ্রন্থাগারে আদান প্রদান সেবা ছাড়া অফুরন্ত সেবা, শিশু গ্রন্থাগার ও Reprographic (শুধুমাত্র Photocopying) সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া আছে একটি সুবৃহৎ পাঠগৃহ। আদান প্রদান বিভাগে প্রতিদিন পুস্তক আদান প্রদানের পরিমাণ ১৭৫—২০০। অফুরন্ত বিভাগের দৈনিক পাঠক ১৫ থেকে ২০ জন। পাঠককে প্রতিদিন পাঠক আসেন ১০০—১৫০ জন। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার গুলিতে গড়ে প্রতিদিন পুস্তক আদান প্রদান হয় ১০—২৫ টি।

আন্দামান নিকোবরের জনসংখ্যা হিসাবে চল্লিশটি, সেবা একেকের (service unit) প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে বর্তমানে সেবা একেকের সংখ্যা ২০টি (সূচনা কেন্দ্রগুলি সহ)

পাঠক :

রাজ্য গ্রন্থাগারে সব শ্রেণীর মানুষই সদস্য আছেন। সদস্যদের মধ্যে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা যদিও বেশী, অতি সাধারণ স্তরের মানুষ যেমন হেংটেল কর্মচারী, মজুর ইত্যাদি শ্রেণীর সদস্যও কম নয়। মহিলাদের তুলনায় পুরুষ সদস্যই বেশী। এছাড়া আছে ছাত্রদের একটি বেশ বড় অংশ।

গ্রন্থাগার সমিতি (Library Association) :

স্থানীয় গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে ১৯৭৭ সালে তৈরী হয় আন্দামান নিকোবর গ্রন্থাগার সমিতি। কয়েক বছর সমিতিটি সক্রিয় ছিল। পুস্তক প্রদর্শনী, আলোচনা সভা আন্দামানের উপর পুস্তক তালিকা (Bibliography) প্রণয়ন প্রভৃতি গঠনমূলক কতগুলি কাজ এ সমিতি করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে সমিতিটি সক্রিয় নেই।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা :

আন্দামান নিকোবর প্রশাসন সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রসারের জন্য অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিম্নরূপ কার্যসূচী হাতে নেবেন—

১) রাজ্য গ্রন্থাগারকে কেন্দ্রীয় রাজ্য গ্রন্থাগারের পর্যায়ভুক্ত করণ।

২) দুটি জেলায় দুটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন।

৩) সাতটি তহশীল গ্রন্থাগার স্থাপন (৫টি আন্দামানে ২টি নিকোবরে)

৪) প্রতি বছর ৪টি করে, পাঁচবছরে মোট কুড়িটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন।

মূল ভূখণ্ড থেকে সুদূর আন্দামানে এসে দীর্ঘদিন চাকরি করতে আমার কষ্ট হয় না এজন্যে যে, গ্রন্থাগারিকের মন, চোখ নিয়ে দেখেছি এখানকার জনসাধারণ গ্রন্থাগারের মূল্য অনেকটাই বোঝে।

॥ সমাজবিজ্ঞান তথ্যব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক ॥

॥ অরুণ ঘোষ ॥

[সমাজ বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? সমাজ বিজ্ঞানের গবেষণায় যে তথ্যের প্রয়োজন তার সঙ্গে প্রকৃতি বিজ্ঞানের তথ্যের চরিত্রগত কি কোন পার্থক্য আছে? সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্য যাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের কি শ্রেণীবিভাগ করা যায়? সমাজ বিজ্ঞান কি দেশ-কাল নিরপেক্ষ? এই সমস্ত প্রশ্নকে ঘিরেই হয়েছে যে কোন তথ্যব্যবস্থাপনার ক্রিয়াকলাপ। বর্তমান প্রবন্ধে এই সব প্রশ্নগুলিকেই আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে ভারতবর্ষের বিশেষ পট-ভূমিকায়।]

তথ্যই শক্তি। Information is Power। এই কথা টা বেশ কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে—বিশেষ ভাবে আমেরিকায়। এরই জন্যে পৃথিবীর সব দেশে তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা ধরণের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এই সব প্রতিষ্ঠান নানা পৃথিবী থেকে সমস্ত রকমের তথ্যই সংগ্রহ করে চলেছে প্রতিনিয়ত। তথ্য তো শুধু সংগ্রহ করলেই হবে না। তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে রক্ষা করতে হবে ব্যবহারের জন্য। লাইব্রেরী তথ্য সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। আধুনিক লাইব্রেরীগুলি তাই আজ আর শুধু 'গ্রন্থাগার' নয় —তথ্যাগার। তথ্যব্যবস্থাপনায় লাইব্রেরীতে ভূমিকা গৌণ নয়।

মূলত প্রকৃতি ও ব্যবহারকারীর প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই তথ্যকে নানান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। সমগ্র তথ্যের জগতে সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে। সমাজবিজ্ঞানের তথ্যের পরিধি প্রতিদিনই আকৃতি ও প্রকৃতিতে অন্য যে কোন বিষয়ের থেকে তুলনামূলকভাবে বেড়েই চলেছে। ফলে সমাজ-বিজ্ঞানের তথ্যব্যবস্থাপনায় নানা ধরণের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাদেরই কয়েকটি দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতি

সমাজবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্যের আলোচনায় যে প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে হয় তা হলো সংজ্ঞার সমস্যা। যে কোন তথ্যই যেহেতু বিষয় নির্ভর তাই তথ্যব্যবস্থাপনায় বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আগে থেকেই করে নিতে হয়। 'সমাজ-বিজ্ঞানে'র বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বোধ হয় আজও সর্বজনভাবে নিরূপিত হয়নি। বিভিন্ন বিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী নানা ভাবে এর সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে সংজ্ঞা প্রায়শই পরিবর্তিত হতে থাকে। এক দেশে যে বিষয় রাজনীতি'র গণ্ডিতে পড়ে অন্যদেশে তাই 'সমাজতত্ত্ব'। আবার একদেশের 'অর্থনীতি' অন্যদেশের 'রাজনীতি'-র মধ্যে জড়িয়ে আছে। এই সব সমস্যার কথা মনে রেখেই **Enclyclopaedia of the Social Sciences**-এর অন্যতম খ্যাতনামা সম্পাদক অধ্যাপক R. A. Seligman-এর মতে সমাজবিজ্ঞান হচ্ছে—"those mental and cultural sciences which deal with the activities of the individual as a member of a group"। (বর্তমান প্রবন্ধকারের অনুবাদে—সমাজবিজ্ঞান হলো মানসিক ও সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ যা' সমাজবদ্ধ ব্যক্তির কার্যকলাপের চর্চা করে)। Seligman তাঁর কোষগ্রন্থের জন্য সমাজবিজ্ঞান সমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন এক, সমাজবিজ্ঞান (Social Sciences); দুই, আধা-সমাজবিজ্ঞান (Semi-Social sciences) আর তিন, সমাজ-সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানসমূহ (Sciences with social Implica-tions)। প্রথম বিভাগে অধ্যাপক Seligman রাজনীতি (Politics) অর্থনীতি (Economics), আইন (Law), নৃতত্ত্ব (Anthropology), সমাজতত্ত্ব (Sociology), দণ্ডনীতি (Penology) আর সামাজিক ক্রিয়া (Social Works) বিষয়গুলি ধরেছেন। দ্বিতীয় বিভাগে রেখেছেন —নীতিশাস্ত্র (Ethics), শিক্ষা (Education) দর্শন

(Philosophy), মনোবিদ্যা (Psychology)। তৃতীয় বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে জীববিদ্যা (Biology), ভূগোল (Geography), চিকিৎসাশাস্ত্র (Medicine), ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) ও ব্যবহারিক বিদ্যা (Art)

অধ্যাপক David L. Sills, যিনি পরবর্তীকালে 'Seligman-এর সমাজবিজ্ঞানের কোষগ্রন্থের নতুন সংস্করণ সম্পাদনা করেছেন তাঁর মতে—"The Social sciences differ in their scope from one generation to another"। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান সময়ের ব্যবধানে তার পরিধি বদলায়। এই সমস্ত কারণেই মনে হয় ১৯৬৯ সালে আমাদের দেশে সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় সহায়তা করার উদ্দেশ্য ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সামাজিকবিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ' (Indian Council of Social Science Research—ICSSR) ঐ প্রতিষ্ঠানের কাজের সুবিধার জন্য অর্থনীতি (Economics), শিক্ষা (Education), পরিচালনা-ব্যবস্থা (Ménagement), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science), মনোবিদ্যা (Psychology) জন-প্রশাসন (Public Administration), সমাজতত্ত্ব (Sociology) এবং নৃতত্ত্ব (Anthopology), জনসংখ্যাতত্ত্ব (Demography), ভূগোল (Geography), ইতিহাস (History), আইন (Law), ভাষাতত্ত্ব (Linguistics) বিষয়ের সামাজিক দিকগুলি (social aspects) সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

সমাজবিজ্ঞানের কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ করা কঠিন বলেই তথ্যব্যবস্থাপকের বিশেষ পরিস্থিতিতে তথ্য ব্যবহারকারীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই সাধারণত নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের তথ্যনীতি ঠিক করতে হয়। কোন ছক বাঁধা পথ নেই বলেই কাজটা অনেক সময় বেশ কঠিন।

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞার সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আরও যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করতে হয় তা হলো—সমাজবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই এক বিষয়ী (Uni-Discipline) নয়, কখনও অন্ত বিষয় নির্ভর (Inter-Disciplinary), আবার কখনও বহু-বিষয়ী (Multi-Disciplinary)। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' (Secularism) বিষয়টি আমাদের দেশে প্রায়ই সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত হয়ে থাকে। 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিষয়টা কিন্তু শুধু ধর্মও নয়, আবার অনাবিল রাজনীতিও নয়। হয়ত বলা চলে দুয়েরই সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে একটা চিন্তা বা ধারণা। উদাহরণটা হয়ত সমাজবিজ্ঞানের 'অন্ত-বিষয়-নির্ভরতা' কে বুঝতে কিছুটা সাহায্য করতে পারে। আবার ধরা যাক পরিবেশতত্ত্ব (Ecology)। বিষয়টা সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে 'বহুবিষয়ী' বলা যেতে পারে। পরিবেশচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভূগোল, স্বাস্থ্য, নগরায়ণ, শিল্পকেন্দ্র, অর্থনীতি, রাজনীতি আরও কত কী। সমাজবিজ্ঞান তাই ক্রমশই একক গবেষণার পদ্ধতি ত্যাগ করে গোষ্ঠীবদ্ধ গবেষণার পথে এগোতে বাধ্য হচ্ছে। সেই জন্যেই তথ্যবিজ্ঞানী Webb মনে করেন—"Disciplined centred indexing systems are of limited value to social scientists, who must work extensively across disciplinary lines"। তথ্যবিজ্ঞানীকে তাই সবদাই চোখ কান খোলা রেখে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সমাজবিজ্ঞানের তথ্যকে নির্বাচন ও বিন্যাস করতে হয় এই জটিল পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য।

অন্ত-বিষয়-নির্ভরতা ও বহু-বিষয়ী চরিত্রের পাশাপাশি এসে যায় সমাজবিজ্ঞানের বিষয়ের পরিধি ছাপিয়ে অন্য বিষয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের চেষ্টার প্রসঙ্গ। যাকে বলা যায় অধিক্রমিত বিষয়সীমা (overlapping disciplinary boundaries)। যেমন ধরা যাক রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি (Political Economy)। বিষয় অর্থনীতি হলেও রাষ্ট্রের নীতি তাকে প্রভাবিত করে থাকে। তাই অর্থনীতির আলোচনা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে নয়।

সমাজবিজ্ঞানের আর একটি বড় সমস্যা পরিভাষার (Terminology)। এখনও সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষা সুনির্দিষ্ট নয় (imprecise)। অনেক সময় একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার দুজন সমাজবিজ্ঞানী একই শব্দ দুভাবে ব্যবহার করে থাকেন। শব্দের

অর্থ দেশ-কাল ভেদে পাল্টে যেতে পারে। যেমন ধরা যাক সমাজবিজ্ঞানে class, caste, race, nation প্রভৃতি শব্দগুলি সর্বক্ষেত্রে আজও সম-অর্থ-জ্ঞাপক নয়। সমাজ-বিজ্ঞানী Durkheim তাই ফোত্তের সঙ্গে মনে করতেন যে সমাজতত্ত্ব (sociology) বিষয় হিসেবে খুব বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি কারণ ঐ বিষয়ের চিন্তা ভাবনাগুলি প্রকাশের মাধ্যম যে শব্দ বা পরিভাষা তা তখনও সম অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হয়নি অথবা বলা যায় standarised হয় নি। তথ্যবিজ্ঞানীর কাছে সমাজবিজ্ঞানের এই সমস্যাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিনিয়তই তাকে তথ্য সংগ্রহ করার পর বিশ্লেষণ করে বিষয়-বিবরণীর (Descriptor) লেবেল আঁটতে হয়। তাই লেবেলে ব্যবহৃত শব্দ যদি সব ক্ষেত্রে একই অর্থ প্রকাশ করতে সক্ষম না হয় তবে তথ্য-ব্যবস্থাপক ও ব্যবহারকারী উভয়ের পক্ষেই অসুবিধাজনক। অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই শব্দের কোমলতা (Softness of Terminology) অন্যতম সমস্যা।

সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর একটা কথা প্রায়ই ওঠে তা হলো তত্ত্বগত পক্ষপাতিত্ব (Ideological Partiality)। একই বিষয়কে সমাজবিজ্ঞানে বিভিন্ন গবেষক ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে পারেন। যে কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে একজন গবেষক মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করতে পারেন আবার অন্যজন অন্য কোন পদ্ধতিতে। ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (physical science) এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। তথ্যবিজ্ঞানীকে তাই তথ্যনির্বাচনে তত্ত্বগত পক্ষ পাতিত্বের কথা মনে রেখেই নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যেতে হয় যাতে করে তথ্য নির্বাচন ও বিতরণ কখনও একপেশে না হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি প্রবন্ধকারের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল এক তরুণ চেক গবেষকের সঙ্গে। যিনি প্রাগের Oriental Institute-এর সঙ্গে গবেষণার কাজে যুক্ত আছেন। ভারতবর্ষে এসেছিলেন ইউ. জি. সি.-র ফেলোশিপ পেয়ে ভারতে বিভিন্নভাষাবাদের সমস্যা সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করতে। তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর দেশের সমাজ বিজ্ঞান গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত লাইব্রেরিগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে। উত্তরে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন যে এতদিন তাঁরা সব একপেশে তথ্য পেয়ে এসেছেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার চিন্তাভাবনার বিশেষ কিছু তাঁরা জানতেই পারেননি। ফলে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। এবং তারই ফল এখন তাঁরা ভোগ করছেন চরম অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অব্যবস্থার মধ্যে। কথাগুলোর মধ্যে হয়ত অতিরঞ্জন অথবা একপেশে মনোভাব থাকতে পারে। তবু মনে ঐ চেক গবেষকের মন্তব্য তথ্যবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমাদের সকলকে তত্ত্বগত পক্ষপাতিত্বের দিকটাও নিরপেক্ষভাবে ভাবতে সাহায্য করবে।

সমাজবিজ্ঞানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো অনেক ক্ষেত্রে ঐক্যমতের (consensus) অভাব। গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তের সঙ্গে সব সময় সব সমাজবিজ্ঞানী একমত হতে পারেন না। এজন্য অনেক ক্ষেত্রেই কোন সর্বজনগ্রাহ্য সিদ্ধান্ত গড়ে ওঠেনা। প্রকৃতি বিজ্ঞানে যেহেতু গবেষণার ফলাফলকে গবেষণাগারেই প্রমাণ করে দেখাতে হয় তাই সেক্ষেত্রে এই সমস্যার কথা ওঠে না। সমাজবিজ্ঞানে সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করা কঠিন। সমাজবিজ্ঞানের গবেষণাগার সমগ্র সমাজ এবং বহু ক্ষেত্রে সময়ের অনির্দিষ্ট পরিধিতে অপেক্ষা করতে হয়। ঐক্যমতের সমস্যার দ্বিকটাও তথ্য বিজ্ঞানী এড়িয়ে যেতে পারেন না।

সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃতির আলোচনায় সবশেষে উল্লেখ করা যেতে পারে ক্রমপুঞ্জিতবর্ধনতার (cumulitiveness) অভাবের কথা। সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন থেকে লব্ধ জ্ঞানকে একত্রিত করে সমাজবিজ্ঞানকে এক জ্ঞানে পরিণত করার কাজ বোধ হয় খুবই কঠিন।

সমাজবিজ্ঞানে তথ্যবৈচিত্র্য

সমাজবিজ্ঞান গবেষণায় যে তথ্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাকে প্রথমেই দুভাগে ভাগ করা চলে—ধারাগত

(Conventional) এবং ধারাবহির্ভূত (Non Conventional)। ধারাগত তথ্যের মধ্যে সব ধরণের মুদ্রিত তথ্যকে ধরা যেতে পারে। ধারাবহির্ভূত তথ্যের মধ্যে পড়বে অমুদ্রিত তথ্যসমূহ যেমন—শ্রুতিলব্ধ (মৌখিক (Audio/Oral), দৃষ্টিলব্ধ (visual), পুরাতাত্ত্বিক (Inscriptional) ইত্যাদি। বছর পনের আগে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর কাল নিয়ে যে গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর শেষাংশে তথ্যসূত্রের তালিকাটি যদি কেউ লক্ষ্য করেন তবে দেখবেন সমাজ ঐতিহাসিক অধ্যাপক নীলমণি মুখোপাধ্যায় তাঁর ঐ গবেষণায় বিচিত্র ধরনের তথ্য ব্যবহার করেছেন। তিনি প্রথমে দুভাগে তাঁর তথ্য সূত্রগুলিকে ভাগ করেছেন—অপ্রকাশিত তথ্য ও প্রকাশিত তথ্য। অপ্রকাশিত তথ্যের মধ্যে তিনি ব্যবহার করেছেন :— ১) ব্যক্তিগত কাগজপত্র (Private papers)— যার মধ্যে আছে মুখার্জী পরিবারে রক্ষিত চিঠিপত্র, উইল, জমি জমা সংক্রান্ত দলিল (২) ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার কাগজপত্র (National Archives of India papers) (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মহাফেজখানার দলিল (Records of the West Bengal State Archives) (৪) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Board of Revenue দপ্তরের দলিল (৫) হুগলী জেলার Collectorate-এর দলিল (৬) কলকাতা British India Association-এর কাগজপত্র ৭) Agro-Horticultural Society of India র (আলিপুর, কলকাতা) সভার প্রতিবেদন (Proceedings) ৮) Indian Association for the Cultivation of Science-এর (যাদবপুর, কলকাতা) বাৎসরিক কার্য্যবিবরণী (Annual Report) ৯) হুগলী জেলার উত্তরপাড়া—কোতরং পৌরসভায় কাগজপত্র ১০) কিছু ব্যক্তিগত চিঠিপত্র ও বিবৃতি ১১) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন (উত্তরপাড়া গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে রক্ষিত রামতনু লাহিড়ীর সম্মানে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তরলিপি) ১২) ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র (ছবি, ঠিকুজী-কোষ্ঠী, মেডেল, বেড়াবার ছড়ি ইত্যাদি ১৩) পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত কাহিনী (Family Anecdotes) সম্ভ্রান্ত লোকমুখে শোনা ১৪) গবেষণাপত্র (অপ্রকাশিত)। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের বইয়ের শেষে উল্লিখিত প্রকাশিত তথ্যসূত্রের তালিকা উল্লেখ এখানে অপ্রয়োজনীয়। তাঁর অপ্রকাশিত তথ্যসূত্রের কী কী ধরণের জিনিসপত্র ব্যবহার করে থাকেন।

বর্তমানে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত তথ্যসমূহকে যদি অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু (Content) অর বাইরের আকৃতি (form) অনুসারে ভাগ করা যায় তাহলে সাধারণভাবে নীচের তালিকা দুটি পাওয়া যাবে :—

বিষয়বস্তু অনুসারে :

১) কোষগ্রন্থধর্মী (Encylopaedic)
২) আভিধানিক (Lexicographic, Linguistic)
৩) গ্রন্থপঞ্জীমূলক (Bibliographic)
৪) দার্শনিক (Philosophic)
৫) ধর্মীয় (Religious)
৬) আইন সংক্রান্ত (Legal/Legislature)
৭) সাহিত্যধর্মী (Literary)
৮) লোকাচার-লোকসংগীত সংক্রান্ত (Folklore and Tale)
৯) জীবনীধর্মী (Biographic)
১০) শরীর-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (Bio-medical)
১১) বৈজ্ঞানিক কারিগরী (Scientific/Technological)

উপরের তালিকার দিকে তাকিয়ে একথা বলাই চলে যে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় আজ আর কোন বিষয়ই ত্রাত্য নয়।

আকৃতি অনুসারে :

১) ঐতিহাসিক/দলিল (Historical/Archival)
২) সংখ্যাতত্ত্বগত (Statistical/Quantitaive)
৩) প্রতিষ্ঠানিক (Institutional/official)

৪) দৃশ্যিক (Visual/Graphic/Performing Art)

৫) শ্রুতিলক্ষ মৌখিক (Audio/oral)

স্বীকার করা প্রয়োজন উপরের বিভাজন একান্তই বর্তমান প্রবন্ধকারের সাধারণ অভিজ্ঞতালক। কোন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষার ভিত্তিতে এই বিভাজন করা হয় নি। বর্তমান বিভাজনে অসম্পূর্ণতা থাকাই স্বাভাবিক। আশা করা যায় ইতিমধ্যে এই বিষয়ে কোন তথ্যবিজ্ঞানী গবেষণা করে বৈজ্ঞানিকভাবে বিভাজন করেছেন যা হয়ত প্রবন্ধকারের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই কাজ বিশেষভাবে প্রয়োজন কারণ ভারতবর্ষ একটি অতি প্রাচীন দেশ, বহু ভাষা-ভাষী, নানা জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ভরা। এদেশের সমাজবিজ্ঞান চর্চায় তথ্যবৈচিত্র্য নানা কারণেই খুব বেশী হওয়া সম্ভব।

তথ্যবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গ আলোচনার শেষে উল্লেখ করলে হয় যে সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী (Ephemera) তথ্যের গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বিশেষ করে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত তথ্য সমসাময়িক সমস্যার বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক সময় একমাত্র তথ্য। তাছাড়া রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য সমাজ-কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রতিনিয়তই নানা সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাদের সংগঠনের নিজস্ব চিন্তাধারা ছোট ছোট পুস্তিকা, লিফলেট, বিবৃত ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার করে থাকে। ঐ সব তথ্য সমাজবিজ্ঞানের গবেষণায় অনেক সময় প্রাথমিক তথ্য (Primary sources) হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। দুর্ভাগ্যবশত আজও আমরা আমাদের দেশে ঐ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষা করার জন্য কোন পরিকল্পিত পথে অগ্রসর হতে পারিনি। অত্যন্ত অগোছালোভাবে এখানে সেখানে বেশীরভাগ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কিছু কিছু সংগ্রহ ও রক্ষা হচ্ছে বটে তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য।

সমাজবিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহারকারী

প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Science) বা ভৌত-বিজ্ঞানের (Physical Science) ক্ষেত্রে তথ্যব্যবহারকারীর সকলেই হয় বৈজ্ঞানিক অথবা বিজ্ঞানের গবেষক-ছাত্র। ব্যতিক্রম হয়ত থাকতে পারে কিন্তু খুবই নগণ্য। সংবাদ-পত্রে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর সংবাদ প্রকাশ করতে হলে যে সাংবাদিক সে সংবাদ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে যান অথচ গবেষণা পত্র দেখে সংবাদ লেখেন তিনি গবেষক না হলেও বিজ্ঞানের ঐ বিশেষ ধারায় ছাত্র তাকে হতেই হবে। সাধারণের জন্য যে বিজ্ঞান তাকে 'জনপ্রিয় বিজ্ঞান' (Popular Science) নাম দিয়ে আলাদা ভাবে বাজারে ছাড়া হয়। 'জনপ্রিয় সমাজবিজ্ঞান' (Popular Social Science) কথাটা কিন্তু এখনও শোনা যাচ্ছে না। সমাজবিজ্ঞানের কিন্তু ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম। এখানে প্রতিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞানী আর গবেষক তো আছেনই, তাছাড়া আছেন আরও নানা ধরণের ব্যবহারকারী। আছেন পরিকল্পনাবিদ, প্রশাসক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সাংবাদিক, শিক্ষক, সাহিত্যিক, শিল্পী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ। কারণটা খুবই সরল। প্রকৃতি বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যবহার করা সকলের পক্ষে সহজ নয় এবং সকলের প্রয়োজনও হয় না। দ্বিতীয়ত ঐ তথ্য ব্যবহার করার জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে। তৃতীয় আর একটা কারণ হলো অনেক ক্ষেত্রে ভৌতবিজ্ঞান বা প্রকৃতিবিজ্ঞানের জ্ঞান মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে না। এই তৃতীয় কারণটাই আবার উল্টোদিক থেকে সমাজবিজ্ঞান সম্বন্ধে মানুষকে অনেক বেশী আগ্রহী করে তোলে। ঠিক এই মুহূর্তে পৃথিবীতে Particle Physics বিষয়ে কোন বিজ্ঞানী কী ধরণের গবেষণা করছেন বা কী কী তথ্য ব্যবহার করছেন তা জানবার আগ্রহ মুষ্টিমেয় বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানের গবেষক-ছাত্র ছাড়া আর কারও নেই। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে যে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে সে বিষয়ে সারা পৃথিবীর অনেক মানুষই আগ্রহী। তথ্যের বাহুল্যও

সমাজবিজ্ঞানে তাই বিজ্ঞানের অন্য ধারাগুলি থেকে অনেক বেশী।

সমাজবিজ্ঞানে তথ্য ও ব্যবহারকারীর প্রাচুর্য এবং ক্রমবর্দ্ধমানতার জন্য উভয়কে প্রথমে দু'ভাগে ভাগ করে নেওয়লে বোধ হয় কাজের সুবিধা হয়। তথ্যকে ভাগ করা যেতে পারে ১) বিবরণধর্মী (Descriptive) আর ২) বিশ্লেষণধর্মী (Analytical)। (বর্তমানে যে বিভাজনের কথা বলা হচ্ছে তা মূলত সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের তথ্য সম্বন্ধে। ইতিপূর্বে আমরা সাধারণভাবে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত তথ্যকে বিভাজন করার চেষ্টা করেছি)। পূর্ব ইউরোপ থেকে বর্তমানে যে পরিবর্তনের খবরগুলি আসছে সংবাদপত্রের মাধ্যমে তার সবটাই প্রথম ভাগে পড়বে। এই বিবরণেই মাঝে মাঝে কিছুটা গবেষণাধর্মী লেখা প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে অথবা সাময়িক পত্রে ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে। এই ধরণের লেখাকে দ্বিতীয় ভাগে ধরা যেতে পারে। ব্যবহারকারীদের ও বিশেষজ্ঞ (Specialist) আর সাধারণ (Generalist) দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই বিভাজন তথ্যসংগ্রহ বিন্যাস আর সরবরাহের ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

তথ্যব্যবহারকারীদের মধ্যে যাঁরা গবেষক নন তাঁদের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা যায়—তথ্যসূত্র বা বইপত্র দেখে নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার থেকেও সরাসরি নির্দিষ্ট তথ্যের হদিস আশা করেন। গবেষকরাও আবার গ্রন্থপঞ্জী, Abstract, Index প্রভৃতি ব্যবহার করতে আগ্রহ দেখান না। আমাদের দেশে মনে হয় অবস্থাটা আরও খারাপ কারণ এমনিতেই এই ধরণের Bibliographical Source এর অপ্রতুলতা, আবার যা আছে তার সম্বন্ধে ব্যবহারকারীদের অজ্ঞতা। আমাদের দেশে নতুন যাঁরা গবেষণা করতে আরম্ভ করেন তাঁদের আর একটা অসুবিধা হলো গবেষণা শুরু করার আগে Bibliography, Index, Abstract প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রশিক্ষণ তাঁরা পান না। প্রসঙ্গত মনে পড়ল খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও কমুনিষ্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 'থিসিস' রচনা করার আগে তাঁর গবেষণা কাজের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক G. N. Clark এর কাছ থেকে তাঁকে Bibliography র পাঠ নিতে হয়েছিল। ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাপত্র পেশ করার পূর্ব শর্ত হিসেবে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল অনেক দেরী হলেও ৬০ বছর পরে ঐ একই পদ্ধতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত হতে পারে না কি?

সমাজবিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের পার্থক্য

ইউরোপ ও আমেরিকায় বেশ কিছুদিন ধরে তথ্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় যে ঐ সব দেশে সমাজবিজ্ঞানের তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনেক অগ্রগতি ঘটা সত্ত্বেও সাফল্য আশানুরূপ নয়। কারণ হিসেবে তাঁরা বলছেন যে তথ্যবিজ্ঞানীরা যেভাবে সমাজ বিজ্ঞানের তথ্যব্যবস্থাপনের রীতি নীতি ঠিক করেছেন তার অনেকটাই এতদিন প্রকৃতি ও ভৌত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে আসছিল প্রায় তারই ছাঁচে ঢালা। তাঁরা মনে করেন যে সমাজবিজ্ঞানের নিজস্ব কতগুলির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এবং ব্যবহারকারীদের চাহিদার চরিত্র অনুসারে এই পদ্ধতি নিরূপিত হওয়া উচিত। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তা হয়নি। প্রকৃতিবিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণয়ে তাঁরা যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করেছেন তা হলো ১) নির্দিষ্ট পরিভাষা ২) অনেক ক্ষেত্রেই স্থান-কাল নিরপেক্ষতা ৩) গবেষণার ফলাফলে ঐক্যমত ৪) গবেষণালব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করে সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা করা সম্ভাব্যতা ৫) বিজ্ঞানের লক্ষ্য এক বিজ্ঞানে পরিণত হওয়া (Science aims for one Science)। সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই অনুপস্থিত। সেইজন্যেই তাঁরা মনে করেন এই পার্থক্য গুলিকে মাথায় রেখেই সমাজবিজ্ঞানের তথ্যব্যবস্থার রীতি নীতি ঠিক করতে হবে। এ দিক থেকে অনেক অগ্রগতির অবকাশ আছে।

উপসংহার

সমাজবিজ্ঞানের তথ্যব্যবস্থাপনায় প্রকৃতি ও ভৌত বিজ্ঞানের তুলনায় অসুবিধার দিকগুলিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে গেলে দেখা যাবে সমাজবিজ্ঞানের আজও কোন সর্বজনগ্রাহ্য সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি। সমাজবিজ্ঞান বিজ্ঞান কিনা তাই নিয়েই অনেক সন্দেহ ও তর্ক। বর্তমান শতাব্দীর মধ্যভাগে পদার্থবিজ্ঞানী J. D. Bernal এ সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তা আজও বোধ হয় অনেকাংশে সত্য। অধ্যাপক Bernal বলেছিলেন "Man's knowledge of society in which he lives he has been and still is for more difficult to gain than that of the material world around him or the plants and animals that live in it. The science of society are, as a group, the latest of most imperfect of the sciences, and it is doubtful how for in their present form they can be called sciences at all.। প্রসঙ্গত অধ্যাপক Bernal প্রকৃতি ও সমাজ দুটি বিজ্ঞানের কাজের ক্ষেত্র নির্দেশ করে বলেছেন— In Marxist term whereas the natural sciences are primarily concerned with the **Production forces** of society, the social sciences deal with **Production relations.**"। উৎপাদন সম্পর্ক (Production relation) নিশ্চয়ই আজও সমাজবিজ্ঞানের অঙ্গীভূত কিন্তু উৎপাদিকা শক্তি (Production forces) হিসেবে কী কখন কোথায় ব্যবহৃত হবে তা অনেক সময়েই বিজ্ঞানী নয় একটি রাষ্ট্রের সরকার ঠিক করে থাকে। একথা অবশ্য ঠিক উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত প্রযুক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানীদের নিয়ন্ত্রণেই আছে। অতএব এভাবে দুটি বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা আজও বাস্তবায়ন কিনা ভেবে দেখার। কোন বিষয়ের সংখ্যা যদি অস্পষ্ট থাকে অথবা প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে তবে সেই বিষয়ের তথ্যব্যবস্থাপনার কাজ খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় যে বিষয় সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে তা হলো পরিভাষা (Terminology)। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত নির্দিষ্ট পরিভাষা আজও সমাজ-বিজ্ঞানে ব্যবহৃত না হওয়ার জন্য তথ্যকে ব্যবহারকারীর উপযোগী করে বিন্যাস করার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। সেইজন্য একজন তথ্যবিজ্ঞানীর মতে— "Because all knowledge and language are dynamic, constantly changing processes, any subject classification become obsolete almost from the moment of its creation ..As new ideas generate new facts and new terminology the task of organising them and establishing their proper relationship to one another becomes more and more difficult.

সমাজবিজ্ঞানের পরিভাষার সমস্যা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে নানা কারণে আরও ব্যাপক। ভারতীয় সমাজের প্রাচীনতা ও বৈচিত্র্যের জন্য অনেক সময় প্রচলিত পরিভাষায় ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতির বিশ্লেষণ সম্ভব হয়ে ওঠে না। নিজের চিন্তা ভাবনাকে সঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্য নতুন নতুন পরিভাষা সমাজবিজ্ঞানীকে সৃষ্টি করতেই হয়। তাছাড়া ভারতে সমাজবিজ্ঞানে ব্যবহৃত Untouchables, weaker sections, Scheduled Caste, Backward class প্রভৃতি ধরনের আরও অনেক পরিভাষা এমন অর্থ প্রকাশ করে যা একান্তই ভারতীয়। ভারতীয় সমাজ গবেষণায় ব্যবহৃত পরিভাষার একটি তালিকা (Glossnry) যোগ্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এখনই সঙ্কলিত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে যে সব পরিভাষা-কোষ ও থিসরাস (Thesaurus) প্রচলিত আছে (জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক সংকলিত) সেগুলি ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানের সমস্ত ধরণের তথ্যের বিন্যাসের পক্ষে সম্পূর্ণ সহায়ক নয়।

তৃতীয় পর্যায়ে আসে সমাজবিজ্ঞানের তথ্যবৈচিত্র্যের কথা। সমাজবিজ্ঞানের তথ্যসমূহকে অন্তর্নিহিত বিষয় (Content) ও বাইরের আকৃতি (form) এবং ব্যবহার-

কারী চাহিদা অনুসারে বিভাজন করলে কোন একটা pattern পাওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে। সমাজ বিজ্ঞানে একই তথ্যের বহুমুখী ব্যবহারের প্রসঙ্গও উল্লেখ করা যেতে পারে।

চতুর্থ সমস্যা সমাজবিজ্ঞানের তথ্যব্যবহারকারীদের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য। এক্ষেত্রে সকলেই গবেষক বা ছাত্র নন। সাধারণ ব্যবহারকারী সংখ্যায় বহু এবং তাঁদের চাহিদার মধ্যে তারতম্য থাকে। তারতম্য শুধু বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকেই নয়। বেশীর ভাগ সময়েই তারা তথ্যসূত্রের হদিসের থেকেও সরাসরি প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট তথ্য হাতের কাছে পেতে চান। এই অবস্থায় সমাজবিজ্ঞানের তথ্য-বিজ্ঞানীদের কাজ হবে এমন কোন পদ্ধতি (mechanism) অবলম্বন করা যা এই কাজকে সহজ ও ত্বরান্বিত করবে। এ বিষয়ে গবেষণার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমীক্ষার প্রয়োজন আছে। যে কাজ আমাদের দেশে তো নয়ই, বিদেশেও খুব একটা হয়েছে বলে জানা নেই।

যে সমস্যার কথা এতক্ষণ আলোচনা হলো তার থেকে উত্তরণের পথ খুব সহজ নয়। বিশেষ করে আমাদের দেশে। তবু সমবেত প্রচেষ্টায় অনেকটা পথ এগোন যায়। এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 'রাষ্ট্রীয় সামাজিক বিজ্ঞান প্রলেখন কেন্দ্র' (National Social Science Documentation Centre, NASSDOC)—যে সংগঠন ভারতীয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুসন্ধান পরিষদ'—এর (ICSSR) অঙ্গীভূত সংস্থা। NASSDOC-এর উদ্যোগের সঙ্গে সহযোগী হতে পারে। ভারতবর্ষের অন্যান্য তথ্য-বিজ্ঞানীদের পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

বর্তমান প্রবন্ধ রচনায় যে বই ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. Adiseshaiah, Malcolm S. : 'Uni, multi and inter-discipline in the social sciences in developing countries', ICSSR News letter, Vol. 14, No. 1, 1983.

2. Agrawal, S. P, : Social science information and documentation : search for relevance in India New Delhi, concept, 1987.

3. Bernal, J. D. : Science in history, Vol. 4—The Social Science : Conclusion. 3rd. ed. Cambrige. M.I.T. Press, 1965. (First published in 1954).

4. Beteille, Andre : 'The Language of the social science', (International Social Science Journal, Vol. 29, No 3, 1977.)

5. Brittain, J. M 'Information services and knowledge creation in social sciences', (International Social Science Journal, Vol 38, No. 4, 1986.)

6. Brittain J. M. and Roberts, S. A. : 'Information services in the social science : development and rationalization',(Internationaal Science Journal Vol 28, No. 4. 1976.)

7. Ghosh, Arun : 'Types and characteristics of literature used by social scientists : some observations', In J. C. Binwal and other (ed) Social Science information problems and prospects. New Delhi, Vikas, 1980

8. Indian Institute of Advanced study, Simla : social sciences and social relation : role of social sciences in contemporary India. Simla, IIAS, 1976.

9. Line, Maurice and Roberts, Stephen : 'The size. growth and composition of social science literature', (International Social Science Journal, Vol. 28, No. 1, 1976.)

10. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ : 'তন্ত্রী ছতে ঝঙ্কার'। দ্বিতীয় প্রকাশ : কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৬।

11. Mukherjee, Nilmani : A Bengali Zaminder : Jaykrishna Mukherjee of Uttarpara and his times. 1808 1888. Calcutta, Firma K.L. Mukhopadhaya. 1975.

12. Sills, David L. (ed.) : International encyclopaedia of the social sciences. Vol 1. New york, Macmillan, 1968.

13. Webb, William H. and associates : Sources of information in the social science : a guide to the litrature. 3rd ed. Chicago, American Library Association, 1986.

বিজ্ঞপ্তি

অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটালগিং রুলস-II সম্পর্কিত কর্মশালা

NISSAT পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আগামী অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সম্ভাব্য তারিখ (৮—১৪ অক্টোবর) "এ্যাংলো আমেরিকান ক্যাটলগিং রুলস—II (AACR-II)-এর উপর এক কর্মশালার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মশালায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত এবং সূচীকরণ কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। মাত্র ২০ জন শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় যোগদান করতে পারবেন। কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো AACR-II সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা প্রদান। কর্মশালায় যোগদানের সর্বনিম্ন যোগ্যতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক, কোর্স ফি—৩০০.০০ টাকা। শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য ও কাজের প্রকৃতি, অভিজ্ঞতা, প্রভৃতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। দিনে ৫ ঘণ্টা ক্লাশ হবে। স্থান ও সময় পরে জানান হবে। এই কোর্সে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে ডাকযোগে জানান হবে।

সাদা কাগজে বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ করে (নাম, ঠিকানা, বয়স, শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, গ্রন্থাগারের নাম, পদ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি) আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ—৩১ শে আগষ্ট, ১৯৯০।

কর্মসচিব

GOVERNMENT OF WEST BENGAL : EDUCATION DEPARTMENT C.S. BRANCH
WRITERS' BUILDINGS, CALCUTTA-1.

NO. 517-Edn (CS) / 5p-22'88 Dated Calcutta, the 30 April, 1990.

Form : Shri H. P. Ganguli
Deputy Secretary to the Govt. of West Bengal.

TO The Diretor of Public Instruction, W.B.

SUB Revision of salary scales of Librarians and Physical Instructors of Non-Govt, Colleges.

In continuation of G.O. No. 1287-Edn (CS) dt. 21.9.88 read with G.O. No. 1475-Edn(CS) dated 21.9.88, the undersigned is directed by order of the Governor is pleased to revise, on the recommendations of the Govt. of India in the Ministary of Human Resources Development, the scales of pay of Librarian and Physical Instructor of Non-Govt. Colleges (including Govt. sponsorod Colleges but excluding Medical, Agricultural, Vaterinaay Service and Engineering Colleges) of the State, with effect from the 1st January, 1986, in the following manner :—

Existing scale of pay		Revised scale of pay
Librarian	700-1600	2200-75-2800-100-4000.
Physical Instructor	700-1600	2200-75-2800-100-4000/-.

The Govt, of India have agreed to render financial assistance to the extent of 80% of the additional expenditure involved for the period from January 1, 1986 to March 31, 1990 towards upward revision of pay scales of Librarians and Physical Instructors. There after the entire responsibilities for maintaining the revised scales of pay will devolp upon the State Govt. with effect from April 1, 1990,

The revised scale of pay are applicable only to the Librarians, Asstt. Librarians and Physical Instructors of the non-Govt. Colleges, who having been appointed as such on a regular and whole-time basis, were in position on 1.1.86 or thereafter and were or have

been drawing pay in the UGC scale of Rs. 700-1600/- introduced w. e. f. April 1, 1980, against sanctioned posts.

The initial pay of the incumbents who were in position on 1.1.86 shall be fixed in the revised scale in the manner prescribed in annexure up to the G.O. No, 1475-Edn(CS) dt. 16.11.88.

This order issues with the concurrence of the Finance Deptt. vide their U.O,Oo. Group-B 1743 dt. 7.4.90.

The Accountant General, West Bengal is being informed.

A separate communication will follow in the matter of recruitment qualifications.

Deputy Secretary

No. 517/1(2)-Edn(CS).

Copy forward to the :—

1. Finance Department.
2. Accountant General, West Bengal, for information.

Deputy Secretary.

Dated, Calcutta,
The 30th April, 1990,
No 517/2(7)-Edn(Cs).

Copy forwarded for information and necessary action to the :—

1, Dy. Director of Public Instruction (PPS). W.B , 6, Council House Street, Calcutta-1.
2 Dy. D.P.I (PPS), W.B.
3. Dy. D.P.I. (Trg), W.B.
4. Asstt D.P.I (NGC), W.B.
5. C. S. Trg. Branch of this Deptt,
6. University Branch, of this Deptt.
7. Appointment Branch of this Deptt.

Dated, Calcutta, Deputy Secretary.
The 30th April, 1990.

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

Memorandum Submited to The Chief Minister

To
Shri Jyoti Basu
Chief Minister and Minister-in-charge of
Higher Education
Government of West Bengal
Writers' Buildings
Calcutta-700 001.

Sub: Career Advancenment Progremmes for Librarians

Dear Sir,

We express our sincerest thanks to the State Government for revising salary scales of Librarians and Physical Instructors of non-Govt. Colleges (vide Education Dept's memo no. 517 Edn (CS) dt. 30th April, 1990-Copy enclosed.)

We are however surprised to note that the same Govt. order is altogether silent about career advancement programmes of Librarians. In this connection it may be mentioned that the original order from the Ministry of Human Resources Development of the Govt. of India recommended clearly that the Librarians will enjoy identical career advancement benefits as enjoyed by teachers as per Govt India's G.O., College Librarians are entitled to get the scales of senior Lecturer and Lecturer (selection grade) under career advancement programmes. We do not understand why Librarians have been deprived from these benefits.

We would, therefore, earnestly request you to look into the matter so that the Librarians and Asst. Librarians of Colleges can enjoy the benefits of career advancement programmes.

with regards,

Yours sincerely,
(Pabir Raychaudhury)
President.

ENGLISH ABSTRACTS

of the editorial & articles published in GRANTHAGAR V. 39. No. 8

(NOV DEC. 1989) Abstracted by : Mrs. Ratna Das (Banerjee).

Editorial : State Government's initiative towards library science education (P. 190-2)

Besides the degree courses like Bachelor of Library & Information Science & Master of Library & Information Science at different Universities of the state, Certificate courses are conducted by Bengal Library Association & Rahara Ramkrishna Mission District Library. Previously, Banipur Training Centre & Kalimpang Janata College used to offer certificate courses. Due to political unrest in the district of Darjeeling, the Kalimpong training centre has been closed. Without discussing the matter in the State Library Council meeting a new training centre has been opened at the State central Library, Calcutta instead of opening on alternative training Centre at another district of North Bengal. The Government training centre at Banipur is also closed for some unknown reasons.

Originally the Janata College Training Course, Kalimpong, was meant for the library workers of North Bengal and out of 25 seats 20 were reserved for library workers and 5 for ordinary students. But after the shifting of the centre, the library department enrolled 70 students in the first year & majority of them are ordinary students. This year about 110 and students have been selected for the course the selection has been done without proper advertisement or well-defined selection criteria. Similarly the criteria and method of selecting the teachers for the above mentioned course are unknown.

The post of the Librarian at the State Central Library is vacant more than one year. But the government is not taking any initiative to appoint a new Librarian.

The development of library science training courses, like other professional courses, seeks its foundation on proper survey and scientific planning. But at government level there is no such step taken for planning. After the completion of the Certificate Course the trainees are eligible for the posts of librarians/library assistants in the government sponsored libraries therefore, before inaugurating new training centre or increasing the number of seats one should assess the requirement of these sponsored libraries. Now the number of unemployed has crossed 1000 & the government is not

making any effort to provide opportunities for these unemployed friends.

The government should stop experimenting with the library science training courses and should immediately discuss the matter with the State Library Council.

Language, Terminology, Libraries and Information : Satyananda Mondal
(p. 199-207)

This paper discusses the role of signals, meaningful sounds, language, terminology, & the relation between terminology and information science. It also states the problems associated with the development of Bengali terminology and its use. The success of the formation of terminology depends on the joint effort of three communities academic, administrative and lingual, Academicians should take the responsibility of selecting and forming the terminology, similarly administrative banking is also necessary. Finally, the success rests on the support of the lingual community. The author also discusses the problems of multilingual groups and suggests that foreign language teaching should be incorporated in the syllabus of Library and information science course to help in the improvement of multilingual information transfer.

Need for review of the W. B. Public Library Act : Sourendramohan Gangopadhya
(p. 203-210)

The author suggests that the public library Act of West Bengal should be reviewed. The public libraries here, till now, are not free from subscription except the children's section. In other states like Andhra Pradesh, Tamilnadu, Karnataka Tripura, the public library system is totally subscription free. Secondly, a co-operative acquisition policy has not yet been accepted by these libraries.

In India, this state is spending maximum amount of money on the development of libraries. Therefore, to review all the activities of the government related to the libraries, it is necessary to take into account the benefits that the common people are enjoying. the statistics of the usage of the library, etc. The library directorate should take care to introduce different courses like reprography course, refresher course and library standard and various services for illiterate and less educated people.

The pay scale and other related problems of the librarians of the sponsored libraries require some reconsideration. The decision of reviewing the existing library act will give the opportunity to all to highlight the problem areas.

Memoirs : Pramil Chandra Bose

(p. 193-8)

The author describes in details the activities of Dr. Gyan Chandra Ghose who was selected the Vice-Chancellor of Calcutta University from 12th March of 1954 for 4 years. Dr. Ghosh is still remembered for his sense of punctuality and discipline. He was a man of action. After taking the responsibility of the University, he asked to make a survey of the educational facilities of the students of middle class and lower middle class families and planned for 'Day Students Home', where the students could study from the early morning till night. Accordingly, a number of Day Students' Home were established taking financial help from the Central Government. During this period the retirement age of the lower subordinate staff was decided. He took special care for solving library problems. To involve the students in the rural social welfare work, Dr. Ghosh with the help of the Ramakrishna Mission and financial assistance from the Central government developed a centre at Kamarpukur. He left the University in May 1955 to join the Planning Commission.

কর্মী সমিতি কথা

চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ) :

গত ১০ই এপ্রিল, ৯০ মঙ্গলবার তালদি নেতাজী পাঠাগারে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক হন শ্রীসনৎকুমার নস্কর। সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি প্রবীর দে। উপস্থিত প্রতিনিধিদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সভাধিপতি শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্য মহাশয়। জেলা কমিটির সম্পাদক কাজী ইয়ামুদ্দিন সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন। মোট ৭ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন। সভায় গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সাভিসবুক, অবসর গ্রহণের পর কর্মীদের পেনসন, গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণ ও নৈমিত্তিক খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি, জেলা বই মেলা জেলায় করা, 'সাইকেল পিওন' পদনাম পরিবর্তন করে 'লাইব্রেরী এটেনডেন্ট' করা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

নদীয়া : গত ১৬ ই মে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে ৮০ জন কর্মীবন্ধুর উপস্থিতিতে কর্মী সমিতির নদীয়া জেলা শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসত্যনন্দ মজুমদার, এ বি পি সি এর জেলা প্রতিনিধি শ্রীসুভাষ ভৌমিক এবং নদীয়া জেলার এস. এস. এ সদস্য শ্রীগৌর কুণ্ডু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। পঃ বঙ্গঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি (নদীয়া) ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (নদীয়া) জেলা শাখার উদ্যোগে কর্মীদের পেনসন সাভিস বুক, শূন্য পদ পূরণ, গ্রন্থাগার গুলিকে আইনগত ভাবে নির্বাচন প্রভৃতি ২০ টি দাবী সম্বলিত এক স্মারক লিপি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের কাছে পেশ করা হয়।

হাওড়া : গত ৪ঠা এপ্রিল, ৯০ বালী সাধারণ গ্রন্থাগারে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা সভাপতিত্ব করেন কর্মী সমিতির জেলা শাখার সভাপতি শ্রীঅনিল কুমার দেয়াশী / কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনির্মল চৌধুরী ও শ্রী অনন্ত ভট্টাচার্য। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপুল চক্রবর্তী, ও শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল। সভায় বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করেন জেলা সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার দাস, আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅসিত রায়। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার অন্যতম হল মাস পয়লা বেতন প্রদান, অবিলম্বে পে কমিশনের সরকারী আদেশনামা কার্যকর করা, লোকাল লাইব্রেরী অথরিটিতে কর্মী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তিকরণ, পেনসন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করা প্রভৃতি। সম্মেলনে ৬০ জন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করেন।

সংকলন : অনুপ সরকার

গ্রন্থাগার সংবাদ

চব্বিশপরগণা (উত্তর) : সমবায় পাঠাগার মাটকল কলকাতা-৬৫

গত ২৬শে মে, ৯০ শনিবার সমবায় পাঠাগারের উদ্যোগে একটি মনোজ্ঞ রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বিষয় হল শিশুদের বাস আঁকো ও সর্বসাধারণের 'মুইজ', এবং আবৃত্তি প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন গড়ুই মাটকল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীমাখন চৌধুরী মহাশয়।

হাওড়া : পাঁচপাড়া কালচারাল সোসাইটি :

গত ১৫ই এপ্রিল '৯০ পাঁচপাড়া কালচারাল সোসাইটির গ্রন্থাগার বিভাগের শুভ উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন মহিয়াড়ী কে. সি. ইনষ্টিটিউশনের সহঃ শিক্ষক শ্রীভাস্কর চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীঅশোক কুমার দাস এই উদ্যোগে ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং গ্রন্থাগার উন্নয়নে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে পাঁচপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীঅশোক দাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সংস্কৃতি, চাকপোতা, আমতা

গত ১৩ই মে, '৯০ 'সংস্কৃতি' রবীন্দ্রনাথের ১২৯ তম জন্মোৎসব পালন করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি কবি নিমাই মান্না। এই উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংস্থার সদস্য ও আমন্ত্রিত শিল্পীগণ অংশ নেন।

হুগলী : বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী

গত ৪-৯ ই মে, ৯০ বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী শতবর্ষ উৎসব বিশেষ মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়। ৪ঠা মে পদযাত্রা অনুষ্ঠানের পর ৫ ই মে শতবর্ষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রীসরল দেব, বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত, ও জেলাশাসক নীরা সাগ্‌পী। ৬ই মে গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন রাজ্যের ত্রাণ-মন্ত্রী শ্রীমতীছায়া বেরা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতা শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅনিল দত্ত। ৭ ই মে গ্রন্থাগারের প্রবীণ সদস্যদের সম্বর্ধনা জানানো হয়। এছাড়াও বিভিন্ন দিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংকলন : অনুপ সরকার

॥ চিঠিপত্র ॥

॥ মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন ॥

মাননীয় সম্পাদক
'গ্রন্থাগার',—সমীপেষু,
মহাশয়,

বিগত ৭ই মার্চ, ১৯৯০-তে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সংশোধিত বেতনক্রম রাজ্য সরকারী আদেশ-নামায় (33-EDN (B) dt. 7.3.90) প্রকাশিত হয়েছে।

এই আদেশনামার ভিত্তি তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ। যদিও বেতন কমিশনের প্রস্তাবিত বেতন কাঠামো বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির প্রত্যাশিত কাঠামোর পূর্ণ প্রতি-ফলন নয়, এতে সমযোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের বেতনের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়নি, কলকাতা ও অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারকে ভিন্ন মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, বিশেষ দায়িত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ বেতনের উল্লেখ নেই, অনেক ক্ষেত্রেই স্নাতকোত্তর (মাষ্টার) ডিগ্রীর জন্য উচ্চতর বেতনের সুপারিশ নেই, তবুও বেতন কমিশনের সুপারিশে গ্রন্থাগারগুলিতে ও বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং মোটামুটিভাবে কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা (বৃত্তিগত যোগ্যতাসহ) অনুসারে বেতন নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় সরকারী আদেশনামা থেকে কোন পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাচ্ছে না, বরং এটি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ ও স্ববিরোধী তথ্য পরিবেষণ করেছে। এই আদেশনামার ৩ (১) অনুচ্ছেদ ও ১৬ (৩) অনুচ্ছেদে এক পরস্পরবিরোধী চিত্র তুলে ধরেছে।

'৩ নং অনুচ্ছেদের ১ নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে Annexure-I-এ উল্লিখিত, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বাদে, আর সব প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতনক্রম Annexure-V-এর 4 নং কলমে প্রকাশ করা হল।' অর্থাৎ এতে গ্রন্থাগারের (Annexure I-এর ক্রমসংখ্যা 4-এ উল্লিখিত 'সনসর্ড এডেড গ্রন্থাগারগুলির) ক্ষেত্রে বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বৃত্তিকুশলী কর্মীদের অধিকতর শিক্ষাগত যোগ্যতা (বৃত্তিগত যোগ্যতাসহ) অনুসারে বেতন স্থির করার ব্যাপার-টিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধু বেতন কাঠামোর সাধারণ পরিবর্তন প্রকাশ করা হল।

আবার একই আদেশ নামার ১৬ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং উপ-অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, মাধ্যমিক বিদ্যা-লয়ের সকল শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিক যাঁরা তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়েছেন অথবা বাড়াবেন অথবা যারা তাদের পাঠনের / নিয়োগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ নিযুক্ত হয়েছেন তাঁরা তাঁদের উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার পক্ষে উপযুক্ত উচ্চতর বেতনক্রম লাভ করবেন, ১লা জানুয়ারী ১৯৮৬ অথবা ঐ যোগ্যতা অর্জনের মধ্যে যেটি পরে সেই দিন থেকে।

এই নীতি একইভাবে Annexure I এর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

যদি তাই হয় তবে এই সরকারী আদেশনামা স্ববিরোধী। ৩ (১) অনুচ্ছেদে গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে পূর্বতন বেতনক্রমের সাধারণ সংশোধন অনুমোদন কর। হল আবার একই সঙ্গে ১৬ (৩) অনুচ্ছেদে বলা হল যে তাঁরা উচ্চতর যোগ্যতা অনুসারে উচ্চতর বেতনক্রম লাভ করবেন। অথচ তাঁরা কোন্ উচ্চতর যোগ্যতার

জন্য কোন্ উচ্চতর বেতনক্রম লাভ করবেন তার কোন বিশদ তালিকা (Annexure-vi—এ উল্লিখিত শিক্ষক অশিক্ষক কর্মীদের বেতনক্রমের মতো) এতে সংযুক্ত করা হয়নি, যদিও বেতন কমিশন তা জানিয়েছে।

অতএব, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সাধারণ সম্পাদক দ্বয়ের কাছে আমার প্রস্তাব আমাদের এই দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারী আদেশ নামার এই ত্রুটি ও অবিরোধের কথা উল্লেখ করে Pay Review Committee র Member—Secretaryর কাছে অবিলম্বে দাবীপত্র পেশ করা হোক।

এছাড়াও এই দাবীপত্রে আরও উল্লেখ থাকতে হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ১) গ্রন্থাগারগুলিকে ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্তর হিসাবে বিন্যস্ত না করা এবং ROPA-তে এদের সাধারণ বিভাগে ন্যস্ত করার অবমাননাকর পদক্ষেপের সংশোধন প্রয়োজন, ২) বিশেষ দায়িত্বযুক্ত সাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ বেতন দিতে হবে, ৩) সমস্ত জেলা গ্রন্থাগারে (উত্তর পাড়া জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারসহ) গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব বিবেচনা করে অন্ততঃ ২২০০—৪০০০ টাকা বেতনক্রম দিতে হবে, যা কলকাতা জেলায় নগর গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনুমোদিত হয়েছে বেতন কমিশনের রিপোর্টে), ৪) প্রাথমিক ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমিক সমতুল ও লাইব্রেরী সায়েন্সে সার্টিফিকেট ধারী গ্রন্থাগারিকদের হয় ৭ নং বেতনক্রম নয় ৬ নং বেতনক্রমে পাচটি অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হোক।

ধন্যবাদান্তে,

শুক্লা মুখোপাধ্যায়,
কলিকাতা।

Annual Subscription : Rs. 36 00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal egd. No WB/CC- 145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 40 No. 2 May—June 1993

Contents

	PAGE
Authority and Status of Librarians (Editorial)	47
Tapan Kumar Adak Public Libraries of Andaman & Nicobar Island	49
Arun Ghosh Information Systems and Sources of Social Sciences	52
Govt-orders re : Payscales of College Librarians	61
Memorandum Submitted to the chief Minister re : career Advancement progrommes for chllege librarians	63
English Abstracts	64
News of the W. B P. L. G. A.	67
Librarys News	68
Letters to the editor	69

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪৩, সংখ্যা ৩ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা ১৩৯৭, আষাঢ়

সূচী

	পৃষ্ঠা
মাস পয়লা বেরল সম্পাদকীয়)	৭১
অনিল চন্দ্র পাল	
গ্রন্থাগার তথ্য প্রণালী ও প্রচীন ভারত	
নন্দিতা ভট্টাচার্য	
দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পর্যালোচনা একটি সমীক্ষা	
নীরা মুখোপাধ্যায়	
গ্রন্থাগার কমিটি	৮৩
গ্রন্থ সমালোচনা	৮৬
Memorandum to the Govt of W. B	৯৩
গ্রন্থাগার সংবাদ	৯৫
পরিষদ ও কর্মী সমিতি কথা	৯৯

প্রচ্ছদ : অনিল পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৩ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | আষাঢ়, ১৩৯৭

সম্পাদকীয়

মাস পয়লা বেতন

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে সরকারী অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার অধিকারের পক্ষ থেকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না এরূপ অভিযোগ গ্রন্থাগার কর্মীরা প্রায়ই করে থাকেন। এ বক্তব্য যে অসত্য এ কথা বলা যায় না। লক্ষ্য করা গেছে যে গ্রন্থাগারে অনুদান পৌঁছানোর কোন নির্দিষ্টতা নেই। অনুদানের পরিমানেরও রকমফের আছে। কোন কোন সময় হয়ত প্রাপ্য অনুদান দেওয়াই হয় না যেমনটি ঘটেছিল দু'বছর আগে কলকাতা জেলার ক্ষেত্রে।

নিয়মিত অনুদান ও মাস পয়লা বেতনের দাবী অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত দাবী। সারা মাস কর্মীরা কাজ করবেন অথচ বেতনের জন্য হা পিত্যেস করে বসে থাকবেন এরকম ব্যবস্থাকে কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তিই সমর্থন করতে পারেন না। তবুও অবস্থা চলছে হয়ত আগামী দিনেও চলবে। এ বছর অবস্থা সঙ্গীন হয়েছে। মেদিনীপুরে এখনও কর্মীরা এপ্রিল মাসের বেতন পাননি। এটা যদি দুই একমাসের ব্যাপার হতো তাহলে গ্রন্থাগার কর্মীরা হয়ত এতটা ধৈর্যহীন হতেন না, সহ্য করতেন। কিন্তু বিগত দুই তিন বছরে দেখা যাচ্ছে অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে এক একবার অনুদান বা বেতন নিতে জেলা সদরে ৪।৫ বার আসতে হচ্ছে। ফলে গ্রন্থাগারগুলির কন্টিজেন্সীর বেশীর ভাগ টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে যাহা খরচ বাবদ। কর্তৃপক্ষের বিবেচনা করা দরকার যে ইসলামপুর থেকে বালুর ঘাটে গিয়ে যদি বেতনের ব্যবস্থা করতে বার বার যেতে হয় বা গোসাবা থেকে কলকাতায় আসতে হয় তবে গ্রন্থাগার চলে কি করে?

কেন এরকম হয়? কেনই বা মাস পয়লা বেতন কর্মীরা পান না। নানা ব্যাখ্যা হয়ত কর্তৃপক্ষ দেবেন, কিন্তু রাইটার্সে যারা কাজ কাজ করেন তাঁরা কি তাদের ক্ষেত্রে এরকম বেতনের অব্যবস্থা মেনে নেবেন? যদি মাস পয়লা বেতন দেওয়া সম্ভব না হয় তবে মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে কি বেতন দেওয়া সম্ভব করা যায় না? এমন কি মাসের বেতন মাসে মাসে দেওয়া যায় না? মাসের একটি নির্দিষ্ট দিনে মাইনে দেওয়ার বাধা কোথায় তা আমাদের অনুমানে আসে না। গ্রন্থাগার অধিকারে তো আগের তুলনায় ষ্টাফ বেড়েছে—কিন্তু তাতে দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির আইনগত অবস্থান গ্রন্থাগার আইন পাস হওয়ার ১১ বৎসর পার হলেও আগে যা ছিল এখনও তাই আছে। যতদিন আইন ছিল না ততদিন গ্র্যান্টস ইন এড প্রথায় অনুদান দেওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে সমালোচনা করার অবকাশ ছিল না। কিন্তু এখন গ্রন্থাগার আইন মোতাবেক গ্রন্থাগারগুলিকে ঘোষণা করলে

হয়ত এই জটিলতা অনেকাংশে কমে যেত। কিন্তু আজো পাবলিক গ্রন্থাগার গুলিকে আইনানুগভাবে ঘোষণা করার বিষয়টি উপেক্ষিত। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলির আইনগত অবস্থান হচ্ছে বে-সরকারী সংস্থা, যে কারণে গ্রাণ্টস্-ইন-এড প্রথা চলছে। আইনের অনুশাসনের বিষয়টি নিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি মহামান্য আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল। একবছর আগে আদালত রায় দিয়েছিলেন যে একবছরের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। সে এক বছর অতিক্রান্ত হলেও নির্বাচন করা হয় নি? নির্বাচনের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে পাবলিক গ্রন্থাগার হিসেবে ঘোষণা করা হয় নি। গ্রন্থাগার দপ্তর আদালতের রায় উপেক্ষা করেছেন। এটা কি আদালত অবমাননা নয়? কেন যে গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে না তার কারণ অজ্ঞাত। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভায় এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য ব্যাখ্যা হয় নি। যে বিষয়গুলি কোথাও ব্যাখ্যা ত হচ্ছে না সে গুলির মধ্যে অন্যতম হলো অনুদান দেওয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত বিষয়। গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রাণ্টস-ইন-এড প্রথায় অনুদান নিতে গেলে ১০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে সই করে নিতে হচ্ছে। অনেক সময় এই দামের ষ্ট্যাম্প পেপার পাওয়া যায় না ফলে গ্রন্থাগারগুলি বেশি দামের কাগজ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। গ্রন্থাগার অধিকার যদি বছরের শেষ টাকা ভাগে ভাগে দিতে থাকেন তবে প্রত্যেক ভাগের জন্য পৃথকভাবে স্ট্যাম্প পেপার দিতে হচ্ছে। এ ব্যবস্থা অবিলম্বে বদলানো প্রয়োজন।

আরো একটা বিষয় অস্পষ্ট থাকছে তা হলো গ্রন্থাগারের আইনানুগ অবস্থান যাই থাক না কেন কর্মীরা তো LLA-এর কর্মী তাদের বেতন সংক্রান্ত অনুদান নন-জুডিসিয়াল ষ্ট্যাম্প পেপার নিতে হবে কেন? অবিলম্বে এই প্রথার অবসান ঘটাতে হবে। আরো একটি বিষয় আমাদের নজরে এসেছে যে বিভিন্ন জেলা এক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। কোন কোন জেলা বেতনের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাম্প পেপারে সই করে দেয় না। আমাদের বক্তব্য হলো এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকা দরকার।

কিন্তু বিগত ২।৩ বছরে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের কোন সভায় এ বিষয় আলোচিত হয়েছে বলে জানি না। কিন্তু বিষয়টি পরিষদের সভায় উঠেছিল ১৯৮৬ সালে তখন সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী SLC-র সভায় হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আলোচনা আজো হয়নি। অথচ ৪।৬ হাজার কর্মী এই অব্যবস্থার শিকার। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো যে বিষয়টি অবিলম্বে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভায় আলোচনা করা হোক এবং অর্থ দপ্তরের সঙ্গেও আলোচনা করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হোক। নচেৎ এই অবস্থা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধা হিসাবে কাজ করবে।

প্রথাগত তথ্য প্রণালী ও প্রাচীন ভারত

অনিল চন্দ্র পাল

প্রাক্‌কথন

প্রাত্যহিক জীবনে জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হওয়ার জন্য কেবলমাত্র বস্তু তথা শক্তির উপর নির্ভর করলেই চলে না। জীবন সংগ্রামে অন্যতম মূলময় হল তথ্য। এই উপাদান প্রণালী বদ্ধ উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক। জৈবজীবনে উন্নয়নের পক্ষে প্রজাতি, জাতি, সঙ্ঘ, সমাজ সামাজিক উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট।

প্রত্যেক দেহবদ্ধ জীব তা যে কোন ইতর জীব বা মানুষই হোক না কেন তার তথ্য সংগ্রহ করার এবং তা সরবরাহ করার বিভিন্ন উপ-প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। তা সেটি কেন্দ্রীভূত স্নায়ুপ্রক্রিয়া বা অন্যব্যবস্থাও হতে পারে; অথবা তা কোন কারুবস্তু যেমন পাণ্ডুলিপি, গ্রন্থ বা বর্তমান যুগের শ্রাব্য-দৃশ্য [audio-visual) বস্তুও হতে পারে। ঠিক এভাবেই দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে তথ্য সংগ্রহের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত উপ-প্রণালী দৃষ্ট হয়।

সমাজব্যবস্থাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। মহাচীনের বা অষ্টেলিয়ার আদিম যুগের অধিবাসীই হোক বা সভ্য সমাজের মেসোপটেমিয়ারই হোক না কেন প্রত্যেক সমাজেরই এক বিশেষ তথ্য প্রণালী পরিদৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজেও সেই একই ধরণের তথ্য ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত মেলে।

১ বর্তমান যুগে যে তথ্যবিজ্ঞানের ব্যবস্থা বিদ্যমান তা সম্পূর্ণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক অভিযোজনমাত্র। তথ্য সরবরাহ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেই নয়; জ্ঞানের বিস্তারের জন্য তথ্যের অপরিহার্য মূল্য বিদ্যমান। তথাকথিত প্রাচীন ভারতবর্ষে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল না।

জনজীবনের বিভিন্ন স্তরের মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনে তথ্য আহরণ করতেন। বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা ও প্রশাখার মূলতত্ত্ব ও তথ্যসম্ভার মূলতঃ ভূর্জপত্র, তালপত্র ইত্যাদি লিখিত থাকলে সেগুলি কণ্ঠস্থ করে রাখার রীতি ছিল এবং মূলগ্রন্থ না ব্যবহার করেও উদ্ধারিত হত। মূলতত্ত্বের সঙ্গে নতুন তথ্য সংযোজিত হয়ে বিস্তারিত হত। তৎকালীন শিক্ষাকেন্দ্রে গ্রন্থপাঠ অপেক্ষা তথ্য পরিবেষণার সুযোগ ছিল বেশি। মৌখিকভাবে তথ্যবস্তুর পরিবেষণাই উত্তমরীতি বলে তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তীকালের জনসম্ভারের প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতি নির্ভরতার চেয়ে লিখিত রীতির প্রয়োগ সাধারণ্যে প্রিয়তা লাভ করেছিল। ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় অনুশাসন প্রস্তর, পর্বত গাত্রে অনুলিখিত হত। কিন্তু সেগুলিকে যুগ প্রয়োজনে নতুন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তথ্য দিয়ে পরিবর্ধিত করা হত। তথ্য পরিবেষণার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় রীতি সমকালীন অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এগিয়েছিল।

২ প্রাচীন ভারতবর্ষের মহান মনস্তত্ত্ববিদ্ পাতঞ্জলি তাঁর বিখ্যাত কর্মকৃতি "যোগসূত্রে" বিশ্লেষাত্মক দৃষ্টিতে মানসিক স্তরের কয়েকটি গঠনভঙ্গির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গ্রহীতার মানসিক গঠনের উপর নির্ভর করেই তথ্যক্রিয়া ফলপ্রসূ হয়। মহর্ষি পাতঞ্জলি পাঁচটি মানসিক স্তরের নির্দেশ এবং সংজ্ঞা দিয়েছেন:

১ ক্ষিপ্ত অবস্থা: চিত্তভূমির সর্বনিম্ন অসংযত অবস্থা।

২ মূঢ় অবস্থা: চিত্তভূমির দ্বিতীয় এবং একটু উন্নত অবস্থা। এই অবস্থায় তথ্য সংগ্রহে আগ্রহী হয়।

৩ বিক্ষিপ্ত অবস্থা: চিত্তভূমি

মানসিক অবস্থায় তথ্য গ্রহণ ও তা মনন করবার সুযোগ পায়। এবং অপ্রয়োজনীয় অংশ বর্জনে সমর্থ হয়।

৪ একাগ্র চিন্ততা : এই মানসস্তরের চতুর্থ অবস্থায় জ্ঞানের যে কোন তথ্যগ্রহণে পূর্ণ সমর্থ হয়। তথ্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতায় মন নিবিষ্ট হয়। এই অবস্থায় গবেষণা করার প্রেরণা উদ্দীপিত হয়। যে কোন ধারণার নিখুঁত চিত্রপট তথ্য থেকে উৎসারিত হয়।

৫ নিরুদ্ধ অবস্থা : চিত্তভূমির এই পঞ্চমস্তরে মন যে তথ্য সংগ্রহ ও গ্রহণে সমর্থ হয়; মধুমক্ষিকার মধু পানের একটি সহজ মনোধারার সৃষ্টি হয়।

মনোভূমির এই অবস্থার ফলে প্রয়োজনীয় মানসিক প্রস্তুতিপর্বের কাজ শেষ হয়। তথ্য গ্রহণ ও ধারণা প্রবৃদ্ধি অনুকূল পরিবেশ গঠিত হয়। এবং তথ্যগ্রহণের জন্য এই তিন উপায় অবলম্বিত হয় :

ক শ্রাবণ : জ্ঞানের যে কোন তথ্য শিক্ষকের মুখ থেকে উৎসারিত হয়ে সত্বর ও সহজভাবে শ্রাবকের মনোরাজ্যে স্থিতিলাভ করে। এই প্রথাকে শ্রুতি বলা হয়।

খ মনন : মনোরাজ্যে যে কোন তথ্য স্থিতিলাভের পর পরিচিন্তনের মধ্য দিয়ে ধারণার প্রবৃদ্ধি ঘটে : পূর্বে গৃহীত অন্যান্য তথ্যগুলিও এই গৃহীত তথ্যের সহায়ক হয়ে ওঠে।

গ নিদিধ্যাসন : গৃহীত তথ্যের পরিচিন্তনের ফলে গ্রহীতার চিন্তাধারায় যে সত্যের উদ্ভাসন ঘটে নিত্য সত্য বা চিরন্তন চেতনার মুক্তি ঘটায়। এই মৌখিক রীতি প্রাচীন ভারতবর্ষের শিক্ষানীতি ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে যুগযুগান্ত ধরে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। এই প্রথাগত রীতিকে গুরুপরম্পরা রীতি নামে অভিহিত করা হয়। সাংখ্যকার উদ্যোতকর তাঁর 'ন্যায়বর্তিকা'য় শিক্ষক ও অন্তেবাসীদের পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের রীতি জ্ঞান-বিবর্ধন, সংরক্ষণ ও বিতরণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলে অভিহিত করেছেন।

গ্রন্থাগারের অধুনারীতি অনুযায়ী তথ্যবহন গ্রন্থ প্রাচীনকালে ব্যক্তি বা সংস্থাগত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেলেও জ্ঞান সম্পর্কে তথ্যরীতির ধারাটির ধারণাই ছিল প্রবল। কারণ তথ্যগুলি শিক্ষকের মনোভূমিতে সঞ্চিত থাকতো। শিক্ষকরা ছিলেন সে যুগের সংরক্ষিত ও মূর্ত তথ্য বিগ্রহ।

প্রায় এক সহস্র বর্ষ পূর্ব থেকে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কুমারিল ভট্টের আবির্ভাবে যুগ পর্যন্ত বেদ শাস্ত্রকে লিখিত ভাবে রূপান্তরিত করা প্রত্যাবায় বা পাপকর্মরূপে গণ্য করা হতো। শিক্ষা [learning] বলতে শুধুমাত্র পঠন পাঠন বোঝাতো না; উদ্দেশ্য ছিল তথ্যের ভাবটিকে হৃদয়ঙ্গম [realization] করা। তথ্য ছিল বুদ্ধিজীবীদের প্রাণ বস্তু। তথ্যগৃহীত হয়ে গ্রহীতার হৃদয়বৃত্তির [memory —স্মরণ] সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত থাকতো। স্মরণ, মননের বৈপরীত্য পরিহারের জন্যই তথ্য বস্তুনিচয় গ্রন্থনার মাধ্যমে গ্রন্থরূপ নিয়েছিল।

ভারতীয় শিক্ষাদর্শনে তথ্যভাব অর্থাৎ গৃহীত তথ্যের জীবনে বাস্তবায়ন অর্থাৎ সাঙ্গীকরণের ভাবটি এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল যে অধীত গ্রন্থপাঠনের মূল্যকে নিয়মানের বলে গণ্য করা হতো।

ঔপনিষদিক চেতনায় এমন ভাবনার সমাগম দেখা যায় যে যেখানে শুধুমাত্র জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠাভ্যাসকে নিন্দিত করা হয়েছে। ঋষি নারদ তাঁর সমকালীন যুগে প্রাপ্ত সামগ্রিক সাহিত্য, বেদগ্রন্থসমূহ; ব্যাকরণ, ভূতবিদ্যা [Biology], রাশিবিদ্যা [Arithmatic] এবং মানব বিষয়ক বিদ্যা (Humanities) অধ্যায়নাদি সমাপন করে সনৎকুমারের নিকট নিঃসঙ্কোচে অভিযোগ করলেন : 'প্রশায়, ঐ সব বিষয়গুলি অধ্যয়ন করে জ্ঞানার্জন করেছি সত্য, কিন্তু তা থেকে আমি সত্যের মুখোমুখি হতে পারিনি।'

সনৎকুমার স্পষ্টোক্তি করলেন : 'তুমি যে কথা বললে তা সত্য, যা পড়েছো তার সবটাই শব্দের সঙ্কলন মাত্র।' উপরি উক্ত কথোপকথনের মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে তা হলো পঠন-পাঠন অপেক্ষা গুরু পরম্পরায় অভিজ্ঞতা

প্রস্তুত তথা অনুগামীদের মধ্যে সঞ্চার করার রীতিটি জনপ্রিয় ছিল।

২১ বর্তমান যুগে তথ্য সঞ্চারণ বা পরিবেষার যে ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়, প্রাচীনযুগে তার কোন অস্তিত্ব ছিল না। তবে যে যুগে প্রয়োজনভিত্তিক তথ্য বিতরণ ব্যবস্থা জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বিত হতো। যথা: প্রস্তরখণ্ডে তথ্য উৎকীর্ণ করা, তালপত্রে লিখন, ধর্মস্থানে মন্দিরগাত্রে প্রলেখন ব্যবস্থা ছিল।

কখনো বা কোন প্রতিভাবান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ বিশেষ কোন ব্যাপারে তাঁর আহৃত অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক সঞ্চিত তথ্যগুলি প্রয়োজনে বোধে প্রার্থীর কাছে বিতরণ করতেন। আবার কোন কোন পরিবারের সমস্ত সদস্যরাই জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিষয়ে পারস্পরিক তথ্য আদানপ্রদানের মধ্য দিয়ে যে তথ্য সংগৃহীত ও সঞ্চিত করতেন প্রয়োজনবোধে তা অপরের নিকট অকপটে বিতরণ করতেন। যদিও তথ্যসম্ভার ঐ পরিবারের সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তথ্যের পরিলিখন ব্যবস্থাও ছিল না এবং সাধারণো তা প্রকাশের ইচ্ছাও কারুর ছিল না। তার ফলে প্রাচীনকালে ভারতে সৃষ্ট অনেক জ্ঞানের শাখা প্রশাখা বর্তমানে বিলুপ্ত হয়েছে। বিলুপ্ত বিষয়ের তালিকার মধ্যে রয়েছে: পুনর্জন্মবাদ (Para psychology), যোগ, আত্মার পরদেহান্তরগমন (Transmigration of soul), অধ্যাত্ম যোগাযোগ [Spiritual communication], অদৃশ্য বস্তুর সাক্ষাৎকার হওয়া এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠাংশ। ঐ সব বিশেষ জ্ঞানের শাখায় চর্চা হতো কিন্তু সাধারণের কাছে তা ছিল অপ্রকাশ্য। এই সব বিষয়ে অনুশীলন, অনুধ্যান এবং তথ্যনির্বাহের জন্য উপযুক্ত ভাবনিষ্ঠ নির্বাচন করার কঠোর নিয়ম ও রীতির প্রচলন ছিল।

তথ্যধারণা ও প্রাচীন ভারতবর্ষ

প্রথম স্তবক

১ আর্যসামাজিক ব্যবস্থাই মানবজীবনকে সংগ্রামের পথ দেখায়। প্রাচীন ভারতে মনুষ্যজাতি পুঞ্জ পুঞ্জ গ্রামে বাস করতেন। শান্তিপূর্ণ গ্রামীণ জীবনে কৃষিকর্মই ছিল প্রধান উপজীবিকা। বাসগৃহগুলিও স্থাপিত পারস্পরিক সুসংবদ্ধভাবে। উদ্দেশ্য ছিল সুরক্ষাকে দৃঢ়তর করা। যদি বৃহদাকারের বাসগৃহে অভাব ছিল না, তবুও বাসগৃহের গঠনভঙ্গি ছিল ক্ষুদ্রাকারের। গ্রামে ভিক্ষুক ও দরিদ্র পরিবারও ছিল না। যদিও ভূম্যধিকারীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে নগরকেন্দ্রিক জীবনের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়েছে। মুখ্যতঃ গ্রামগুলিতে কৃষিজীবীদের প্রাধান্যই ছিল বৈশিষ্ট মণ্ডিত।

কৃষিজীবীদের মধ্যে সহযোগিতার প্রয়োজন একান্ত কাম্য। সে যুগে সহযোগিতার ভাবটি ছিল মধুর। গ্রাম বাসী কৃষিকর্মীবৃন্দ সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সে সমাজব্যবস্থা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিলেন আদর্শ ও সর্বযোগ সমন্বিত ছিল। যৌথ জীবনের সবার স্বার্থরক্ষার হিতকর ব্যবস্থা ছিল। অথচ গ্রামীণ জীবন ছিল জটিলতাবিহীন, সরলতার প্রতীক, আত্মনির্ভরশীল। তবুও গ্রামীণ জীবনে কখুনো কখনো দুর্যোগ আসতো। দুর্ভিক্ষ অনাবৃষ্টিও জনজীবনকে বিধ্বস্ত করতো। এমন কোন তথ্য তাঁদের কাছে সঞ্চিত ছিল না যা' দিয়ে তারা এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারতেন।

তবুও জীবন সংগ্রামের জন্য তাঁরা নতুন তথ্য আহরণের নিরন্তর প্রচেষ্টা করতেন। বর্তমান যুগের জীবন যাত্রায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ব্যবহার নগর জীবন ও গ্রামীণ জীবন উভয়কেই প্রভাবিত করছে। প্রযুক্তি কৌশলে ব্যবহারিক দিকে কোনপ্রকার অগ্রতুল লক্ষ্য করা গেলে তথ্যসংগ্রহের মাধ্যমে অন্যকোন যন্ত্রকৌশলের প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করা হয়। জীবন সংগ্রামের প্রতি লক্ষ্য রেখেই গ্রামীন জীবনে কৃষিকর্ম ছাড়াও কুটির শিল্প, মৎস্যচাষ, দুগ্ধ ও গোপালন ব্যবস্থা, পুষ্পচাষ ও অরণ্যাদি বৃদ্ধিকর্মে প্রায়োগিক তথ্যসহ আর্য সামাজিক দৃষ্টি ভঙ্গিমূলক নানান তথ্যের সংগৃহীত প্রয়োজনে পরিবেশিত হয়।

প্রায় এ-যুগের মতো প্রাচীন ভারতবর্ষে হস্তশিল্পীবৃন্দ

থাকা নাগর এবং গ্রামীণ জীবনের মুখ্যভূমিকা পালন করতেন তাঁরা জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে নতুন তথ্যের জন্য সদা উৎসুক থাকতেন। তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্বপুরুষের পেশাই গ্রহণ করতেন অভিজ্ঞানসম্ভূত তথ্য তাঁরা গ্রহণ করলেও সব সময় চিরন্তন প্রথায় সন্তুষ্ট থাকতে পারতেন না। নতুন তথ্য আকাঙ্ক্ষা করতেন জীবিকার্জনের পথটিকে আরো সুন্দরতর করার জন্য। তথ্য সংগ্রহে অসমর্থ হয়ে অনেকেই জীবিকার্জনের গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—ব্যাধ, মৎস্যজীবি, চর্মজীবি, সর্পক্রীড়াজীবি, নৃত্যশিল্পী, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ, তন্তুবায়, হস্তিদন্তশিল্পী, ঘোষক, স্বর্ণশিল্পী ও অন্যান্য ধাতুজীবি সহ ধনুক নির্মাণকারী, কুম্ভকার, মালাকার, নরসুন্দর, লক্ষ্মীসুন্দর ইত্যাদি পেশা ধারীগণ সঙ্গত কারণেই জীবিকার পরিবর্তন করতেন। তৎকালীন শিল্পসমাজে বিশেষায়নের ব্যবস্থাও ছিল। কৌশলগত বিবর্তন বা নতুনতর কৌশলের প্রয়োগে ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কর্মীর বিশেষ চিন্তা ও তার মূল্যায়ন হতো। এবং প্রয়োগের শারীরিক শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে ও উৎপাদনের পূর্বসূচীর অভিজ্ঞতা ভিত্তিক তথ্য নিয়োজিত হতো। তবে তথ্যসংবাহনের ক্ষেত্রে এ কথাই বলা যায় অভিজ্ঞতাপ্রসূত রীতি ও প্রস্তুতিপর্বের দক্ষতার ঐতিহ্যজীবী থাকতো। পারিপার্শ্বিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে তার তথ্যভিত্তিক পরিবর্তন ঘটানো হত, এটা ছিল প্রাচীন ভারতীয় তথ্য বিতরণ ব্যবস্থার প্রতিবিরোধী ক্ষমতা।

BOOKFRONT PUBLICATION FORUMS'

•Introductory article by veteran parliamentarian Prof. Hiren Mukerjee.

• The first book that puts it altogether the detail results of Assembly & Parliament of West Bengal since 1952 including Council & Rajya Sabha. All Ministries since 1937
* Statistics & notes.
• Pre-independence election records from 1862 to 1947.

ELECTION RECORDER

by

Dilip Banerjee

Comments

Calcutta Note book

STATESMAN

...interesting information concerning elections & growth of the parliamentary system in undivided Bengal & post independence West Bengal···the hard bound volume is worth preserving.

* আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮-৬-৯০ কলকাতার কলচা—এই 'ইলেকশন রেকর্ডার' গ্রন্থটি নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে দেশের, বিশেষ করে পার্লামেন্টারি প্রথায় ক্রমবিকাশের ছাত্রদের কাছে হয়ে উঠবে মূল্যবান একখানা রেফারেন্স বুক।

MUST for Libraries, Political observers, journalists & students of political science.

AJ 162 Sector II •Bidhannagar (Salt Lake) •Calcutta 700091 •Phone : 348508

Available at •National Book Agency •Manisha •Bankim Chatterjee Street, Calcutta

দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পর্যালোচনা-একটি সমীক্ষা

নন্দিতা ভট্টাচার্য

১ পুস্তক পর্যালোচনার তাৎপর্য

বুক রিভিউ বা পুস্তক পর্যালোচনা গ্রন্থাগারিকের পেশাগত জীবনে ও গ্রন্থাগার বিস্তারে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। পুস্তক নির্বাচন ও গুরুত্ব নির্ণয়ে সহায়িকা এই পর্যালোচনা প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সাময়িকী, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা ইত্যাদিতে। দৈনিক পত্রিকায় সপ্তাহের বিশেষদিনে পর্যালোচনা ও বিশদ সমালোচনার মাধ্যমে সদ্য প্রকাশিত বিভিন্ন বইয়ের নানা দিক সম্বন্ধে পাঠক অবহিত হন যার ভিত্তিতে তিনি তাঁর গ্রন্থাগারিককে (সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ গ্রন্থাগারের) অনুরোধ জানাতে পারেন বইটি কিনতে বা পর্যালোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক সিদ্ধান্ত নেন পাঠককে বইটির বিষয়ে অবহিত করবেন কিনা। এই দিক দিয়ে দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত পুস্তক পর্যালোচনার মূল্য অপরিসীম।

তাছাড়া দৈনিক পত্রিকার বহুল প্রচারের ফলে তা আজ সবার কাছে পৌঁছে গিয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের অর্থনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকা আগ্রহী পাঠক ও গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসা দৈনিক সংবাদ পত্রটির মাধ্যমে অনেক বইয়ের কথা জানতে পারেন যার মধ্যে প্রয়োজনীয় বইটি তিনি গ্রন্থাগারিককে ক্রয় করতে অনুরোধ করতে পারেন বা অবসর মত শহরের বড়ো গ্রন্থাগারে গিয়ে সেটি পড়ে নিতে পারেন।

২ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও বর্তমান সমীক্ষা

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় আজ শহর জীবনে থেকে অনেক দূরে অবস্থিত গ্রামীণ/প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগারগুলি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার সূচনা করেছে গণ সচেতনতা বিকাশের সম্ভাবনা। এই গ্রন্থাগারগুলি প্রতিটিতে সাধারণতঃ একটি দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়—কারো ব্যক্তিগত বদান্যতায় বা গ্রন্থাগার তহবিল থেকে। তার মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক জানতে পারেন বিভিন্ন বইয়ের কথা, তা জানতে পারেন তাঁর পাঠকদের যাদের জ্ঞান তৃষ্ণা মেটানো ও সচেতনতা বিকাশের আদর্শ নিয়ে স্থাপিত হয়েছে সুসংহত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। প্রয়োজন বোধ করলে তা তিনি আর্থিক কারণে কিনতে অপারগ হলে নিকটতম নগর বা জেলা গ্রন্থাগারকে তার পাঠকের বই কিনতে অনুরোধ করতে পারেন যাতে অন্ততঃ সাময়িকভাবে বইটি এনে তিনি তাঁর পাঠককে পড়ার সুযোগ দিতে পারেন। একটি বই প্রকাশনার মূল লক্ষ্য তার পাঠক তা তিনি যত দূরেই থাকুন না কেন। রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঁচটি সুনীতি গ্রন্থাগারিকের মনে রাখা কর্তব্য। বই প্রকাশিত হয় ব্যবহারের জন্য। প্রতিটি পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। গণচেতনার উন্মেষ ও বিকাশে বইয়ের স্থান সর্বজন বিদিত। এবিষয়ে দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত পুস্তক পর্যালোচনার রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই গুরুত্বের কথা মনে রেখে বর্তমান সমীক্ষাটির পরিকল্পনা করা হয়েছে—যাতে উদ্ভাসিত হয়েছে এই সমালোচনা বা পর্যালোচনার নানা দিক, নানা তথ্য ও অসম্পূর্ণতা।

৩ সমীক্ষা-বিষয় বিবরণ

সমীক্ষার জন্য মোট পাঁচটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্রকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এগুলি হল: অমৃত বাজার পত্রিকা, আনন্দ বাজার পত্রিকা, যুগান্তর, ষ্টেটস্‌ম্যান ও টেলিগ্রাফ। এদের দুটি বাংলা ও তিনটি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত। একটি বাদে (যুগান্তর

মঙ্গলবারে) বাকি চারটিতে প্রতি রবিবার এই পর্যালোচনা প্রকাশিত হয়।

১৯৮৮ র জানুয়ারী থেকে জুন এই ছয়মাসে সপ্তাহিক ফিচার হিসাবে প্রকাশিত এই পর্যালোচনার সংখ্যা পাঁচটি পত্রিকা একত্রে হওয়া উচিৎ ৫×৪×৬=১২০ টি। এর মধ্য থেকে র‍্যানডম স্যামপল সার্ভের মাধ্যমে মোট ৬৫ টি সংখ্যা বেছে নেওয়া হয়েছে। এই ৬৫ টি সংখ্যার আলোচ্য পুস্তক সমূদয়ের ভিত্তিতে বর্তমান নিবন্ধ রচিত। বিভিন্ন সারণি ও তার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়ের উপস্থাপনা করা হয়েছে ও প্রাপ্ত ফলের ভিত্তিতে নানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। (সারণি ২ দ্রষ্টব্য)

৪ আলোচ্য পত্রিকা ও পুস্তক-সংখ্যা

সারণি ১

পত্রিকা ভিত্তিক পুস্তক সংখ্যা

পত্রিকার নাম	আলোচিত সংখ্যা	আলোচিত বই
অমৃতবাজার পত্রিকা	১৩	৫৮টি
আনন্দবাজার পত্রিকা	১৪	২৩০টি
যুগান্তর	১৬	১৫৪টি
ষ্টেটস্‌ম্যান	১৪	৪৯টি
টেলিগ্রাফ	৮	২৫টি
	৬৫	৫১৬টি

অর্থাৎ ৬৫ টি সংখ্যায় মোট ৫১৬ টি বই আলোচিত হয়েছে যার মধ্যে ৩৮৪ টি বই দুটি বাংলা দৈনিক সংবাদ পত্রের আলোচিত। বাকী তিনটি ইংরাজী পত্রিকায় আলোচিত মোট বই ১৩২ যা উপরি উক্ত সংখ্যায় প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র।

৫ অমৃতবাজার পত্রিকা-পর্যালোচনা-বিশেষ প্রবণতা

৫১ বিষয়গত দিক থেকে সর্বোচ্চ প্রকাশনার স্থান ইতিহাস এর, তারপর যথাক্রমে অর্থনীতি, রাজনীতি, জীবনী ও সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য স্থান পেয়েছে তারপর।

৫২ কোন ক্ষেত্রেই সমালোচিত বইয়ের প্রকাশনা বর্ষ ও সমালোচকের পরিচয় দেওয়া হয়নি (নামব্যতীত)

৫৩ ১০টি বইয়ে শুধু বিদেশী মুদ্রায় মূল্য বলা হয়েছে, বাকী সবক্ষেত্রেই ভারতীয় মুদ্রাসহারে মূল্য দেওয়া হয়েছে। আলোচিত বইয়ের মূল্য হার ১০-২৫০। একটির দাম দেওয়া নেই।

৫৪ স্বল্প সংখ্যক বই পর্যালোচনার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই দীর্ঘ, বিদগ্ধ সমালোচনা সম্ভব হয়েছে। উপযুক্ত বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি জীবনীর ভাষা, তথ্য, প্রদত্ত উদাহরণের ভুল সমালোচিত হয়েছে ৬-ই মার্চ ১৯৮৮-র সংখ্যায়। কখনো বা তাথ্যগত ও বইটি রচনার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কিনা এবিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে (১৫-ই মে ১৯৮৮-র সংখ্যায় আলোচিত গান্ধিজীর উপর রচিত নাটকটির বিষয়ে)।

৫৫ ধর্ম বিষয়ক দুটি বই-এর পূর্ণমুদ্রণ পর্যালোচনার স্থান পেয়েছে।

৫৬ সমালোচনাগুলি আকর্ষণীয় শিরোনাম দিয়ে ও আলোচিত বই থেকে গৃহীত ছবি, রেখাচিত্র ইত্যাদির সাহায্যে অলঙ্কৃত করা হয়েছে।

৬ আনন্দবাজার পত্রিকা-পর্যালোচনা-বিশেষ প্রবণতা

৬১ সাহিত্য বিষয়ক বইয়ের প্রাধান্য। মোট ২৩০ টির মধ্যে ১৩৩টি সাহিত্য বিষয়ক বই এবং তার মধ্যে বাংলা কবিতার বই ৫৬টি। তারপর যথাক্রমে স্থান জীবনী ও ইতিহাসের।

৬২ এক বা সমধর্মী বিষয়ের একাধিক বই-এর (আটটি পর্যন্ত) একত্রে পর্যালোচনার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। প্রতিটি সংখ্যায় একটি বা দুটি বই গভীর ভাবে আলোচিত হয়েছে। সমালোচনায় স্বল্প প্রয়োজন কঠোর বা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর।

৬৩ কোন ক্ষেত্রেই প্রকাশ বর্ষ উল্লেখ করা হয়নি।

সারণী—২

বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় সমালোচিত গ্রন্থের বিষয়ভিত্তিক সারণী

বিষয় সমূহ	বাংলা			ইংরাজী	
	আনন্দবাজার	যুগান্তর	অমৃতবাজার	স্টেটস্‌ম্যান	টেলিগ্রাফ
অরণ্য বিদ্যা—	—		১	—	—
অর্থনীতি—	৪	১	৭	৩	
আইন—	—	—	১	—	—
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক—	—	—	—	১	—
ইতিহাস/পুরাতত্ত্ব	১৫	১৪	১১	১০	৩
কলা—	৮	—	১	৪	৩
গণমাধ্যম—	—	৩	—	—	—
জীবনী/আত্মজীবনী/ স্মৃতিচারণ—	১৭	১১	৬	৭	২
জ্যোতির্বিজ্ঞান—	—	১	—	—	—
জ্যোতিষবিদ্যা—	—	১	—	—	—
দর্শন—	২	১	১	২	১
ধর্ম	৫	১	২	২	১
পরিবহণ—	১	—	—	—	—
প্রশাসন—	৩	—	২	২	—
বাণিজ্য—	—	১	৩	১	—
বিজ্ঞান—	৯	৬	—	—	১
বিনোদন—	—	৩	২	—	১
বিবিধ—	৮	৩	১	—	—
বেতার, যোগাযোগ	—	—	—	১	—
ভাষা—	১	২	—	—	—
ভূগোল—	—	—	—	১	—
ভূবিদ্যা—	—	—	—	১	—
ভ্রমণ—	২	৯	—	—	—
রসায়ণবিদ্যা—	১	—	—	—	—
রাজনীতি —	৩	৩	৩	—	—
লোককৃষ্টি—	১	৩	—	—	—
শিশুপাঠ্য—	১১	৬	—	৩	—
সমাজতত্ত্ব—	২	৮	৭	৩	৪
সাংবাদিকতা—	—	—	—	—	—
সাধারণ জ্ঞান—	১	১	—	—	—
সাহিত্য—	১৩৩	৭৮	৪	৬	১
সিনেমা—	৩	১	—	১	১

এবং সমালোচকের পরিচিতি ও কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে সুপরিচিত বিষয় বিশেষজ্ঞ-র নাম থেকে পাঠক পর্যালোচনার মান সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন (২৩ শে মে ১৯৮৮-র সংখ্যায় ইতিহাসের বইয়ের সমালোচক হিসেবে অশীন দাসগুপ্তের নাম বা ৫-ই জুনের সংখ্যায় চিত্রকলার বইয়ের সমালোচক হিসেবে গণেশ হালুই-য়ের নাম)।

৬৬ আলোচ্য বইয়ের সর্বোচ্চ দাম ৬০০ টাকা সর্বনিম্ন দাম ১০ টাকা, ২৫টি বইয়ের কোন মূল্য উল্লিখিত হয়নি। একটি বইয়ের দাম বিদেশী মুদ্রায় দেওয়া হয়েছে।

৬৫ অর্থবহ, আকর্ষণীয় শিরোনাম ও আলোচিত বই থেকে গৃহীত ছবি সমালোচনার আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য।

৭ যুগান্তর-পর্যালোচনা-বিশেষ প্রবণতা

৭১ আনন্দ বাজারের মতো যুগান্তরেও সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনার সংখ্যা আলোচিত বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় বিদ্যমান। এবং সাহিত্যের মধ্যেও কবিতার বই-এর সংখ্যা একক ভাবে অন্য যে কোনো বিষয় থেকে অনেক বেশী। মোট ১৪৪টি বইয়ের ৭৮টি সাহিত্য বিষয়ক ও তার মধ্যে ৪৪ টি কবিতার বই। বিষয়গুলির মধ্যে তারপর স্থান যথাক্রমে ইতিহাস, জীবনী ও ভ্রমণের।

৭২ গৃহীত বইয়ের মধ্যে সমধর্মী বিষয়ক বইয়ের একত্রে সমালোচনা আনন্দবাজার পত্রিকার মতো এখানেও বিদ্যমান। এই পত্রিকার বিশেষত্ব এই যে এখানে 'হালফিলের কবিতা', 'লেখালিখি', 'নানা প্রসঙ্গ' 'বিদেশীবই' পড়েছি, ইত্যাদি নানা শীর্ষকে যৌথভাবে একাধিক বইয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে সীমাবদ্ধ, কখনো বা আলোচনাকারীর নামও দেওয়া হয়নি। (বিদেশী বই, ৩১ শে মে ১৯৮৮-র সংখ্যায়)। সাধারণ ভাবে দুটি-তিনটির বেশী প্রতি সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ পায় না। প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যালোচনা কখনো পাণ্ডিত্য পূর্ণ, কখনো বা সমালোচনা বা প্রশংসা মুখর (তথ্য নির্বাচন, পরিবেশন, ভুল উদাহরণ, ছাপার ভুল ইত্যাদি সর্বদিক থেকে সমালোচনা করা হয়েছে সাধারণ জ্ঞানের একটি বইয়ের ৮-ই মার্চ ১৯৮৮-র সংখ্যায়)।

৭৩ প্রকাশনা বর্ষ বা সমালোচকের পরিচিতি (নাম বাদে) প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।

৭৪ সমালোচিত বইয়ের দাম ৩ টাকা থেকে ৪২৫ টাকা পর্যন্ত। সাধারণভাবে কবিতার বইয়ের দাম কম। ২৪টি ক্ষেত্রে দাম অনুল্লিখিত রয়েছে তিনটি ক্ষেত্রে শুধু বিদেশী মুদ্রার দাম দেওয়া রয়েছে।

৭৫ আকর্ষণীয় স্থান তথ্যসমৃদ্ধ শিরোনাম এবং আলোচিত বই থেকে গৃহীত ছবির সাহায্যে পর্যালোচনাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

৮ স্টেটস্‌ম্যান-পর্যালোচনা-বিশেষ প্রবণতা

৮১। বিষয়গত দিক দিয়ে ইতিহাসের বইয়ের সংখ্যা সর্বোচ্চ, তারপর স্থান যথাক্রমে জীবনী, সাহিত্য, কলা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতির।

৮২ বিদেশী ও ভারতীয় বইয়ের পুনর্মূল্যায়ন পর্যালোচনায় স্থান পেয়েছে।

৮৩ আলোচিত বইয়ের সংখ্যা কম তাই অধিকাংশ বইয়ের দীর্ঘায়ত, গভীর আলোচনার সুযোগ রয়েছে। প্রশংসার সাথে সাথে সীমাবদ্ধতা বা ভুলের উল্লেখও করা হয়েছে। কখনো সমালোচনার সুর মামুলী, কখনো বা উচ্ছ্বাস মুখর।

৮৪ প্রকাশনার বছর কোনো বইয়ের ক্ষেত্রেই দেওয়া পর্যালোচকের পরিচয় (নাম ছাড়া) তিনটি ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে—যে পরিচয় আলোচনাকারীর যোগ্য তার পরিচায়ক। একটি ক্ষেত্রে সমালোচকের নাম না দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি ভারত সরকারে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন প্রধান, যে পরিচয় সমালোচক হিসেবে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় বহন করে।

৮৫ মোটামুটি ভাবে মাঝারি থেকে বেশী দামের বই

আলোচনার জন্য গৃহীত হয়েছে। মূল্যসীমা ৩০ টাকা থেকে ৩২৫ টাকা পর্যন্ত। ৬টি বইয়ের দামের উল্লেখ নেই, ৮ টির দাম বিদেশী মুদ্রায় দেওয়া হয়েছে।

৮৬ যথাযথ শিরোনাম ও আলোচিত বই থেকে গৃহীত ছবির ব্যবহার পর্যালোচনার আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছে।

৯ টেলিগ্রাফ-পর্যালোচনা-বিশেষ প্রবণতা

৯১ বইয়ের সংখ্যানুসারে আলোচ্য বিষয়গুলির প্রথম স্থানগুলি সমাজতত্ত্ব, কলা, ইতিহাস ও সাহিত্যের।

৯২ সমালোচনাগুলি বিস্তৃত, গভীর ও আকর্ষণীয়, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তথ্যগত ভুল, ভাষাগত ভুল, উপস্থাপনা ও বিষয় ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। এমনকি বইটি লেখকের পদমর্যাদার পক্ষে দুঃখ জনক এমন প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ও করা হয়েছে (২৭ শে মে ১৯৮৮-র সংখ্যায় সাহিত্য বিষয়ক একটি বই প্রসঙ্গে)। তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে সমাজতত্ত্বের একটি বইকে ২৯ শে এপ্রিলের সংখ্যায়। আবার প্রয়োজনে করা হয়েছে যথেষ্ট প্রশংসা।

৯৩ মাত্র দুটি বাদে বাকী সব কটির (২৩টি) বইয়ের প্রকাশনাবর্ষ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে ১৩টি ১৯৮৭-র ১০টি ১৯৮৮-র। উল্লেখযোগ্য এই যে এই তথ্য বাকী চারটি পত্রিকায় অনুপস্থিত। নাম ব্যতীত কোনো পরিচিতি সমালোচকদের দেওয়া হয়নি।

৯৪ মোটের উপর বেশী দামের বই এই পত্রিকায় সমালোচিত যা সাধারণ পাঠকের পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে কেনা অসম্ভব। ৩৫ টাকা থেকে ৩২৫ টাকা আলোচিত বইয়ের মূল্য ৮টি বইয়ের দাম বিদেশী মুদ্রায় দেওয়া হয়েছে এবং দুটি বইয়ের দাম অনুল্লিখিত।

৯৫ অন্যান্য পত্রিকার মতো এখানেও আলোচিত বইয়ের ছবি ও সমালোচনার শিরোনাম লক্ষণীয় বিষয়।

১০ আলোচিত পত্রিকাগুলির সাধারণ প্রবণতা

ক আলোচ্য দৈনিক পত্রিকাগুলির গ্রন্থ সমালোচনা সীমাবদ্ধ বাংলা ও ইংরাজী প্রকাশনার মধ্যে। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে পত্রিকা দপ্তরে প্রেরিত বইয়ের মধ্যেই পর্যালোচনা যোগ্য বই নির্বাচন হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত পত্রিকার প্রাধান্য পায় বাংলা ও ইংরাজী বই।

খ বিষয়গত দিকে তাকালে দেখা যায় যে সাহিত্য বিষয়ক প্রকাশনার ও তারমধ্যে কবিতার বইয়ের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী :

সারণি— ৩

সাহিত্য প্রকাশনার প্রাধান্য

পত্রিকার নাম	আলোচিত বই	সাহিত্য বিষয়ক	কবিতা
অমৃতবাজার পত্রিকা			
আনন্দবাজার পত্রিকা	২৩০	১৩৩	৫৬
যুগান্তর	১৫৭	৭৮	৪৪
স্টেটসম্যান	৪৯	৫	×
টেলিগ্রাফ	২৫	৬	×

অর্থাৎ বাংলা পত্রিকায় প্রবণতা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা বিষয়ক প্রকাশনা সংখ্যা অত্যন্ত কম। বর্তমান মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের যুগে এ তথ্য হতাশা ব্যঞ্জক। সাহিত্যের পর স্থান নেয় সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, কলা বিনোদন ইত্যাদি। (সারণি ৩ দ্রষ্টব্য)

গ একমাত্র টেলিগ্রাফ পত্রিকা ছাড়া বাকী চারটি ক্ষেত্রে প্রকাশ বর্ষ অনুপস্থিত। পত্রিকাগুলি এ বিষয়ে দৃষ্টি দিলে পাঠক উপকৃত হবে।

ঘ মূল্য উল্লেখ না করার প্রবণতা বিশেষতঃ বাংলা পত্রিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এ ধরণের ৫৮টি বইয়ের ৬৯ টিই দুটি বাংলা দৈনিক আলোচিত। বিদেশী মুদ্রায় দাম উল্লেখ ও লক্ষণীয়।

ঙ একথা সর্বজনবিদিত যে পুস্তক পর্যালোচনার পর্যালোচকের পরিচিতি পর্যালোচনার মাননির্ণয়ে প্রয়োজন। এ বিষয়ে দৈনিক পত্রিকাগুলি গুরুত্ব দেয়নি। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তিনটি ক্ষেত্রে এই পরিচিতি দেওয়া হয়েছে বাকী আর কোনো আলোচিত বইয়ের ক্ষেত্রেই (সবকটি পত্রিকায়) নামের অতিরিক্ত কিছু বলা হয় নি। এই সীমাবদ্ধতার প্রতি পত্রিকাগুলির দৃষ্টি দেওয়া উচিৎ।

চ সমালোচনা কখনো কঠোর কখনো বা সাধারণ আলোচিত পর্যাবসিত। স্থান বিশেষ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বিরল নয়। ইংরাজী পত্রিকাগুলিতে বইয়ের সংখ্যা কম তাই দীর্ঘ, গভীর আলোচনার সুযোগ বেশী যা বাংলা দৈনিক মাত্র সংখ্যা প্রতি একটি বা দুটি বইয়ে সীমাবদ্ধ। বাকী বই সহধর্মী বিষয় বিভাজনের পর বা সাধারণ কিছু শিরোনামের আওতায় এনে (দ্রষ্টব্য লেখালিখি'-মৃগাঙ্কর) আলোচনা করা হয়। এক্ষেত্রে সমালোচনা রিপোর্টিং মাত্র হয়ে পড়ে, হয়তো তা সীমাবদ্ধ একটি লাইনের মধ্যে যা প্রকৃত পক্ষে অর্থহীন। অবশ্য আলোচিত বইটির গুরুত্বের প্রশ্ন এখানে স্বভাবতঃ ভাবে এসে যায়। কারণ বিষয়গত বিন্যাস, গভীরতা, সাবলীল প্রকাশ ইত্যাদি নানাকারণে একই বিষয়ে লিখিত দুটি বই সমালোচনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভাবে আলোচিত হতে পারে।

ছ প্রকাশিত বইয়ের বিজ্ঞাপন, দপ্তরে প্রেরিত বইয়ের প্রাপ্তি স্বীকার ইত্যাদি দৈনিক পত্রিকার পুস্তক সমালোচনার পৃষ্ঠার বৈশিষ্ট্য যা উক্ত বইগুলির প্রচারে সহায়তা করে।

পূর্বকৃত আলোচনায় এমন কিছু তথ্যের সন্ধান মেলে যা আমাদের প্রকাশনা জগতের কিছু তথ্য তুলে ধরে। বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিদ্যা বিষয়ক প্রকাশনার অপ্রতুলতা। কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ যোগ্য প্রকাশনা সংখ্যা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের আলোচ্য বইয়ের দাম প্রকাশবর্ষ, ও সমালোচক পরিচিতি বিষয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এখানে সর্বাগ্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে পাঠকের কাছে যাবার একটি মাধ্যমে পুস্তক পর্যালোচনা লেখক বা প্রকাশক পত্রিকা দপ্তরে বই পাঠান সেই উদ্দেশ্য। এবং এ বিষয়ে উক্ত তিনটি তথ্যের মূল্য অপরিসীম। পাঠকের জ্ঞান পিপাসার নিবারণ ও তার দ্বারা প্রদত্ত জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহারের মধ্যে নিহিত একটি বইয়ের পরম সার্থকতা। তাই পাঠককে আকর্ষণ করতে বিবর্তন হয়েছে গ্রন্থের, বাঁধাই ও কাগজ ব্যবহারের ধারণায়। আর মূল আকর্ষণ বইয়ের বিষয়, যার আভাস পাঠক পেয়ে যান সমালোচকদের মূল্যায়নের মাধ্যমে। এখানেই অন্ততঃ নিহিত পুস্তক পর্যালোচনার প্রকৃত মূল্য।

গ্রন্থাগার কমিটি

নীরা মুখোপাধ্যায়

চন্দননগর, হুগলী

পশ্চিমবঙ্গ সরকার শহরে, শহরগুলিতে এবং গ্রামে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের জনসেবার কাজ সুবিস্তৃত করেছে এবং গ্রন্থাগারের আরও উন্নতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, এই গ্রন্থাগার প্রচার? এ প্রশ্ন যদি করা হয় তার উত্তর সরকার কি দেবে তা জানি না। তবে গ্রন্থাগার যে জন শিক্ষার মাধ্যম নয় একথা নিশ্চয় যারা এই প্রসারের মূলে রয়েছেন, তাদের সে ধারণা থাকা প্রয়োজন; আমি যে টুকু বুঝি সেটুকু হলো শিক্ষা দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে যাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের কোন স্বাধীনতা থাকেনা। সুতরাং শিক্ষার দ্বারা সে জ্ঞান জন্মে তা অর্জিত জ্ঞান নয় তা ধার করা।

গ্রন্থাগার হচ্ছে এমন একটি সংস্থা দেখানে পাঠের ক্ষেত্রে didactism চলে না। গ্রন্থাগারে এসে পাঠক নিজের ইচ্ছে মত বই নেবে। কারুর পছন্দকে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া চলেনা। অন্ততঃ গ্রন্থাগারে এলে পাঠক মাষ্টারের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। একথা মনে রাখতে হবে পড়তে জানলেই সে মানুষ পড়বে একথা ঠিক নয়। তবে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ হবে যারা পড়তে জানে অথচ পড়ে না বা অনেকে পড়তে চায় কিন্তু কি পড়বে তারা জানে না এই সব ব্যক্তিদের গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করা এবং তা করতে গেলে গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা ঠিক মত হওয়া চাই।

গ্রন্থাগারের আইন অনুযায়ী জনসাধারণের গ্রন্থাগারের পরিষদ গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভাবে দায়ী। এ আইন সব দেশেই সমান। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এ আইন লেখা পড়ার মধ্যেই থাকে। কার্যতঃ গ্রন্থাগারিকই সব পরিচালনা এবং সংগঠনের কাজ করবে। আইনতঃ গ্রন্থাগার কমিটি সংগঠন ও পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হলেও তাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ভাবে এ দুটি কাজ করা সম্ভব নয়।

গ্রন্থাগার কি ভাবে পরিচালিত হবে এবং কি ভাবে সংগঠিত হবে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব আসবে গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে কারণ গ্রন্থাগারের কি প্রয়োজন তা গ্রন্থাগারিক যতটা জানবে পরিষদীয় ব্যক্তিদের পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। কারণ তারা ২।৩ মাস অন্তর একবার সভায় বসেন।

একথা ঠিক যে গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধীয় আইন, পরিষদ তৈরী করবে এবং কার্যক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করবে গ্রন্থাগারিক। সংগঠন ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধীয় যা কিছু প্রস্তাব আসবে গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে গ্রন্থাগারিকের মতামত সম্বলিত হয়ে, পরিষদের কাছে। পরিষদের সভায় সেই প্রস্তাবগুলি পরিষদীয় ব্যক্তিরা বিচার করে দেখবেন এবং প্রয়োজন বোধে তা মঞ্জুর করবেন।

ধরুন গ্রন্থাগারের তালিকা বা পুস্তক মকের প্রয়োজন কিংবা ধরুন পুরাতন Issue counter এর পরিবর্তে নতুন Issue counter করতে হবে, কিংবা ধরুন নতুন কর্মী নিযুক্ত করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে পরিষদের কাজ হবে প্রস্তাবগুলি মঞ্জুর করা বা না করা। কিন্তু কি ধরনের Issue counter হবে ও নতুন কর্মীকে কি কাজ করতে হবে, তা ঠিক করবে গ্রন্থাগারিক। পারত পক্ষে পরিষদ এই ধরনের কাজের জন্য গ্রন্থাগারিকের উপর আধিপত্য

বিস্তার করবার চেষ্টা করবে না। অন্যথায় গ্রন্থাগারের কাজ সুষ্ঠু ভাবে চালানো সম্ভব হবে না।

গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বাড়াতে গেলে তা গ্রন্থাগারিকের মতামত অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে। সদস্য সংখ্যা বাড়ালে যে বই কেনা হয় তাতে কুলিয়ে উঠবে কিনা, বেশী বই কেনার জন্য অর্থ পাওয়া যাবে কিনা কর্মির সংখ্যা যা বর্ত্তমান আছে সে সংখ্যার দ্বারা বর্দ্ধিত সংখ্যার সদস্যদের বই দিয়ে সন্তুষ্ট করা যাবে কিনা এসব বিষয় গ্রন্থাগারিক বিবেচনা করে তার মতামত সম্বলিত প্রস্তাব পরিষদের সভায় বিচারের জন্য দেবে। সব সময়েই গ্রন্থাগারিকের মতামতকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা করতে হবে।

সদস্য নেওয়া হ'বে এ প্রস্তাব পরিষদীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে আসায় কিছু আসে যায় না কিন্তু সদস্য নেওয়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা দলগত স্বার্থ জড়িত থাকলেই মহা মুস্কিলে পড়তে হয় গ্রন্থাগারিককে। আজ কাল দলগত স্বার্থ সকল সংস্থাতেই বর্ত্তমানে থাকে। দলগত স্বার্থে যদি কাদের সদস্য করা হবে তাদের নামের লিষ্ট করা থাকে তাহলে গ্রন্থাগারিককে কী অসুবিধায় যে পড়তে হয় তা ধারণা করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। পাঠকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার ফলে গ্রন্থাগারিকের পাঠকের চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়ে যায় সে কারণে পাঠক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে নির্বাচনের ভারটা গ্রন্থাগারিকের উপর থাকা প্রয়োজন।

একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন দলগত propaganda করার জন্য জন সাধারণের গ্রন্থাগার একটা উৎকৃষ্ট platform. কারণ পাঠের মাধ্যমে স্বার্থগত ভাবে পুস্তক নির্বাচন করার ফলে; পাঠকের জনকে কোন একটি দলের দিকে আকর্ষণ করাকে সোজা। সুতরাং পাঠকদের নির্বাচনের দ্বারা যদি পরিষদীয় ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয় তাইলে কোন একটি দল গ্রন্থাগার রূপ platform দখল করে বলবার চেষ্টা করবে তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। অথচ জন সাধারণের গ্রন্থাগার এমন একটি সংস্থা যেখানে দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের লেশ মাত্র থাকবে না। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে সব সময়ে জন সাধারণের স্বার্থে কাজ করতে হবে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রেই বলুন বা সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রেই বলুন গ্রন্থাগারিককে নির্বাচিত হয়ে কাজ করতে হবে কিন্তু তার মাথার উপরে যদি দলবল স্বার্থ নিয়ে গ্রন্থাগার পরিষদ বলে থাকে তাহলে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে দুর্নামে তা রেখে কাজ করা সম্ভব হয় না।

নির্বাচনের দ্বারা পরিষদীয় ব্যক্তিরা নির্বাচিত হলে, পরিষদে quantity ঠিক মত থাকা সম্ভব কিন্তু quality থাকবে না যেটা আধুনিক জনতার নিয়ম। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বলতে হয় পরিষদে সমাজের সকল স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে অন্ততঃ একজন করে সদস্য থাকা দরকার। তাতে ফল হবে এই সে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ স্বার্থে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে কাজ করার সুযোগ ও সুবিধা হবে এবং গ্রন্থাগার জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

কি উপায়ে গ্রন্থাগার পরিষদ উপরিউক্ত ভাবে গঠন করা যায় সে চিন্তা গ্রন্থাগার প্রচারের কর্মকর্ত্তারা চিন্তা করুন। উপায় নিশ্চয় খুঁজে পাবেন। পৃথিবীর সব দেশ যখন সে উপায় খুঁজে পেয়েছে। তখন উপায় নিশ্চয় একটা আছে।

ধরুন দলগত স্বার্থে কাদের সদস্য করা হবে এমন একটি তালিকা করে দেওয়া হলো সেক্ষেত্রে হঠাৎ কোন নবাগত ব্যক্তির পাঠের প্রয়োজন হলে তাকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও গ্রন্থাগারের সদস্য করা যাবে না। গ্রন্থাগারিককে বলতে হবে যেমুন আমার সদস্য করবার কোন ক্ষমতা নেই। আপনি দরখস্ত করুন আমি তা কমিটিতে উত্থাপন করবো। কমিটিতে প্রস্তাব উত্থাপিত হলে কমিটি কি করবে? গ্রন্থাগারিককে সদস্য করবার জন্যে special permission দেবে? যারাই আইন করলেন তারাই আবার আইন ভাঙবেন? কতবার special permission দেবে তারা গ্রন্থাগারিককে? একবার 'দুবার' 'তিনবার' 'বারবার' তা যদি সম্ভব হয় তা হলে

আগে থাকতে লিষ্ট করার প্রয়োজনটি আসে কোত্থেকে। ধরুন কারুর পিতা ছিলেন লম্পট পিতা মারা গেলেন পুত্র হতে চাইলেও লম্পট হতে পারবে না। ধরুন কারুর স্বামী মারা গেলেন স্ত্রীর বই পড়ে সময় কাটাবার কোন উপায় থাকবে না। কারণ আজকালকার দিনে যে বই একবার পড়তে "পড়া বই" হয়ে যায় যে ধরণের বই কিনে পড়া পাগলামী ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং যাদের পড়বার ইচ্ছে আছে তাদের গ্রন্থাগারে আসতেই হবে কিন্তু সে পথ যদি গ্রন্থাগার পরিষদ বন্ধ করে দিয়ে থাকে তাহ'লে?

গ্রন্থাগার পরিষদ সম্বন্ধে এত কথা আজ লেখবার প্রয়োজন কেন হলো। এ প্রশ্ন আমাকে না করে আপনারা এ প্রশ্ন করুন কতগুলি শহর ও শহরতলির গ্রন্থাগারিককে। এ প্রবন্ধে আমি জনসাধারণের গ্রন্থাগারিকদের অনুরোধ করি এ প্রশ্নের উত্তর তারা 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠান। তাহলেই বোঝা যাবে এ প্রবন্ধ আমি কেন লিখলাম এবং এ প্রবন্ধের মধ্যে কোন সত্যনৈক্য আছে কিনা।

জনসাধারণের গ্রন্থাগার পরিষদের মধ্যে সে সব ব্যক্তিরা থাকবেন তাদের কোন ফলগত স্বার্থ না থাকলেই ভালো হয়, এবং জন সাধারণের সঙ্গে তাদের যত বেশী ঘনিষ্ঠতা থাকে ততই ভালো। পরিষদীয় ব্যক্তিদের মধ্যে আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারিক একজন কিন্তু অন্তত আর একজন থাকা প্রয়োজন যিনি আধুনিক গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। কোন অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক পাওয়া গেলে খুবই ভালো হয়। পরিষদীয় সভায় গ্রন্থাগারিক তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেতে পারে অন্ততঃ গ্রন্থাগারিকের মতামত সম্বন্ধে তিনি কোন প্রশ্ন উঠলে, অন্যান্য পরিষদীয় ব্যক্তিদের তার যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

এমন অনেক অবস্থার জন সাধারণের গ্রন্থাগারে সৃষ্টি হয় সে সব ক্ষেত্রে পরিষদের মতামতের অপেক্ষা না করে সে সমস্যার সমাধান করবার প্রয়োজন হয়। গ্রন্থাগারিক সব সময় চেষ্টা করবে পাঠককে আকর্ষণ করতে বিকর্ষণ করা তার কাজ নয়। একজন পাঠক হারানো মানেই হলো গ্রন্থাগারে অর্থনীতিকে ব্যাহত করা। সুতরাং পারত পক্ষে গ্রন্থাগারিক পাঠককে সুখ সুবিধার দিকে নজর রাখবে, যাতে সামান্য কোন কারণে পাঠক না গ্রন্থাগার ছেড়ে যায়। তাতে গ্রন্থাগারের সুনাম বজায় থাকবে। জনসাধারণ কাছে গ্রন্থাগারিকের সুনাম ও বজায় থাকবে পাঠকদের সঙ্গে তার ব্যবহার ভালো থাকলে এই সব নানা কারণে গ্রন্থাগারের পরিষদ থাকলে ও পরিষদ গ্রন্থাগারিকে পরিচালনা ও সংগঠনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের স্বাধীনতা দেবে। পরিষদের মনে রাখতে হবে আইন থাকলেও অবস্থা অনুযায়ী তার ব্যতিক্রম প্রয়োজন হয়।

একটা কথা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের জেনে রাখা প্রয়োজন যে জন সাধারণের গ্রন্থাগারে গড়ে উঠেছে জন সমাজের সামাজিক ভিত্তিতে। সে ভিত্তিকে অবহেলা করে গ্রন্থাগার পরিচালনা করার চেষ্টা করার বৃথা কারণ জন সাধারণ কোন একটা পরিকল্পনা চালু করার পূর্বেই যদি সে পরিকল্পনার জন্য প্রস্তুত না থাকে তাহলে সে পরিকল্পনা ভেঙ্গে পড়বেই।

গ্রন্থ সমালোচনা

গ্রন্থাগার প্রশাসন—ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা ; নভেম্বর, ১৯৮৯ : ৬+৩৩০ পৃঃ (নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী, পারিভাষিক শব্দকোষ, নির্দেশিকা ও শুদ্ধিপত্র ৩০৭-৩৩০ পৃঃ) ; ৩০ টাকা।

বর্তমান যুগে জ্ঞানের ভাণ্ডার ও তথ্যকেন্দ্র হিসেবে এবং সমাজ প্রগতির সহায়করূপে গ্রন্থাগার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি কল্যাণকামী রাষ্ট্রই এখন সমাজের সকলস্তরে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো সমানভাবে প্রসারে আগ্রহী। কেননা, জাতীয় প্রগতির জন্য এইরূপ জ্ঞানের প্রসার অত্যন্ত জরুরি। সমাজের বিভিন্ন ধরণের মানুষের কোন ধরণের তথ্য প্রয়োজন এ নিয়ে চিন্তা করা, পরিকল্পনা করা এবং এজন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করা তথা গ্রন্থাগারের জ্ঞান ভাণ্ডারের ব্যাপক ও ফলপ্রসূ ব্যবহার আধুনিক গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য চাই গ্রন্থাগার পরিচালনায় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। মজবুত সাংগঠনিক কাঠামো, উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং নিষ্ঠাবান কর্মপদ্ধতি ছাড়া এ ব্যাপারে সাফল্যলাভ সম্ভব নয়।

শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার গুপ্ত তাঁর এই পুস্তকে 'সংগঠন ও প্রশাসন' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রারম্ভেই যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

"প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য তার কাজকর্মকে প্রভাবিত করে বলে তা খুব স্পষ্টভাবে বিবৃত হওয়া উচিত। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য তার আভ্যন্তরিক কার্যব্যবস্থা ; সেবার পরিমাণ ও উৎকর্ষ ; গ্রন্থ নির্বাচন, সংগ্রহণ ও ব্যবহারের উপযোগীকরণ, কর্মীবর্গ নির্বাচন ও নিযুক্তিকরণ ; সম্পদ প্রাপ্তির উৎস নির্ধারণ ইত্যাদিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। লক্ষ্য অনুযায়ী নীতি নির্ধারিত হয় এবং এই নীতি কর্মসূচী ও পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করে।" [পৃঃ ৩]

ডঃ রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারের কাজকে দুভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম ভাগে রয়েছে গ্রন্থাগারের দপ্তর সংক্রান্ত বিশেষ ধরণের ও সাধারণ কাজ ; যেমন, গ্রন্থ সংগ্রহণ, গ্রন্থ নির্বাচন, গ্রন্থ পরিবহণ এবং গ্রন্থ বর্গীকরণ, সূচীকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রন্থকে ক্রিয়াপ্রসরণ, তাকবিন্যাস, প্রদর্শন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গ্রন্থকে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা, নথিপত্র রাখা ও গ্রন্থাগার পরিচালনা সংক্রান্ত দৈনন্দিন কাজকর্ম প্রায় সবই হয় গ্রন্থাগার ব্যবহার কারীদের অগোচরে, অর্থাৎ পর্দার আড়ালে। আর দ্বিতীয় ভাগের কাজগুলি গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সামনে এবং তাঁদের নিয়েই হয়ে থাকে, যথা, বই লেনদেন, অনুসন্ধান সেবা ইত্যাদি। তাই এগুলিকে তিনি পর্দার বহির্ভাগের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন।

জীবদেহের বৃদ্ধির মতই গ্রন্থাগারের বৃদ্ধিও ক্রমবর্ধনশীল। সংগঠনের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়ে থাকে। নচেৎ সমতা হারানোর ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনায় নানারিকম সমস্যা দেখা দেয়। সংগঠনের আয়তন বৃদ্ধি বা কর্মধারার প্রসারে যাতে গ্রন্থাগারে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির উদ্ভব না হয়, প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হয় এবং কার্যপ্রণালীরও ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় এজন্য গ্রন্থাগার সংগঠনের গোড়াতেই উপযুক্ত প্রশাসন পদ্ধতি ঠিক করে নেওয়া উচিত।

আধুনিক গ্রন্থাগারের সংগঠন ও পরিচালনা বা প্রশাসন

সম্পর্কে এ পর্যন্ত ইংরাজীতে অনেক পুস্তক রচিত হয়েছে। অনেক সময় প্রশাসন ও সংগঠন এই দু'টি বিষয় নিয়ে একত্রে এবং কখনো বা সম্পূর্ণ ভিন্ন নামে এ দুটি বিষয়ের ওপর বই লেখা হয়েছে। যেমন, জেমস্ ডাক ব্রাউনের "ম্যানুয়াল অব লাইব্রেরী ইকনমি"; 'ম্যানুয়াল অব লাইব্রেরী কৃচিন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার সংগঠন ও প্রশাসনের ধারণাও পরিবর্তিত হয়েছে। ব্রাউনের ক্লাসিক বইটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৩ সালে। বইটির তৃতীয় সংস্করণের সম্পাদক ভক্টর বি. সেয়ার্সকে বইটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে লিখতে হয়েছিল। সবচেয়ে কম ব্যয়ে অথচ সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারের কাজগুলি সম্পন্ন কাজগুলি সম্পন্ন করে কিভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীদের সর্বাধিক সেবা করা যাবে গোড়া থেকেই গ্রন্থাগারের এই লক্ষ্য ছিল বলেই হয়তো তাঁর এই বইয়ের নাম "লাইব্রেরী ইকনমি"। তবে "লাইব্রেরী অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন" নামেও অনেক বই লেখা হয়েছে। ডঃ রঙ্গনাথনের বিখ্যাত বইটিও এই নামেই লেখা। অবশ্য 'লাইব্রেরী ম্যানুয়াল' নামেও তাঁর একটি বই আছে। সেই ১৮৯৮ সালেও "লাইব্রেরী অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন" নামে একটি বই লেখেন কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর তদানীন্তন গ্রন্থাগারিক জন ম্যাকফারলেন সাহেব। বি. এইচ. মেহতা নামে একজন ভারতীয়ও ১৯১৩ সালে "হিন্টস্ অন লাইব্রেরী অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন ইন ইণ্ডিয়া" নামে একটি বই লিখেছিলেন। এটিই সম্ভবত এ বিষয়ে কোন ভারতীয়ের লেখা প্রথম বই।

গ্রন্থাগারে প্রশাসন সম্পর্কে বাঙলা ভাষাও এ পর্যন্ত যে একেবারেই কোন বই লেখা হয়নি তা নয়। ১৯৭৪ সালে বিশ্বভারতীর সহকারী গ্রন্থাগারিক ও শ্রীনিকেতন পল্লীশিক্ষা সদনের ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক প্রয়াত ডঃ জীমূতবাহন রায় ঐ বিষয়ে "গ্রন্থাগার সঞ্চালন" নামে একটি বই লেখেন এবং এটি প্রকাশ করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত প্রকাশক ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়। তবে ঐ বইটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট পাঠক্রম অনুযায়ী লেখা। পক্ষান্তরে শ্রীযুক্ত গুপ্তের লেখা বর্তমান বইটিতে গ্রন্থাগার প্রশাসনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যেগুলি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চতর পাঠক্রমের উপযোগী। তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী চোদ্দটি অধ্যায়ে বিভক্ত তাঁর এই বইয়ে গ্রন্থাগার প্রশাসনের যে দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হল: 'গ্রন্থাগার প্রশাসনের মূলনীতি ও রীতি; 'গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব ও গ্রন্থাগার সমিতি,' 'গ্রন্থাগার কর্মীবর্গ', 'আর্থিক সংস্থান, আয়ব্যয়ক ও হিসাব রক্ষণ', 'গ্রন্থ সংগ্রহণ ও গ্রন্থ ক্রমাগ্রহণ', 'পত্র পত্রিকা', 'সঙ্কলন পদ্ধতি ও তাকবিন্যাস', 'সংভার গঠন ও তাকবিন্যাস সংস্কার', 'গ্রন্থ পরিক্ষণ,' 'লেনদেন পদ্ধতি', 'গ্রন্থাগার লেখ্য', 'গ্রন্থাগার নিয়ম ও প্রবিধম সমূহ', 'গ্রন্থাগার পরিসংখ্যান', ও 'বার্ষিক প্রতিবেদন'। অধ্যায়গুলি সুলিখিত, আলোচনা বাহুল্য বর্জিত ও ফলপ্রদ। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হল, প্রশাসনের মূলনীতি ও রীতি, 'গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব ও গ্রন্থাগার সমিতি', 'গ্রন্থাগারে কর্মিবর্গ' ও 'লেনদেন পদ্ধতি' এই অধ্যায়গুলি। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক কাজগুলি লেখক সমগ্র গ্রন্থাগার প্রশাসনের অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েই আলোচনা করেছেন। বিদেশের এবং ভারতীয় পরিস্থিতির মধ্যে যে তারতম্য আছে এবং সেজন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থারও যে পার্থক্য হয়ে থাকে সে সম্পর্কেও লেখক সচেতন। তবে গ্রন্থাগারেরও প্রকারভেদ আছে। যথা, শিক্ষায়তনের গ্রন্থাগার, গবেষণালয়ের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার, সাধারণ গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার, শিশুদের গ্রন্থাগার ইত্যাদি। এই সকল গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য এক হলেও এদের গঠন ও প্রকার ভেদ অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থাও পৃথক হয়ে থাকে। একটি অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করা যেত। বরং সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের 'সঙ্কলন পদ্ধতি ও তাকবিন্যাস' এবং 'সংভার গঠন ও তাকবিন্যাস সংস্কার' একই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হলে কোন ক্ষতি ছিল না। গ্রন্থাগারে সাময়িক পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সেজন্য একটি পৃথক অধ্যায়ে (ষষ্ঠ অধ্যায়) এ বিষয়ে আলোচনা করা ঠিকই হয়েছে। তবে আধুনিক গ্রন্থাগারের সম্পদ শুধুমাত্র গ্রন্থ

ও পত্রপত্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ছাড়াও গ্রন্থেরও দ্রব্য সামগ্রীর সন্ধানে কিছু প্রশাসনিক সমস্যাও আছে। লেখক যদিও 'সন্ধান পদ্ধতি ও তাকবিন্যাস' এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ গ্রন্থতালির সন্ধান ও তাকবিন্যাস পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন কিন্তু সাধারণ ভাবে এর প্রশাসনিক সমস্যা পত্র পত্রিকার মতই আলোচনা করা যেত। গ্রন্থাগারে জনসংযোগ এবং পরিষেবা বা অনুচ্ছেদ সেবা দুটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারেও কিছু প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। পারিভাষিক শব্দকোষে দেখা গেল লেখক 'Reference Service' এর পরিভাষা 'নির্দেশন সেবা' এবং 'Reference Work' এর নির্দেশন কার্য' করেছেন। ৩২২ পৃষ্ঠায় 'নির্দেশিকা'তে যদিও' নির্দেশন' বিগয়ে ৪০ পৃষ্ঠা বলে নির্দেশ করা হয়েছে কিন্তু ঐ পৃষ্ঠায় ওরকম কিছু পাওয়া গেল না। এখানে বলা প্রয়োজন, পরিভাষা সম্পর্কে লেখক বেশ সাহসিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। নতুন শব্দগ্রহণ ও নতুন শব্দ সৃষ্টি করে। প্রচলিত সূচীকরণ (Cataloguing) ও সূচি (Catalogue) শব্দের বদলে তিনি করে সূচীকরণ (Cataloguing) ও সূচীকা (Catalogue) আর সূচী- করণ ও সূচী শব্দদুটি হয়েছে যথাক্রমে 'Indexing' ও 'index' এর পরিভাষা। এইরূপ, সংগ্রহণ (acquisition), আয়ব্যায়ক (budget) আয়-ব্যায়ক বচন (budgeting), আয়েয়ক (bill), বিমোচন (dicharging), নির্গমন (issue), নির্গমন পীঠিকা (issue counter), তথ্যান সেবা (information service), চিটিকা নবীকরণ (renewal of ticket) চিঠা (label), চিটাকরণ কার্য (labelling work) ক্রমগ্রসণ (Processing) গ্রন্থাগার লেখ্য (library record), তাক (shelf), তাকবিন্যাস (shelf arrange-ment), সঞ্চায়ক (stack), সঞ্চয়ণ (stocking) ইত্যাদি বহু পরিভাষাই তিনি তাঁর এই বইতে ব্যবহার করেছেন।

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ভাবধারা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই বিজ্ঞানের শিক্ষাস্থলসমূহ বাংলাভাষায় সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ভাষা একদিকে যেমন সরল হওয়া প্রয়োজন তেমনি উপযোগী পরিভাষার ও উপযোগী শব্দের সুনির্দিষ্ট ব্যবহারও প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত গুপ্ত তাঁর এই বইতে 'আয়োজন', প্রশোধন' 'সমাযোজন', 'প্রাগুক্তি', প্রচারণ', 'পরিকল্পনা' ইত্যাদি আরও অনেকে শব্দই চয়ন করেছেন। এইসব শব্দের ব্যবহার সঠিক কিনা এবং ভবিষ্যতে এর ব্যাপক ব্যবহার হবে কিনা এ প্রশ্ন অবান্তর। তবে ১০ পৃষ্ঠায় 'বিষয় ভিত্তিক সংগঠন' সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "...বিষয় অনুযায়ী ভাগিক ব্যবস্থা করা যেতে পারে।" (লাইন ১৪) এখানে 'ভাগিক' শব্দটি শ্রুতিমধুর তো নয়ই, একেবারেই বেমানান। এর বদলে 'আলাদা' শব্দটি লিখলে অর্থের বিন্দুমাত্র হেরফের হত না। ১১ পৃষ্ঠায় 'নিধান কেন্দ্র' (সম্ভবতঃ resource centre) এবং অন্যত্র 'নিধি' শব্দের বদলে 'সম্পদ' শব্দের ব্যবহারও হয়েছে। বইটির শেষে প্রায় বেড় পৃষ্ঠার শুদ্ধিপত্র সংযোজন করা সত্ত্বেও এর বাইরেও কিছু ছাপার ভুল রয়েছে যেমন, নিদের্শন (পৃঃ ২) গ্রন্থলের (পৃঃ ৩৯), 'নিরবিচ্ছিন্ন' (পৃঃ ৩৯) 'গ্রন্থাগার' (পৃঃ ৭৩), 'ব্যয়' (পৃঃ ১৪৬) অবশ্য এগুলি তেমন গুরুতর নয়, পরের সংস্করণে লেখক নিশ্চয়ই এগুলি সংশোধন করবেন।

সর্বশেষ আর দু'একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করছি। এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থাগার প্রশাসনের সংজ্ঞার্থ, সংগঠন ও প্রশাসনের লক্ষ্য ও কর্মসূচী এবং গ্রন্থাগার প্রশাসনের মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উৎপাদনকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের লক্ষের মধ্যে যে মিল রয়েছে লেখক তার উল্লেখ করেছেন। একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যেমন ন্যূনতম উৎপাদনে সবচেয়ে বেশী লাভ করাই লক্ষ্য গ্রন্থা-গারের লক্ষ্যও সবচেয়ে কম ব্যয়ে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগারের কাজ সম্পন্ন করে সর্বাধিক সেবা করা। লেখক বিখ্যাত প্রশাসনতত্ত্ববিদ হেনরী ফেয়ল এবং অন্যান্য কয়েকজন

প্রশাসনতন্ত্র বিধ প্রণীত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংযোজ্য কতকগুলি নীতি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বর্তমানে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নীতি গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রয়োগের ঝোঁক অত্যন্ত প্রবল। এ নিয়ে অনেক বই এবং পত্র-পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একসময় গ্রন্থাগারের কাজে যান্ত্রীকরণের প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। এটা সর্বাধিক দেখা দিয়েছিল আমেরিকায়। কিন্তু পরে গ্রন্থাগারে অতি যান্ত্রীকরণ যে লাভজনক হয় না তা তারা দেখেছেন। উৎপাদনকারী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সঙ্গে গ্রন্থাগারের মত পুরোপুরি কাব্য মূলক প্রতিষ্ঠানের যে যথেষ্ট অমিলও রয়েছে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে অবশ্য লেখক ভোলেন নি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক কঠিন থেকে উদ্ভূত পদ্ধতিগুলি অনেক সময়েই গ্রন্থাগারের মূল লক্ষ্যেরই বিরোধী হয়ে পারে। এমনও হতে পারে যে মিতব্যয় ও প্রশাসনিক দক্ষতার মোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত কলাকৌশল ও উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তখন লক্ষ্যসাধারণের উপায়গুলিই হয়ে ওঠে প্রধান এবং লক্ষ্য হয়ে পড়ে গৌণ।

'গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব ও গ্রন্থাগার সমিতি' এই অধ্যায় লেখক গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব ও গ্রন্থাগার সমিতির গঠন ও তার কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভারতের যে পাঁচটি রাজ্যে গ্রন্থাগারের আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে লেখক-কার গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব ও গ্রন্থাগার সমিতির কাঠামো এই গ্রন্থে বর্ণিত হওয়ায় অধ্যায়টির উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমগ্রভাবে বলতে গেলে বইটি সুচিন্তিত এবং প্রভূত পরিশ্রম ও যত্ন সহকারে লেখা। এ বই পড়ে ছাত্রছাত্রী তো বটেই গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার প্রশাসক তথা সাধারণ পাঠকও উপকৃত হবেন।

—নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

•• বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবতম প্রকাশনা ••

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী

১৯০০—১৯১৪

সংকলক : সীতা চট্টোপাধ্যায়

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রের পঞ্জী। ৪৬৪টি সাময়িক পত্রের বিবরণ কালানুক্রমে সজ্জিত। পত্রিকার বিবরণ ছাড়াও পত্রিকা সম্পর্কিত টীকাও উল্লেখযোগ্য। ৩২টি আর্ট প্লেট। বোর্ড বাঁধাই। প্রতিটি গ্রন্থাগারে রাখার উপযোগী পত্রিকাপঞ্জী। মূল্য ৩৫·০০ টাকা মাত্র।

MEMORANDUM TO THE GOVT OF WEST BENGAL.

Shri Kanti Biswas
Minister in-Charge of Primary and
Secondary Education
Government of West Bengal
Calcutta—700 001.

Sub : Pay scales of School
Librarians—need for review.

Dear sir

Understanding that the Finance Department of the State Government is going to appoint a Review Committee to review some cases of anomalies and injustice arising out of the implementation of the recommendations of the 3rd pay Commission, We on behalf of the Bengal Library Association want to place the case of School Librarians who have become victims of injustice and negligence.

At the outset, we like to place before you the position of School Librarians after implementation of the revised pay scales-

	Qualifications	*Existing pay scales*	*Revised pay scales*
a)	Masters Degree + Degree/Diploma in Library Science	Rs. 440 — 1170 with higher initial at Rs. 560	Rs. 1420—3130 with higher initial at Rs. 1465/-
b)	Graduate Plus Library Science	Rs. 550 — 900 -	Rs, 1390—2970/-
c)	Matriculate with Certificate in Library Science	Rs 300 — 685/-	Rs. 1040—1920/-

Our observations the above revised pay scales are as follows :

a) Several existing scales, e. g. Rs. 425 — 895, Rs 425 — 1050 and Rs. 550 — 900 (for school librarians having graduation and B. Lib. Inf. Sc.) have been merged together to get the revised pay scale of Rs. 1390 — 2970. As a result, the graduate school Librarians who were initially at a higher positon (Rs, 550/) will have little benefit in comparison to other employees in the scales of Rs. 425 — 895 and Rs 425 — 1050/.

Similarly, the scale of Rs. 440 — 1170 has been revised to Rs. 1420 — 3130. Here also, Masters degree holders school librarians who were initially at higher position (Rs. 560/) will have little benefit in comparison to other employees in the scale of Rs, 440 — 1170/.

b) In case of School Librarians having S. F. with Certificate in Library Science, the pay scale of Lower Division Clerk has been suggested. Definitely the nature of job and responsibilities of a librarian demand a special treatment from that of clerical staff.

c) Librarians play a very important role in academic institutions. In a school library Librarian takes care to develop reading habits among students. He also assists students of higher classes with reading and reference materials. Besides he also caters the need of the teaching community of the school. Considering the role of the librarian of academic institutions, different commissions and committees appointed by the Govt. of India such as the Radhakrishnan Commission, the Mudaliar Commission and the Kothari Commission, have recommended that the librarians in academic institutions be given pay aud status of teaching community. The NCERT and the UGC, two apex bodies responsible for formulating educational plans and programmes in our country have also approved the above mentioned recommendations. The Librarians and Assistant Librarians in colleges and universities are already enjoying the pay and status of teachers of colleges and universities. There is no reason why the librarians of schools will not be treated at par with the teaching commnnity.

Considering all these aspects, we earnestly request you to consider our prayer to treat school libarians at par with school teachers. Accordingly, we suggest the following pay scales be given to School Librarians :

Qualifications of School Librarians	*Equivalent pay scales of teachers of H. S. Schools*
a) Masters Deagree + B. Lib. & Inf. Sc/Dip. Lib & Inf. Sc.	Trained Masters Degree holder Asstt. Teachers
b) Hons. Graduate + B. Lib. & Inf. Sc/Dip. Lib. Sc.	Trained Hons. Graduate Asstt. Teacher.
c) Graduate + B. Lib. Sc Dip. Lib. Sc.	Trained Graduate Assistant Teacher
d) Graduate + Certificate in Library Science	Scale of Rs.1200 — 2380

e) Under Graduate with Certificate in Library Seience — Scale of Rs. 1040/—1920- with five advance increments.

We would request you to place these viewpoints before the Review Committee that proper justice is done to the School Librarians.

With regards,

Yours faithfully,
(Arun Ray)
General Secretary

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

শান্তি ইনষ্টিটিউট কলিকাতা—১২ : গত ২৮ শে এপ্রিল' ৯০ প্রতিষ্ঠানের কৃষ্টি শাখার পরিচালনায় চিত্রাঙ্কন আবৃত্তি, হস্তলিপি বিতর্ক—গল্প বলা, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতি যোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান কলিকাতা যুববৃন্দের সমাজ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ১১ই জুন ৯০ ঐ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা হয়।

হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর হাওড়া— গত ১১ই জুন ৯০ পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সংগীত নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি রবীন্দ্র ও নজরুলের সাহিত্য প্রতিষ্ঠা এবং জাতপাত ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে দুই কবি সাহিত্য ও কর্মধারায় প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

সংস্কৃতি, চাকপোতা—গত ৮ই মে, ৯০ গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের ১২৮ তম জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়। এই উপলক্ষে বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়।

পরিষদ কথা

তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান অনুষ্ঠান

হুগলী :

গত ১৫ই জুলাই, ৯০ চন্দননগর পুস্তকাগারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১৩৯৪ সনে গ্রন্থাগার (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের মধ্যে শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় এর প্রবন্ধটি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হওয়ায় তাঁকে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান করা হয়। পুরস্কার তাঁর হাতে তুলেদেন জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হুগলী জেলা শাখার সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, চন্দননগর পুস্তকাগারের কার্যনির্বাহ সমিতির সদস্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ হুগলী জেলা শাখা ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হুগলী জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে শ্রদ্ধেয় মুখোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান ও বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরে সুগভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন পরিষদের কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায়, চন্দননগর পুস্তকাগারে সভাপতি শ্রীঅমল মিত্র ও শ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় সাধারণ গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনে গ্রন্থাগারিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কথা আলোচনা করে। সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়।

মুর্শিদাবাদ

গত ১৫ ই জুন ৯০ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুর্শিদাবাদ জেলা শাখার উদ্যোগে বহরমপুর কলেজে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালক মণ্ডলী ও কর্মীদের উপস্থিতিতে সভায় জেলা গ্রন্থাগার চালু করার L.L.A সভা নিয়মিত করা পাবলিক লাইব্রেরী ম্যানেজ মেণ্ট রুলস্, অনুযায়ী গ্রন্থাগারগুলির নির্বাচন ও পরিচালনার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি মোট ১১ দফা প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ঐ প্রস্তাব সম্বলিত স্মারকলিপি LLA এর আহ্বায়ক তথা DLO কে দেওয়া হবে।

কর্মী সমিতি কথা

নদীয়া :

গত ১২ ই জুন, ৯০ নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগারে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি নদীয়া জেলা শাখার ১৭ তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান, এবং সাম্প্রতিক কালে প্রয়াত গ্রন্থাগার কর্মী গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি শ্রীব্রজদুলাল গোস্বামী, এছাড়া বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধি ও গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরী মহাশয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কর্মী সমিতি নদীয়া জেলার সভাপতি শ্রীআলোক দত্ত মহাশয়। সভায় বার্ষিক, প্রতিবেদন ও আয়ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কর্মী সমিতির নদীয়া জেলা শাখার সম্পাদক শ্রীমদন মল্লিক মহাশয়। ঐ প্রতিবেদনের উপর মোট ৮৩ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভায় অবসর প্রাপ্ত কর্মীদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা দান, নতুন বেতনক্রম ও সার্ভিস বুক চালু করা, প্রভিডেন্ট ফ্যাণ্ডের ব্যবস্থা করা, মাস পয়লা বেতনদান প্রভৃতি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় দ্বিতীয় অধিবেশনে জেলা গ্রন্থাগারের অবসর প্রাপ্ত কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন প্রামাণিক কে বিদায় সম্বর্ধনা জানিয়ে একটি মানপত্র ও উপহার দেওয়া হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নদীয়া জেলা শাখার সভাপতি শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়।

Annual Subscription : Rs. 36·00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd No. R. N. 2674-47

Volume 40 : No. 3

July—August, 1990

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

Contents

Payment of salary to the Govt Sponsord Library Staff (Editorial) 71
Anil Chandra Pal

Formal information systems in Ancient India 73
Nandita Bhattacharyya

Daily Newspapers and Book reviews—a survey 77
Neera Mukhopadhyay

Library Committee 83

Book reviews 86

Memorandum to the govt of West Bengal 90

News from Libraries 93

News of BLA and WBPLEA 94

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073.
General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466
at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৯০, সংখ্যা ৪ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা ১৩৯৭, শ্রাবণ

CENTRAL LIBRARY

সূচী

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা (সম্পাদকীয়)

সুকুমার ভট্টাচার্য

সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার

দিলীপ কুমার মহান্তি ও বিজয় দে

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা :

পদ্ধতি ও নিয়ম নীতি

অনিল চন্দ্র পাল

রেজা গ্রন্থাগার : রামপুর ১১৩

গ্রন্থাগার সংবাদ ১১৫

English Abstracts ১১৭

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৪ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ভাদ্র, ১৩৯৭

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা

পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের বয়স ৬৫ বছর হয়ে গেল। আজ পর্যন্ত বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের শিক্ষা, তথ্য ও বিনোদনের জন্য। বিভিন্ন সংস্থায় গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে ঐ সব সংস্থার নিজস্ব পরিকল্পনা, পরিচালনা ও গবেষণার জন্য। কিন্তু গ্রন্থাগারগুলি কার্যতঃ মহাফেজখানার ভূমিকা পালন করে। এখানে তথ্য পরিষেবা মূলমন্ত্র নয়; বই, পত্র পত্রিকা সংগ্রহ সংগঠন ও সংরক্ষণই প্রধান কাজ। বিশেষে যখন ডকুমেন্টেশন, তথ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়সমূহ অগ্রচলিত হয়ে ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্টের যুগে প্রবেশ করেছে, এদেশে তখনও অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকরা পুরানো পদ্ধতি অবলম্বন করে দিন অতিবাহিত করছেন। এ এক অন্তহীন গতানুগতিকতা। এখানে বেতনক্রম, প্রমোশন, মহার্ঘভাতা বোনাস প্রভৃতির চিন্তা মনোজগতে অধিক স্থান দ্যাত করে আছে। 'বই ব্যবহারের জন্য', 'গ্রন্থাগার তথ্য সরবরাহের অন্যতম সংস্থা' প্রভৃতি তত্ত্ব পরীক্ষার খাতায় উদ্গীরণ করলেও কার্যকালে তার প্রয়োগে আলস্য আসে। ছোট ছোট বাধাকে তখন পর্বতপ্রমাণ বলে অভিহিত করা হয়। গ্রন্থাগার পরিকল্পনা, পরিচালনা, গবেষণায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে অংশ গ্রহণের উদাহরণ বিরল। যে সমস্ত পরিষেবাগুলি জনমানসে বা সংস্থার অভ্যন্তরে ভাবমূর্তি গড়ে তোলার একান্ত প্রয়োজনীয় সে সমস্ত প্রচেষ্টার ঘটনা বিরল। গ্রন্থাগারকে জনমুখী করায় কাজ অবহেলিত থাকছে। গ্রন্থাগারগুলি তাদের পাঠক সমাজের মধ্যে কোন ধরণের পরিষেবার দ্বারা কি কি সহায়তা করেছেন এবং পাঠকরা সেই পরিষেবা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়েছেন তার কোন পরিসংখ্যান বা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমাদের হাতে নেই। কতগুলি গ্রন্থাগারে নিয়মানুসারে পরিসংখ্যান রাখা হয় তারও কোন পরিসংখ্যান আমাদের সামনে অনুপস্থিত। তবে বেশ কিছু গ্রন্থাগারিক পরিসংখ্যান রাখার তাৎপর্য উপলব্ধি করলেও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দেখি না। এমন ঘটনাও বিরল নয় যে গ্রন্থাগারিকরা নিজ গ্রন্থাগারের ইতিহাসও সংগ্রহ করার প্রয়োজন বোধ করেন না। ফলে গ্রন্থাগারিকরা যখন সমালোচনার সম্মুখীন হন তখন নিজেদের কৃতকর্মের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন না আবার cost-benefit analysis করে পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ করতে পারেন না। এমন কি গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সামনে যখন অকর্মণ্যতার প্রশ্ন ওঠে তখন সরবে যুক্তিজাল বিস্তার করলেও অন্তর্নিহিত দুর্বলতা চাপা দেওয়া যায় না।

উপরিউক্ত কারণেই গ্রন্থাগারগুলির সামাজিক ভিত্তি দুর্বল থেকে যাচ্ছে; গ্রন্থাগারগুলির যে প্রাধান্য পাওয়া উচিৎ সে প্রাধান্য পাচ্ছে না। এমনিতেই গ্রন্থাগারগুলির কার্যকারিতা সমাজের নিয়ন্ত্রকদের মস্তিষ্কে অনুরণন জাগায় না; কিন্তু তাদের উপলব্ধিতে গ্রন্থাগারকে নিয়ে যাওয়ার

আন্দোলনের পালের হাওয়ার জোর কম। গ্রন্থাগারগুলি যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সংগঠিতভাবে চেষ্টা করেন তবে সমস্যা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

বিদ্যালয়ে, যেখান থেকে পরিচালক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গবেষক, শ্রমিক-কর্মচারীর স্ফুরণ ঘটে তার মধ্যে অধিকাংশেরই গ্রন্থাগার নেই। যেখানে গ্রন্থাগার রয়েছে সে গ্রন্থাগারের সঙ্গে ছাত্রদের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। সেখানে পরিষেবার অবস্থান ও মান কোন পর্যায়ে রয়েছে সে সম্পর্কে স্থনির্দিষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই।

ছাত্রদের মধ্যে পাঠ কুশলতা, পাঠস্পৃহা বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত পদ্ধতি রয়েছে তা কতজন প্রয়োগ করেছেন বা কতজন গ্রন্থাগারিক সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত সে তথ্য আমাদের অজানা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমগুলিতে এ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ নেই বল্লেই চলে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিককে একক্তাবে কাজ করতে হয়। কিন্তু ছাত্রদের গ্রন্থাগারের কাজে সংযুক্ত করতে পারলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে ছাত্র-আগ্রহ বাড়ে। প্রধান শিক্ষকসহ বিভিন্ন উদার মতাবলম্বী শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন অল্প খরচে। হয়ত অনেকেই সে কাজ করছেন। ছাত্রদের মধ্যে যদি গ্রন্থাগারের ভাবমূর্তি গড়ে তোলা সম্ভব হয় তবে ভবিষ্যত জীবনেও তারা গ্রন্থাগারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূলমন্ত্র ইউ. জি. সি বেতনক্রম আর শিক্ষকদের সমতুল পদমর্যাদা। গ্রন্থাগারকে অপরিহার্য করে তোলার আন্দোলন সেখানে কতটা অগ্রসর হয়েছে তা সবেষণার বিষয়। গ্রন্থাগার যতদিন ছাত্র সমাজের পঠন-পাঠনে অপরিহার্য হয়ে না উঠবে ততদিন সামাজিক মর্য্যাদা পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনসংশোধন করে হয়ত শিক্ষক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যাবে কিন্তু শিক্ষককুল সমাজের মধ্যে যে সম্মান পান সে সম্মান অর্জন করা যেতে পারে একমাত্র মানবিক গ্রন্থাগার পরিষেবার দ্বারা। একাজে অনেক বাধা। এরমধ্যে সত্যি গ্রন্থাগারে স্থানাভাব রয়েছে, পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকের মত অনেকাংশেই উপেক্ষিত, শিক্ষকদের একাংশের অনহযোগিতা, কিছু কর্মচারীর ভ্রূকুটিল দৃষ্টি পরিষেবকে অনেকাংশেই মেঘাচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু সব কলেজেই তো এক অবস্থা নয়, শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক, সহানুভূতিশীল অধ্যক্ষ অনেক রয়েছেন এবং সেখানে খানিকটা অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উদ্যম নিতে হবে গ্রন্থাগারিকদেরই। নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে।

গ্রন্থাগার পরিষেবার ক্ষেত্রে পাঠক সন্তুষ্টির (users' satisfaction) বিষয়টি আজও কোন সম্মেলনে আলোচিত হয় নি। এই বিষয়ের বিষয়গত, পরিমাণগত ও প্রয়োগগত দিক নিয়ে পর্যালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। পাঠক সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের পরিষেবায় সন্তুষ্ট হলেই গ্রন্থাগারের সামাজিক ভিত্তি সুদৃঢ় হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রন্থাগার কর্মীদের যেটা অনুভব করা প্রয়োজন তা হলো মানুষের জীবনে বিনোদন, তথ্য ও শিক্ষার বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রকে সম্প্রসারণ করায় ব্যস্ত। শুধু তাই নয় তারাও নিজেদের অপরিহার্যতা সরবে প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই গ্রন্থাগারকে সমাজ জীবনে অপরিহার্য সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার

[রম্য রচনা]

সুকুমার ভট্টাচার্য

এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় একটি প্রশ্নপত্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারের ভূমিকার ওপর একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়েছিল। মাধ্যমিক স্তরের সুকুমার মতি বালক-বালিকাদের চিন্তাধারায় বিমূর্ত ভাবটি হয়তো বেশি থাকে, আমাদের মতো বাস্তবতা দর্শন ও তার ফলশ্রুতি স্বরূপ বিকৃতি তাদের মনে কমই প্রবেশ করে। ইচ্ছে হয়, এই প্রবন্ধ লিখে সর্বোচ্চ মান যে ছাত্র বা ছাত্রী লাভ করেছিল তার প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপিটি দেখতে।

ইচ্ছে হয়, কারণ, ঐ সব সুকুমার মতি ছাত্র-ছাত্রী হয়তো অনুল্লেখিত রেখে গেছে তাদের প্রবন্ধে যে, আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগার মন্ত্রী আর সাক্ষরতা মন্ত্রী পৃথক দুই সত্তা। হয়তো বা উল্লেখিত হয়নি, বিভাগ বা দপ্তরের ক্ষেত্রে একটি অপরটির অন্তর্গত—গ্রন্থাগার পরিষেবা, জনশিক্ষা প্রসার দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে, জন-শিক্ষা প্রসার দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আর গ্রন্থাগার পরিষেবার রাষ্ট্রমন্ত্রী যদি একই ব্যক্তি না হন, তাহলে তাঁদের যোগসূত্র নিশ্চয়ই নিবিড়—ইত্যাদি।

যেহেতু আমি মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র নই, তাই এই বাস্তবতার কচকচি তুলে ধরলাম। বয়সটাকে ক্ষমা করবেন; আকাশ-কুসুম রচনার বয়স নয় এটা, মেঘের মধ্যে কারুর নিবিড় এলোকেশের রাশি বা আকাশের চাঁদের মধ্যে কোনও সুন্দরী মুখ দেখার চোখ পুড়ে ছাই হয়েছে; এখন সোনার পাথরবাটি কিম্বা কাঁঠালের আমসত্ত্বকে অবাস্তব, পরস্পর বিরোধী বলেই মালুম হয়।

আমি বুঝেছি, সাক্ষরতা সরস্বতী, গ্রন্থাগার লক্ষ্মী। মা-লক্ষ্মীর প্রাসাদে বসে সরস্বতী বীণা বাজাচ্ছেন—এ দৃশ্যের সঙ্গে গ্রন্থাগারে বসে সাক্ষরতাকামী অধ্যয়ন করছেন, এই দৃশ্যের তুলনা করা যায়।

প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের দুটি প্রেষণা-মূলক কার্যসূচী (Incentive Programme) আছে—ছাত্র-ছাত্রীদের দিবাকালীন আহার আর ওদের জন্য পাঠ্য পুস্তক সরবরাহ। এক সময় ঐ দুই প্রোগ্রামেরই আধিকারিক ছিলেন দুই ভদ্রমহিলা। ওঁদের ঠাট্টা করে বলা হতো অন্নপূর্ণা আর সরস্বতী। অন্নপূর্ণার হাত থেকে দিবাকালীন আহার (School meal) পাবার পর অবেই ছাত্র ছাত্রীদের সরস্বতীর দেওয়া পাঠ্যপুস্তকে (Text Books) মনোনিবেশ।

একটা মজার কথা এই যে, নিরক্ষরতা, তার দূরীকরণ অর্থাৎ সাক্ষরতা আর গ্রন্থাগার—এ সবের সময়য় নিয়ে গত তিন-চার দশকে যা যা লেখা হয়েছে তা সবই potent-tiality-র কথা, শক্তিশালিতা বা সম্ভাবনার কথা- এই এই করলে এই এই হতে পারে, এই ধরণের কথা। লাইব্রেরি মনে করলে তার দাওয়ায়-বারান্দায় বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস চালাতে পারে; লাইব্রেরি মনে করলে নব সাক্ষর বা সদ্য সাক্ষরদের বই সংগ্রহ করে তাদের অর্জিত সাক্ষরতার লালন পালন করতে পারে—এই সব সম্ভাবনার কথা। কখনও তেমন শুনিনি যে, সাক্ষরতা আর গ্রন্থাগারের সময়য় নিয়ে এই হয়েছে, এই হয়ে গেছে। সমাজে অমুক গ্রন্থাগারের অবদান বারংবার চিহ্নিত হয়ে গেছে। 'হতে পারে' আর 'হয়েছে'-র ফারাকটাই বাস্তব চিত্র।

এইবার আশাবাদ-নৈরাশ্যবাদের বিতর্ক এসে পড়বে। সবাই বলবেন, আপনি এতো নৈরাশ্যবাদী কেন মশাই—যা হতে পারে, তা তো হতেও পারে, সম্ভাবনাই তো

সত্যের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে। মেঘের মধ্যেই তো বৃষ্টির সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে; ডিমের অস্তিত্ব থেকেই তো একদিন ডিম ফুটে বাচ্চা হওয়ার সম্ভাবনা—অঙ্কুর থেকেই তো অঙ্কুরোদ্গম, আর আজকের অঙ্কুরই তো ভাবীকালের মহীরুহ।

মহীরুহ-র কথা এসে গেল; তাই বন মহোৎসবের কথাটা সেরে নিই। সার্থক বন মহোৎসবের এই সব অঙ্গ :—

—রবীন্দ্রসঙ্গীত (ঝরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে)

—সুশোভিত চিত্রিত মৃত্তিকা-নির্মিত কলস

—কলস কাঁখে সুবেশা ললনা

এই রে, বলতে ভুলে গেছি—চতুর্থ অঙ্গ একটি দুটি চারা গাছ।

বন মহোৎসব হয়ে গেল, প্যাণ্ডেল খোলা হলো, মাইক প্রস্থান করলো, মিষ্টান্নের থালি প্যাকেট মাটিতে গড়াগড়ি খেলো। ওদিকে ছাগলের দল, গরুর দল রেডি; তারা বলাবলি করতো লাগলো : বৃক্ষ সংরক্ষণের কী কী ব্যবস্থা হয়েছে, চল্ সবাই দেখে আসি। খরা এলো; বললো সুবেশা নৃত্যরতা ললনার চিত্রিত কলসের আসির বাহির কারিকুরি তো এতোদিনে শেষ হয়েছে। গাছ, তুমি বাঁচবে তো, নাকি আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর কথা প্রমাণ করবে মরে গিয়ে—প্রমাণ করবে, গাছেরও প্রাণ আছে!

সাক্ষরতা সংরক্ষণের চিত্রটিও অফুরন্ত। গ্রন্থাগার আছে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে। ওদিকে বড়ো বড়ো হরফে লেখা নব-সাক্ষরদের জন্য, সদ্য সাক্ষরদের জন্য লেখা বই আছে। সে-বইয়ের বাজার নীমাবদ্ধ; প্রকল্প আধিকারিক জানেন; আর প্রকাশক জানেন; প্রথমোক্ত ব্যক্তি কেনেন, দ্বিতীয়োক্ত বেচেন; সুতরাং ক্রয় বিক্রয় আছে; আংশিক সরবরাহও আছে। এ-সব বইয়ের বিবলিওগ্রাফী আছে; কিন্তু সাধারণ লোক এর চেহারা দেখতে চাইলে বিফল হবেন। আর মূল্যায়ন? হ্যাঁ, মূল্যায়নও হচ্ছে; এ-সব বইয়েরও পুরস্কার প্রদানের রেওয়াজ আছে। আছে, হয়তো সবই আছে; মুশকিলটা হয়েছে, আপনার আমার এখনও হাড় ভাঙে নি, হাড় ভাঙলে তবে তো অর্থোপেডিক এর সন্ধান; তবেই তো অর্থোপেডিক গোষ্ঠীর কে ভালো, কে মন্দ, তার মূল্যায়ন!

এইবার বোধ হয় আসল কথায় এসে গেছি : আপনার আমার এখনও হাড় ভাঙেনি। যারা নিরক্ষর, তাদের সমব্যথী হতে পারি নি আমরা। সাক্ষরতা প্রগতি আনে, কিম্বা প্রত্যক্ষভাবে তা নয়—সাক্ষরতা আনে চেতনা, চেতনা আনে প্রগতি, এ-সব বক্তৃতা আমরা লিখে দেলেছি, দানও করি ভাষণ। কিন্তু নিরক্ষরতা কী অভিশাপ আনে, তার খবর আমরা রাখি কি? সুকান্ত ভট্টাচার্য "রানার" লিখে গেছেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কণ্ঠদান করেছেন, তাই হয়তো রানারের সুখ-দুঃখের খবরটা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু নিরক্ষরদের? ওদের নিয়ে প্রখ্যাত সাহিত্যিক কবিরা কিছু কি লিখেছেন?

অতএব আপনার আমার এখনও হাড় ভাঙেনি। আপনি আমি শিল্প-শ্রমিক পাবার লোভে, বাড়িতে নিরক্ষর হোম্ টাইমার কি এর মতো উপাদেয় অস্তিত্বের বাসনার এখনও ওদের জীবনের দুঃখ-বেদনা নিয়ে কোনও স্লোগান, কোনও পথ সভা, কোন পদযাত্রা, কোনও আন্দোলন, কোনও বিপ্লবের সামিল হই নি।

আর সামিল হই নি বলেই আমরা দোষটা আমাদেরই সৃষ্ট গ্রন্থাগারের ওপর চাপাই—বলে থাকি, সাক্ষরতা আন্দোলনে গ্রন্থাগার এই এই ভূমিকা পালন করতে পারতো কিন্তু করে নি।

এই সুযোগে মাধ্যমিক স্তরের ঐ প্রবন্ধটির পয়েন্টগুলো সেরে ফেলি। গ্রন্থাগার, নিরক্ষরতা দূরীকরণে তথা সাক্ষরতা আনয়নে কী কী ভূমিকা পালন করতে পারে? আমার এক আত্মীয়া পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন; এইটি ছাত্রীর প্রবন্ধে দেখেছি, এ শুধু দান আর দান, প্রতিদানের আশা না রেখেই বিশুদ্ধ আত্মদান। গৃহদান, সামগ্রী দান, শ্রমদান আর সাক্ষরতা সংরক্ষণে অবদান।

—গ্রন্থাগার গৃহের একাংশে সাক্ষরতা কেন্দ্রের জন্য দান

—গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভার পাঠার্থে দান

—গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারিকা তথা গ্রন্থাগার কর্মীর প্রশিক্ষক প্রশিক্ষিকা রূপে অবতরণ তথা বিস্তা দান

—নবসাক্ষর বা লক্ষসাক্ষরদের সাক্ষরতা সংরক্ষণে উপযোগী পুস্তকসম্ভার সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র প্রদান ও বিস্তাদান

যে কথা পরিশ্রান্তিনী লেখে নি সেটা আমরা ধূমপায়ীরা জানি। যে-ছোকরা সিগারেট খায় না, তাকে একটা ঘুটো করে সিগারেট খাওয়াতে খাওয়াতে কীভাবে ধূমপায়ীদের

সাক্ষরতা চিত্র

(পশ্চিমবঙ্গ)

পুরুষ	৫০.৬৭%
স্ত্রী	৩০.২৫%
স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে	৪০.৯৪%

তাহতে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ষোড়শ, অর্থাৎ পনেরোটি অঙ্গরাজ্য/কেন্দ্রশাসিত এলাকার স্থান পশ্চিমবঙ্গের আগে।

	লোক সংখ্যা	সাক্ষর সংখ্যা
পুরুষ	২৮, ৫৬০, ৯০১	১৪, ৪৭৩, ০৪৫
স্ত্রী	২৬, ০১৯, ৭৪৬	৭, ৮৭১, ১০৮
মোট	৫৪, ৫৮০, ৬৪৭	২২, ৩৪৪, ১৫৩

আমরা দুটি সীমিতকরণের ক্ষেত্রে সফল হতে পারি নি :

– জনসংখ্যা সীমিতকরণ

—নিরক্ষর সংখ্যা সীমিতকরণ

মা ষষ্ঠীর কৃপা হস্ত আর মা সরস্বতীর কৃপণ হস্তে আমরা কৃপাণের সম্মুখীন হয়েছি—এগারোটা উনঘাট বেজে গেছে, বারোটা বাজতে আর দেরী নেই।

অথচ, দ্বারে এসে গিয়ল ডাক—আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ।

১ জানুয়ারী ১৯৯০ থেকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষের শুরু হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার (General Assembly) ৪২তম অধিবেশনে এবং UNESCO-র (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) সাধারণ সভার ২৩-তম অধিবেশনে (23rd session of the general conference) যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, তার ভিত্তিতে সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ ১৯৯০ সালকে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ রূপে পালনের ঘোষণা করেছেন। দেশে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষ উদযাপনের জন্য ভারত অঙ্গীকার বদ্ধ।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বর্ষের আগমনটা যেন ডাক্তারবাবুর আকস্মিক প্রবেশ - ডাক্তারিটিস্ এর রোগী বিছানায় মিষ্টির থালাটা নিয়ে বসে আছি!

সাক্ষরতা আর গ্রন্থাগার এর সমন্বয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার দিন বোধ হয় শেষ হয়েছে—সামনে আছে কাজ, কাজ, কাজের পাহাড়।

সাধারণ গ্রন্থাগার তথ্য

(পশ্চিমবঙ্গ)

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—১

জেলা গ্রন্থাগার বা মহকুমা গ্রন্থাগার—১১

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—৩

শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার—১২০

গ্রামীণ/আঞ্চলিক/প্রাইমারী ইউনিট—২২১৬

মোট—২৪২১

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা ঃ পদ্ধতি ও নিয়মনীতি

দিলীপ কুমার মহান্তি ও বিজয় দে

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

২০ সূচনা

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার পর এই পর্বে বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরীর পদ্ধতি ও নিয়মনীতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এই তালিকা তৈরীর পদ্ধতি ও নিয়মনীতি গড়ে তুলতে গিয়ে যে চারটি বিষয়কে নেওয়া হয়েছে সেগুলি হল উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন ও অর্থনীতি। বিষয় গুলি যথাক্রমে বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও সমাজ বিদ্যার প্রতিনিধি স্বরূপ।

'বিষয় শিরোনাম তালিকা' তৈরীর পদ্ধতি ও নিয়ম নীতি গড়ে তুলতে গিয়ে যেগুলির উপর আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলি হল :

১) 'বিষয়বীক্ষা' যার মধ্যে আছে গৃহীত বিষয় চারটির সংজ্ঞা, পরিধি, বিভাগ ও উপবিভাগ।

২) শব্দসংগ্রহের পদ্ধতি।

৩) তাদের বিন্যাসকরণ এবং

৪) শব্দগুলিকে শিরোনাম হিসাবে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার আলোচনা।

নিয়মনীতি পর্যায়ে বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরীর নিয়মগুলি উদাহরণ সহযোগে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 'বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরী করতে গিয়ে যে সমস্যা আসতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নিয়মনীতি গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমার্থক শব্দের ক্ষেত্রে কি শিরোনাম হবে, একবচন ও বহুবচন শব্দের মধ্যে কোন্‌টিকে দিয়ে শিরোনাম করা যাবে,বানানগত বৈচিত্র্যের কোনটি শিরোনাম হবে। ও, এবং, প্রভৃতির দ্বারা গঠিত বিষয়কে কিভাবে শিরোনামে আনা যাবে, পদ সমষ্টিযুক্ত শব্দ, বিষয় বনাম সময়, বিষয় বনাম স্থান, বিষয় বনাম রূপসংগঠন, বিষয় বনাম জীবনী, বিশেষ্য—বিশেষণ যুক্ত শব্দের শিরোনাম সংগঠন কিভাবে হবে ও কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে 'দেখুন' নির্দেশ এবং আর ও দেখুন নির্দেশ ব্যবহার করতে হবে।

এ ছাড়াও এই নিয়মনীতি অংশে আলোচনা করা হয়েছে সূচীকারের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে শিরোনাম তৈরীর স্বাধীনতা আছে।

২১ পদ্ধতি

কোন নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর জন্য যেমন তার একটি পথ থাকে 'বিষয় শিরোনাম তালিকা' তৈরী করার ক্ষেত্রে সেরকম কিছু পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে অর্থাৎ গন্তব্য যদি হয় 'বিষয় শিরোনাম তালিকা' তবে পদ্ধতি হল সেই গন্তব্যে পৌঁছনোর পথ। পদ্ধতিগুলি নিম্নে বর্ণিত হল :

২২ বিষয় নির্বাচন

বিজ্ঞান বিশ্বের ব্যাপক অগ্রগতি বিগত কয়েক বছরের যেমন উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমনি কলাবিদ্যা ও সমাজ বিদ্যাকে নিয়েও মানুষের গবেষণার অন্ত নেই। বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগমন যেমন এক আলোকোজ্জ্বল সভ্যতার দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তেমনি কলা ও সমাজ বিদ্যার গবেষণা সেই সভ্যতার কৃষ্টি নিয়মনীতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিবেচনা করতে সাহায্য করছে। এজন্য বিজ্ঞান বিষয় তো বটেই কলা ও সমাজবিদ্যা বিষয়ের নতুন নতুন তথ্য জানার জন্য প্রতিটি মানুষ সদা ব্যাকুল ও অপেক্ষমান। এই বিষয়গুলি নিয়ে বর্তমানে প্রচুর

সংখ্যক পুস্তক এবং পত্র পত্রিকাও প্রকাশিত হচ্ছে। মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের প্রায় প্রতিটি বিষয়েই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা যথেষ্ট। সুতরাং সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সমস্ত গ্রন্থাগারেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান, কলা ও সমাজবিদ্যা বিষয়ক পুস্তক ও পত্র পত্রিকার সংখ্যা ক্রম বর্দ্ধমান। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব হল প্রকাশিত প্রত্যেকটি গ্রন্থের বিষয়টিকে সুচারু রূপে নির্দেশিত করে অনুসন্ধিৎসু পাঠকের গোচরে আনা। এই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখেই প্রাথমিক ভাবে বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ বিদ্যা বিষয়ের বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রস্তুত করণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নমুনা স্বরূপ বিজ্ঞান বিষয়ক বিষয় থেকে নেওয়া হয়েছে দুটি বিষয়

১) উদ্ভিদ বিদ্যা—জীববিজ্ঞান

২) পদার্থবিদ্যা—ভৌতবিজ্ঞান

এবং কলা বিদ্যা ও সমাজ বিদ্যার দুটি বিষয় দর্শন ও অর্থনীতিকে। বিজ্ঞান ভিত্তিক বিষয় জীববিজ্ঞানের অন্তর্গত কোন বিষয়ের বিষয় তালিকা পদ্ধতি ভৌতবিজ্ঞানের অন্তর্গত কোন বিষয় থেকে পৃথক হয় কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য দুটি ভিন্নধর্মী বিষয়কে নেওয়া হয়েছে। অপর দিকে কলা বিদ্যার অন্তর্গত দর্শনকে নিয়ে বিষয় শিরোনাম তৈরী করলে সেই পদ্ধতিতে অন্য বিষয়ের বিষয় শিরো নাম করা যাবে কিনা এ সংশয় নিরসনের জন্য অন্যধর্মী বিষয় সমাজবিদ্যার অন্তর্গত অর্থনীতিকে নেওয়া হয়েছে।

২৩ বিষয় বীক্ষা

বিষয় নির্বাচনের পর প্রথম কাজ হল বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা। এ জন্য বিষয় বীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি অনুসারে যে কোন বিষয়ের সংজ্ঞা, পরিশব্দের অর্থ ও বর্ণনা, পারিভাষিক শব্দের সম্প্রসার, পরিধি, বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগ, প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান বিষয়টির ইতিহাস বৃদ্ধি বিভিন্ন পর্যায়ে বিষয়টির উন্নতি সংশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণ প্রভৃতি জানা যায় অবশ্য বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রস্তুত কালে বিষয় বীক্ষার মাধ্যমে এতগুলি দিক না জানলেও চলে। মূল যে অংশগুলির উপর গুরুত্ব দিতে হয় সেগুলি হল বিষয়টির সংজ্ঞা, পরিধি এবং বিভাগ ও উপবিভাগ। বিষয় বীক্ষার প্রথাগত পদ্ধতি অনুসারে তাই গৃহীত বিষয় চারটির প্রত্যেকটি সম্পর্কে এই তিনটি দিকে ধারণা লাভ করা হয়েছে। নীচের অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

২৩১ সংজ্ঞা

কোন বিষয়ের সংজ্ঞা নির্দ্ধারণের জন্য দুটি পথ্যায় আছে। প্রথম পথ্যায়ে কোন অভিধান থেকে বিষয়টির শাব্দিক অর্থ নির্দ্ধারিত করতে হয়। এবং পরবর্ত্তী পদক্ষেপ ঐ বিষয়ের উপর প্রকাশিত বিষয় অভিধান, বিষয় কোষ বা প্রকাশিত নির্দ্দিষ্টমানের পাঠ্য পুস্তক থেকে বিষয়টির সংজ্ঞা নির্দ্ধারিত করতে হয়। এই পদ্ধতি গুলি অনুসরণ করে গৃহীত বিষয় চারটির যে সংজ্ঞা পাওয়া গেছে তা হল—

২৩১ ক Botany

That branch of biological science which embraces the study of plants and plant life- (1)

২৩১ ক ১ উদ্ভিদ বিজ্ঞান

যে বিজ্ঞান পাঠ করিলে পৃথিবীর অন্তর্গত সকল প্রকার উদ্ভিদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গঠন, প্রকৃতি, খনন, পুষ্টি, বৃদ্ধি, জনন, বিভিন্ন প্রকার বাসস্থান ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ ও সঠিকভাবে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহাকে উদ্ভিদ বিজ্ঞান বলে। (৫)

২৩১ খ Physics

Formerly called natural philosophy. Physics is concerned with those aspects of nature which can be understood in a fundamental

way in terms of elementary principles and laws. In the course of time various specialised sciences broke away from physics to form autonomous fields of investigation. In this process Physics retained its original aim of understand the structures of the natural world and explaining natural phenomena. (1)

২৩১ ঘ ১ পদার্থ বিজ্ঞান

যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যাহার ওজন ও স্বাধীন অস্তিত্ব আছে তাহাই বস্তু। বস্তু যে উপাদানে গঠিত তাহা জড় বা পদার্থ। বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে বলা হয় শক্তি। পদার্থ এবং শক্তি সম্বন্ধে চর্চা করাই পদার্থ বিজ্ঞানের কাজ। (৩)

২৩১ গ Philosophy

'Philosophy is the mother of Sciences; As mankind has gradually acquired more extended knowledge of phenomena and systamatic relations among these have been sufficiently made out, special branches of learning have become consoildated and have separated themselves from the general body of thought called philosophy. (4)

২৩১ ঘ ১ দর্শন

সমগ্র বিশ্ব ও মানবজীবনের পরমাদর্শ সম্পর্কে যুক্তি যুক্ত সুসংবদ্ধ জ্ঞানই হল দর্শন। (৪)

২৩১ ঘ Economics

Economics according to a widely accepted definition, is the study of the allocation of scarce resources among unlimited and competeing uses. It is the social science that deals with the ways in which men and societies seek to satisfy their material needs and desires, since the means of their disposal do not permit them to do so completely. (3)

২৩১ ঘ ১ অর্থনীতি

কি ভাবে ব্যক্তি সমূহ ও সামাজিক সংস্থা টাকাকড়ির মাধ্যমে বা টাকা কড়ি ছাড়া, দ্রব্যাদি উৎপাদনের জন্য বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ব্যবহার উৎপাদনের অপ্রচুর উপকরণ সমূহ নিয়োগ করে এবং বর্তমানে ও ভবিষ্যতে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য সমূহ বণ্টন করে অর্থনীতি তাহারই পর্যালোচনা করা শাস্ত্র। উপরন্তু এই শাস্ত্র উন্নততর উপকরণ বণ্টন পদ্ধতির ব্যয় ও সুবিধা লইয়া ও আলোচনা করে। (৭)

২৩২ বিষয়ের পরিধি

বিষয়ের পরিধি জানার জন্য বিষয় অভিধান, বিষয় কোষ, প্রকাশিত প্রমিত (Standard) পাঠ্যপুস্তক ও বিশেষ করে বিভিন্ন বর্গীকরণ পরিকল্পের সাহায্য নিতে হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিষয়ের প্রধান বিভাগ, উপ বিভাগ অন্যান্য বিষয়ের উপর আলোচ্য বিষয়ের প্রভাব আলোচ্য বিষয়ের উপর অন্যান্য সাধনী (Tool) বিষয়গুলির প্রভাব, সম্পর্কিত বিষয় ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হতে হয়েছে।

২৩২ ১ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পরিধি

উদ্ভিদ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুগুলি প্রধানতঃ নানান বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদদের সম্পর্কে জ্ঞানলাভ বা অধ্যয়ন করাকেই বুঝায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞানের গঠনে সকল প্রকার উদ্ভিদদের আকৃতি, আকার, নানান জৈবিক ক্রিয়া, পরিবেশের সহিত আন্তঃ সম্পর্ক, বিভিন্ন প্রকার উদ্ভিদদের অর্থ নৈতিক গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। উদ্ভিদ বিজ্ঞান একটি সীমাহীন বিজ্ঞান। তা সহজ সাধ্য ও বোধগম্য হওয়ার জন্য কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে হয়েছে যেমন অর্থসংস্থান, কোষ বিদ্যা, শারীরবৃত্ত বাস্তুবিদ্যা, ভৌগোলিক উদ্ভিদ বিজ্ঞান, উদ্ভিদ শ্রেণী

বস্তু বিদ্যা, প্রযোক্তিবিদ্যা, যুগ্মজনন বিদ্যা, অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা, অভিব্যক্তি ইত্যাদি। উল্লিখিত বিভাগগুলিকে নিয়েই উদ্ভিদ জগতের আলোচনা। এক কথায় জীবন যাত্রার মুখ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্রয়ের জন্য নানান উদ্ভিদের উপর মানুষ ও প্রাণীরা (প্রধানতঃ শাকাশী) নির্ভরশীল। উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চার এটাই মূল কারণ।

২৩২২ পদার্থ বিজ্ঞানের পরিধি

এই পৃথিবী বস্তুময়। চতুর্দিকে চোখ ধেরালে বহুরকম বস্তুর সন্ধান মেলে। এই সমস্ত বস্তু সৃষ্টি কি করে হল এদের গঠন প্রণালী, আচরণ ও উপযোগিতা কিরূপ এই সম্পর্কে কৌতূহল উদ্রেক হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পৃথিবীর আদিযুগ হতে মানুষের অনুসন্ধানী মনের এ সকল প্রশ্নের উত্তরই পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।

বস্তু বা পদার্থ ছাড়া ও আর একটি বিষয়ের প্রতি মানুষের দৃষ্টি ছিল। তা হল শক্তি। শক্তির অভাবে জগৎ অচল। শক্তি এবং এর বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় পেতে হলে বস্তুর সাহায্য প্রয়োজন। এক কথায় পদার্থ এবং শক্তির লীলা ক্ষেত্র এই যে বিরাট এবং বিচিত্র জগৎ এই জগতের রহস্য উদ্ঘাটন এবং বহুবিধ প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সেটাই পদার্থ বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য।

অধ্যয়নের সুবিধার জন্য পদার্থ বিজ্ঞানকে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে হয়েছে। যেমন সাধারণ পদার্থ বিজ্ঞান, শব্দ বিজ্ঞান, তাপ বিজ্ঞান আলোক বিজ্ঞান চুম্বক বিজ্ঞান, তড়িৎ বিজ্ঞান, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি।

২৩২৩ দর্শনের পরিধি

দর্শনের প্রধান একটি আলোচ্য বিষয় হল জ্ঞান। লক, কান্ট প্রমুখ বহু দার্শনিক জ্ঞানালোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কান্ট সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, জ্ঞানের আলোচনাই দর্শনের প্রধান কাজ এবং জ্ঞানের আলোচনাকে বাদ দিয়ে দর্শনালোচনা নিরর্থক। দর্শনের যে শাখা জ্ঞানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে তাকে বলা হয় জ্ঞানবিদ্যা (Epistemology)। জ্ঞানের জন্য একটি জ্ঞাতা মন ও একটি জ্ঞেয় বস্তুর প্রয়োজন। জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুকে আশ্রয় করে জ্ঞানের উদ্ভব হয়। অপর পক্ষে যে মানসিক বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞাতা মন ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাকে বলে জ্ঞানের উৎস বা পদ্ধতি। জ্ঞানের যথার্থ উৎস বা পদ্ধতি কি এই প্রশ্নে দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অভিজ্ঞতা বাদী লক্ হিউম প্রমুখের মতে অভিজ্ঞতাই—সমস্ত জ্ঞানের আদি উৎস। অপর দিকে ডেকার্ট প্রমুখ বুদ্ধিবাদীদের মতে বুদ্ধিই সমস্ত জ্ঞানের উৎস। এ সম্পর্কে আরও মতবাদ আছে যেমন কান্টের বিচারবাদ, বাগসোর প্রজ্ঞাবাদ ইত্যাদি।

এইসব বিভিন্ন মতবাদ দর্শনের আলোচ্য বিষয়। অনুরূপ ভাবে জ্ঞানের উপাদান, পরিধি বা সীমা, সর্ত ও জ্ঞানের সত্যতা মিথ্যাত্ব নির্ণয় প্রভৃতি এদের সম্পর্কে বিভিন্ন মত বাদ দর্শনের আলোচ্য বিষয়। এছাড়াও কয়েকটি জ্ঞানের শাখার সঙ্গে দর্শন অতি ঘনিষ্ট ভাবে যুক্ত। যেমন মনো বিদ্যা, তর্ক বিদ্যা এবং কারও কারও মতে আধুনিক পদার্থ বিদ্যা ও গণিত শাস্ত্র। দর্শনের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ ও দর্শনের আলোচ্য বিষয়। (৩)

২৩২৪ অর্থনীতির পরিধি

অর্থনীতির সংজ্ঞা নির্ণয়ে যেরূপ মত পার্থক্য আছে এর আলোচনার পরিধি সম্বন্ধেও সেরকম মত বিভিন্নতার অন্ত নেই। অর্থবিদ মার্শালের সংজ্ঞানুযায়ী অর্থনীতির বিষয় বস্তু হল সম্পদ সম্পর্কীয় মানুষের কার্যাবলী কিন্তু অর্থবিদ রবিনসের মতানুযায়ী এর আলোচনার বিষয়বস্তু দুষ্প্রাপ্যতা সম্পর্কীয় সমস্যাবলী।

কারও মতে রবিনসের এ সংজ্ঞা অর্থনীতির আলোচনার পরিধিকে সংকুচিত করে দিয়েছে। এটা যে একটি সমাজ বিজ্ঞান এর আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত সমাজ বদ্ধ

মানুষের অর্থনৈতিক কাজ তা রবিনসের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় না। মনে হয় সমাজ ও সংসারের বাস্তব অবস্থাগুলো এড়িয়ে শুধু মূল্য নিরূপণকে নিয়ে নিছক— বুদ্ধিচর্চা ছাড়া অর্থনীতি আর কিছু নয়। কিন্তু স্পষ্ট বোঝা দরকার, অর্থনীতি সমাজ বিজ্ঞানের অংশ এটা কোন একক ও বিচ্ছিন্ন মানুষের অর্থনৈতিক কাজ আলোচনা করে না। সমাজবদ্ধ মানুষের কাজ কর্ম সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করে। সমাজ ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ একাকী কিভাবে অভাব মেটায় তা অর্থনীতির বিষয়বস্তু নয় সহযোগিতার ভিত্তিতে অপর সকল মানুষের সাথে একত্র হয়ে কিভাবে অন্যের কাজকে প্রভাবান্বিত করে এবং নিজেও প্রভাবিত হয়ে মানুষের অভাব মোচনের চেষ্টা করে তা অর্থনীতির পরিধি।

অর্থনীতির আলোচনার পরিধি কতদূর হবে, বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণ করে ভালমন্দ বিচারের পর অর্থবিজ্ঞানীরা কি করা উচিত বা অনুচিত তা বলবে, কিনা এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। যেমন রবিনসের মতে অর্থবিজ্ঞানীর কাজ কেবল সত্যানুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করা মাত্র। কাউকে ভালমন্দ বলা বা কোন কিছু প্রচার করা নয়। উদ্দেশ্য নিরপেক্ষভাবে তথ্য যাচাই করে বিষয়গুলির মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাই অর্থনীতির কাজ কিন্তু অনেক অর্থনীতিবিদদের অভিমতে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আলোচনার সম্ভব হলেও সমাজ বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা চলে না। ব্যক্তি ও তার কাজ কর্ম নিয়ে যে বিজ্ঞানে আলোচনা মানুষ সম্পর্কে দায়িত্বহীন ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে পর্যালোচনা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কেন দারিদ্র্য ঘটে শুধু তা নির্দ্ধারণ করলেই চলবে না, তা দূর করার উপায় কি, এবং দূর করলে মানুষের উপকার হবে একথাও বলতে হবে। এ বিজ্ঞান শুধু আলোকবাহী নয়, ফলদায়ীও বটে। মানুষের কার্যাবলীর গতি প্রকৃতির নিয়মগুলি বার করে সেই নিয়মগুলিকে মানুষের কল্যাণে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার কথা অর্থনীতিবিদরা চিন্তা করবে, তাকে কল্যাণধর্মী অর্থনীতি হতে হবে। এটা যেমন শুদ্ধ বিজ্ঞান তেমনি ফলিত বিজ্ঞান ও বটে। (৯)

২৩৩ বিভাগ ও উপবিভাগ

বিষয়ের আলোচ্য পরিধি জানার শেষে বিষয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন পরিশব্দ (প্রতিশব্দ সহ) গ্রহণ করে তাদের স্থূল বিভাগ এবং উপবিভাগগুলি ঠিক করে নিতে হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংজ্ঞা ও অর্থের উপর জোর দিতে হয়েছে। এরপর বিষয়ের বিভিন্ন পরিশব্দ গুলিকে সঠিকভাবে সাজিয়ে একটি চার্ট তৈরী করা হয়েছে। বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রস্তুত ক্ষেত্রে এই চার্টটির গুরুত্ব অপরিসীম কারণ শিরোনাম নির্বাচন থেকে শুরু করে নির্দেশ সূত্র সংশ্লেষ প্রস্তুতকরণের প্রতি ক্ষেত্রেই এই তালিকা বিশেষভাবে প্রয়োজন। (স্থানাভাবে চার্টগুলি এখানে দেখানো গেল না)

বিভাগ, উপবিভাগ এবং চার্ট তৈরীর ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক, অভিধান, কোষগ্রন্থ, বর্ণীকরণ পত্রিকার পত্র পত্রিকা ইত্যাদির সাহায্য নিতে হয়েছে।

২৪ শব্দ সংগ্রহ

শব্দ সংগ্রহ সময়ে প্রথমেই বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। এ জন্য নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রকাশিত মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কোন পরিশব্দের পরিভাষা না পাওয়া গেলে অভিধানে সেই পরিশব্দের পরিভাষা করা হয়েছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। কোন্ পরিশব্দ অধিক ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ এবং কোন্ পরিশব্দ দিয়ে পুস্তক প্রকাশিত হতে পারে তা নির্বাচনের জন্য মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও কাউন্সিলের সিলেবাস এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসের প্রতি নজর রেখেছি হয়েছে। শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে স্লিপ। স্লিপের একদিকে বাংলা পরিভাষাকে রেখে আর একদিকে তার ইংরাজী পরিভাষা রাখা হয়েছে। বিভিন্ন শব্দের

অর্থকে সুস্পষ্টভাবে স্লিপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে একাধিক শব্দভাষা পাওয়া গেছে সেখানে যেটি অধিক সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে তাকেই প্রমিত শব্দ হিসেবে ধরে বিষয় শিরোনাম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শব্দ সংগ্রহের সময়ে রচনাবৃত্তীয় পূর্বাভাস (Literary warrant) এর কথা স্মরণে রেখে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অধিক সংখ্যক পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

২৫ বিন্যাস : সজ্জা পদ্ধতি

সংগৃহীত শব্দের ক্রমপরম্পরা নির্ণয়ের জন্য বিভিন্ন বর্গীকরণ পরিকল্পের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকও দেখা হয়েছে। সব ক্ষেত্রে বর্গীকরণ পরিকল্পে শব্দগুলিকে চিহ্নিত করা যায়নি। সে ক্ষেত্রে শব্দগুলির অর্থগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং তার ব্যাপকতর ও সংকীর্ণতর শব্দের আলোকে শব্দটিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২৬ শিরোনাম প্রস্তুত করণ

শব্দকে শিরোনাম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করতে হয়েছে (নিয়মনীতি পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। একটি শিরোনামের জন্য একটি ব্লক তৈরী করা হয়েছে। ব্লকে আছে 'দেখুন' আরও দেখুন', 'X', 'X X' এই জাতীয় নির্দেশ নীতি এবং প্রয়োজনভিত্তিক পরিধির টীকা (Scope note)। প্রতিটি স্লিপের শব্দকে মূল শিরোনাম হিসেবে চিহ্নিত করে সেই শিরোনামের অন্তর্গত আরও কি কি শিরোনাম হতে পারে তার জন্য পর্যায়ক্রমে নির্দেশ বা তথ্যসূত্র সংলেখ তৈরী করতে হয়েছে। এ সময়ে চার্ট বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়েছে।

শিরোনাম তৈরী হওয়ার পর মিথো প্রতিলিপি পরীক্ষা (cross-checking) করা হয়েছে। প্রতিটি শিরোনাম নেওয়া হয়েছে এবং শিরোনামের অধীনে প্রত্যেকটি শব্দ ঠিকমত অবস্থান করছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে।

এরপর শুরু হয়েছে শিরোনাম তালিকা প্রস্তুতের কাজ। স্লিপগুলিকে শব্দানুযায়ী সাজিয়ে নিয়ে সেগুলিকে পৎপর তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

২৭ পরীক্ষা

নব নির্মিত বিষয় শিরোনাম তালিকানুযায়ী গ্রন্থের বিষয়সূচী করা সম্ভব হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার হতে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রকাশিত যদৃচ্ছা পাঠ্য পুস্তক নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তা করা সম্ভব হচ্ছে। তাই আলোচ্য বিষয় শিরোনাম তালিকা উপযোগী রূপে বিবেচিত হয়েছে।

৩ নিয়মনীতি

৩০ ভূমিকা

আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয় শিরোনাম নির্বাচনের জন্য Sears' list of Subject Headings' ব্যবহৃত হয় কাজেই বাংলা ভাষায় শিরোনাম তালিকা প্রস্তুতকরণের সময় উদ্ভূত বিষয় শিরোনাম গুলি যাতে একই বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর শিরোনামের সমান্তরাল হয় সেদিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এবং একই কারণে Sears List' এর নিয়মাবলীকে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক বিষয় শিরোনাম যাতে তৈরী করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। এক কথায় বলা যেতে পারে নিয়মগুলি উদ্ভিদ বিজ্ঞান পদার্থ বিজ্ঞান দর্শন ও অর্থনীতি বিষয় চারটির বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রস্তুত করণের ব্যাকরণ।

৩১ অনুসৃত নিয়মাবলী

৩১১ পরিভাষা

গৃহীত বিষয়গুলির উপর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অধিক সংখ্যক পাঠ্য পুস্তকে প্রতিটি ইংরেজী শব্দের যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অভিধানও

ব্যবহার করা হয়েছে। কোন কোন ইংরেজী শব্দটি বাংলা ভাষায় অক্ষরান্তরীকরণ করা হয়েছে। যেমন :—

Lamiaceae—ল্যামিয়েসী

Carcerule—কারসেরুল

American philosophy—আমেরিকান দর্শন

Ricardian Economics—রিকার্ডোর ইকনমিকস্ ইত্যাদি।

৩১২ সমার্থক শব্দ

কোন শব্দের একাধিক সমার্থক শব্দ পাওয়া গেলে যেটি অধিক সংখ্যক পাঠ্য পুস্তকে ব্যবহৃত হয়েছে বা যেটিকে বেশী অর্থবহ মনে হয়েছে সেটিকে শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করে অন্যগুলিকে 'দেখুন' নির্দেশ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

শেওলা 'দেখুন' শৈবাল

ভূমিজাত কলা 'দেখুন' মৌলিক ভাস্কর্য কলা

আদর্শবাদ 'দেখুন' ভাববাদ ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে শৈবাল, মৌলিক ভাস্কর্য কলা, ভাববাদ বেশী সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকে বেশী ব্যবহৃত হওয়ায় এদের শিরোনাম তৈরী হয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত শব্দ থেকে 'দেখুন' নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩১৩ একবচন/বহুবচন

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শব্দের একবচন রূপকে শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এবং বহুবচন রূপ থেকে একটি 'দেখুন' নির্দেশ সংলেখ তৈরী করা হয়েছে। যেমন উদ্ভিদ ও গ্রহ এই দুটি শব্দ দিয়ে শিরোনাম তৈরী করা হয়েছে এবং এর বহুবচন রূপগুলি যেমন উদ্ভিদকুল, উদ্ভিদ রাজ, গ্রহরাজ, গ্রহমণ্ডল, গ্রহজগৎ এগুলির থেকে নির্দেশ সূত্র সংলেখ প্রস্তুত করা হয়েছে।

উদ্ভিদকুল 'দেখুন' উদ্ভিদ

উদ্ভিদরাজ 'দেখুন' উদ্ভিদ

গ্রহমণ্ডল 'দেখুন' গ্রহ

গ্রহজগৎ 'দেখুন' গ্রহ ইত্যাদি।

তবে, যদি শব্দের বহুবচন রূপটি বেশী অর্থবহ হয় তবে সেই রূপটিকেই শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

৩১৪ বানানগত বৈচিত্র্য

বানানের তারতম্যের জন্য যে বানানটি বেশী সংখ্যক বইয়ে ব্যবহৃত হয়েছে তাকেই নেওয়া হয়েছে। যেমন :

নীরস অবিদারী ফল/নিরস অবিদারী ফল

য়্যারিস্টটলীয় দর্শন/অ্যারিস্টটলীয় দর্শন

এক্ষেত্রে নীরস, অবিদারী, ফল ও অ্যারিস্টটলীয় দর্শন বেশী সংখ্যক পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত হওয়ায় গ্রাহ্য শব্দ হিসাবে এ দুটিকে নেওয়া হয়েছে এবং অপর শব্দটি থেকে নির্দেশ সূত্র সংলেখ ('দেখুন নির্দেশ') করা হয়েছে।

৩১৫ ও/এবং

কোন কোন ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক শব্দকে ও বা এবং দ্বারা যুক্ত করে একটি যৌগিক শব্দ তৈরী করতে হয়েছে এবং ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা তৎপরবর্তী প্রতিটি শব্দ থেকে একটি করে 'দেখুন' নির্দেশ তৈরী করা হয়েছে। যেমন :

স্থিতি ও গতি

সন্দেহ ও অস্বীকার

এ ক্ষেত্রে স্থিতি ও গতি ও সন্দেহ ও অস্বীকার দিয়ে শিরোনাম তৈরী করা হয়েছে এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে যৌগিক শব্দটি ঘুরিয়ে গতি ও স্থিতি এবং অস্বীকার ও সন্দেহ তৈরী করে বলা হয়েছে।

গতি ও স্থিতি 'দেখুন' স্থিতি ও গতি

অস্বীকার ও সন্দেহ 'দেখুন' সন্দেহ ও অস্বীকার

৩১৬ পদসমষ্টি

কিছু কিছু শব্দকে একত্রিত করে পদসমষ্টি হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

ডালটনের আংশিক চাপ সূত্র

শাখাহীন কাণ্ড

উৎপত্তি বিষয়ক মনোবিজ্ঞান

ম্যালথাসের ইকনমিকস্ ইত্যাদি।

৩১৭ বিষয় বনাম সময়

বিষয়ের ক্ষেত্রে কোন যুগ এলে ঐ যুগটিকে বিশেষণের মতো ব্যবহার করে বিষয়ের আগে দেওয়া হয়েছে, যেমন :

অধ্যাত্মবিদ্যা, প্রাচীন যুগ

এ ক্ষেত্রে শিরোনাম করা হয়েছে

প্রাচীন যুগীয় অধ্যাত্মবিদ্যা

কিন্তু কোন বিশেষ সময় বোঝাতে হলে সেক্ষেত্রে নিয়মনীতি রাখা হয়েছে সময়টিকে বিষয়ের পরে ব্যবহার করার জন্য। যেমন :

যদি ১৯৪৭-৪৮ এর অর্থনীতি হিসাবে অথবা ১৯৬০-৮০র উদ্ভিদবিদ্যা হিসাবে কোন পাঠ্যপুস্তক আসে তবে তার বিষয় শিরোনাম করতে হবে।

অর্থনীতি—১৯৬৭—৪৮

উদ্ভিদবিদ্যা—১৯৬০-৮০

৩১৮ বিষয় বনাম স্থান

এ ক্ষেত্রে ৩১৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্থানটিকে বিশেষণের মতো ব্যবহার করে বিষয়ের আগে নিয়ে আসা হয়েছে। যেমন ভারতের দর্শন অথবা পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিজ্ঞান জাতীয় কোন গ্রন্থ বা তথ্য এলে তার বিষয় শিরোনাম করা হয়েছে।

ভারতীয় দর্শন

পশ্চিমবঙ্গীয় কৃষিবিজ্ঞান এইভাবে।

তবে এ ক্ষেত্রে

দর্শন—ভারত

কৃষিবিজ্ঞান—পশ্চিমবঙ্গ

এইভাবে শিরোনাম করার স্বাধীনতাও শিরোনাম প্রস্তুতকারীর আছে।

৩১৯১ বিষয় বনাম রূপ সংগঠন

এ ক্ষেত্রে বিষয়কে আগে রেখে পরে গঠনের কথা উল্লেখ করতে হবে। যেমন :

উদ্ভিদবিদ্যা—অভিধান

পদার্থবিদ্যা—বর্ষপঞ্জী

দর্শন—প্রবন্ধ

অর্থনীতি—পত্রিকা ইত্যাদি।

৩১৯২ বিষয় বনাম জীবনী

বিষয়ের ক্ষেত্রে জীবনী এলে ৩১৯১ অনুচ্ছেদের নিয়ম নীতি অনুসরণ করে বিষয় শিরোনাম করতে হবে। যেমন :

পদার্থবিদ্যা—জীবনী

দর্শন—জীবনী

অর্থনীতি—জীবনী এইভাবে।

৩১৯৩ বিশেষ্য/বিশেষণ

বিশেষ্য বিশেষণের ক্ষেত্রে বিষয় শিরোনাম বিপরীত ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেমন :

আধুনিক পদার্থবিদ্যা—পদার্থবিদ্যা, আধুনিক

মাধ্যমিক পদার্থবিদ্যা—পদার্থবিদ্যা, মাধ্যমিক

উচ্চমাধ্যমিক দর্শন—দর্শন, উচ্চমাধ্যমিক ইত্যাদি।

৩১৯৪ 'দেখুন' নির্দেশ বনাম 'আরও দেখুন' নির্দেশ

এ ক্ষেত্রে 'Sears' List of Subject Headings' এর নিয়মাবলীকে অনুসরণ করা হয়েছে।

৩১৯৪১ 'দেখুন' নির্দেশ

যে যে ক্ষেত্রে দেখুন নির্দেশ ব্যবহার করতে হবে সেগুলি হল :

১) সমার্থক শব্দের ক্ষেত্রে যেমন :

জাড্য

'দেখুন'

জড়তা

অর্থবিদ্যা

'দেখুন'

অর্থনীতি—

২) যুগ্ম শিরোনামের জন্য, যেমন :

তরঙ্গ ও কম্পন

'দেখুন'

কম্পন ও তরঙ্গ

অনুভূতি ও আবেগ

'দেখুন'

আবেগ ও অনুভূতি

৩) আবর্তিত শীর্ষক (ইনভার্টেড হেডিং) এর দ্বিতীয় অংশ যেমন :

ধনাত্মক ভ্রমক

'দেখুন'

ভ্রমক, ধনাত্মক

অধ্যাত্মবিদ্যা, গুণ

'দেখুন'

গুণ, অধ্যাত্মবিদ্যা

৪) কোন কোন ক্ষেত্রে আবর্তিত শীর্ষক থেকে স্বাভাবিক এ যেমন :

তাপমাত্রা, দৈহিক

'দেখুন'

দৈহিক তাপমাত্রা

৫) বানানের বিভিন্নতার ক্ষেত্রে, যেমন :

নিরস অবিদারী ফল

'দেখুন'

নীরস অবিদারী ফল

এ্যারিস্টটল 'দেখুন'

অ্যারিস্টটল

৬) একই বিষয় শিরোনামে ব্যবহৃত বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা যেমন :

অশুদ্ধ বর্ণালী

'দেখুন'

শুদ্ধ বর্ণালী

আস্তিক দর্শন

'দেখুন'

নাস্তিক ও আস্তিক দর্শন

৭) বহুবচন থেকে একবচনে যেমন :

উদ্ভিদকুল

'দেখুন'

উদ্ভিদ

গ্রহমণ্ডল

'দেখুন'

গ্রহ

৮) একাধিক নামের ক্ষেত্রে যেমন :

বিজ্ঞানভিক্ষু

'দেখুন'

ললিত মুখোপাধ্যায়

ভানুসিংহ

'দেখুন'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩।১৯৪। 'আরও দেখুন' নির্দেশ

'আরও দেখুন' নির্দেশ ব্যবহার করা হয় সূচীতে ব্যবহৃত একটি শিরোনাম থেকে ব্যবহৃত অন্য শিরোনামে। 'আরও দেখুন' নির্দেশ ব্যবহারের ফলে একটি বিষয় থেকে সেই বিষয়ের শাখা বা বিভাগগুলি সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়। সংশ্লিষ্ট ও পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কেও অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়।

আরও দেখুন নির্দেশ প্রধানত তিনটি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্ষেত্র তিনটি নিম্নরূপ

১) ব্যাপক বিষয় থেকে সুনির্দিষ্ট বিষয়, যেমন :

পদার্থবিদ্যা

'আরও দেখুন'

জৈব পদার্থবিদ্যা

ভারতীয় দর্শন

'আরও দেখুন'
বৈদিক দর্শন
অবৈদিক দর্শন
ইত্যাদি।

২) সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে যেমন :

গৌণ ভাস্কর্যকলা
'আরও দেখুন'
প্রাথমিক ভাস্কর্যকলা

স্থপরাগ যোগ
'আরও দেখুন'
ইতর পরাগ যোগ

ঘটনা
'আরও দেখুন'
দ্রব্য, অস্তিত্ব

৩) দুইটি পৃথক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক বোঝাতে যেমন :

উদ্ভিদ কোষ
'আরও দেখুন'
প্রাণী কোষ

মার্ক্সীয় অর্থনীতি
'আরও দেখুন'
মার্ক্সীয় দর্শন

এক্ষেত্রে প্রাণীকোষ উদ্ভিদ কোষের অন্তর্ভুক্ত হলেও বিষয় নয় এবং দর্শন ও অর্থনীতিও দুটি পৃথক বিষয়। কিন্তু তা হলেও দুটি পৃথক বিষয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্ক পাঠককে অবগত করানোর জন্য 'আরও দেখুন' নির্দেশ করার প্রয়োজন আছে।

XX অনুচ্ছেদে যে শিরোনাম ব্যবহৃত হয়েছে সেক্ষেত্রে 'আরও দেখুন' নির্দেশ সংলেখ করতে হবে। যেমন।

অর্থকরী উদ্ভিদবিদ্যা
'আরও দেখুন'
উদ্ভিদ প্রজনন বিদ্যা

৩১৯৫ **অন্যান্য নিয়মাবলী**

১) কোন বিষয়ের বিশিষ্ট দিকগুলোকে দেখানোর জন্য প্রথমে বিষয়টি লিখে তারপর ড্যাস (—) দিয়ে বিশিষ্ট দিককে দেখানো হয়েছে। যেমন :

তরঙ্গ—প্রতিফলন
জ্ঞান—গঠন
জ্ঞান—বিশ্লেষণ ইত্যাদি।

২) X বলতে একটি 'দেখুন' নির্দেশ সংলেখ তৈরী করার কথা বলা হয়েছে।

৩) মিথোনির্দেশ বোঝাতে XX ব্যবহার করা হয়েছে।

৪) উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির মতবাদকে এভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

নিউটনের গতিসূত্র
ডালটনের আংশিক চাপসূত্র
হেগেলের ভাববাদ
কাণ্টের কুজ্ঝতাবাদ

৫) উদ্ভিদবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা বিষয় দুটি নিয়ে বিষয় শিরোনাম তালিকা তৈরী করার সময় কোন ক্ষেত্রেই XX অনুচ্ছেদে উদ্ভিদবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যা উল্লেখ করা হয়নি। তবে সামগ্রিক বিষয় নিয়ে যখন তালিকা তৈরী হবে সেক্ষেত্রে একাধিক বিষয় থেকে একই শব্দ আসতে পারে তখনই বিষয়টি উল্লেখ করা দরকার।

৬) দর্শনের কতকগুলি ইংরেজী শব্দের পরিভাষার জন্য প্রচলিত পুস্তকের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। যেমন :

Physiognomy—মুখ সাম্ভিক
Phrenology—মস্তিষ্ক সামুদ্রিক

এ দুটি শব্দ গ্রহণ করা হয়েছে সুবোধ মুখোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার দর্পণ' বই থেকে। (৮)

৭) নিম্ন রেখাঙ্কিত শব্দ/শব্দগুলোকে বিষয় শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। 'দেখুন' 'আরও দেখুন' কে রাখা হয়েছে একক উদ্ধৃতি (' ') চিহ্নের মধ্যে।

৮) দুটি পৃথক বিষয় অথচ সম্পর্কযুক্ত এরূপ ক্ষেত্রে

বিষয় শিরোনাম তৈরী করতে হবে নিম্নলিখিত ভাবে। যেমন :

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন

ধর্ম ও দর্শন

৩১৯৬ স্থানীয় রূপভেদ

পরিশেষে বলা যেতে পারে এই 'বিষয় শিরোনাম তালিকা' নির্দেশিকা মাত্র। স্থানিক ও বৃহত্তর ক্ষেত্রে 'বিষয় শিরোনামের সমস্ত রকম সমস্যা সমাধানে উল্লিখিত নিয়মাবলী সব ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। তবে সে ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সমগ্র গ্রন্থাগারে একই নীতি অনুসৃত হয়। পরিবর্তিত হয়। পরিবর্তিত নীতি গুলি প্রাধিকৃত ফাইল (Authority file) এ নথিভুক্ত করে রাখতে হবে।

স্বাধীনতা ক্ষেত্রগুলির মধ্যে কয়েকটি যেমন :

একবীজপত্রী উদ্ভিদ

গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া

নিউটনের গতিসূত্র

পারমানবিক পদার্থবিদ্যা

উৎপত্তি বিষয়ক মনোবিজ্ঞান

কান্টের পরিদৃশ্যমান ভাববাদ

চার্বাকের জড়বাদ

ভারতীয় দর্শন

এই জাতীয় বিষয় শিরোনামগুলি

উদ্ভিদ—একবীজপত্রী

ব্যাকটিরিয়া—গ্রাম নেগেটিভ

গতিসূত্র—নিউটন

পদার্থবিদ্যা—পারমানবিক

মনোবিজ্ঞান—উৎপত্তি বিষয়ক

পরিদৃশ্যমান ভাববাদ—কান্ট

জড়বাদ—চার্বাক

দর্শন—ভারত

এ ভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

৩১৯৭ উপসংহার

বাংলা ভাষায় 'বিষয় শিরোনাম' তালিকার প্রাথমিক ধারণা ও 'বিষয়-শিরোনাম' তালিকা তৈরীর পদ্ধতি ও নিয়মনীতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এই পদ্ধতি ও নিয়ম-নীতিকে কেন্দ্র করে কিভাবে 'বিষয় শিরোনাম তালিকা' তৈরী করা যেতে পারে তার নমুনা হিসাবে উদ্ভিদবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, অর্থনীতি বিষয় চারটিকে ধরে বাংলায় তার 'বিষয়-শিরোনাম তালিকা' তৈরী করা হয়েছে।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলিতে বর্ণিত পদ্ধতি, নিয়মনীতি, 'দেখুন' আর ও 'দেখুন' নির্দেশ, X, XX, এই দিয়ে গড়ে উঠেছে, 'বিষয় শিরোনাম তালিকা'। পরবর্তী পর্যায়ে এই তালিকা।

১। অলোক চক্রবর্তী। পদার্থবিদ্যা। ১৯৭৯। দি নিউ বুক হল; কলিকাতা।

২। অশোক মুখোপাধ্যায়। সংসদ সমার্থক শব্দ কোষ। ১৯৮৮। সাহিত্য সংসদ; কলিকাতা।

৩। চিত্তরঞ্জন ঘাশগুপ্ত। উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিদ্যা। ১৯৮৫। বুক সিন্ডিকেট; কলিকাতা।

৪। জগদীশ্বর সান্যাল। দর্শন প্রসঙ্গ। ১৯৭৯। ভূমি পাবলিশিং; কলিকাতা।

৫। দেবব্রত মিত্র এবং অন্যান্য। উদ্ভিদ বিজ্ঞান। ১৯৮৫। মৌলিক লাইব্রেরী; কলিকাতা।

৬। বলেন নন্দী এবং অন্যান্য। উদ্ভিদবিদ্যা। নেক্টাল বুক এজেন্সী; কলিকাতা।

৭। সনৎ মুখার্জী। সমকালীন অর্থবিদ্যা। ১৯৮৮। নিউ সেন্টাল বুক এজেন্সী; কলিকাতা।

৮। সুবোধ মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার দর্পণ। ১৯৮১। ওয়ার্ল্ড প্রেস; কলিকাতা।

৯। হরপদ ভট্টাচার্য। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ভূমিকা। ১৯৮৫। ক্যালকাটা বুক হাউস; কলিকাতা।

1. PARKER (Sybil P). Ed. Mc Graw Hill Concise Encyclopedia of Science and Tech-

nology. McGraw Hill Book Company ; New York. p. 2^3, 1312

2. SEARS (Minnie Earl). Sears List of Subject Headings. Ed 13. 1986 Wilson ; New York.

3. SILLS (David L), Ed. International encyclopedia of the social science. 1977 Macmillan & Free Press ; New York. V4 p. 472.

4 SMITH (Alan H), Ed The Encyclopedia Americana. 1984, Grolier ; Danbury. 21 V p. 925.

• • বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবতম প্রকাশনা • •

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী

১৯০০ -১৯১৪

সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায়

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রের পঞ্জী। ৪৬৪টি সাময়িক পত্রের বিবরণ কালানুক্রমে সজ্জিত। পত্রিকার বিবরণ ছাড়াও পত্রিকা সম্পর্কিত টীকাও উল্লেখযোগ্য। ৩১টি আর্ট প্লেট। বোর্ড বাঁধাই। প্রতিটি গ্রন্থাগারে রাখার উপযোগী পত্রিকাপঞ্জী। মূল্য ৩৫·০০ টাকা মাত্র।

বিজ্ঞপ্তি

অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাটলগিং রুলস II সংক্রান্ত কর্মশালা

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান ও কারিগরি বিভাগের (DST) NISSAT পরিকল্পনা অনুসারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ AACR-II-এর যে কর্মশালা ৮ই অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠান করার কথা ছিল অনিবার্য কারণবশতঃ ঐ কর্মশালার সময় পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঐ কর্মশালা আগামী ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

ঐ কর্মশালায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত এবং সূচীকরণ কাজের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। মাত্র ২০ জন শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা হবে। কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো AACR—II সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষা দান। কর্মশালায় যোগদানের সর্বনিম্ন যোগ্যতা হল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক। কোর্স ফি ৩০০.০০ টাকা। স্থান ও সময় পরে জানানো হবে।

ঐ কর্মশালায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের সাদা কাগজে নাম, ঠিকানা, শিক্ষা ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য, কাজের প্রকৃতি, অভিজ্ঞতা প্রভৃতি উল্লেখ করে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তের ভিত্তিতে শিক্ষার্থী নির্বাচন হবে। যাঁরা ইতিপূর্বে দরখাস্ত করেছেন তাদের পৃথক কোন দরখাস্ত করতে হবে না। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে ডাকযোগে জানানো হবে। দরখাস্তের সঙ্গে টাকা পাঠানোর প্রয়োজন নাই।

আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ : ৩০শে নভেম্বর ১৯৯০। বিস্তারিত তথ্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ সাহা : কোর্স ডিরেক্টর

AACR—II কর্মশালা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সন্ধ্যা ছটার পর।

অরুণ রায় : কর্মসচিব।

গ্রন্থাগার পরিচিতি

রেজা গ্রন্থাগার : রামপুর

অমিলচন্দ্র পাল

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রামপুরের তৎকালীন শাসকবর্গের এই অনন্য অবদান ভারতীয় সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ। সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী শ্রদ্ধেয় রেজা আলি খাঁনের নামানুসারে এই গ্রন্থাগারের নামকরণ হয়েছে।

রেজা আলি খাঁন ছিলেন রামপুরের এক নবাব। এই গ্রন্থাগার এখন এক গবেষণা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারের পরিচিতির পরিধি নানা ক্ষেত্রে ব্যাপ্ত।

হস্তলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে রয়েছে যেমন চিত্রাঙ্কিত গ্রন্থরাজি; তেমনি রয়েছে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থবস্তুও। গুণগত উৎকর্ষতা এবং সংখ্যাগত পরিমানের তুলনামূলক বিচারে একে এশিয়ার দ্বিতীয় হস্তলিখিত গ্রন্থাগার বলে আখ্যায়িত করা যায়।

পৃথক সত্তায়মণ্ডিত এই গ্রন্থাগারে পরিগৃহীত গ্রন্থ সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার অতিক্রম করেছে। মুদ্রিত গ্রন্থ ছাড়াও পনের হাজার হস্তলিখিত পুঁথি বিদ্যমান। তার মধ্যে বারো হাজার পুঁথিই দুষ্প্রাপ্য পুঁথিরূপে গণ্য।

হস্তলিখিত পুঁথিগুলির মধ্যে অতিমূল্যবান খর্বাকৃতি অঙ্কণের (miniatare paintings) আধিক্য বর্তমান।

একশ' পঞ্চাশটি ভূর্জপত্রে লিখিত সংস্কৃত পুঁথিও এই গ্রন্থাগারের মূল্যমান বৃদ্ধি করেছে।

মুদ্রিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অধুনা দুষ্প্রাপ্য আরবি, ফারসি, উর্দু, সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রাচ্য ভাষার পুস্তকও আছে। গবেষণার ক্ষেত্রে এই পুস্তকরাজির মূল্য রয়েছে অপরিসীম। অঙ্কণের কাজে অতি মসৃণ হস্তিদন্তের ব্যবহার এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। হস্তিদন্তের একটি কারুকর্মে সম্রাট আকবরের নবরত্ন সভার সবাইকে সম্রাটের সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে।

হস্তলিখিত পবিত্র কোরাণে হস্তলিখনের বিভিন্ন রীতি (Style) অবলম্বিত হয়েছে দেখা যায়। অলঙ্করণ রীতিটিও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উষ্ট্রের চর্মে লিখিত পবিত্র কোরাণ হস্তলিপির এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

এই পুঁথিটির মালিক ছিলেন চতুর্থ ধর্মগুরু (খলিফা) [৬৬৬ খৃষ্টাব্দ]; বাগদাদের প্রধানমন্ত্রী আবু আলি মুহম্মদ ইবনে আলি হুসেন এবনে মুকলা। যিনি স্বহস্তে পবিত্র কোরাণ প্রতিলিখিত করেছিলেন।

ইমাম হুসেরত জাফর লিখিত এবং হজরত মোসা রেজার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে কোরাণে হস্তলিখনের পদ্ধতি একটি পৃথক লিপির রীতি অনুসৃত হয়েছে।

দেওয়ান-ই হাফিজের সম্পর্কে এ-কথা বলা যায় যে হস্তলিপির রীতির পৃথক সত্তা বিদ্যমান। দীর্ঘজীবিতার জন্য প্রচলিত আঙ্গিকের রীতিকে অতিক্রমণের আভাষ পাওয়া যায়। আর এইটি একমাত্র দেওয়ান-ই আমের সর্বশেষ প্রতিলিপি। মোগল সম্রাট আকবর এ-ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন।

তিল-শিমেড-ই-হিন্দ-এ যে অলঙ্করণ রীতির পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে তা সর্বযুগের সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়া। তাই একে রেজা গ্রন্থাগারের কোহিনূর নামে অভিহিত করা হয়।

আরবি ভাষায় মুদ্রিত বহু বিরল গ্রন্থের সমাবেশ ঘটেছে এখানে। হস্তলিখিত আরবি পুঁথিগুলির বেশির

তাগই হিন্দু লিপিকারের দ্বারা প্রতিলিখিত এবং এ-গুলির মধ্যে আবার অনেক গ্রন্থই হিন্দু বিদ্বান ব্যক্তির দ্বারা সংস্কৃত থেকে আরবিতে অনূদিত।

তুরস্ক ভাষায় লিখিত পুঁথি সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। চল্লিশ পৃষ্ঠার একখানি পুঁথিতে মুঘল সম্রাট বাবরের সহস্ত লিখিত রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। পুস্তিকাটির নাম মেওয়ান-ই বাবর। পৃথিবীর অন্যত্র বাবরের হস্তলিপি এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রোহিলাদের মাতৃভাষা ছিল পোস্ত। এই ভাষায় লিখিত অমূল্য পুঁথির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। আফগানিস্তান থেকে আগত রাশিয়া-আফগানিস্তানের পোস্ত একাডেমী প্রতিনিধি দলের অভিমত অনুসারে সারা ভারতে প্রাপ্ত মধ্যযুগের প্রাপ্ত পোস্ত ভাষায় লিখিত পুঁথির সংখ্যা সর্বসাকুল্যে একশ চুয়াত্তরটি মতো হবে। তার মধ্যে রেজা গ্রন্থাগারেই পঞ্চাশটির মতো পোস্ত ভাষায় পুঁথি সংরক্ষিত আছে।

ভারতীয় ইতিহাসে অন্যতম রত্নভাণ্ডার হল পারসি পুঁথি। পারস্য ভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলি ভারতীয় ইতিহাসের তথ্য বহন করে চলেছে। শুধু ইতিহাসই নয়; শিল্পকলার চারণ পঁচাত্তরটি পুঁথি মধ্যযুগের শিল্পসৌন্দর্যের ধারা ইতিহাস ও নান্দনিক ক্রিয়ার তথ্য বহন করছে। লিপিগুলি সোনালী কালিতে বিধৃত। কোথাও বা অন্য ধাতুসেবিত কালিতে লিপিবদ্ধ।

সংস্কৃত পুঁথিগুলি অধিকাংশ ভূর্জপত্রের। আবার দেবনাগরী অক্ষরে লিপিবদ্ধ তাম্রপাত্রও পরিদৃষ্ট হয়।

মালিক মুহম্মদ জয়সী (১৫৪১) লিখিত প্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ পদ্মবৎ [পদ্মাবতী] কাব্যের সর্বপ্রাচীন পুঁথিটি এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত।

এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত আহমদ খাঁন গলকাৎ কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত সংস্কৃত ভাষার রামায়ণটি এই গ্রন্থাগারেই সংরক্ষিত রয়েছে।

ইংরেজি ভাষার সাত হাজার পঁচানব্বইটি গ্রন্থ অবশ্যই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ তালিকার মধ্যে পড়ে।

পারিবারিক দানের উপর নির্ভর করে এই রেজা গ্রন্থাগার একটি আধুনিক পরিবেষণমূলক গ্রন্থাগারে রূপায়িত হয়েছে। নবাব ফৈজুল্লা খাঁন সাহেব সংগৃহীত কয়েক গ্রন্থ নিয়েই এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থস্তিপর্ব শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে নবাব বাহাদুরের উত্তর পুরুষেরা পারিবারিক গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সঞ্চয়নের পরিমান বৃদ্ধি করেছেন। মজিল, বিদ্যা-মন্দিরে পরিণত হতে সময় লেগেছে ঠিকই। কিন্তু মহা যজ্ঞের উদ্যোক্তরা 'মহাজন হিতায়' যজ্ঞের অংশভার করেছেন জনগণকে।

রামপুরের নবাবদের হামিদ মঞ্জিল-রাজপ্রাসাদ ১৯৫২ সালের ২রা জুন থেকে জনগণের রেজা গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত হয়েছে। রত্নঘরলে গবেষকরা রাত্রিবাস করতে পারেন। গ্রন্থাগারের সর্বশেষ প্রতিবেদনে জানা যায় গ্রন্থাগারের পরিসর হল ২,০৯৪১ স্কোয়ার ফুট। নবাবপ্রাসাদ বাকিং হাম প্রাসাদের অনুকরণে নির্মিত। তবুও গ্রন্থাগারের পরি-কাঠামোয় আধুনিকীকরণের অনেক কিছু বাকি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ডঃ কামরুদ্দীন, ঐশ্লামিক ইতিহাস বিভাগের রীডার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও পরিচালনা বিষয়ে নাগরিক কনভেনশন।

বিগত ১লা জুলাই উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাঠাগারে গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পরিচালনা বিষয়ে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন স্থানীয় সংসদ, বিধায়ক সহ বিভিন্ন গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কনভেনশনে উপস্থিত ১১২ জন নাগরিক সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:—

উত্তরপাড়া মহকুমাস্তরীয় কোতরং গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সঙ্ঘ, উত্তরপাড়া কোতরং আঞ্চলিক কমিটি, ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, উত্তরপাড়া কোতরং আঞ্চলিক কমিটিগুলির যৌথ উদ্যোগে আহূত সভা আজ ১লা জুলাই ১৯৯০ সালে জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগারে শ্রীশান্তিপ্রিয় ঘোষগুপ্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই নাগরিক সভা গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সমস্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে।

"এই গ্রন্থাগার আমাদের জাতীয় এক গর্বের প্রতিষ্ঠান এই গ্রন্থাগারের অমূল্য সম্পদরাজিকে রক্ষা এবং সার্বিক উন্নয়ন সকল শিক্ষানুরাগী, গ্রন্থাগার প্রেমী গণতান্ত্রিক মানুষের দায়িত্ব। এই গ্রন্থাগারের সামগ্রিক সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের আসল কাজ শুরু হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীবিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, প্রাক্তন গ্রন্থাগার মন্ত্রীদ্বয় শ্রীপার্থ দে এবং শ্রীমতী ছায়া বেরা এতদঞ্চলের নাগরিকবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সহায়তায় গ্রন্থাগার সংলগ্ন বাড়ী ও জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করা সম্ভব করেছেন, যখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে প্রথম শ্রীজ্যোতি বসুই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই গ্রন্থাগারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতির দাবী জানিয়েছেন। যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই গ্রন্থাগারের জন্য আর্থিক অনুদান কংগ্রেস আমল অপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি করেছেন, তখন এই অঞ্চলের নাগরিকরা এই বিষয়ে বিশেষ আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করেন।

এখানকার সরকার মনোনীত পরিচালন সমিতি শুধু এক মতের বা চিন্তার প্রতিনিধিত্ব করেন না, যারা গ্রন্থাগার সেবী এবং বামফ্রন্ট সরকারের গ্রন্থাগারনীতিকে রূপায়ণে আগ্রহী তাদের সকলকে যুক্ত করেই এই গ্রন্থাগারের উন্নয়নের কার্যাধারা পরিচালিত হচ্ছে, দুর্ভাগ্যের বিষয় ১৯৮৭ তে গ্রন্থাগার দপ্তরের দায়িত্ব যে মন্ত্রীর উপর অর্পিত হোল তারপর থেকেই এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এক সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের গণমুখী গ্রন্থাগারনীতির সার্থক রূপায়ন সম্ভব গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক এবং সরকারী প্রশাসনের সাথে পারস্পরিক যোগাযোগের মধ্যে এবং গ্রন্থাগার আইন অনুযায়ী গঠিত সংস্থাগুলির গণতান্ত্রিক পরিচালনার মধ্যে। অতীব উদ্বেগ ও বেদনার বিষয় যে বামফ্রন্ট সরকারের একজন মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান গ্রন্থাগার মন্ত্রী বামফ্রন্টের নীতি বিরোধী কাজ করে চলেছেন এবং বইমেলা সহ সরকার অনুমোদিত সমস্ত কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার কর্মীদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন!

জয়কৃষ্ণ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বর্তমান মন্ত্রী মহোদয় একই ধরনের অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে চলেছেন। বহু প্রচেষ্টার পর যখন পার্শ্ববর্তী বাড়ী ও জমি সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত হোল, তখন সেই অধিগৃহীত বাড়ী ও জমি নিজ দপ্তরে স্থানান্তরিত করতে মন্ত্রী মহোদয় ইচ্ছাকৃতভাবে কালহরণ করলেন।

শেষ পর্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপে এই বাড়ী ও জমি শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক হাতে নেওয়ার পরও গ্রন্থাগারের কাছে তা স্থানান্তর করা হয়নি এবং এই সম্পত্তির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা হয় নি।

এই গ্রন্থাগারকে একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে স্বীকৃতির দাবী দীর্ঘদিনের এবং গ্রন্থাগারের ১২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই দাবীকে আরও জোরের সাথে উত্থাপন করা হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেন। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থাগারমন্ত্রী এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে এই ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠানটিকে অপমান করেছেন। বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি দ্বারা গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাদের সাথে কোনরূপ আলোচনা ও পরামর্শ না করে তিনি বর্তমানে যে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চলেছেন তা গ্রন্থাগার পরিচালনায় সংকট সৃষ্টি করবে বলে এই সভা মনে করে।

বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির প্রায় সকল বেসরকারী সদস্যকে বাতিল করে তিনি এই গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার যেভাবে বামফ্রন্টের গ্রন্থাগারনীতি বিরোধী গোষ্ঠীর হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছেন এই সভা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

এই সভা দাবী করছে :—

১) কেন্দ্রীয় সরকার যাতে এই গ্রন্থাগারকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান' হিসাবে স্বীকৃতি দেন তার জন্য রাজ্য সরকারকে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

২) কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি সাপেক্ষে রাজ্য সরকারকে এই গ্রন্থাগারকে "রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থাগার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩) এই গ্রন্থাগারের পার্শ্ববর্তী বাড়ী ও জমি অধিগ্রহণের পর গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের স্বার্থে যথাযথ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) গ্রন্থাগারের Contingency, পুস্তক ক্রয় এবং অন্যান্য কাজে সরকারী অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৫) বর্তমান গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতি পরিবর্তন না করে গ্রন্থাগারিকের সুপারিশসহ এই কমিটিকেই পুনরায় দায়িত্ব ভার দিতে হবে।

সভার এই প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, গ্রন্থাগার মন্ত্রী জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ, পঃ বঙ্গের বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমুখ সকলের নিকট প্রেরণ করা হোক এবং এটি প্রতিনিধিত্ব মূলক ডেপুটেশন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও গ্রন্থাগার মন্ত্রীর নিকট প্রেরণ করা হোক।"

ENGLISH ABSTRACTS

of the articles of 'Granthagar'

Vol. 39 No. 9 By Ratna Das (Banerjee) Dec '89 – Jan '90

Editorial : Evaluation of West Bengal Public Library system PP. 214-5

After ten years of the introduction of the Public Library Act in the state, to-day it has become necessary to evaluate the library services. The State Government has started to sponsor public libraries only after independence by providing a small amount of grant and sanctioning adhoc payment to two workers. The Left Front government has contributed considerably by establishing a large number of libraries, increasing the financial grants, enacting a Public Library Act, appointing technical personnel, improving service conditions of the workers etc.

According to the definition of Unesco, public libraries should get financial grant from the government, should be guided by library act and should provide free service to the people. The first two conditions have been fulfilled. Only the third one is still left for consideration.

But everybody should be cautious about unwarranted interference by the government or the library department. They have made SLC & LLA inactive without thinking of the public welfare. It is now important to consider how to help the public libraries to achieve democratic ideals. The next important point for consideration is to develop inter-libray cooperation. It is necessary to formulate the steps to achieve this. Finally, one should evaluate the system and activities of public libraries. BLA RRRLF, West Bengal Public Libray Workers Organisation should assess the situation and solve the problems in unison.

Some thoughts on West Bengal Public Library systems : Manoranjan Chatterjee pp. 216—9

With the introduction of the Public Libraries Act, 1979 in West Bengal, the total number of Government Sponsored libraries rose to 2423 in 1986 from 762. The amount of yearly financial grant which was about Rs 8 lakhs before 1979, has now become about Rs 1 crore 44 lakhs. Moreover, the library workers are getting pay scales & other facilities equal to other employees of the state government.

Now it has become necessary to organise

the individual library system with the help of the trained librarians to make it help ful for the common people. Thus to develop a public library network in the state. The sincerity of the librarians & the organising body has helped in the selection of good books. Yet care is to be taken to adopt a standard scientific system of accessioning, classification & cataloguing. Now the members in the public libraries have increased & common people are getting more facilities.

But now appointment of more trained personnel & even more financial grant is required for the continuing healthy growth of these libraries so that they can provide more services and reach more people.

Library movement in Kerala and the Public Library Act 1989: *Satyabrata sen. pp. 220—225*

This paper gives a brief outline of the Kerala Public Library Act enacted in 1989 the role of Kerala Granthasala Sangham, the state library association, in the library movement. From 1936 all libraries in Kerala were associated with Kerala Granthasala Sangham and took part in the library movement. Previously this Sangham was providing grants to different libraries. In 1977 it was taken over by an act, and a control board was constituted. With the enactment of the Public Library Act (1989) the board was dissolved.

The purpose of the Act is mainly to control & extend the activities of the public libraries in the state. According to its definition public libraries are not necessarily organisations which are open to public. The representatives are being elected at three levels—State Library Council, District Library Council & Rural Library Council. The State Library Council of Kerala has been given more administrative powers than that of West Bengal. But this act has not given any importance to the library workers. The Act also proposes a monetary fund for the State library Council of Kerala. This fund will be developed by collecting 5% cess on property tax through Panchayat and municipality and by taking not more than 1% government grant from state education budget.

So, with the enactment of the Kerala Public Library Act 1989 all the activities and functions of Kerala Granthashala Sangham have been taken over. Now the government management of libraries & the public library movement in Kerala have come under the same banner.

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. No. R. N. 2674/47

17 MAR 1981
CENTRAL LIBRARY

Volume 40 : No. 4 July—August, 1990

Contents

	PAGE
Essentiality of Library (Editorial)	95
Sukumar Bhattacharyya Literacy programme and Library	97
Dilip Kumar Mohanty and Bijoy Dey Subject Headings list in Bengali : Methods and Rules	100
Anil Chandra Paul Reja Library : Rampur	113
Library Newes	115
English Abstracts	117

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

ISSN 0017.324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৫ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা ১৩৯৭, ভাদ্র

সূচী

	পৃষ্ঠা
সাম্প্রদায়িকতা ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য (সম্পাদকীয়) রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	119
গ্রন্থাগার প্রচার	121
এ এন রায়, অন্ধ্র প্রদেশের গ্রন্থাগার চিত্র	131
চিঠিপত্র	136
বিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশনামা	138
বিদ্যালয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশনামা	139
English Abstracts	140

CENTRAL LIBRARY

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৫ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, ভাদ্র

সম্পাদকীয়

সাম্প্রদায়িকতা ও গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য

সম্প্রতিকালে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ এক সংকটের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। একটি রাজনৈতিক দল তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। অন্য রাজনৈতিক দলের একাংশ এর থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভারতের জনসাধারণকে এই বোঝানোর প্রয়াস চলছে যে অযোধ্যার 'রামজন্মভূমি (?)'তে অবস্থিত যে মন্দির বিদেশী আক্রমণকারীরা ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করেছিল সেই বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে তাঁরা রামমন্দির নির্মাণ করবেন, অন্য কোন স্থানে রামমন্দির হবে না। বিগত ৩/৪ বছর ধরে এই প্রস্তুতি চলছে। এক বছর আগে বিতর্কিত বিচারাধীন স্থানের পাশে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায়। আগামী ৩০শে অক্টোবর মন্দির নির্মাণ শুরু করার দিন ধার্য করা হয়েছে; অর্থ সংগ্রহ চলছে; লক্ষ লক্ষ লোককে উদ্দীপ্ত করা হয়েছে জোর করে মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির তৈরী করার কাজে। 'রাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা' এটা তাদের কাছে বিচার্য বিষয় নয়; মন্দির নির্মাণও বড় প্রশ্ন নয়, মসজিদ ভাঙ্গাটাই প্রধান কর্তব্য হিসাবে তাঁরা বেছে নিয়েছেন। ঐতিহাসিকরা একমত যে বর্তমান অযোধ্যায় প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক কোন নিদর্শন দ্বারা রামের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যাচ্ছে না। প্রশ্ন যদি শুধু বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার বিষয় হতো তাহলে হয়ত মুসলমান সম্প্রদায় দাবীটি বিবেচনা করার সুযোগ পেতেন কিন্তু এদের পরিকল্পনার মথুরায়, বেনারসের মসজিদগুলি ভাঙ্গার কর্মসূচীও রয়েছে। যেহেতু ভারতবর্ষে হিন্দুসম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য রয়েছে এই শ্লোগান তাদের সামনে স্বপ্নদীপ্ত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের হাতছানি দিচ্ছে। তাঁরা ভাবছেন, সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দিয়ে ইতিপূর্বে স্বাধীনতা অর্জন করা গেছে সুতরাং সিংহাসনের মসনদে বসার সুযোগ আসবে না এমন কোন কথা নেই।

'গ্রন্থাগারের' পাঠকরা ইতিমধ্যে খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক খবর পাবেন এবং এ সম্পাদকীয় তখন তাঁদের কাছে বাসি হয়ে যাবে। সুতরাং কেউ কেউ এ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে এর সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কি? কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ রকম অবস্থায় চুপ করে থাকতে পারে না। পরিষদের প্রথম সভাপতি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লাইব্রেরী' প্রবন্ধে গ্রন্থাগারের সার্বিক রূপ তুলে ধরেছেন কয়েকটি কথার মাধ্যমঃ 'বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মত এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে। এখানে দীর্ঘ প্রাণ ও ক্ষুদ্র প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শান্তির সহিত জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে; কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না'। গ্রন্থাগারিকের মূলমন্ত্র যদি হয় 'বই ব্যবহারের জন্য' তবে সমাজের সঙ্কটকালে গ্রন্থাগারিকের কোন কর্তব্য নেই একথা বলা যায় না।

বিশেষ করে যখন লক্ষ্য করা গেছে যে উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতির ফলে সমাজের ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারও নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে দার্জিলিং জেলাতেই ২৫টির উপর গ্রন্থাগার ধ্বংস করা হয়েছে আন্দোলনের নামে, সেগুলি আজও পুনর্গঠিত করা সম্ভব হয় নি।

আমাদের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ খণ্ডিত হয়েছিল। বর্তমানে পাকিস্তানও খণ্ডিত। দেশবিভাগের দায়িত্ব ব্রিটিশদের উপর অর্পণ করলেও কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার মস্তিষ্কের ভোজই গান্ধীজীর ঐক্যের সমস্ত প্রচেষ্টা উপেক্ষা করে দেশ বিভাগের দিকে ঠেলে দেয়। আজও তার জের মেটে নি। উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান কাজে কলমে হলেও যুদ্ধখাতে উভয় দেশের বার্ষিক ব্যয় বরাদ্দ তিনটি দেশের অর্থনীতিকে অনেকাংশেই রুগ্ন করেছে। দেশ বিভাজিত হলেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট ঘৃণা ও অবিশ্বাস ভেতরে ভেতরে রয়ে গেছে, দেশের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামো এমন কি সুস্থ সংস্কৃতিসম্পন্ন কিছু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও।

ঝাড়খণ্ড, বোরোখণ্ড, উত্তরখণ্ড, বিদর্ভখণ্ড প্রভৃতি আন্দোলনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত প্রবাহিত বিভেদের বীজ ক্রমশঃ বিষবৃক্ষে রূপান্তরিত। অনেকে যাঁরা ধর্মান্ধতা, বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক এবং এগুলিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর তাদের গুরুঠাকুর হচ্ছেন এ্যাডলফ হিটলার। সেদিন জার্মানীতে উগ্রজাতীয়তাবাদকে আশ্রয় করে অজস্র ইহুদী নিধন করে 'ফুরেরার' হলেও জার্মানী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়েছিল। এ ধরনের আচরণের পরিণাম অজস্র জীবনহানি, বহু ব্যক্তির কর্মচ্যুতি, বাস্তুচ্যুতি। যাঁরা এ আন্দোলন করছেন তাঁরা এগুলো জেনেশুনে, বুঝেই করছেন। অথচ ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ দেশ, এখানে নানা ধর্মের, নানা বর্ণের মানুষ সম্প্রীতির সঙ্গে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করছেন; তাঁরা বিবাদ চান না, শান্তিতে বাস করতে চান; নিজ নিজ সংস্কৃতির বিকাশ করতে আগ্রহী।

সামাজিক সম্প্রীতিকে চিরতরে নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে ধর্মীয় জীগির তুলে। গুজব ছড়ানো হচ্ছে নানাভাবে নানা-কায়দায়। গুজবের ফলে বিভ্রান্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। গুজবের দ্বারা শিকার তাদের হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাচ্ছে। সুস্থের কথা দেশের অধিকাংশ মানুষ সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু আতসবাজীর সময় এটা নয় কারণ গুজবের শেষ নেই এবং তার গতিও বিচিত্র। এজন্য ধর্মান্ধতা, জাতিভেদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, যুদ্ধ প্রভৃতির বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া সুস্থ সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

দেশের গ্রন্থাগার কর্মীদের বিশেষ দায়িত্ব হলো মানুষের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে সুস্থ সংস্কৃতি বোধ, ক্ষোর-বোধ জাগিয়ে রাখা। নিরপেক্ষভাবে শুধু বই দেওয়া নেওয়ার কাজেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখলে এ দায়বোধ নেওয়া যাবে না। আজকের দিনে প্রধান কাজ হলো সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। গ্রন্থাগারে যে সমস্ত বই উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতাকে বাড়িয়ে তোলে সেগুলিকে পরিহার করা বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রয়োজনে ধর্মনিরপেক্ষ সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় বিশেষ করে বক্তৃতা, আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। শুধু রবীন্দ্র-নজরুল-সংক্রান্ত সভা নামক অনুষ্ঠান প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে এলাকার পরিস্থিতি বিচার করেই ক্ষতিকর স্লোগানের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে হবে। এ কাজে হয়ত বাধা আসবে; কিন্তু বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হবে।

গ্রন্থাগার প্রচার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

১। গ্রন্থাগারের বাহিরে প্রচার

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রচারের যে প্রয়োজন আছে একথা শুনলে অনেকেই একটু আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। জনসাধারণের সেবার জন্য, জনসাধারণের জ্ঞানের মান উন্নয়নের জন্য, জৈবিক, মানবিক এবং মানসিক উন্নতির জন্য, জীবনের নানা ধরনের পার্থিব সমস্যা দূরীকরণের জন্য যে গ্রন্থাগার, এসব কথা কিন্তু সকলে জানে না। কেবল তাই নয় গ্রন্থাগারের আর্থিক উন্নতি এবং লাভের জন্যও যে গ্রন্থাগারের প্রচারের প্রয়োজন আছে সে কথাও বিশেষ কেউ জানে না। সুতরাং গ্রন্থাগার সমাজ সেবার জন্য একটা প্রতিষ্ঠান, অতএব এই বিষয়টা জনসাধারণের কাছে প্রচার করা প্রয়োজন। এই প্রচারের ফলে, গ্রন্থাগারের সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, বই দেওয়া নেওয়া বৃদ্ধি পাবে সুতরাং বই কেনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে সেই অর্থের বিনিময় হবে পুস্তকের মাধ্যমে। শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগারের আর্থিক লাভ হবে এই কারণে যে একখানি বই যত বেশী হাত বদলে হবে পুস্তকের মূল্য তত বেশী বাড়বে। যেমন Velocity of money'র ফলে অর্থের মূল্য বাড়ে তেমনি Velocity of Books-এর ফলে বই কেনার জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে তারও মূল্য বাড়বে। Brown-এর মতে একেই বলে Library economy.

আমি পূর্বেকার প্রবন্ধে বলেছি পুস্তক প্রকাশের পর তার প্রচারের প্রয়োজন আছে। তার কারণ দুটি। ব্যবসার দিক থেকে পুস্তকের প্রচারের প্রয়োজন প্রকাশকের ব্যয়িত অর্থ তুলে নেওয়া এবং সেই সঙ্গে ব্যয়িত অর্থের লভ্যাংশ সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়ত লেখকের অস্তিত্বকে জীবন্ত করে তোলা পাঠকের মাধ্যমে। কারণ লিখলেই লেখক হওয়া যায় না। লেখকের লেখা যতক্ষণ না পাঠকের চেতনার মধ্যে আসছে ততক্ষণ লেখক, লেখক হচ্ছেন না।

তাহলে আমরা দেখছি প্রথম কথা হচ্ছে গ্রন্থাগারের যে সমাজ-সেবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে একটা অস্তিত্ব আছে তা জনসাধারণকে জানাতে হবে এবং সেই সঙ্গে জানাতে হবে গ্রন্থাগারের কাজ কি। এই কাজের সুযোগ কেমন করে নিতে হবে। কিভাবে এবং ব্যক্তিগত জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করতে পারে তা জনসাধারণকে জানাতে হবে। গ্রন্থাগার প্রচারের দ্বারা ব্যক্তিগত অবচেতনার অন্তর্গত প্রয়োজনকে উজ্জীবিত করে তোলা সম্ভব। এমন বহু ব্যক্তি আছে যারা পড়তে জানলেও পড়ে না। পড়ার প্রয়োজনটা তার অবচেতনার মধ্যে থেকে যায়।

গ্রন্থাগার প্রচারের দুটি দিক। একটি দিক হ'লো গ্রন্থাগারের ভিতরে প্রচার। আর একটি দিক হ'লো গ্রন্থাগারের বাহিরে প্রচার। প্রথমটি হ'লো যারা গ্রন্থাগারে আসে তাদের জন্য এবং দ্বিতীয়টি হ'লো যারা গ্রন্থাগারে আসে না অথচ তাদের গ্রন্থাগারে এসে পাঠের সুযোগ নেওয়ার প্রয়োজন আছে তাদের জন্য। এ প্রবন্ধে আমি বাহিরের প্রচার সম্বন্ধেই বলবো। এবং তা বিস্তারিতভাবে বলতে গেলে আমাকে সাধারণ প্রচারের সম্বন্ধে অনেক কিছু বলতে হবে। তা না বললে গ্রন্থাগারের বাহিরের প্রচার কেন, তা ঠিকমত বোঝা সম্ভব হবে না।

২ প্রচারের নানা দিক

পুস্তক প্রচারের ক্ষেত্রে প্রচার বলতে যে কি বোঝায় তা আমি বলবার চেষ্টা করেছি। Publicity

কথাটা এসেছে গ্রীক কথা Publicare কথা থেকে। Publicare কথাটার ইংরাজী মানে হচ্ছে to make Public অর্থাৎ জনসাধারণকে জানান দেওয়া। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি প্রচারের সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত ঠিক-মত দেওয়া হয়নি সে জন্য আমি প্রচারের সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করলাম না। সুতরাং প্রচার কত রকমের হতে পারে এখানে সে কথা বলাই ভালো।

২১ ব্যবসায়ী প্রচার:

এ প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য হ'লো খরিদ্দার জোগাড় করা। একটা উদাহরণ দিই: কোন ব্যবসাদারী প্রতিষ্ঠান গুঁড়া সাবান তৈরী করলো। সেই একই সাবান তিনটি রং-এর তিনটি বাক্সে ভর্তি করে বাজারে ছাড়া হ'লো। প্রচারের মাধ্যমের সাহায্যে তিনটি রং-এর বাক্সকেই প্রচার করা হ'লো। প্রচারের মাধ্যমে বলা হলো বাড়ীর গৃহিনীরা যেন কোম্পানীকে জানান কোন রং-এর বাক্সের সাবান তাদের সবচেয়ে পছন্দ এবং কেন পছন্দ। প্রতি বাক্সের ভিতর একটি করে pre-paid কার্ড দেওয়া হ'লো। দেখা গেল শতকরা সত্তর ভাগ উত্তর লাল রং-এর বাক্সের সাবানের স্বপক্ষে। ফলে কোম্পানী লাল রং-এর বাক্সেই সাবান বাজারে ছাড়তে থাকল। কি উদ্দেশ্যে কোম্পানী এ ধরনের প্রচার করলো। তা আমি পরে বলবো। এর অর্থ হ'লো বস্তুকে বাক্সে পরিণত করা।

২২ রাষ্ট্রীয় প্রচার:

জনসাধারণের এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য এই ধরনের প্রচারের প্রয়োজন। Economic planning-এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রচারের প্রয়োজন হয় সারা জাতিকে এই planning-এর স্বপক্ষে প্রস্তুত করে নেওয়ার জন্য। তা-না করতে পারলে সব planning-ই "মাঠে মারা যায়"।

২৩ জন-সংযোগের জন্য প্রচার:

এ ধরনের প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে কোন গড়ে ওঠা জনহিতকারী প্রতিষ্ঠানের স্বপক্ষে জনসাধারণের অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তুলে জনসাধারণকে সেই প্রতিষ্ঠানের দিকে আকর্ষণ করা। এ ধরনের প্রচারে যে লক্ষের উদ্দেশ্য থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রচারই প্রয়োজন।

উপরের এই তিন ধরনের প্রচারের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও এই তিন ধরনের প্রচারে Technique প্রায় সমান।

—প্রথমটি জনসাধারণকে জানায়, কোন একটা নতুন কিছু বার হয়েছে বা জনসাধারণের কাজে লাগবে এবং এ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য হলো লাভ।

—দ্বিতীয়টি জনসাধারণকে জানায় জনসাধারণের উন্নতির জন্য কোন কিছু একটা করা হচ্ছে যেটা রাষ্ট্রীয় ব্যাপার।

এবং তৃতীয়টি যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কাজ সেদিকে জনমতকে উজ্জীবিত করা।

—এই তিন ধরনের প্রচারের মাধ্যম এক: রেডিও, দূরদর্শন, প্রাচীর পত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি

—এই তিন ধরনের প্রচারের চরিত্রও হচ্ছে এক: জনসাধারণের চেতনাকে বা অবচেতনাকে উজ্জীবিত করে প্রচারের উদ্দেশ্যকে সফল করা। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রন্থাগার কি ও কেন, গ্রন্থাগার ব্যবহারে ব্যক্তি, ব্যক্তিগতভাবে কি উপকার পেতে পারে তা জানানো।

৩ প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আর এক ধরনের প্রচার হচ্ছে propaganda। এ প্রচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক বা ধর্ম-সম্বন্ধী মতামতের স্বপক্ষে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করা। প্রচারের সূত্রপাত এই propaganda থেকে। এই ধরনের প্রচার পুরাকালের শিলালিপি থেকে ধারনা করাতে পারা যায়।

ব্যবসাদারি প্রচার প্রথম সুরু হয় রোমে। Forum-এর উপর নানা ধরনের tablets-এর দ্বারা বিক্রয় বা নাট্য প্রদর্শনীর প্রচার করা হ'তো।

পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই হকাররা তাদের ঠেলাগাড়ী করে বস্তু নিয়ে বিক্রয় করে ঘুরে বেড়াত। এভাবে পুস্তকের প্রচারও হতো, দোকানের দ্বারে বসে অনেকে খদ্দের ধরবার চেষ্টা করতো। এ ব্যাপারটা আধুনিক যুগেও যে বিরল তা নয়।

মধ্য যুগে এদের ব্যবসার প্রচারই ছিল বেশী। কোন প্রকাশ্য স্থানে ব্যবসাদারদের দ্বারা নিযুক্ত ব্যক্তিরা চিৎকার করে এই প্রচার চালাতো।

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে সুরু হয় Insignia-র যাতে পাঠ্যবস্তুটা ছিল দ্বিতীয় স্তরের, সৌন্দর্যের

উপরই জোর দেওয়া হতো বেশী। সে জন্য অভিজ্ঞ আর্টিষ্টদের নিযুক্ত করা হ'তো।

প্রাচীর পত্রের শুরু ১৫ শতাব্দী থেকে। প্রথম প্রাচীর পত্র ছাপা হয় ফরাসী দেশে ১৪৮২ সালে। এই প্রাচীর পত্রে প্রচার করা হয় "Great Pardon of Notre dame."

১৬শ শতাব্দীতে শুরু হয় হ্যান্ডবিল-এর দ্বারা প্রচার। খবরের কাগজে প্রচার শুরু হয় হল্যান্ড ও জার্মানীতে। ১৭৫১ সালে ফ্রান্সে "Les petite annouces" নামে পত্রিকা বার হতে থাকে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত হ'তো নানা বিষয়ের উপর ছোট-খাটো প্রচার।

সত্যিকারের প্রাচীর পত্র শুরু করে Law। ১৭৭২ সালে এক ধরনের ছাতার প্রচারের প্রাচীর পত্রের জন্ম হয়।

শেষ পর্যন্ত Emile de Girardin'র প্রচার সম্বন্ধে মতামতই প্রচারের চূড়ান্ত উন্নতি করলো। তিনি বললেন "প্রচার করতে হবে সুস্পষ্ট ভাবে, এবং অতি সাধারণভাবে" "কোন রাস্তায় কোন নম্বরে, কোন দামে কি বস্তু বিক্রয় হয়"।

এই সময় থেকে দৈনিক পত্রিকায় নানা ধরনের ছোট-খাটো বিজ্ঞাপন বার হতে থাকে। প্রথমের দিকে পত্রিকার শেষ পাতায় এই বিজ্ঞাপনগুলি ছাপা হোতো। সে-সময় ছবির মাধ্যমে। বিজ্ঞাপনের, বা বড় format-এর বিজ্ঞাপনের প্রচলন ছিল না। এসব বিজ্ঞাপনে পাঠ্য-বস্তুর উপরই জোর দেওয়া হতো বেশী।

ক্রমশ বিজ্ঞাপনে ছবির প্রচলন হতে থাকল। বিক্রির জন্য বস্তুর ছবি, কিংবা বস্তুর ব্যবহারের ছবি ইত্যাদি প্রচারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো। তবে স্ত্রী-পুরুষের ছবির মাধ্যমে বিজ্ঞাপন আসে অনেক পরে।

১৮৪৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রচারের technique-এর বিশেষ কোন উন্নতি দেখা যায় না। কিন্তু ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রচারের প্রসার খুব বেশী দেখা দেয়। ১৮৮০ সাল থেকে বিজ্ঞাপন একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়াল। নানা ব্যবসা দারি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপনের জন্য গড়ে উঠলে। ফলে নানা ধরনের প্রচার শুরু হ'লো কিন্তু এদের প্রচারের technique খুব একটা ভালো ছিল না কারণ সেসময় বাজার যাচাই করার রীতি ছিল না। উপরন্তু মনস্তত্ত্বের দিকে নজর দেওয়া হতো না। যারা প্রচারীর পত্র তৈরি করতো তাদের ধারনা ছিল ছবির মাধ্যমে ব্যক্তিগত মনকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু তারা এটুকু বুঝতো না ছবিটাই ব্যক্তিগত মনের আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়ায় : বাদ পড়ে যায় যে বস্তুর জন্য প্রচার সেই বস্তুটি।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পর প্রচারের technique'টা গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। নিয়ন-আলো, সিনেমা, রেডিও ও টিভি ক্রমশ প্রচারের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। কানে শোনবার জন্য ও চোখে দেখবার জন্য প্রচার আজ-কাল প্রচলিত হয়েছে।

এইতো গেল প্রচারের ইতিহাস। আমেরিকায় বা জার্মানীতে এখন প্রতিদিনই T.V.র মাধ্যমে ও Radio'র মাধ্যমে গ্রন্থাগারের প্রচার হয়ে থাকে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের প্রচার হচ্ছে ঠিকই কিন্তু প্রচারের দিকে দুঃখের বিষয় কেউ নজর দেয় না।

৪ জন সংযোগ ও সমষ্টিগত প্রচার

জন সংযোগ বা সমষ্টিগত প্রচারকে অন্যান্য প্রচারের সঙ্গে এক করে দেখা উচিৎ নয়। অনেকে এ-ভুল করে থাকে তার প্রধান কারণ এ দুটি বিষয়ের নামের মধ্যে এবং লক্ষ্যের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই।

এই প্রবন্ধে আমি জনসাধারণের গ্রন্থাগারের বাহিরের প্রচারের কথা বলছি এবং একথা আমি পূর্বে বলেছি যে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের বহিঃপ্রচারের ক্ষেত্র জনসংযোগই প্রকৃষ্ট-প্রচার। সুতরাং জনসংযোগ বা সমষ্টিগত প্রচারটা যে কি তা বিস্তারিতভাবে বলা প্রয়োজন।

ব্যবসাদারি প্রচারের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে কোন একটা বস্তু বাজারে চালানো জনসংযোগের জন্য যে প্রচার করা হবে তার প্রধান লক্ষ্য হবে জন সমষ্টিকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করা এবং গ্রন্থাগার যে জনহিতকর সামাজিক প্রতিষ্ঠান সে বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা—গ্রন্থাগার কেন? জীবনের চলার পথে গ্রন্থাগার কিভাবে জনসাধারণকে সাহায্য করতে পারে ; পুস্তকের মাধ্যমে জনসাধারণের, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি কিভাবে করা যায়। জীবনে পার্থিব ও Spiritual উন্নতির জন্য ব্যক্তিকে কিভাবে গ্রন্থাগার সাহায্য করতে পারে এ-সব বিষয় জনসাধারণকে বার বার জানাতে হবে। এইটুকু প্রচারের দ্বারা জনসাধারণকে জানাতে

হবে যে গ্রন্থাগার কেবল মাত্র জন-সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন স্বার্থ নেই। জন স্বার্থে জনতার প্রচেষ্টায় এবং জনতার অর্থেই গ্রন্থাগারের সৃষ্টি। ফলে দাঁড়ায় এই যে গ্রন্থাগার জনতার সম্পত্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই গ্রন্থাগার ব্যবহার করবার অধিকার আছে এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় না। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা বই পছন্দ করে না ; এমন অনেক ব্যক্তি আছে যারা পড়তে জানলেও জীবনে বই ছোঁয় না। সত্যি কথা বলতে কি এসব ব্যক্তি বই পড়তে ভয় পায়। এটা তার অবচেতনায় বর্ত্তমান থাকে। ব্যক্তি যে কেমন তা সে পাঠের মাধ্যমে বুঝতে পারে। ফলে নিজের কাছে নিজের রূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে যেটা বহু লোকেই চায় না। কিন্তু এটাতো ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। নিজে সে কেমন, নিজের প্রতিবিম্ব যদি নিজের উপর পুস্তকের মাধ্যমে প্রতিবিম্বিত হয় (reflection reflected) তাতে দোষের কি আছে। নিজের সম্পে নিজের সমাক পরিচয়টাই তো নিজেকে ভালবাসতে শেখায়। **আর নিজেকে ভালো বাসতে না শিখলে সে কেমন করে অপরকে ভালো বাসবে?** তার ভালোবাসার ব্যক্তি-সঙ্কীর্ণই থেকে যাবে। ফলে ব্যক্তি ও সঙ্কীর্ণ মনা হয়ে যাবে। গ্রন্থাগার প্রচারের দ্বারা ব্যক্তিগত অবচেতনার দুর্বলতাকে সচেতন করে তুলে তাকে গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করতে হবে। ব্যবসাদারী প্রচারে ব্যক্তিকে প্রলোভিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জন-সংযোগের জন্য যে প্রচার তাতে প্রলোভনের নাম-গন্ধ থাকে না।

গ্রন্থাগার প্রচার ব্যবসাদারী প্রচারের সকল পন্থাই গ্রহণ করবে। পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেবে। কিন্তু ব্যবসাদারী প্রচারের মত পত্র-পত্রিকায় স্থান ক্রয় করে নেয়। পত্র-পত্রিকায় প্রচারের উদ্দেশ্য হবে জন-হিতকর কার্যের সংবাদ দেওয়া। পত্র-পত্রিকার সম্পাদকেরা বিনা খরচে প্রকাশ করবে। যেমন ধরুন গ্রন্থাগারের কার্য্য বিবরণী সম্বন্ধে বক্তৃতা, গ্রন্থাগার প্রদর্শনী ইত্যাদি।

জনসাধারণের গ্রন্থাগারের প্রচারে খরচ আছে একথা সত্য কারণ, পুস্তিকা, Hand bill প্রচারীর পত্র, ফিল্ম ইত্যাদি সবই প্রস্তুত করতে হবে। কিন্তু এসব মাধ্যমের দ্বারা প্রচারের ক্ষেত্রে আর কোন খরচ থাকে না।

প্রচার যতই করা হ'ক না কেন লক্ষ্যটা যেন সুনির্দিষ্ট থাকে। প্রচারটা শেষ পর্যন্ত যেন, ব্যবসায়ী বা দলগত হয়ে না দাঁড়ায়। এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে জনসংযোগের জন্য প্রচারটা সহজেই দলগত হয়ে পড়তে পারে এবং হয়ত বা হচ্ছেও তাই। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার দলগত platform for propaganda হয়ে পড়তে পারে। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই কারণ "বলির" বলের প্রভাব সমাজ অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠানের উপর কিছুটা যে পড়বে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। "গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদকীয়" পড়লে এ বিষয়টা বেশ বুঝতে পারা যায়। কেন, এখানে তা আর খুলে বললাম না।

এভাবে গ্রন্থাগার প্রচার চালাতে গেলে দেশের গ্রন্থাগারগুলিকে সংঘবদ্ধ হতে হবে এবং সংঘবদ্ধ হওয়ার পর, প্রচারটা কোন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করতে হবে। এ ধরনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে Bengal Library Association। এবং এর সঙ্গে কোন রাষ্ট্রীয় সংযোগ থাকবে না। Library Association ইংলণ্ডের Central Office of Information-এর মত কাজ করবে। C.O.I. কোন একটি রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক সংস্থা নয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন বা প্রচারের প্রস্তাবটা আসবে গ্রন্থাগার সংঘের কাছ থেকে। B.L.A যে প্রস্তাবটা যুক্তিযুক্ত কিনা বিচার করে দেখবে। প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত হ'লে B.L.A প্রচারের মাধ্যমগুলি প্রস্তুত করে গ্রন্থাগার সংঘের কাছে পাঠাবে। সংঘ সেগুলিকে গ্রন্থাগারে পাঠাবে।

৫ প্রচারের মনস্তত্ত্ব

প্রত্যেক ব্যক্তির কতকগুলি প্রবণতা থাকে। প্রবণতা ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে। প্রথম আমাদের জানা প্রয়োজন এই প্রবণতাগুলি কি এবং তার মধ্যে কোনগুলি ভালো এবং কোন প্রবণতাগুলি প্রচারে বিরুদ্ধে কাজ করবে। গ্রন্থাগার প্রচারের ক্ষেত্রে প্রবণতাগুলিকে বিশেষ করে জানা প্রয়োজন কারণ গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়া, বই পড়া এবং নিজের ছেলে-মেয়েদের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করা সবই মনের ব্যাপার। বই পড়বার প্রয়োজন না থাকলে কেউই বই পড়ে না। কাউকে স্বাধীনভাবে বই পড়তে বাধ্য করা যায় না। প্রয়োজনটা ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে। প্রবণতা দু-ধরনের : মানসিক ও পার্থিব।

৫১ মানসিক প্রবণতা

সংবাদ থাকলেই জানতে চায়ঃ সকলেই সংবাদ জানতে চায় তার কারণ কি? তার প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমে যাওয়ার ফলে ব্যক্তি এখন সমষ্টির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে। ফলে ব্যক্তিগত দায়িত্ব প্রকট হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর কোনস্থানে একটা কোন ঘটনা ঘটেছে সে সংবাদ আমার জানবার প্রয়োজন কি? প্রত্যেক ঘটনার মধ্যে সমষ্টিগতভাবে আমি জড়িয়ে থাকার ফলে যে কোন ঘটনার সঙ্গে আমিও জড়িয়ে পড়ি। সে কারণে আমি সংবাদ জানবার জন্য উৎসুক হয়ে পড়ি। এটা যেন আমার জীবনের একটা প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন নতুন কিছু একটা বার হলে সে সংবাদ আমরা জানতে চাই। তাহলে একথা আমরা বলতে পারি যে সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারই হ'লো সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান যা যে কোন বিষয়ের উপর যথার্থ সংবাদটা দিতে পারে। **তা হলে সকল বিষয়ের উপর সংবাদ দেওয়া যে গ্রন্থাগারের কাজ সে বিষয় জন-সমষ্টিকে জানাতে হবে প্রচারের দ্বারা।** অনেকে সামান্য একটা সংবাদের জন্য গ্রন্থাগারে আসতে দ্বিধা করে কিন্তু ঠিকমত প্রচার হলে ব্যক্তিগত দ্বিধা থাকবে না।

নিশ্চয়তাঃ ধরুন আপনি বাড়ী করবেন। কি ধরনে বাড়ী আপনি করবেন তা আপনি ঠিক করতে পারছেন না আপনার প্রয়োজন সম্বন্ধেও হয়তো আপনি সচেতন নন। এরূপ ক্ষেত্রে নানা পুস্তকের সাহায্যে গ্রন্থাগার আপনাকে আপনার প্রয়োজন মত বাড়ীর একটা ধারনা দিতে পারে। বাড়ী করে আপনাকে ঠকতে হবে না। আপনি যে বাড়ী করতে গিয়ে ঠকবেন না তার guarantee গ্রন্থাগার আপনাকে দিতে পারে। আপনার আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী আপনার প্রয়োজনমত আপনি বাড়ী তৈরী করতে পারবেন। **সুতরাং নিশ্চয়তার প্রয়োজনের উপর লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগারের প্রচার চালাতে হবে।** এর ফলে জনসাধারণের কাছে গ্রন্থাগার একটা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়াবে।

মানসিক অলসতাঃ এ অলসতা প্রায় সকলের মধ্যেই থাকে। যারা কাজের লোক, সারাদিন যাদের সমস্যার সমাধান্ করতে কেটে যায়, সামান্য একটা কাজের জন্য তাদের মানসিক অলসতা এসে যায়। তারা ভাবে "বই পড়ে কি হবে" বই পড়বার সময় কোথা। এরূপ ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করা সোজা কারণ বই পড়া যে তার আসল কাজে সত্যই সাহায্য করতে পারে তা সে জানে না। সে আরও জানে না যে পাঠ মানব জীবনের কাঠিন্য দূর করতে পারে। তারা জানে না যে জীবন যত জটিল হচ্ছে বই পড়ার প্রয়োজনটা তত বাড়ছে এই জটিলতার জট্ ছাড়াবার জন্যে। সুতরাং জনসাধারণকে জানতে হবে যে দেশের মানুষের জীবন যত বেশী জটিল সে দেশে গ্রন্থাগারের প্রসার ও ব্যবহার তত বেশী। পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া সমাধানের দ্বারা আজ-কাল কালকার জীবনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আজকালকার সমস্যা এবং তার সমাধান আজ-কালকার বইয়ের ভিতর ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে? একথা জনসাধারণকে জানাতে হবে

অর্জন করার ইচ্ছাঃ অর্জন করার ইচ্ছা আর কোন কিছুর অধিকারী হওয়ার ইচ্ছা এক নয়। অর্জন করার ইচ্ছাটা সম্পূর্ণভাবে Instinctive। এ ইচ্ছাটা স্বভাবজাত। মানুষের মধ্যে একটা Inferiority feeling থাকে। সেই কারণে মানুষ জ্ঞান অর্জন করতে চায় ফলে সে Superiority feeling-এর স্বাদ পায়। বহু "জ্ঞান দী" আছেন যাদের কাজই হচ্ছে অপরকে জ্ঞান দেওয়া। কিন্তু তারা জানে না যে তারা ধার করা জ্ঞান ভাঙ্গিয়ে লোকের কাছে নাম কিনছে। I know & I have the knowledge of এ-দুটি বাক্যের মধ্যে তফাৎ অনেক। জানাটা সাধারণত ধার করা, আর জ্ঞানটা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অর্জিত—সেটা নিজস্ব। গ্রন্থাগারে যে বিশ্বের-জ্ঞান-ভাণ্ডার সংকলন করা আছে, এবং কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করতে হ'লে তার সন্ধান যে সহজেই পাওয়া যায়, এবং সেদিক থেকে **গ্রন্থাগারিক যে ব্যক্তিকে আনন্দের সহিত সাহায্য করবে সে সম্বন্ধে সমষ্টিকে** সচেতন করতে হবে প্রচারের মাধ্যমে অনেকে জানে না যে গ্রন্থাগারে গেলে সব কিছুর সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছে তার আত্মাভিমানে ঘা লাগতে পারে এই কারণে গ্রন্থাগারে যায় না। আবার এমন অনেকে আছে যারা সামান্য কোন জ্ঞান অর্জন করবার জন্যে লজ্জা পায়। গ্রন্থাগার যে সকলের, এবং সকলের ব্যবহারের জন্যে, গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাজই যে ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করা একথা নানাভাবে, এবং নতুন

নতুন ভাবে প্রচার করতে হবে। কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগারে এসে যেন বিফল হয়ে ফিরে না যায়, এবং সে যাতে বার বার গ্রন্থাগারে আসে সেদিকে গ্রন্থাগারের কর্মীদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে কর্মীদের উদাসিনভাব মেখানে চলবে না।

মানুষ আনন্দ চায়ঃ আনন্দ চাওয়াটা মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র। সারা দিনের কাজের মধ্যে ডুবে থেকে কোন ব্যক্তির পক্ষে সিনেমা, থিয়েটার ইত্যাদিতে গিয়ে আনন্দ পাওয়ার সুযোগ আজকালকার মানুষের বড় একটা থাকে না। দূর-দর্শনের দ্বারা বা রেডিওর মারফতে কিছুটা আনন্দ পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এসব হচ্ছে mass Communication-এর জন্য। কোন একজনকে তার চরিত্র অনুযায়ী এসবের দ্বারা আনন্দ দেওয়া সম্ভব নয় কারণ এইসব আধুনিক পন্থা সমষ্টির জন্য। কিন্তু একখানা বই যখন একজন পড়ে এবং তা থেকে সে যে আনন্দ পায় তা সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত। কারণ একা, নির্জনে, সমাজের কথা ভুলে শরীর ও মনকে পুস্তকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত করে বইখানিকে তাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে হয়। এই সৃষ্টি করার আনন্দ মানুষের নৈতিক ও পার্থিব-জীবনে কতদূর সাহায্য করতে পারে তার সীমা নির্দেশ করা সম্ভব নয়। নেশা করে মানুষ আনন্দ পেতে পারে। কিন্তু তা ক্ষণিক, পরেই আসে অবসাদ। কিন্তু বই পড়ার নেশায় অবসাদ নেই। আছে কেবল আনন্দ। সুতরাং বই পড়ার নেশা সম্পর্কিত প্রচার গ্রন্থাগারের দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। সমষ্টিগত প্রচারের দিক থেকে "বই গেলো" (devour books)এ প্রচার একান্ত প্রয়োজন।

৫২ পার্থিব প্রয়োজন

অর্থ সাশ্রয়ের ইচ্ছাঃ অর্থ ঠিকমত ব্যয় করতে এবং সংসারের খরচ কমাতে সকলেই চায়। অনেকে সস্তা জিনিষের খোঁজ করে খরচ কমাতে চায়। শেষ পর্যন্ত হয় "সস্তার তিন অবস্থা"। সুতরাং খরচ কমিয়ে কেমন করে অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করা যায় সে জ্ঞানটা ব্যক্তির থাকা প্রয়োজন। এ-দিক থেকে গ্রন্থাগার ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারে না সে ধারণা ভুল কারণ household economy উপর কিছু না কিছু বই গ্রন্থাগারে থাকবেই এবং সেসব বই পড়ে প্রত্যেকেই বাজে খরচ না করে কেমন করে ভালোভাবে সংসার চালাতে হয় তা শিখতে পারে।

অল্প প্রচেষ্টা (Principle of the least effort) মানুষ অন্যায়ভাবে চেষ্টা করে বাজে সময় নষ্ট করতে চায় না। স্বল্প চেষ্টায় যাতে কাজ মেটে সেই চেষ্টাই করে থাকে। গ্রন্থাগারে এসে বই নিতে হলে যে সময় নষ্ট করতে হয় না এবং সেজন্য চেষ্টাও যে বিশেষ কিছু করতে হয় না সেটা T.V.-র মাধ্যমে প্রচার করা ভালো। সাধারণ প্রচারে কাজ বিশেষ হবে না।

উচ্চাকাঙ্খাঃ মানুষ নিজের উন্নতি করতে সব সময়েই চায়। এই আকাঙ্খা মানুষকে ক্রমশঃ উন্নত করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই বড় হওয়ার ইচ্ছাটাই ব্যক্তিকে জ্ঞান অর্জন করতে প্রবুদ্ধ করে। আর জ্ঞানী ও গুণী হতে গেলে যে বই পড়ার প্রয়োজন আছে সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। সুতরাং মানুষের এই আকাঙ্খা উত্তেজিত করে কেন ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করা হবে না ?—আজ-কালকার সমাজ মানুষকে যখন একই স্তরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছে তখন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সত্বাকে সমষ্টির মধ্যে কেন নিমজ্জিত করে রাখবে। সে যে নিজে একজন সে Identity কেন তার থাকবে না। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে I am another among others হতে গ্রন্থাগার কেন উদ্বুদ্ধ করবে না। সুতরাং ব্যক্তিগত এই আকাঙ্খাকে উত্তেজিত করে ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে।

স্নবারী (Snobbism/Vanity) কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের মধ্যে এই Snobbism স্বভাবটা আছে। গ্রন্থাগারিকরা নিশ্চয় জানেন এমন অনেক সভ্য আছে যারা গ্রন্থাগারে এসে হাতে করে বই নিয়ে যায় অথচ পরের দিন বা দুদিন পরে ফেরৎ দিয়ে আবার নতুন কোন বই নিয়ে যায়। এরা সকলের নজর নিজের দিকে আকর্ষণ করতে চায়। সে চায় লোকে জানুক সে "বই পড়ে" সে বইয়ের পোকা। "তোর বগলে কিরে ?"—"মা' কালী !" বগলে তার বই অথচ সে মেকলে উচ্চারণ করতে পারে না। তবু সে জানাতে চায় যে সে মেকলে পড়ে। পথে-ঘাটে চৌমাথার মোড়ে দেখবেন এ ধরনের লোকেরা বই খুলে দাঁড়িয়ে থাকে। এই দাঁড়িয়ে থাকাটা তার গর্ব সে Snob ছাড়া আর কিছু নয়। তা হ'ক তবুতো সে বইয়ের সংস্পর্শে আসে—বইয়ের দু'এক পাতাও তো উল্টে দেখে। এ ধরনের ব্যক্তিদের জন্য প্রচার দরকার। আরও ভালো হয়, গ্রন্থাগারের মঞ্চ যদি খোলা হয়—এসব লোককে Browse করতে দেওয়া

দরকার যার ফলে তাদের এই Snobbism ক্রমশঃ বই পড়ার অভ্যাসে দাঁড়াবে।

প্রচারের মনস্তত্ত্বের কথা তো বলা হলো। কিন্তু যতক্ষণ না আপনি জানতে পারছেন কত লোকের জন্য আপনি প্রচার চালাচ্ছেন তাদের মধ্যে কতজন পুরুষ কতজন স্ত্রীলোক এবং যারা পড়তে জানে এমন কিশোর কতজন আপনার প্রচারের কাজ কতটা হবে তার আন্দাজ করতে পারবেন না। আমি এর পূর্বে—পাঠ ও জীবন" প্রবন্ধে এ ব্যাপারটা কিছুটা বলেছি। সুতরাং নতুন করে এখানে কিছু বলবো না। **কেবল এইটুকু মাত্র বলে রাখি যে বাজার যাচাই না করলে আপনি প্রচারের জন্য কত খরচ হতে পারে তা ঠিক করতে পারবেন না।** সুতরাং বাজার যাচাই করতে হবে উপরে লিখিত প্রবন্ধে লিখিত পন্থা অনুযায়ী।

৫৩ মনস্তাত্ত্বিক প্রচার

এখন আমরা জানি মানুষের কোন কোন মানসিক চরিত্রকে উত্তেজিত করে তাদের কার্যকরী করে তুলতে হবে। তাদের মনে পড়বার ইচ্ছা জাগিয়ে তুলে গ্রন্থাগারের দিকে আকর্ষণ করতে হবে।

এ ধরণের প্রচার নিম্নলিখিত ৫টি স্তরে করা প্রয়োজন।

১। শরীরকে আকর্ষণ (Physical Shock)
২। মনকে আকর্ষণ (Mental Shock)
৩। স্মৃতিকে জাগিয়ে রাখা
৪। মনের মধ্যে সুদৃঢ় ধারনার সৃষ্টি করা
৫। গ্রন্থাগারে আসতে হবে সে ধারনা বদ্ধমূল করা।

১। **শরীরকে আকর্ষণ :** যতই কিছু করুন না কেন আপনার প্রচার যাদের জন্য করছেন, তারা যেন দেখতে পায় বা শুনতে পায়। স্থান ও কালের মধ্যে আপনার প্রচার যাদের জন্য তাদের কাছে পৌঁছান চাই।

তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হবে প্রচারের মাধ্যম ঠিক করা। অর্থাৎ কি উপায়ে, জনসাধারণের গ্রন্থাগার যে একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান তা জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। বাজার যাচাইয়ের পর উপায়টার কিছু আভাষ পাওয়া যাবে। যারা গ্রন্থাগারে আসে তাদের জন্যে বাহিরে প্রচারের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল যারা পড়তে আসে না, অথচ পড়বার ইচ্ছে আছে, পড়তে জানে অথচ পড়ে না, গ্রন্থাগারে গিয়ে বই নেওয়া কণ্টকর একথা যারা ভাবে কেবল তাদের জন্যে। প্রচারের নানাবিধ উপায় হচ্ছে পত্র-পত্রিকা, প্রাচীর পত্র, ফিল্ম, T.V., রেডিও ইত্যাদি। গ্রন্থাগারের প্রচার প্রথমতঃ বতটা সম্ভব গ্রন্থাগারে যে বাড়ীতে সেই বাড়ির বাইরে আলোর সাহায্যে, Show case-এর সাহায্যে করা দরকার।

প্রাচীর পত্র : বহু প্রাচীর পত্রের সঙ্গে গ্রন্থাগারের প্রচার পত্র দিলে তা সকলের চোখে নাও পড়তে পারে। প্রাচীর পত্রটা এমন হওয়া চাই যাতে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুতরাং প্রাচীর পত্রের রং প্রাচীর পত্রের আলো ছায়ার সংমিশ্রণ, ইত্যাদির উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। যেখানে প্রাচীর পত্র দেওয়া সেই স্থানটিকে প্রচার পত্রের পৃষ্ঠভূমি করে নিতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় বলতে এই বলতে হয় প্রচার পত্র এমন স্থানে, এবং এমন রঙ্গে দিতে হবে যাতে চোখে পড়ে। কারণ এমন একটি পোস্টার করলেন—কেবল আলো ছায়ার সংমিশ্রণে—একটি বাচ্চা, একটা Table lamp-এর আলোয় বই পড়ছে। তার নিচে লিখলেন "গ্রন্থাগারে আসুন কিশোর বিভাগে আপনার পুত্র-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে'।

সহজে চোখে পড়বে, এবং সহজে পড়া যাবে এমন পোস্টার হতে গেলে নিচের বিষয়গুলির উপর নজর রাখতে হবে :

১। রং- যে স্থানে পোস্টার দেওয়া হচ্ছে সেইস্থানের রং-এর সঙ্গে পোস্টারের রং-এর Contrast থাকা চাই।
২। Chiaro- obscuro পোস্টার হলে আলো-ছায়ার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকা প্রয়োজন।
৩। পোস্টারের চৌহদ্দি বা ফ্রেম।
৪। কত বড় পোস্টার হবে।
৫। পোস্টারের লেখা বা ছবির Composition কি ধরনের হবে।

কেউ একবার পোস্টার দেখলে পোস্টারের বিষয়-বস্তু যেন হৃদয়ঙ্গম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দেখা আর মনে রাখা বা ঘোষণা (See & perceive) দুটি এক নয়।

এই বিষয় সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন আছে মনে করি না কারণ প্রচারের ভারটা সব সময়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের উপর ন্যস্ত থাকে।

মনকে আকর্ষণ করা : মনকে আকর্ষণ করতে গেলে এমনভাবে প্রচার করতে হবে যাতে প্রচারের বিষয়টা মনের মধ্যে গেঁথে যায়—যাতে প্রচার মনের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে ব্যক্তি অনুযায়ী, ব্যক্তিগত মনের উপর এ ধরনের প্রচার প্রভাব বিস্তার করবে। ৫টি উপায়ে এ-ধরনের প্রচার করা যায়।

আশ্চর্য্য করবার মত প্রচার : ধরুন একটা ছবি দেওয়া হলো পুস্তকমঞ্চে কয়েকজন লোক বই দেখছে অর্থাৎ Browse করছে। পুস্তক-মঞ্চে গিয়ে বই বেছে নিতে পারা যায় এ-ধরনা এখনও আমাদের দেশে নেই। সুতরাং এটা জনসাধারণের কাছে বেশ আশ্চর্যজনক মনে হবে—বে প্রচার পত্র দেখবে সে নিজের মনে মনে বলবে "ব্যাপারটা কি ? জানতে হবে"।

Browse কথাটা সম্বন্ধে এখানে কয়েকটা কথা প্রয়োজন। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উন্নতি এই Prowsing-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এখন প্রায় সব দেশেই স্বীকার করা হয় জনসাধারণের মঞ্চ জনসাধারণের কাছে খুলে না দিলে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের উন্নতি সম্ভব নয়। কেন তা আমি পরে গ্রন্থাগারের ভিতরে প্রচারের ক্ষেত্রে বলবো।

Browse কথাটার মানে কি ? একথাটা প্রথম ব্যবহার করেন Thomas Carlyle. Browse কথাটার ঠিক মানে হচ্ছে to graze অর্থাৎ গরুর বা ছাগলের ঘাস খাওয়া। পুস্তক মঞ্চে বইয়ের খোঁজ করছে এমন একজন পাঠকের সঙ্গে গরু বা ছাগলের ঘাস খাওয়ার তুলনা করছেন। যাই হোক এ-সম্বন্ধে আমি পরে বলবো।

মনের মধ্যে লাভ বা স্বার্থের উদ্রেক করা : প্রচারের মাধ্যমে, গ্রন্থাগারে এসে যে লাভের সুযোগ আছে, তার চেষ্টা করতে হবে। জনসাধারণের স্বার্থেই যে গ্রন্থাগার একথাটা জনসাধারণকে বার বার জানাতে হবে। ধরুন কোন ব্যক্তির কোথাও বেড়াতে যাবার ইচ্ছা রয়েছে ঠিক জানে না সে কোথায় গেলে তার সুবিধে হবে কেমন করে যাওয়া যায় থাকার ও খাওয়ার সুবিধে কোথায় পাওয়া যাবে এসব বিষয় সে জানতে চায়। গ্রন্থাগারে এলে সে যে সহজেই, তার মনমত বেড়াতে যাবার স্থান খুঁজে পেতে পারে তা সে জানে না। এসব ব্যক্তি আগে থাকতেই Receptive সুতরাং প্রচারের মাধ্যমে অনায়াসে এসব ব্যক্তিকে গ্রন্থাগারের আকর্ষণ করা যায়। একটি পোষ্টার দিন : রেল ষ্টেশন, গাড়ী এসেছে যাত্রী মালপত্র নিয়ে নামছে —একজন লোক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। ছবির নিচের লিখুন—"বেড়াতে যাবেন ? গ্রন্থাগারে আসুন"। এ ধরনের প্রচার জার্মানীতে প্রতিদিন একটা সময়ে রেডিও T.V.'র মাধ্যমে হয়ে থাকে।

কৌতুক, বা হাস্য রস : এ ধরনের প্রচারের দ্বারা প্রচারের এক ঘেয়ামি, বা প্রচারের দ্বারা সম্পূর্ণ অবস্থার কিছুটা উপশম করা যায়। যেমন ধরুন মা আর তার বাচ্চা মেয়ে পাশাপাশি শুয়ে মাথার দিকে আলো রেখে বই পড়ছে। বাচ্চাটি বইখানি উল্টে ধরে আছে। যেমন ধরুন একজন বেঁটে মানুষ একখানা বিরাট বই মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছে। নিচেয় : "এত বড় বই নিয়ে কোথা যাচ্ছিস !—সিনেমা দেখবে"। এ ধরনের প্রচার ঠিক গ্রন্থাগারে কাজের প্রচার না হলেও। জনসাধারণের গ্রন্থাগার যে আছে সেটা দেখান যায়।

প্রচার শুরু করলে তা চালিয়ে যেতে হবে। আপনি প্রচার শুরু করেছেন একটা লক্ষ্যে পৌছাবার জন্যে। যেমন ধরুন : যে অঞ্চলের শতকরা অন্ততঃ ১০ জন লোককে গ্রন্থাগারের দিক আকৃষ্ট করা। যতক্ষণ না আপনি এই লক্ষ্যে পেঁছাচ্ছেন ততক্ষণ আপনাকে প্রচারের ফলে ব্যক্তিগত অবচেতনায় কতগুলি স্মৃতি গাঁথা হয়ে যায়—যাকে ইংরাজীতে বলে mnemonics কারণে অকারণে ব্যক্তিগত মনে এই স্মৃতি জেগে উঠতে পারে। ধরুন আপনি কোন Restaurant থেকে বার হয়ে সিগারেট কিনবেন। হঠাৎ চোখে পড়লো দোকানে কতগুলি বই। একখানি বই হয়তো আপনার পড়বার ইচ্ছে হলো—কিন্তু কেনবার মত পয়সা আপনার পকেটে নেই। এরূপ অবস্থায় যতোই আপনার মনে পড়বে গ্রন্থাগারের কথা।

প্রচার পত্র : এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বের নানা প্রবন্ধে বলেছি। তবে এখানে বলে রাখা প্রয়োজন বাড়ীতে বাড়ীতে প্রচারপত্র পাঠাতে হবে। সেজন্যে হবে। এবং প্রতি বাড়িটি রাস্তার ধারে চিহ্নিত করতে হবে। যে বাড়ীর বাসিন্দেরা বই নিতে আসে সেই বাড়ীর বাসিন্দেদের প্রচার পত্র না পাঠিয়ে যারা গ্রন্থাগারের সভ্য হয়নি তাদের প্রচার পত্র পাঠাতে হবে। প্রচার পত্র প্রতিবারে ভিন্ন ভিন্ন করতে হবে। মূল কথাটা যা প্রচার পত্রে জানান হবে তা উপরে লিখিত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রেখে। প্রয়োজন হলে গ্রন্থা-

গারিককে নিজে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। অতি অল্প পরিসরের মধ্যে এইতো গেল গ্রন্থাগার প্রচারের কথা। কিন্তু একথা সব সময়ে মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যবসায়ী প্রচার আর কোন Service-এর প্রচার এক নয়। মাধ্যম বা Technique এক হলেও এই দুই ধরনের ১৮৩১ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারীতে Ecole de Chartrcs-এর ছাত্রদের রাজার গ্রন্থাগার কাজ করার অধিকার দেওয়া হলো। ফ্রান্সের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর পরিচালক Llopold Delisle প্রথম জানালেন গ্রন্থাগার পরিচালকের পরিচালনার Technique এবং গ্রন্থাগারিকদের কিভাবে Bibliotheecomy শিক্ষা দেওয়া হবে। এই সময় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সৃষ্টি হলো।

যাই হ'ক শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক ব্যতিরেকেই এবং রাষ্ট্রের বিনা অর্থ সাহায্যেই পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলি বেঁচে ছিল এবং সে-সব গ্রন্থাগারের সভ্যও বড় কিছু একটা কম ছিল না। বই সাজান, বই দেওয়া নেওয়া, পুস্তক তালিকার পদ্ধাগুলি আধুনিক না হলেও সেগুলি যে একেবারে অচল ছিল তা নয়-বছরের পর বছর গ্রন্থাগারের কাজ ঠিকই চলেছিল।

সুতরাং প্রয়োজন ছিল কেবল মাত্র রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য। গ্রন্থাগারগুলিকে আধুনিক করবার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন অর্থ সাহায্যের দ্বারা, এবং শিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর সাহায্যে গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু গ্রন্থাগার যে কি এবং কেন, গ্রন্থাগার জনসাধারণকে কি ধরনের Service দিতে পারে সে ধারনা জনসমষ্টির কতটুকু আছে সে কথাটা ভাবা দরকার এবং এইসব বিষয়গুলি জনসাধারণকে জানতে হলে প্রচারের প্রয়োজন যে আছে সেকথা কেউ অস্বীকার করবে না। রাষ্ট্র উপস্থিত যা করছে তার উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে ধরে নিয়ে শিক্ষার বিস্তার করা। "জন-শিক্ষার উন্নতির জন্য গ্রন্থাগার" একথা প্রায় শোনা যায়।

কিন্তু একথা কি ঠিক নয় যে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের কাজ সুরু হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্তর পার হবার পর যখন আর শিক্ষা দেওয়া হয় না যখন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জন করতে সুযোগ দেওয়া হয় ?

সুতরাং গ্রন্থাগার প্রচারের ভারটা রাষ্ট্রীয় Service-এর মত প্রচার হলে কাজ হবে না। উপরন্তু রাষ্ট্রের দ্বারা প্রচার হলে তা গ্রন্থাগার প্রচারের বিশেষ রাষ্ট্রের দ্বারা প্রচার হবে না। সে-ভার গিয়ে পড়বে কোন গ্রন্থাগার সংস্থার উপর। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ একমাত্র সংস্থা "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ"। এই পরিষদ অন্ততঃ এবিষয়ে সচেতন যে গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হচ্ছে "শিক্ষার স্তর পেরিয়ে"—শিক্ষা যখন ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত-ভাবে জ্ঞান অর্জন করবার মত করে তৈরি করেছে। অর্থাৎ ব্যক্তির মধ্যে যখন জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছে। এ জ্ঞান দেওয়া যায় না শিক্ষার দ্বারা। এ জ্ঞান অর্জন করতে হবে সম্পূর্ণভাবে বলতে শেখান নয়।

সুতরাং গ্রন্থাগার প্রচারের কাজ হবে জন-সমষ্টিকে "বই শিলতে" শেখান এবং তা হৃদয় করে নিজেকে জীবনের পথে বলিয়ান করে তোলা। রাষ্ট্র এ প্রচারের ভার নিলে তা রাষ্ট্রের স্বার্থে প্রচার হয়ে দাঁড়াবে ফলে সে প্রচারকে জনসাধারণ সব সময়েই সন্দেহের চক্ষে দেখবে এবং গ্রন্থাগারের কাজের সুযোগ নিতে উদ্বুদ্ধ হবে না।

রাষ্ট্রীয় প্রচার যা সাধারণত Propaganda বলে ধরে ধরে নেওয়া হয়। তা-হলো ব্যক্তিগত চেতনাকে "ধর্ষণ" করে ব্যক্তিগতভাবে তার মর্য্যাদাকে চিরতরে বিনষ্ট করা। কোন এক রাজনৈতিক দল যখন রাষ্ট্রে কর্ণধার হয়ে দাঁড়ায় তখন রাষ্ট্রীয় প্রচারটা একটা দলীয় অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। কেবল তাই নয় কোন একটা ধারনা বা মত বাহিরে প্রকাশ পায়। এইভাবে কোন একটা মত প্রচার করা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে যদি বাধা দিয়ে পরাধীনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই বিপদ।

যাই হক রাষ্ট্রীয় প্রচার যদি জাতীয় অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক উন্নতির কারণ হয় তা হলে সে প্রচারের বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। তবে বেশীর ভাগ রাষ্ট্রীয় প্রচার সে লক্ষের দিকে নজর রেখে করা হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় রাষ্ট্রীয় প্রচার, প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডার মাঝ পথে থেকে যায় এবং প্রত্যক্ষভাবে না হক পরোক্ষভাবেও দলীয় স্বার্থের আভাষ পাওয়া যায়।

গ্রন্থাগার প্রচার কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বার্থে এবং ব্যক্তিগত প্রচার। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে তা সমষ্টিগত প্রচার হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এধরনের প্রচারের রাষ্ট্রের কোন সংস্রব না থাকাই ভালো।

রাষ্ট্রীয় প্রচার দপ্তরের উপর গ্রন্থাগার প্রচারের ভার সংস্থা হচ্ছে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" যদিও রাষ্ট্রীয় সংস্থা হচ্ছে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ" যদিও রাষ্ট্রীয় দপ্তর, যার উপর গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের ভার আছে, সে দপ্তরের সঙ্গে "বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের" মনের মিল থাকবে না। তা হলেও এই সংস্থাকে গ্রন্থাগার প্রচারের দিক থেকে অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় প্রচারে পশ্চিমবঙ্গে কত খরচ হয় তা আমার জানা নেই তবে যদি এই খরচের এককণা ক্ষুদ্রতম অংশ গ্রন্থাগার প্রচারের জন্য ব্যয় করা হয় এবং ভারটা যদি গ্রন্থাগার পরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয় তাহলে গ্রন্থাগারের উন্নতি যে নিশ্চত হবে সে কথা বলা চলে। তার প্রধান কারণ হলো এই সংস্থার ভার যাদের উপর ন্যস্ত তারা সকলেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে, অভিজ্ঞ তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই, ব্যক্তিগতভাবে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক বা দলীয় মতামত থাকলেও পরিষদের দলগত স্বার্থ তাদের মধ্যে সর্বপ্রধান। সুতরাং রাষ্ট্রের সঙ্গে এই পরিষদের মতের মিল না হলেও এবং রাষ্ট্রকে পদের সমালোচনার মুখোমুখী হতে হলেও রাষ্ট্র যে জনজনসাধারণের গ্রন্থাগারের উন্নতির আশা করে সে কথাতো ঠিক। তবে আর প্রচারের ভার এদের উপর ন্যস্ত করে রাষ্ট্র কেন তার আর্থিক ভার বহন করবে না।

ভ্রম সংশোধন

['গ্রন্থাগার'-এর অষ্টাদ্য ১৩১৭, বর্ষ ৪০ ; সংখ্যা ৩ ভুলক্রমে বর্ষ ৩০ ; সংখ্যা ৩ ছাপা হয়েছে) 86—89 পৃষ্ঠায় ডঃ সুশীল কুমার গুপ্তের গ্রন্থাগার প্রশাসন' বইটির সমালোচনা প্রবন্ধটির প্রুফ যথোচিত সতর্কতার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে এতে বেশ কিছু সামান্য এবং গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। নীচে দেওয়া ভুলগুলির শুদ্ধ পাঠগুলি 'গ্রন্থাগার'-এর পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করে মিলিয়ে নেবেন।]

86 পৃঃ ২য় কলমঃ গ্রন্থ 'পরিবহন' স্থলে 'পরিগ্রহণ' 'উদ্ভব', 'উদ্ভব' ; 'সম্ভব', 'সম্ভব'।

87 পৃঃ, ১ম কলামঃ 'কাজগুলি সম্পন্ন' দুবারের পরিবর্তে একবার ; 'ভাষার্ণ', ভাষায় ; প্রথম ও দ্বিতীয় কলামে 'গ্রন্থাগারে', 'গ্রন্থাগার' ;

88 পৃঃ ১ম কলামঃ 'গ্রন্থেরও', 'গ্রন্থেতর' ; 'রেত' 'বেত' ; 'সূচীকরণ' (cataloguing), 'সূচিকাকরণ' ; 'সূচীকা' (catalogue), 'সূচিকা' ; 'সূচী' (Index), 'সূচি' : 'সূচী-করণ', (indexing), 'সূচীকরণ' ; 'আয় ব্যায়ক' (budget), 'আয়ব্যয়ক' ; 'ক্রমগ্রসণ' ; (Processing), 'ক্রমাগ্রসরণ' ; 'stocking', 'stacking' ;

88 পৃঃ ২য় কলামঃ 'বিভিন্ন', বিভিন্ন ; 'সংযোজন', সংযোজন' ; অতঃপর ছাপার ভুল নির্দেশে ভুলঃ গ্রন্থলের', গ্রন্থলেনের' ; 'নিরবিচ্ছিন্ন (পৃঃ ৩১), নির বিচ্ছিন্ন (পৃঃ ৫৪ ; 'গ্রন্থাগার', 'গ্রন্থাগার' ; 'ব্যর', 'ব্যায়' ; এবং

89 পৃঃ ১ম কলামঃ 'কাবামূলক', 'সেবামূলক' ; 'হুয়ে', 'হতে' ;

" ২য় কলামঃ 'লক্ষ্য সাধারণের', লক্ষ্য সাধনের'।

এই ভুলগুলি, বিশেষতঃ গুরুতর ভুলগুলির জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার

অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার চিত্র

এ· এ· এন· রাজু
অনুবাদ—শিপ্রা রায়

০ ভূমিকা

১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বরে অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হোল। এতদ্বারা তেলেগু সম্প্রদায় লোকেদের বহুদিনের আশা পূর্ণ হোল।

১৯৮১ সালের জন গণনা থেকে জানা যায় এই প্রদেশ ভারতের পঞ্চম বৃহত্তম প্রদেশ। এই প্রদেশ ২,৭৫,১০০ স্কোয়ার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ও এই প্রদেশের লোকসংখ্যা ৫৩৫.৪৯ লক্ষ। এই রাজ্যে ২০টি জেলা আছে। অধিকাংশে লোক গ্রামাঞ্চলে বাস করেন। গ্রামাঞ্চল আর শহরের লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৪১০.৬২ লক্ষ ও ১২৪.৮৭ লক্ষ। সাক্ষরের সংখ্যা ২৯.৯%।

১ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রসার

১৯৫৬ সালে অন্ধ্র প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত প্রসার ঘটল। বর্তমানে এখানে ৪১,৬২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫২৬০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩৫০টি স্নাতক কলেজ, ৬৩৬টি জুনিয়ার কলেজ, ৫টি সংগীত কলেজ, ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১১টি এডুকেশন কলেজ, ৫টি কৃষি মহাবিদ্যালয়, ৯টি মেডিক্যাল কলেজ।

২ গ্রন্থাগারের প্রসার

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্ধ্র প্রদেশের একটি গৌরবোজ্জ্বল অতীত আছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে শুরু হয়েছিল, স্বাধীনতার পরবর্তী সময় বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার বিশেষ করে সাধারণের গ্রন্থাগার প্রসারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপই অ্যাকাডেমিক গ্রন্থাগারের প্রসার ও উন্নতির কারণ হয়ে উঠেছিল। রাজ্য স্পেশ্যাল গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিজ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গড়ে ওঠা আর অ্যান্ড ডি প্রতিষ্ঠান ও পঞ্চবার্ষিক যোজনাকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দ্রুত প্রসারের অবদান উল্লেখযোগ্য। এই স্পেশ্যাল গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষা, গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাহিত্যের বর্তমান চিত্র নিম্নলিখিত অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

২০১ **সাধারণের গ্রন্থাগার**—অবিভক্ত অন্ধ্র প্রদেশে ১৯৬০ সালে সাধারণের গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন হওয়ার দ্বারা সাধারণের গ্রন্থাগারের প্রভূত বিকাশ সাধন হওয়ার সংগে সংগে রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি হতে লাগল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের উদাম এবং অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ১৯৬০ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের কার্য সম্পূর্ণ হল একথা বললে অত্যুক্তি হবে না। সেই সময় হায়দ্রাবাদ রাজ্যে ১৯৫৫ সালে একটি গ্রন্থাগার বিল পাশ হয়েছিল যে বিলটি বর্তমানের অন্ধ্র প্রদেশের কোন কোন জেলায় চালু ছিল।

বর্তমানে রাজ্যে সাধারণের গ্রন্থাগারের কাঠামো নিম্নরূপে গঠিত হয়েছে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (SCL) রাজধানী হায়দ্রাবাদে অবস্থিত। রিজিওনাল গ্রন্থাগার (RLS), জেলা কেন্দ্র গ্রন্থাগার (DCLS), শাখা গ্রন্থাগার (BLS)। এই শাখা গ্রন্থাগারের পরে

গ্রামীন গ্রন্থাগার (VLS), বুক ডিপোজিট সেন্টার (BDCS) এবং ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার রয়েছে। এতদ্-ব্যতিত সরকারী অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগার (ALS), পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার (PLS), সমবায় সমিতি গ্রন্থাগার (CSLS) গুলিও রাজ্যে কাজ করে যাচ্ছে। উক্ত গ্রন্থাগারগুলি জেলা গ্রন্থালয় সংস্থার দ্বারা বার্ষিক অনুদান লাভ করে।

২১১ গ্রন্থাগারের সংখ্যা

নিম্নে প্রদত্ত তালিকা থেকে জানা যায় যে ১৯৮৪ সালের শেষভাগে রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের সাধারণের গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৪০৭৪।

গ্রন্থাগারের প্রকারভেদ/নমুনা		সংখ্যা মোট সংখ্যা
(ক) সরকারী গ্রন্থাগার ঃ		
রাজ্য কেন্দ্র গ্রন্থাগার	১	
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	৬	
ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার	১	৮
(খ) জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা ঃ	সংখ্যা	মোট সংখ্যা
জেলা কেন্দ্র গ্রন্থাগার	২২	
সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী (হায়দ্রাবাদ)	১	
শাখা গ্রন্থাগার	৭১৬	
ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার	১	
গ্রাম্য গ্রন্থাগার	৩৩৭	
বুক্ ডিপোজিট সেন্টার	৫৪২	১৭৩১
অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগার ঃ		
গ্রাম পঞ্চায়েত	১৫৩৪	
সমবায় সমিতি	৬৭	
বেসরকারী পরিচালিত	৭৩০	২৩৩১
মোট সংখ্যা		৪০৭৪

২১২ শহর এলাকায় গ্রন্থাগার পরিষেবা

১৯৮১ সালের জনগণনানুসারে জানা যায় যে শহরের লোকসংখ্যা ১২,৬৮৭,৫৭৬ যার মধ্যে ৬,৪৯২,৫৬৮ জন শিক্ষিত. অর্থাৎ শহরের ৫৯·৯৯% লোক শিক্ষিত. এই রাজ্যে ৩৫২টি শহর আছে। এই শহর গ্রন্থাগার পরিষেবার দ্বারা ১১,৬০১,৯৬৩ (৯২·৭%) জন উপকৃত হচ্ছেন যার মধ্যে ৬,২১০,৩৬৫ (৯৫·৭%) শিক্ষিত লোক এই শহর গ্রন্থাগার পরিষেবার আওতায় থাকছেন। এই শহর গুলিতে নিম্নসংথোক গ্রন্থাগারগুলি কাজ করে যাচ্ছে। SCL(1), DCLS(23), CDL(1), BLS(286), ML(1), MLS Rickshaw(42), VLS(5) BDCS(30), PLS(18), সমবায় সমিতি গ্রন্থাগার (4) এবং ALS(327) যার মোট সংখ্যা ৭৪০। এই গ্রন্থাগারগুলি রাজ্যের ২৩০টি শহরে ছড়িয়ে রয়েছে।

এই ৭৪০টি গ্রন্থাগারের মধ্যে ৪২২টি গ্রন্থাগার ৩০টি শহরে কাজ করে যাচ্ছে যার মোট লোকসংখ্যা ৭৫ হাজারেরও বেশী। মোট লোকসংখ্যা ৭,০৯২,৯২৮ যার মধ্যে সাক্ষরের সংখ্যা ৩,৯৮৬,৬৩৮। শহরের সংখ্যা ২২২। যার মধ্যে ৫টি ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল গ্রন্থাগারের দ্বারা ১৮৮টি শহরে গ্রন্থাগার পরিষেবার কাজ চলেছে এবং ১৮৩টি শাখা গ্রন্থাগার ৩,১০০,৫২৫ লোকসংখ্যাকে গ্রন্থাগার পরিষেবার সুযোগ দিচ্ছে যার মধ্যে ২,২৩০,৭২৭ সাক্ষর। ১৯৮১ সালের জন গণনা অনুসারে মোট লোকসংখ্যার ৯৩% শহরে বাস করেন।

২১৩ গ্রামীণ অঞ্চলে গ্রন্থাগার পরিষেবা

১৯৮১ সালের জনগণনানুসারে এই রাজ্যে ২৯,৭১০টি গ্রাম আছে যার লোকসংখ্যা ৪১,০৬২,০৯৭ যার মধ্যে ৯,৫৪২,২৫০টি লোক (২৩.২০%) শিক্ষিত, জিলা গ্রন্থালয় সংস্থা এবং অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগার পরিচালিত ৩,৪০৪টি গ্রন্থাগারের দ্বারা ৩,৪৬৭টি গ্রাম গ্রন্থাগার পরিষেবার সুযোগ পায়। এই জিলা গ্রন্থালয় সংস্থা সংশ্লিষ্ট BLS, VLS, BDCS, MLS ইত্যাদি ১০৯৪টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিম্নে এই প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে।

১. Branch Libraries (BLS)—	৫১০
২. Village Libraries (VLS)	৩২
৩. Village Deposit Centre (BDC)—	৫৫২
৪. Mobile Libraries (MLS)—	১
৬. Mobile Libraries (Ricksaw)	৭
৬. ,, ,, (Cycles)—	৫০
৭. এই জিলা গ্রন্থালয় সংস্থা গ্রন্থাগার	১৮৫৫টি

গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

এখানে ১৯৮২টি অনুদান প্রাপ্ত গ্রন্থাগার আছে যেগুলি রাজ্যের ১৬১২টি গ্রামে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সংখ্যা নিম্নরূপ ঃ

১. Panchayat Libraries—	১৫১৬
২. Cop-Society Libraries—	৬৩
৩. Aided Libraries—	৪০০

২২ আকাডেমিক লাইব্রেরী—

রাজ্যের কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কোন প্রমাণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। নানা বিক্ষিপ্ত সংবাদ থেকে রাজ্যে কর্তব্যরত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জানা যায়। ১৯৮৬-৮৭ সালে পাওয়া কিছু সংখ্যার ভিত্তিতে আমরা অনুমান করে বলতে পারি যে এই প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রন্থাগারগুলিকে প্রতিপালন বা রক্ষা করার সংগে সংগে গ্রন্থাগারের গ্রাহকদেরও গ্রন্থাগার পরিষেবার সমস্ত সুযোগ প্রদান করে। রাজ্য সরকার নিকট ভবিষ্যতে শ্রীকাকুলমে আর একটি গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বিবেচনা করেছেন। প্রত্যেকটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার আছে এই অনুমানের ভিত্তিতে বলা যায় যে রাজ্যে ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ৩৫৩টি কলেজ গ্রন্থাগার, ১১টি কলেজ অফ এডুকেশন গ্রন্থাগার, ২৮টি ইঞ্জিনিয়ারীং এবং টেকনোলজি কলেজ, গ্রন্থাগার, ৫টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার, ১টি মেডিক্যাল কলেজ গ্রন্থাগার, ৫টি সংগীত মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার আছে। উপরোক্ত ১৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ১টি কৃষি, ১টি স্বাস্থ্য, ১টি প্রযুক্তি বিদ্যা, ২টি ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়, এবং অবশিষ্ট ১০টি সাধারণ উচ্চ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। ওসমানিয়া, অন্ধ্র, শ্রী ভৈঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি রাজ্যে সবচাইতে প্রাচীন গ্রন্থাগার। এই সমস্ত গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটিতে ৫ লক্ষের ও বেশী মূল্যবান পুস্তক ও পত্রিকা সংগৃহিত হয়ে রয়েছে। নিম্নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আনুমানিক সংখ্যা ও শ্রেণী বিভাগ করে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিভাগ	সংখ্যা
ক বিশ্ববিদ্যালয়	১৫
খ স্নাতক কলেজ	৩৫০
গ কলেজ অফ এডুকেশন	১১
ঘ কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারীং এ্যান্ড টেকনোলজি	২৮
ঙ কলেজ অফ এগ্রিকালচর	৫
চ মেডিক্যাল কলেজ	১
ছ মিউজিক কলেজ	৫

২৩ বিশেষ গ্রন্থাগার ঃ—

একসময়ে যে অন্ধ্র প্রদেশ দেশে কৃষিরাজ্য রূপে প্রাধান্য লাভ করে ছিল, এখন আবার দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্প রাজ্য রূপে চিহ্নিত হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরের পঞ্চ বার্ষিকি যোজনার সময়ে এই রাজ্য শিল্পক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্থান পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের সময় এই রাজ্যে মধ্যম ও বৃহৎ সব মিলিয়ে মাত্র ৪৫টি শিল্প সংস্থা ছিল। এই সংস্থার মধ্যে বেশীভাগই সাধারণতঃ কৃষি এবং রিসোর্স ভিত্তিক বললেও চলে। ১৯৮৪ সালের শেষে দেখা গেল রাজ্যে ৬৯০টি মধ্যম ও ও বড় শিল্প সংস্থা গঠিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছিল ১৯৮৬ সালের শুরুতে রাজ্যে এই সংখ্যা ৬২০তে বৃদ্ধি পাবে। বেশীর ভাগ শিল্প সংস্থা রাজ্যের মুখ্য শহর যথা, হায়দ্রাবাদ, বিশাখাপত্তনম, তিরুপতি, ওয়ারাঙ্গাল প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল।

এখন পর্যন্ত অন্ধ্র প্রদেশের বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য বা সূচনা পাওয়া যায়নি। রাজ্যের ৬২৩টি ক্ষুদ্র আর বৃহত শিল্প সংস্থার নিজস্ব বিশেষ গ্রন্থাগার/তথ্যকেন্দ্র আছে, একথা আমরা সঠিকভাবে বলতে পারছি না। জাতীয় গবেষণা রসায়নাগার, আর এ্যান্ড ডি ইনস্টিট্যুশন, সমবায় এবং শিল্প সংস্থার নিজস্ব বিশেষ গ্রন্থাগার ও সূচনাকেন্দ্র আছে। এই বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষ করে

হায়দ্রাবাদ ও সিকান্দ্রাবদের বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্য নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

২৩১ হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদ এই দুই শহরের বিশেষ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র হিসেব করে দেখা গেছে হায়দ্রাবাদ আর সেকেন্দ্রাবাদে প্রায় ১০০টি গ্রন্থাগার আছে। যার মধ্যে ৬৪টি বিশেষ গ্রন্থাগার বলে চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ গ্রন্থাগারগুলি এই দুই শহরে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক প্রত্যেকের থেকে ৪০ কিঃমিঃ দূরত্বে অবস্থিত। এই ৬৪টি বিশেষ গ্রন্থাগার আবার নিম্নরূপে বিভক্ত হয়েছে।

(ক) Agricultural Science Libraries.
(খ) Engineering & Technological Libraries.
(গ) Chemical, Biological & Medical Sciences Libraries.
(ঘ) Defence Science & Nuclear Energy Libraries.
(ঙ) Geological Sciences Libraries.
(চ) Social Sciences Libraries.
(ছ) Industrial Libraries.

এইসব বিশেষ গ্রন্থাগারে প্রচুর পরিমাণে মূল্যবান পুস্তক আছে।

৩ গ্রন্থাগার এবং তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা—

বর্তমান পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় যথা ওসমানিয়া (OU), অন্ধ্র (AU), শ্রী ভেঙ্কটেশ্বর (SVU), শ্রীকৃষ্ণদেবরায় (SKU), এবং এ. পি. ওপেন ইউনিভার্সিটি (APOU) স্নাতকোত্তর স্তরে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। O.U, A.U, S.U বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে গ্রন্থাগার ও সূচনাবিজ্ঞান শিক্ষা দেয়। অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি উপাধি পাওয়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নিকট ভবিষ্যতে পি. এইচ. ডি উপাধির জন্য শিক্ষা দেবার কথা বিবেচনা করছেন। স্নাতকস্তরে Institute of Library Science Hyderabad, School of Library Science (APLA), Vijaywada, A. P. Public Library Association, Education, Research and Training Hyderabad, State Institute at Library (SILERT) of the Department of Public Libraries; Govt. at A. P. গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্স চালু করছে এখানে ইংরাজী আর তেলেগু ভাষার মাধ্যমে পড়ানো হয়। এই কোর্সটি পাঁচ মাসে সমাপ্ত হয়।

৪ তেলেগু ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাহিত্য

তেলেগু ভাষায় রচিত গ্রন্থাগার ও সূচনা বিজ্ঞানের সাহিত্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সময়ে এবং অন্ধ্র প্রদেশ গঠনের পরেও তেলেগু ভাষায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাহিত্য রচনা করার জন্য অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। পরিষদ বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত করেছে, যার জন্য পরিভাষার উন্নতি হয়েছে বললে ভুল হবে না। পরিষদের এই কাজের জন্য আরও অনেকে তেলেগু ভাষায় লেখার জন্য উৎসাহিত হয়েছেন। পরিষদের মুখপত্র "গ্রন্থালয় সর্বাভ্যমশ", প্রথম বৃত্তিমূলক পত্রিকা, বহু সংখ্যক উৎসাহী বৃত্তিকুশলীদের তেলেগু ভাষায় প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখার জন্য প্রভূত সহযোগ দান করেছিল। বিগত আট দর্শকের মধ্যে রচিত প্রাসঙ্গিক সমস্ত সাহিত্য সম্ভারকে নিম্নলিখিত বিভাগে বিভাজিত করা হয়েছে। ১. Bibliographies, ২. Book and monographs, ৩. Annual Reports, conference proceedings and Souvenirs, ৪. Festchrifts, ৫. Directories, ৬. Periodicals and ৭. Miscllaneous Publication"। হিসেব করে দেখা যায় যে ১৯১৫ থেকে ১৯৮১-র মধ্যে ১৬৫টি আখ্যা তেলেগুতে প্রকাশিত হয়েছে। (ক) গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস (২৯) গ্রন্থাগার আন্দোলন : বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ (৭) গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা (১২), বর্গীকরণ ও সূচীকরণ (১০), গ্রন্থপঞ্জি, বুক সিলেকশন ও রেফারেন্স সার্ভিস, (৪) বার্ষিক বিবরনী ও অধিবেশন (৭), স্মরণিকা ও বিশেষ সংখ্যা (২৮) গ্রন্থাগার সম্পর্কিত পত্রিকা (৬) অন্যান্য অনুরূপ পত্রিকা (৪) জীবনী (৪) পথনির্দেশিকা (৪) গ্রন্থপঞ্জি, সূচীকরণ ও (৫০) রাজ্য সরকার পোষিত তেলেগু অ্যাকাদেমী গ্রন্থাগার ও সূচনাবিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর স্তরে টেক্স্ট বুক্, মোনোগ্রাফ, রেফারেন্স বুক্ তেলেগু ভাষায় লেখার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। স্নাতক শ্রেণীর জন্য টেক্স্ট বই লেখার কাজ প্রাথমিক স্তরে শুরু হয়ে গিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টি সদস্যদের এইসব বই লেখার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

(ক) গ্রন্থাগার ও সমাজ, (খ) গ্রন্থাগার সূচীকরণ (থিয়োরী), গ্রন্থাগার বর্গীকরণ (থিয়োরী ও প্র্যাক্টিস) গ্রন্থাগার পরিচালনা ইত্যাদির পাণ্ডুলিপি লেখা শুরু হয়েছে। অধ্যাপক এ. এ. এন রাজুর রচিত গ্রন্থাগার বর্গীকরণের টেক্সট বই গ্রন্থালয় বর্গীকরণম (সিস্থাংতম) ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

৫ গ্রন্থাগার বৃত্তিমূলক কার্যক্রমের সংগে রাজ্যের বিভিন্ন পরিষদ ঘনিষ্টভাবে জড়িত। এই পরিষদ গুলির শীর্ষে অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের নাম উল্লেখ করা যায়। ১৯১৪ প্রতিষ্ঠিত এই পরিষদই রাজ্যের প্রথম গ্রন্থাগার বৃত্তিমূলক সংস্থা, বিগত সাড়ে সাত বছরে এই পরিষদে তাদের কাজের জন্য সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনে একটি ইর্ষণীয় স্থান লাভ করেছিল। নিম্নলিখিত পরিষদগুলিও সমসাময়িক গ্রন্থাগার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান করেছিল : অ্যাকাদেমী অফ লাইব্রেরী সায়েন্স অ্যান্ড ডকুমেন্টেশান (ALSD) হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ পাবলিক লাইব্রেরীজ অ্যাসোসিয়েশন (APPLA), হায়দরাবাদ। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত অল্প সংখ্যক কয়েকটি কর্মী সংগঠন, তাদের কাজকর্মের মাধ্যমে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তার মধ্যে গভর্নমেণ্ট ডিগ্রি কলেজ লাইব্রেরীয়ানস এাসোসিয়েশন, অন্ধ্র প্রদেশ টেকনিকাল কলেজ লাইব্রেরীয়ানস এাসোসিয়েশন জিলা গ্রন্থালয় সংস্থা এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন ও অল ইণ্ডিয়া কলেজ লাইব্রেরীয়ানস অ্যাসোসিয়েশন।

৬ উপসংহার : পূর্ববর্তী অধ্যায়ে প্রাপ্ত কিছু তথ্য ও সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে অন্ধ্র প্রদেশে গ্রন্থাগারের চিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য রাজ্যের সংগে তুলনা করে দেখা যায় সাধারণের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে রাজ্য যে দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে, সেই প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। জনগণের গ্রন্থাগার সচেতনতা, গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যে রাজ্য সরকারের উদ্যম ও সর্বোপরি বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলীদের সক্রিয় ভূমিকাই অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগারের এই পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। অন্য প্রদেশের তুলনায় অন্ধ্র প্রদেশ গ্রন্থাগার উন্নতির ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না।

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবতম প্রকাশনা *

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী

১৯০০—১৯১৪

সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায়

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রের পঞ্জী। ৪৬৪টি সাময়িক পত্রের বিবরণ কালানুক্রমে সজ্জিত। পত্রিকার বিবরণ ছাড়াও পত্রিকা সম্পর্কিত টীকাও উল্লেখযোগ্য। ৩২টি আর্ট প্লেট। বোর্ড বাঁধাই। প্রতি গ্রন্থাগারে রাখার উপযোগী।

মূল্য : ৩৫.০০ টাকা মাত্র।

চিঠিপত্র
(প্রতাম্বতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

১। সাহিত্যের বেসাতি

গত কয়েকদিন আগে শিয়ালদহ মেন লাইনের একটি লোকাল ট্রেনের সওয়ারী হয়েছিলাম কিছুক্ষণের জন্য। নানান লোকের নানান গুঞ্জন, বিবিধ বাক্যবান ছুঁড়িয়ে পড়ছিলো "অন্ধকূপের" মত লৌহ কোঠরের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। একে একে নানান ব্যাপারী, তাদের সওদা নিয়ে ঘুরে চলেছেন। ছড়া কেটে বা উচ্চস্বরে অধ্যাপকের ক্লাস লেকচারের বয়ানে, আবার কখন বা অভিজ্ঞ ধনৌষধি ডাক্তারের ভূমিকাতেও ভালমতন পাবলিককে কেউ কেউ গেলাতে পারছেন কথার চাতুরীতে। অমনি পাবলিকও তার টোপ গিলছেন। বিক্রিও হচ্ছে ব্যাপারীর, লাভও হচ্ছে।

এইরকমই একধরনের ব্যাপারী প্রায়শই লোকাল ট্রেনের, কখনো বা মেল, এক্সপ্রেস এমন কি দূরপাল্লার ঝসের ভিতরেও তাদের আকর্ষণীয় সওদা নিয়ে হাজির হন। একটা ঝোলা এবং এল সেপ (L) করা একটা হাতই যথেষ্ট। তাদের হাতে এবং ঝোলায় ভরা থাকে নানান রঙের, নানান ধরনের বাহারী গন্ধহীন ফুলের মতন এক ঝাঁক পত্রিকা। হেঁকে বেড়ান ব্যাপারী এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত—"আসুন দাদারা, দিদিরা, বৌদিরা, কাকুরা, দাদুরা মাত্র এক টাকার বিনিময়ে আপনার যাত্রাপথের ক্লান্তি কাটান, অবসরটুকু কিনোদনে ভরিয়ে দিন।...কারেন্টের আগের ইস্যু, সত্যকথা, অপরাধ তদন্ত, স্বপ্নচারিণী, আদি সত্য কাহিনী, নিউ তদন্ত কাহিনী পড়ুন। এতে আছে অমুক জায়গার অমুক মহিলাকে...। অমুক পুরুষ (রাম। শ্যাম। যদু বা অন্য কেউ) তার ছত্রিশ জন ঘরনী..... ইত্যাদি প্রভৃতি।"

বাই বেল মুখরোচক ব্যাপার তো। গুঞ্জন শুরু, দাদার ঝোলাও খালি। আপনার পকেট খালি। তা বটে, এক টাকায় এতোগুলো মুখরোচক সত্য ঘটনা জানতে কে না চায়। মনে হয় যেন আহাঃ আহাঃ।

এবার আপনি তো বইটা কিনলেন, এর আগে একই ধরনের পত্রিকা কিনেছেনও কয়েকবার। এবার কিন্তু আপনি একটু বোকা বনে গেলেন। গতকালের কেনা "নিউ তদন্ত কাহিনীর" "সীতাস্ত নায়িকার" সঙ্গে আজকের কেনা "অপরাধ" "তদন্ত কাহিনীর" 'স্বৈরিনীর' হুবহু মিল আছে। শুধু পাত্রপাত্রীর নাম বদল। একটু চিন্তা করে দেখুন আজকের বইটির অন্যান্য সত্য(?) কাহিনীগুলোর অধিকাংশ গল্প এর আগেই আপনি পড়ে ফেলেছেন। হয়তো সেখানে স্ত্রীর নাম এক্স। সচ্চরিত্রা, পুরুষটি অসচ্চরিত্র। আর এখানে স্ত্রীটির নাম আই পুরুষটি ভালো, স্ত্রীই নষ্ট। সেই ধোর বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি ধোর, দেখে শুনে মাথা ঘোরার মতন। কেমন যেন গণ্ডগোল, যেমন পৃথিবী গোল। নাহ্ এটা ব্যাপারীর দোষ নয়। দোষ আপনার বা আমার যারা এ ধরনের পত্রিকাগুলো পড়েন। আসলে আপনি যে আজকে বোবা হয়েছেন তা তো মাত্র আর্থিক অর্থে। কিন্তু বস্তুত আপনি বোবা বনেছেন, ধোঁকা দিয়েছেন নিজেকে নিজেই, এতদিন ধরে, যতোদিন আপনি এ অশ্লীল অসৎ-সাহিত্যের (?) পাঠক হয়েছেন। আপনি একবারও ভেবে দেখেছেন কি আগামী প্রজন্মের জন্য জন্য আমরা কি দিয়ে যাচ্ছি ? কোথায় রবীন্দ্র-নজরুল, সুধীন্দ্র-প্রেমেন্দ্র, কালকূট বিষ্ণু আর কোথায় "মিস রশ্মিনী"। তার চেয়ে বেশী আমরা ক্ষতি করছি। আমাদের সেই সকল প্রজন্মের যারা সুস্থ সাহিত্য চর্চার শিক্ষা পাচ্ছে না। তারা শিক্ষা নেবে আপনারই কাছে কিনোদন কাটাতে এ রহস্য তদন্ত·····পড়তে। তারা পড়ে না জ্ঞান-বিজ্ঞান, পড়ে না আনন্দমেলা বা লুকেতারা-শিশুসাথী বা কিশোর ভারতী। আপনারই সন্তানও শিখছে সেই সস্তা মোটাদাগের চটপটে আনন্দ নিতে। জানা অজানার কথা জানা দূরে রহো। পড়ছে কমিকস্।

অনেকেই চিৎকার করেন এই ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থায় কিস্যু হবে না। তা সত্যিই হবে না। আমাদের শিক্ষার মানসিকতা যদি এমন হয়, তবে এর চেয়ে বেশী ভাল সমাজের আশা করি কেমনে।

আজকাল সমস্ত প্রচার মাধ্যম ভিডিও বা অডিও প্রতিটিই সোচ্চার হচ্ছে ড্রাগের নেশার (নারকোটিকস্) বিরুদ্ধে। মাস মিডিয়াগুলো তৈরী করছে নতুন নতুন পরিকল্পনা।

এহেন শুভ প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কিন্তু কয়টি মাস মিডিয়া প্রচার চালাচ্ছেন এই সকল অশ্লীল বা সাহিত্যের বেশ্যাবৃত্তির বিরুদ্ধে। আসলে অনেক বড় বড় চাঁইরা এদের পৃষ্ঠপোষক। এমনও দেখা যাচ্ছে যেখানে কয়েকজন সংসাহিত্যিকের নামও শোভিত হচ্ছে। আমরা কেউই একবারও চিন্তা করে দেখছি না ড্রাগ বা নারকোটিক্স বা অশ্লীল ভিডিও প্রসার যেভাবে আমাদের যুবসমাজকে ক্ষয় করিয়ে দিচ্ছে, ঠিক একইভাবে নাক্কারজনক প্রথায় এই বাজারী পত্র পত্রিকাগুলোও ক্ষয় করে দিচ্ছে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল্যভিত্তিকে।

বেসরকারী বা সরকারী স্তরে এগুলোর বিরুদ্ধে যা প্রতিবাদ হয় তা প্রয়োজনানুসারে খুবই কম। এই তো কিছুদিন আগে রাজ্য তথ্য দপ্তরের কয়েকটি হোর্ডিং নজরে এলো যে, "অশ্লীল পত্র-পত্রিকায় আনন্দ নিতে। জানা অজানার কথা জানা দূরে রহো। এতেই আমাদের সরকারী দায়িত্ব শেষ। সেক্ষেত্রে বিরুদ্ধে সোচ্চার হন" বা এমনই কিছু স্লোগান। বেসরকারী উদ্যোগ অনেক বেশী জরুরী। এই পত্রিকাগুলো একদম পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া উচিত। পাড়ায় পাড়ায় এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা দরকার। আর চরম শাস্তি দেওয়া উচিত সেইসব ব্যক্তিদের যারা সাহিত্যের এমন বেসাতি চালিয়ে যাচ্ছে।

সমস্ত ধরনের গণসংগঠনগুলোর বিশেষত স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির উচিত এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া।

অনুপ চক্রবর্তী

২। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান প্রধান সমস্যা ও প্রতিকার

পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার অনুমোদন বর্তমান সরকারের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রত্যেক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হচ্ছে ও হবে। কিন্তু একজন গ্রন্থাগারিকের পক্ষে ছাত্র/ছাত্রীদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের বাস্তিগত চাহিদাকে আন্তরিকাশে সহায়তা করা অসম্ভব। ছাত্র/ছাত্রীদের প্রতি গ্রন্থাগারিকদের যে দায়িত্ব তাহা পালন করা ও একজনের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। যার ফলে ছাত্র/ছাত্রীও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সহৃদয়তার অভাব দেখা দেয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের সহিত ছাত্র/ছাত্রীদের এই অভাববোধ বর্তমানে বিশেষ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সমস্যাকে আঁকড়ে ধরে পঞ্চম শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র/ছাত্রীদের নানা অসুবিধার বোঝা মাথায় নিয়ে যতদূর সম্ভব দায়িত্ব পালন করতে হয়। এইভাবে চলতে থাকলে মনের হাসপাতাল নামক এই ডাক্তারগণ রোগী হয়ে শয্যাশায়ী হবে। ডাক্তারগণ যদি প্রত্যেক শয্যাশায়ী হয় তবে হাসপাতালের অবস্থা কিরকম হবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

অতএব রোগ যাহাতে রোগীকে আক্রান্ত করতে না পারে সেইজন্য ২জন কর্মী নিয়োগ করে মনের হাসপাতাল নামক এই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের নিমিত্ত শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক বর্তমান এই প্রধান সমস্যার প্রতিবিধানের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের সহযোগীদের সংগে গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের নিয়ে সংগঠন তৈরী করা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রণব শর্মা
নন্দপ্রসাদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
পোঃ নকশালবাড়ী
জেলাঃ দার্জিলিং

(True Copy)

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

77/2, Park Street, Calcutta-16

No. S/218 Date : 26.4.90

From : The Secretary,
West Bengal Board of Secondary Education,
77/2, Park Street, Calcutta-16.

To. : The Heads of all recognised Secondary Schools.

Sub : Provision for 'Lien' for the teaching and non-teaching staff of Secondary Schools.

Dear Sir/Madam,

I am directed to state that the Board had been moved for some-time past for making a provision of 'Lien' for the employees of Secondary Schools.

The matter was placed before the 34th meeting of the Board on 24.1.90 for consideration. After detailed and careful considerations the Board adopted the following resolution :—

Under the provision of the rule 7 (Extraordinary Leave) the Managing Committee may also allow a teacher or a non-teaching employees of a School to be retained on 'Lien' for the reasons of personal ground or serving elsewhere for a period not exceeding two years (at a time not more than one year) without disturbing usual leave standing in the credit of the employee concerned proceeding on 'Lien'.

Yours faithfully,
Sd/- Sudin Chattopadhyay
Secretary.

Memo No. S/218/1-2500 dt. 26.4.90

Copy forwarded for information & necessary action to :—

1) The Director of School Education, West Bengal.
2) All the District Inspector of Schools (S.E.).....
3) The Deputy Secretary (Academic) for publication in the "Parshad Varta".
4) To all the Deputy Secretary (General), the Assistant Secretary & Office Superintendents.
5) Members of the West Bengal Board of Secondary Education
6) All recognised Teachers' Association.
   (1) The General Secretary, All Bengal Teachers' Association, Satyapriya Bhawan, P-14, Ganesh Ch. Avenue, Calcutta-13.

Sd/- R. Dasgupta
for Secretary
Govt. Circular

English Abstracts of the Articles etc Published in GRANTHAGAR V. 39. No. 12 Mar.—Apr. '90

Useless effort and planning (Editorial)
pp. 286-7

Last April, three district librarians directed by the State Library Directorate organised a seminar-cum-workshop at Salt Lake Stadium. Raja Rammohan Roy Library Foundation took the initiative to organise the seminar. The objective of the seminar was not explained. Very few librarians from public libraries were selected as resource persons. The basis of the selection is not known. For the last 3 years all activities regarding development of public libraries have been stopped. 700-800 posts are lying vacant in public libraries. LLAs are gradually becoming inactive. Cooperation should be sought from various associations, persons, administration, Raja Rammohan Ray Foundation, to formulate plans for future development of public libraries.

Comparative Librarianship
Sourendra Mohan Gangopadhyay
pp. 288-290

It discusses the meaning of the term Comparative librarianship which may briefly be described as the comparative study of the activities of different libraries and of the services and systems of libraries in different geographical regions. It states the reasons of the development of the concept as a subject and d'scusses its differences and similarities with international librarianship.

Role of public libaray in modern society.
Kalyan Kumar Mukhopadyay
pp. 291-5

Besides spreading literacy, the public libraries have a major role to play in modern society. It should make the people aware of their rights; should teach them to protest against degeneration of society and culture. Public libraries should also make the people united to protest against all types of suppression environmental pollution, etc. It should communicate information and should reach people in rural areas, the handicapped, patients and others through mobile library services.

Library and library movement in Orissa.
Manoranjan Mahapatra
pp. 296-9

It traces the existence of various types of libraries in Orissa. According to data collected upto 1st January 1987, 26 government and 1090 public libraries were established in the State 'Harekrushna Mahatab State Library' is the Central libraries of the state. There are 13 district libraries. All these libraries are goverened by the Cultural Department of the state government. There are 5 University libraries. Most of are government sponsored colleges have their own

libraries. Beside public schools, Central School and missionary schools, other schools do not have facilities of libraries. There are Orissa Library Association, Orissa College Library Association, Orissa School College and Public Library Association, etc. Library Science as a subject has been introduced in B.A. pass and honours course. There is no Public Library Act in Orissa. The librarians of universitiy and college libraries are not getting UGC scales. The attempt to write library science books in Oriya language is not at all satisfactory. Utkal, Berhampore, and Sambalpur Universities provide opportunities for research in library science.

English Abstracts of the articles etc. *Published in Granthagar v.* 39, *No.* 11 *Feb.—Mar.* '90

Future of the Public Library System of West Bengal (Editorial) pp. 262-4

Throughout the world a revolutionary change has occurred in the field of information communication. It is being reffected in social life also.

In India the public libraries provide information through the published documents only. The use of these would gradually reduce with the development of other media like magenetic disks/tapes, optical disks etc. Even in West Bengal the effective use of electronic communication is seen through computer networks—in railway reservation, CALIBNET, INDONET, NICNET, INFLIBNET etc. Most of the business organizations are moving towards computerized information systems. The public libraries should make themselves competent enough to keep pace with this technological innovation. The State Library Council should determine the future role of the public libraries in relation to the growing need of the society and should incorporate it into the five year plans. It should approach, if necessary, different associations and individuals for help to organise a public library system in the state, otherwise they will fall behind.

Research and Information Sources A. K. Ohdedar pp. 265-272

It begins with the definition of research, data, knowledge and wisdom. The sources of information have been categorised and three types of information categorised and three types of information sources—primary, secondary, tertiary are mentioned. The author also discusses the nature of various types of Research Historical, Survey and Scientific and consequently types of information sources required for these types of research.

Bengali Subject Heading List Dilip Kumar Mohanti & Bijay Day pp. 273-9

It dissusses the problems and the necessity of preparing subject heading list in Bengali. The two main problems relarted to the information of subject heading are selection of words and their arrangement. It states the contribution of C. A. Cutter, J. Kaiser, S. R. Ranganathan, J. E. L. Farradane, E. J. Coates. It also traces the development of subject heading lists and the attempts to compile subject heading list in Bengali.

(True Copy)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Directorate of School Education
Grant-in-aid Section
6, Bhabani Dutta Lane (top floor)
Calcutta-73

Dated, Calcutta, the 3rd May, 1990

No.
1304(18)G.A.
OM-18/88

From : The Director of School Education, West Bengal.

To : The Dist. Inspector of Schools (SE).....
P.O.....Dist.....

Sub : Procedure for recruitment of teaching and non-teaching staff of Secondary Schools.

Ref : This Directorate's Circular No. 2816(17)GA date 4.12.89 and Memo No. 859(18)GA dt. 30.3.90.

In cancellation of this Directorate's Memo No. 859(18)GA dt. 30.3.90, the undersigned has to state that the following direction should be added as para six & seven in clause 2(b) at P-3 of this Directorate's Circular No. 2816(17)GA dated 4.12.89 and this should be circulated to all concerned immediately.

"The existing qualified and approved non-teaching staff of secondary schools may apply for any post in the Institution wherein he/she serves as an approved non-teaching staff provided he/she possesses requisite qualification for the post."

"The existing qualified and approved non-teaching staff may also apply for appointment to a teaching or non-teaching post in response to the advertisement or register his/her name with the Employment Exchange for such appointment with the consent of his/her appointing authority."

Sd/- Illegible
for Director of School Education,
West Bengal.

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single Issue : Rs. 4.00

Licensed to post with out pre-payment
Licensed to post with pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL-2
Postal Regd. No. WB/CC-145
Regd No. R N 2674-47

12 MAR 1992

Volume 40 : No. 5 1990, August—September

CENTRAL LIBRARY

CONTENTS

	Page
Communalism and the role of Librarians (Editorial)	119
Rajkumar Mukhopadhyay Library Publicity	121
A. A. N. Raju Library Scene in Andhra Pradesh	131
Letters to the Editor	136
Board's Circular regarding lien for the Staff of Secondary Sshools	138
Govt order regarding appointment in Secondary Schoo's	
English Abstracts	140

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University Calcutta-700 073 General Office : P-134 CIT Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Ajanta Printers, 7B, Sitaram Ghosh Street, Calcutta-700 009.

Editor : *Ramkrishna Saha*

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৬ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা। ১৩৯৭. আশ্বিন

সূচী

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা (সম্পাদকীয়) 142

রামকৃষ্ণ সাহা 144
নব নব রূপে এসো

পরেশ মুখোপাধ্যায় 152
তথ্যকেন্দ্র ও তথ্য কমিউনিকেশন

শ্রীকান্ত বসু ও বিশ্বজিৎ দে
আন্ত-গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্র সহযোগিতা
এবং ইউ. জি. সি. প্রবর্তিত INFLIBNET কর্ম প্রক্রিয়া 159

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০ সংখ্যা ৬ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩১৭, আশ্বিন

সম্পাদকীয়

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা

রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভাগ্য ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। আড়াই হাজার সাধারণ গ্রন্থাগারে সাড়ে পাঁচ হাজারের মত কর্মী কাজ করছেন গ্রামে-শহরে। রাজ্যের গ্রন্থাগার দপ্তরের অলাঙ্গুলি হেলনে তাদের ভবিষ্যত নির্ভর করে। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে যে বিকেন্দ্রীকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, আজ তা সুস্পষ্টভাবে প্রশাসন কেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে। স্বভাবতই গ্রন্থাগার কর্মীরা উদ্বিগ্ন ও আশংকিত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে তাদের যে আইনসাত অধিকার দেওয়া হয়েছিল তা প্রয়োগ বন্ধ রাখা হয়েছে অজ্ঞাত কারণে।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রায়ই অভিযোগ তোলা হয়ে থাকে যে গ্রন্থাগারগুলিতে ঠিকমত কাজ হচ্ছে না। সন্দেহের আঙ্গুল তুলে ধরা হয় কর্মীদের দিকে। ঢেকে রাখা হয় গ্রন্থাগার দপ্তরের অসদাশয়তা, ভুল নীতি ও দুরভিসন্ধিকে।

রাজ্যের সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়ার দিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ছাড়া গ্রন্থাগার কর্মীদের অস্তিত্ব ছিল না বললেই চলে। তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি পরিচালিত হতো স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের দিয়ে। বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলি আজও সেইভাবেই চলে। পঞ্চাশের দশকে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথা শুরুর সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ শুরু হয় ফিক্সড বেতন পদ্ধতিতে। সে বেতন নিয়মিত আসতো না, আবার অনেক গ্রন্থাগার কর্মীর ভাগ্যে তাও পুরোপুরি জুটত না। এ সমস্ত সমস্যা থাকলেও গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতনের সমস্যাকে প্রাধান্য না দিয়ে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপরই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বেশ কিছু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিকে গ্রহণ করেছিলেন এই বৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েই। তাদের মধ্যে অর্থের প্রশ্নটা বড় ছিল না। তাই কর্মী সমিতির আন্দোলনের প্রথম দিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়েই বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন তুলতেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নেতৃত্বে পরিচালিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল বক্তব্য ছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা, গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা। ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বেতন ও পদ-মর্যাদার আন্দোলন জোরদার হলেও মূল বক্তব্য থেকে পরিষদ কখনো বিচ্যুতি হয় নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে কর্মীদের অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে বিভিন্ন সংস্থায় বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগের শুরু থেকে। রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মীদের সমস্যাও বাড়তে থাকে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও কর্মী নিয়োগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে যদি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠতো তাহলে হয়ত অনেকটা সমস্যা মিটত। বর্তমান অবস্থা হলো সব জেলায় গ্রন্থাগার অধিকারিক নিয়োজিত হয় নি। এমন কি যেখানে এই পদে নিয়োগ হয়েছে সেখানেও অফিস গড়ে ওঠেনি। ফলে অফিসের অনেক কাজেই গ্রন্থাগার কর্মীরা সাহায্যে সরকারের

সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু বেশ কয়েকজন আধিকারিক রাইটার্সের চাপে কর্মীদের সহযোগিতা গ্রহণে সঙ্কুচিত। ফলে গ্রন্থাগারগুলিতে নিয়মিত বেতন ও অনুদান পৌঁছচ্ছে না তাতে গ্রন্থাগারগুলির কর্মধারা ব্যাহত হচ্ছে।

গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটা গুণগত পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে। পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলি স্বেচ্ছায় গ্রন্থাগার আইনভিত্তিক পরিচালনার নিয়মাবলী স্বীকার করে নিয়েছেন। নিয়মাবলী অনুসারে গ্রন্থাগারিকরা পরিচালন সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক হিসাবে স্বীকৃত। অর্থাৎ গ্রন্থাগার কর্মীরা সরাসরি পরিচালনার অংশীদার। সুতরাং গ্রন্থাগারের ভালোমন্দে তাদের যার আসে অনেক কিছুই। আরেকটি গুণগত পরিবর্তন হলো যে বেতনভুক্ত কর্মী নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের গ্রন্থাগার পরিচালনার আগ্রহ কমছে। আগের মত যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী কর্মী পাওয়া যায় না। ফলে গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব বেড়েছে অনেকখানি। যে কাজগুলি আগে স্বেচ্ছাসেবী কর্মী দিয়ে চলত এখন সে কাজ বেতনভুক্ত কর্মীদেরই করতে হয়।

বিগত সাড়ে তিন বছর যাবৎ জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলিকে অকেজো করে রাখা হয়েছে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এবং ক্ষমতা ও অধিকার কমিয়ে দিয়ে। ফলে এই সংস্থাগুলি জেলার গ্রন্থাগার পরিচালনা, পরিকল্পনা, কর্মীদের সমস্যা মেটানের কাজগুলি সঠিকভাবে করতে পারছে না। যে সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিতে নির্বাচন হয়েছে সেখানেও প্রাধিকারের প্রতিনিধি দেওয়া হচ্ছে না বলে পরিচালকমণ্ডলী পূর্ণাঙ্গরূপ পাচ্ছে না এবং তাদের সভাও হচ্ছে না। এর ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর অহেতুক চাপ পড়ছে। এর জন্য কর্মীদের কোনক্রমে দায়ী করা যায় না।

কর্মীদের বেতন সংশোধনের বিষয়টি নিয়ে গ্রন্থাগার দপ্তর যে ধরনের দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা বিরল। সরকারী আদেশনামায় যে যে সুপারিশ কার্যকরী করার সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে দপ্তর আশ্চর্যরকমভাবে নিশ্চুপ। এর ফলে কর্মীদের বেতন সংশোধনে নানারকম জটিলতা দেখা দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে।

গ্রন্থাগার আইনে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা আছে। গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতাভুক্ত করে সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষণা করে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে ও জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারে নির্বাচনের মাধ্যমে কর্মী প্রতিনিধি আনার দায়িত্ব গ্রন্থাগার দপ্তরের। গ্রন্থাগার দপ্তর যদি আইন না মানেন, দায়িত্ব পালন না করেন তার দায়িত্ব তো কর্মীদের উপর বর্তায় না। নির্বাচনের অধিকার আইনগত অধিকার এতো কারোর দয়ার উপর নির্ভর করে না। এজন্যই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কর্মী সমিতির দাবী ছিল যে অবিলম্বে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে করতে হবে। সরকার যদি নির্বাচন করতে না পারেন তবে কর্মী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদককে সভায় আমন্ত্রণ জানাতে হবে। এ দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন ও ও মামলা দুইই করতে হয়েছে। পরিশেষে গ্রন্থাগার দপ্তর এই দাবী আংশিকভাবে মেনে নিয়ে কর্মী প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন কিন্তু সেই সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে সমসংখ্যক পছন্দমত গ্রন্থাগার কর্মীদেরও আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আমাদের কাছে আশ্চর্য লাগে যখন দেখা যায় যে গ্রন্থাগারগুলিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, উন্নত করার এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করার কাজকে সরিয়ে রেখে রাজনৈতিক হিসাবের বিষয়টিকে বড় করে দেখা হয়। এর ফলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটাই ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে।

সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির অবস্থাও যথেষ্ট খারাপ। রাজ্য কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগারটি একটি গুদাম ঘরে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য। লোনা ধেছে যে স্থায়ীই গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হবেন। এখন যিনি দায়িত্বে রয়েছেন তাকে গ্রন্থাগারে কমই দেখা যায়। বেশিরভাগ সময়ই তিনি গ্রন্থাগার পরিষেবা ছাড়া রাইটার্সে অন্য কাজে ব্যস্ত। ফলে গ্রন্থাগারটির রাহুর দশা যা চলছিল এখনও তাই চলছে।

সমস্ত গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগীদের আবেদন যে রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তর গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা করুন। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলির সভা আইনানুগভাবে নিয়মিত আহ্বান করা হোক। কর্মীদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বদলানো হোক। মাননীয় মন্ত্রী একজন শ্রমিক আন্দোলনের নেতা; কিন্তু তারই দপ্তরের পুরনো কর্মীরা অবসরকালীন কোন সুযোগ পাননি। যাঁরা অবসর নিয়েছেন। তারা এক পয়সাও গ্রাচুইটি পান নি। তাদের কয়েকজনের জীবনাবসান হয়েছে। সঁলিল চাকলাদারের কোন নিকটাত্মীয়কে কোন চাকুরী দেওয়া হয় নি। পরিবারটি প্রায় অনাহারে। এ অবস্থা কি কাম্য? এতে কি জনমুখী গ্রন্থাগার গঠন করা যাবে? একমাত্র ভবিষ্যতই এর জবাব দিতে পারবে।

নব নব রূপে এসো

রামকৃষ্ণ সাহা
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

০ অবতরণিকা

বর্তমান যুগ তথ্যের যুগ। আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশ দাবী করছে যে তাঁরা শিল্পোন্নত সমাজের স্তর অতিক্রম করে 'তথ্য কেন্দ্রিক সমাজে' উত্তীর্ণ হয়েছেন। সম্প্রতিকালে তথ্য বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকাতেও এ সম্পর্কে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। দু'এক্‌খানি বইও প্রকাশিত হয়েছে। আমরা ভারতবাসীরা এখনও গরুর গাড়ীর যুগে পড়ে আছি। শতকরা আশিভাগ মানুষ কৃষিজীবি। শিল্প-জগৎ-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা কৃষির সঙ্গে যুক্ত জনসংখ্যার কোন তুলনাই চলে না। তবে আমাদের এই বৈচিত্র্যময় দেশে গরুর গাড়ী, যাত্রা-থিয়েটারের সঙ্গে সিনেমা, ভিডিও পারলার, রেডিও, টেলিভিশন তাল মিলিয়ে চলছে। আধুনিক তথ্য টেকনোলজি গ্রহণ আমাদের কোন দ্বিধা নেই। শতকরা ৫৩ ভাগ নিরক্ষরে দেশ ছেয়ে থাকলেও স্কুলে কম্পিউটার ঢোকানোতেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। দেহটা পড়ে আছে মধ্যযুগে আর মাথাটার একটা অংশ চলে এসেছে আধুনিক সমাজে। এহেন পরিস্থিতিতেই ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবাংলার প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যার ডিপ্লোমা কোর্সের নাম পরিবর্তিত হলো 'ব্যাচেলার অফ লাইব্রেরী সায়েন্স'-এ। এখন পঃ বঙ্গে যাদবপুর প্রমুখ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে' স্নাতক পর্যায়ে এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠন পাঠন চলছে। 'গ্রন্থাগার' পঠিকার 'তথ্য বিজ্ঞান' বিষয়ে প্রবন্ধ কদাচিৎ দেখা যায়। আমরা গ্রন্থাগারিকরা 'গ্রন্থাগারিকতা'-র (গ্রন্থাগার বিজ্ঞান নয়) স্তরেই রয়েছি—যদিও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগে কম্পুটার ঢুকেছে দু'বছর হলো, DRTC ও INSDOC-এ কম্পুটার বিজ্ঞান পড়ানো হচ্ছে দু'ই দশকের ওপর হলো। কিন্তু অবস্থা সেই গ্রন্থাগারিতা'-র স্তরেই রয়ে গেছে। ব্যক্তির মধ্যে বিজ্ঞানের ছিঁটে ফোঁটাও দেখা যায় না। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পাঠক্রম তথ্য ও বিজ্ঞানের বিষয় কতটা আছে তা নির্ণয় করা তর্ক সাপেক্ষ—তবুও তথ্য, তথ্যবিজ্ঞান, ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ পরিচিত হচ্ছি। বেশ কিছু গ্রন্থাগারিক নিজেকে তথ্য বিজ্ঞানী বলে উল্লেখ করতে বেশ শ্লাঘা অনুভব করেন। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ের উপর প্রবন্ধের সংখ্যা বেশি না থাকায় বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা।

১ পূর্বেতিহাস

গ্রন্থাগারের ইতিহাস কয়েক হাজার বছরের পুরোনো হলেও ; আরিস্ততল, বেকন, লাইবনিৎস্, ডেকার্ত, প্রভৃতি প্রথততযশা ব্যক্তিরা এর গোড়াপত্তন করলেও ডিউই, কাটার, ব্রাউন প্রভৃতি মনীষীর প্রচেষ্টায় 'গ্রন্থাগার ইকনমি'-র শুরু হয় ১৮৭৬ সালের পর। 'গ্রন্থাগার ইকনমি' শব্দের মধ্যে আজকের দিনের 'ম্যানেজমেণ্ট' এর সুর শুনতে পাওয়া যাবে। দীর্ঘ অনুশীলনের 'পর' 'গ্রন্থাগারিতকা' গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রভৃতি শব্দের অবতারণা হয়। রঙ্গনাথন গ্রন্থাগারিকতাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সুদীর্ঘ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সুধীজনের অনেকেই একে বিজ্ঞানের পর্যায়ে ফেলতে অনুৎসাহী। ইংলেণ্ডে

আজও এই বিষয় 'গ্রন্থাগারিকতা' নামেই পরিচিত। শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তথ্য বিজ্ঞান নামে যে বিষয় পড়ানো হয় তা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান থেকে পৃথক। রাশিয়া, আমেরিকায় একে সমাজ বিজ্ঞানের স্তরে ফেলে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছে।

গ্রন্থাগারিকতার পাশাপাশি ১৮৯৬ সাল থেকেই 'ডকুমেন্টেশন' শব্দটির প্রচলন হতে থাকে। বর্তমান শতকের প্রথমার্দ্ধ পর্যন্ত ডকুমেন্টেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পর্যায় অতিক্রম করে বস্তু নির্ভর পরিষেবার দিকে অধিকতরভাবে ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু 'ডকুমেন্টেশন' শব্দ নিয়ে দীর্ঘ বিতর্ক চলতে থাকে ষাট সালের মধ্যভাগ পর্যন্ত।

১৯৪৩ সালে ভ্যানেভার বুশ 'আটলান্টিক মান্থলি' পত্রিকায় 'এ্যাজ উই মে থিংক' নামে একটি প্রবন্ধে(3) এমন এক কল্পজগতের কথা উল্লেখ করেন যা আজকের দিনে আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশ বাস্তবায়িত করে তোলার প্রয়াস পাচ্ছেন। 'তথ্য বিজ্ঞানের' গোড়াপত্তন হিসাবে এই প্রবন্ধকে গণনা করলেও পঞ্চাশের দশকে 'ইনফরমেশন রিট্রিভ্যাল' পরে 'ইনফরমেশন স্টোরেজ এ্যান্ড রিট্রিভাল' শব্দের অবতারণা হয়। ষাট সালের মধ্যভাগ থেকেই 'ডকুমেন্টেশন' শব্দটির গৌরব ক্রমশঃ ম্লান হতে থাকে আর তথ্য বিজ্ঞানের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। ভারতবর্ষে ১৯৬৩ সালে DRTC প্রতিষ্ঠিত হলো। শুরু হলো ডকুমেন্টেশনের গবেষণা। ১৯৬৮ সালে এসে আমেরিকান ডকুমেন্টেশন ইনস্টিটিউট-এর নাম পরিবর্তন করা হয় আমেরিকান সোসাইটি অফ ইনফরমেশন সায়েন্সেস। 'আমেরিকান ডকুমেন্টেশন' পত্রিকার নামও বদলে দেওয়া হয়।. 'তথ্য বিজ্ঞান কি?' এ সম্পর্কেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। এটা যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ডকুমেন্টেশন প্রভৃতি বিষয় থেকে কত পৃথক তা বোঝানোর জন্য বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু ডকুমেন্টেশনের যে দুর্বলতার জন্য পতন হতে থাকলো সে দুর্বলতা তথা বিজ্ঞান বিষয়কেও ক্রমশঃ গ্রাস করতে থাকলো। (10, 11) তথা বিজ্ঞানের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তথ্য, তথ্য সংখ্যা, তথ্য প্রক্রিয়া ইত্যাদি হলেও মূলস্তম্ভ হলো তথ্য। কিন্তু তথ্য ও তথ্য বিজ্ঞানের বিজ্ঞানভিত্তিক পরিধি নির্ণয়ের কাজটা নিয়ে দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ বেড়ে গেল। অবস্থা এমন যে কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা যে তথ্য বিষয়টা বর্জন করতে পারলে সুবিধা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট ব্রিটেনের ASLIB সংস্থাটি নিজের নাম পরিবর্তন করে এ্যাসোসিয়েশন অফ ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট রাখলো। রাশিয়া ইনফরমেশন সায়েন্স শব্দটি ব্যবহার করার বদলে 'ইনফরম্যাটিকস্' বলে একটা বিষয় নিয়ে এলো। এর সঙ্গে ইনফরমেটোলজি, এপিস্টো-ডাইনামিকস প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়ে উঠলো। এ্যালান গিলক্রিষ্ট তথা বিজ্ঞানের একটা প্রবন্ধে সরাসরি ঘোষণা করলেন যে ভবিষ্যতে 'ব্রিটিশ লাইব্রেরিয়ানশিপ এ্যান্ড ইনফরমেশন ওয়ার্ক' পত্রিকায় তথ্য বিজ্ঞানের উপর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে না।(5) এহেন অবস্থায় তথ্য ও তথ্য বিজ্ঞানের উপর আলোচনার সূত্রপাত করতে হচ্ছে।

২ তথ্যের সংজ্ঞা

গ্রন্থাগারিকতা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ডকুমেন্টেশন, তথ্য বিজ্ঞান, ইনফরমাটিকস্, তথ্য টেকনোলজি, তথ্য ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ের আলোচ্যসূচীতে যতরকম ভাবই আলোচিত হোক না কেন এর কেন্দ্রবিন্দু মাত্র একটি ভাব তার নাম তথ্য বা ইনফরমেশন। ইংরাজীতে ইনফরমেশন শব্দের মধ্যে যে ধরণের দ্যোতনা ফুটে ওঠে বাংলা 'তথ্য' শব্দের মধ্যে তা ফোটে না। 'বার্তা,' 'সংবাদ' শব্দের মধ্যে তথ্য আদান প্রদানের একটা ভাব স্পষ্ট হলেও তাকে আমরা তথ্যের বিশেষ রূপ বুঝি। এতে ইনফরমেশনের সার্বিক রূপ পরিস্ফুট নয়। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য শব্দটিকে ইনফরমেশনের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে যদিও একে সঠিকভাবে বিকল্প শব্দ হিসাবে গ্রহণ করার সুবিধা আছে। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্যের বিভিন্ন রূপ এবং তথ্য বিজ্ঞানের সমস্যাগুলি তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

২১ প্রচলিত অর্থ

অক্সফোর্ড ইংরাজী অভিধানিটিতে Information বা তথ্য শব্দটি বিভিন্ন খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডে 'action of informing'; 'formation or moulding of the mind; or

character ; communication of knowledge, or news of some fact or occurrence' ; 'knowledge communicated concerning some particular facts' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ভাব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ঐ অভিধানের সাপ্লিমেন্টের দ্বিতীয় খণ্ডে ১৯৩৭ সাল থেকে Information শব্দটি কতভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কালানুক্রমিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এগুলি সব বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সংজ্ঞা।

২২ তথ্য বিজ্ঞানে ব্যবহৃত অর্থ

তথ্য বিজ্ঞানের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যের সংজ্ঞা আজও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে তথ্যকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। সংজ্ঞাগুলির মধ্যে পার্থক্য এত বেশি যে সেগুলিকে তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণ করার অসুবিধা রয়েছে। এই বিভিন্নতার ফলেই তথ্য বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। একটা বিষয় গঠিত হতে গেলে তার পরিভাষার সুনির্দিষ্টতা, অর্থ এবং পরিমাপ এগুলির প্রয়োজন অসীম। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিমাপের প্রশ্নটি অত্যধিক জরুরী। অঙ্কশাস্ত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ণ শাস্ত্র প্রমুখ বিষয়ে যে সমস্ত পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা সর্বজন গ্রাহ্য। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষাগুলিতে তুলনামূলকভাবে সর্বজন-গ্রাহ্যতা কম। তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবস্থাটা ভয়ঙ্করভাবে জটিল। তথ্যের যে সমস্ত রূপ আমাদের সামনে রয়েছে তা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। তথ্যের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর সমাজগঠন নির্ভরশীল। দল ও সংস্থাসমূহ গঠনের ক্ষেত্রে তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আবার জীবদেহ যাতে প্রাণ আছে তাতেও রয়েছে তথ্যের ভূমিকা। এছাড়া তথ্যের ভৌতিক রূপ সম্পর্কেও অনেক মনীষী ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে এগুলি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩ তথ্য ও সমাজ

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজ হচ্ছে একটা বিমূর্ত সিস্টেম। এই বিমূর্ত সিস্টেম ধরে রাখার মূলে রয়েছে তথ্য। প্রধানতঃ ভাষার মাধ্যমে আমরা ভাব বিনিময় করে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করি ; নিজেকে সমাজের একটা অংশ হিসাবে মেনে নিয়েছি। সংযোগ রক্ষা করার কাজটাই হয় ভাব বা তথ্য আদান প্রদানের মাধ্যমে। এজন্য সমাজে অনবরত তথ্য সঞ্চালনের প্রক্রিয়া চলছে।

ভাষা নিজেও সমাজের ফসল। আমরা ভাষার মাধ্যম ছাড়া কিছু চিন্তা করতে পারি না এজন্য আমাদের চিন্তাধারাও সমাজ প্রভাবিত। এর প্রভাব এত সূক্ষ্ম সাধারণভাবে তা নজরে আসে না।

ভাষা কিন্তু ভাব প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম নয়। ভাব প্রকাশের আদিম উপায় হলো অঙ্গ ভঙ্গী। শব্দ ভঙ্গী, তার পর এলো বাক্য। বাক্য থেকে ভাষা। ভাষা শ্রুতি নির্ভর। অঙ্গভঙ্গী দৃষ্টি নির্ভর।

রাজশেখর বসু লিখেছেন :

"মুখের কথার প্রভাব অল্প নয়, কিন্তু বেশী লোকে তা শুনতে পায় না। যারা শোনে তারাও চিরদিন মনে রাখতে পারে না এজন্য এরা উচ্চরেই ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু লেখা অক্ষয় হয়ে থাকতে পারে ; দরকার হলে পড়া যেতে পারে। এজন্য দরকার সংকেতের, লিপির। প্রথমে যখন লেখার উদ্ভাবন হলো তখন তার উদ্দেশ্য ছিল স্থূল—নিজের জিনিষ চিহ্নিত করা, সম্পত্তির হিসাব রাখা দান-বিক্রয়াদির দলিল করা ইত্যাদি। তারপর সংবাদ পাঠাবার জন্য চিঠির, রাজাজ্ঞা ঘোষণার জন্য অনুশাসন লিপির প্রচলন হলো। ক্রমশঃ লিপির প্রয়োগ বাড়লো সমাজের পরিসরও বাড়লো তারপর এলো মুদ্রণ-এর ফলে তথ্য জনমানসে সর্বব্যাপ্ত হতে লাগলো।"(12)

ভাষার আবিষ্কার কিভাবে হলো তা জানা যায় না। লিপি আবিষ্কারের পূর্বে ছবি, সংকেত, ইঙ্গিত, মুদ্রা প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্যের আদান প্রদান চলত। এখনও এসকল পদ্ধতির মাধ্যমেই তথ্য সঞ্চালন প্রক্রিয়া চলে।

বই, পত্র-পত্রিকা, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম, ছবি, লিফলেট, পোস্টার, প্যাম্ফলেট, ব্রোশিওর প্রভৃতিও তথ্যবাহী সামগ্রী। এগুলি যারা প্রস্তুত করেন, প্রকাশ করেন, পরিবেশন করেন তারা সবাই তথ্য সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গ্রন্থাগার ছাড়াও বহুতর তথ্যসংস্থা সমাজে তথ্য সঞ্চালন

প্রক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করেছে যেমন বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, লেখাগার, মিউজিয়াম, প্রকাশনা সংস্থা-সমূহ, মুদ্রণ সংস্থা, সংবাদপত্র সংস্থা, পোষ্ট অফিস, ফিল্ম ডাইরেকটার, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ সংস্থা, টেলিভিশন সংস্থা প্রভৃতি। এরা সবাই মিলে বিভিন্ন ব্যক্তি, দল ও সংস্থাজাত ভাববারা পরস্পরের কাছে পৌছে দেয়। এর মধ্যেই একটা সূক্ষ্ম বিমূর্ত ঐক্য সৃষ্টিকারী সামাজিক চিন্তা গড়ে ওঠে যাকে আমরা সংস্কৃতি নামে অভিহিত করে থাকি।

সমাজ সৃষ্টির গোড়ার দিকে আদিম মানুষ সরল-ভাবে তথ্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছিল। গুহার দেওয়াল চিত্রের মাধ্যমে, পাথরে খোদাই করে মূর্তি বানিয়ে, পোড়া মাটির টালিতে, মন্দিরে-পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে ছবি এঁকে সমাজের ঘটনাবলী সংরক্ষণ করেছে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছে দিয়েছে।

সভ্যতা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সঙ্কলনের ও সংরক্ষণের পদ্ধতি বদলেছে। মূল স্টেজ হলো কত কম সময়ে কত বেশি তথ্য নির্ভুলভাবে কত বেশি লোকের কাছে কম খরচে পৌছে দেওয়া যায়।

সমাজে তথ্য প্রক্রিয়া তথ্য তথ্য জনন, তথ্য ব্যবহার, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সংরক্ষণ, সঞ্চালন প্রভৃতি বিষয়গুলির অনুশীলন তথ্য বিজ্ঞানের আওতাধীন। জ্ঞান, ভাষা, শব্দ, তথ্যবাহী কম্পন প্রকারভেদ, তথ্য সংস্থাসমূহের রূপ, তথ্যের অর্থনীতি (যেখানে তথ্য হচ্ছে পণ্য) প্রভৃতি বিষয়ই তথ্য বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।(2A)

৪ তথ্য, দল ও সংস্থা

সমাজ গঠিত হয় ব্যক্তি, দল ও সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে। সুসংবদ্ধতার মধ্য দিয়ে। আবার দল ও সংস্থা গঠিত হয় তথ্য সঞ্চালনের মাধ্যমে। সমাজের মধ্যে যেমন বিভিন্ন তথ্য সঞ্চালন ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি দল ও সংস্থার গঠনের মধ্যেও তথ্য সঞ্চালিত হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে একটা বাসের মধ্যে একদল প্যাসেঞ্জার থাকলেও দল তৈরী হয় না। দল তৈরী হয় প্যাসেঞ্জার-সমূহের মধ্যে যেন কিছুদিন ধরেও আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কোন একটা নির্দিষ্ট ট্রেনের ডেইলী প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে এক বা একাধিক দল গড়ে উঠেছে। দলের বা সংস্থার সংগঠনের প্রধান উপাদান মানুষ হলেও তথ্যই হলো সংগঠনের মূল উপাদান। তথ্যই সংগঠনের চরিত্র নির্ধারণ করে। ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে যে যা সংগঠনের রূপ নির্ধারণ করে বা বদলে দেয় তাই হচ্ছে তথ্য। সমাজের ক্ষেত্রেও এই বস্তুর সমভাবে প্রযোজ্য। দল বা সংস্থার মধ্যে একটা পার্থক্য রয়েছে। দল ও সংস্থা উভয়েই ব্যক্তি বা সদস্যদের নিয়ে সৃষ্ট হলেও এদের মধ্যে দলের থেকে সংস্থার সংগঠন অধিকতর শক্তিশালী বা সুসংবদ্ধ। আরও একটা পার্থক্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর স্তরভেদ। দলের সদস্যদের মধ্যে নেতা এবং সদস্য উভয়েরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। নেতার দায়িত্ব কিন্তু বেশী। সংস্থার ক্ষেত্রে অন্ততঃ দুই স্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী থাকা দরকার। যার সাহায্য বা অভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভাবিত হয় তাকেই তথ্য বলে অভিহিত করা যাবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে তথ্যের উপযোগিতা শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সংস্থার কাজ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সংগঠনের মধ্যেই তথ্য ব্যবস্থা থাকে। সংস্থাসমূহের চরিত্র অনুসারে তথ্য সংস্থার চরিত্র বদল হয়।

৫ তথ্য ও ব্যক্তি

সমাজ, সংস্থা, দলের মধ্যে যেমন তথ্য সঞ্চালন ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি ব্যক্তি বিশেষও তথ্য প্রক্রিয়ার আধার। তথ্যের স্বরূপ নির্ধারণে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কি রকমভাবে তথ্য চলে তা আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে ব্যক্তির শরীরের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে তথ্য প্রক্রিয়া চলতে থাকে। সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে দেহাভ্যন্তরীণ, তারপর দৈহিক তারপর মানসিক। এরা কেউই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং প্রচণ্ডভাবে সুসংবদ্ধ।

দেহকে সচল রাখার জন্য দেহের অভ্যন্তরে অবিরত তথ্যের আদান প্রদান চলছে প্রাণ সঞ্চারের শুরু থেকে। মাতৃজঠরে একটা শুক্রাণু যখন ডিম্বাণুর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে তখনই ঘটছে তথ্যের বিক্রিয়া। পুরুষের ২৩টা ক্রোমোজোম আর নারীর ২৩টা ক্রোমোজোম সম্মিলিত হলেই সৃষ্টি হচ্ছে একটা Zygote এটাও অজস্র তথ্যের সুসংবদ্ধ রূপ। গাছের বীজও তাই। Zygote বা বীজের মধ্যে অজস্র তথ্যের

প্রোগ্রাম রয়েছে। সঠিক পরিবেশ পেলেই Zygote বা বীজের বিকাশ হবে। বিকাশের সময় থেকেই Zygote রাসায়নিক, বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটিন, লিপিড কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি গ্রহণ করতে থাকে। বিকাশের বিভিন্ন স্তরে হাত, পা, ফুসফুস, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গার বিকাশ হয়। তারপর একদিন শিশু পূর্ণরূপে বিকাশলাভ করে ভূমিষ্ঠ হয়।

প্রাণ সঞ্চারের শুরু থেকে যে তথ্য প্রক্রিয়ার শুরু তা শেষ হবে একমাত্র ব্যক্তির জীবনাবসান হলে। প্যারালিসিস হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এমন একটা অবস্থা যখন যেখানে তথ্য প্রবাহ হয় বন্ধ নয় হ্রাস পায়।

দেহের অভ্যন্তরে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে তাদেরও নিজস্ব তথ্য ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন দেখা যায় হৃদপিণ্ড বা অন্ত্রের একটা অংগকে দেহকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও বেশ কিছুক্ষণ তা সচল থাকে।

দেহের আভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহ ছাড়াও ব্যক্তির সঙ্গে ভৌতিক পরিবেশের তথ্য সংযোগ রয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো অনবরত পরিবেশের সঙ্গে তথ্য সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে। ইন্দ্রিয়গুলি তথ্য সংগ্রহ করে মস্তিষ্কে পাঠিয়ে দেয়, মস্তিষ্ক তা ব্যবহার করে নতুন তথ্যের জন্ম দেয় এবং দেহ ও মনকে পরিচালনা করে।

তথ্যের বিভিন্ন যে সব রূপ এবং তথ্য প্রবাহের বিভিন্ন পথ বা চ্যানেল তার সবটাই তথ্য বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় নয়। তথ্য বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ, সংস্থা ও দলের মধ্যে তথ্য প্রবাহের মাধ্যমে ব্যক্তির অংশগ্রহণের ধারা নিয়ে বিশ্লেষণ করা। দেহাভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহ শারীরবৃত্তের আলোচ্য বিষয় ; আর মনের মধ্যে তথ্য বিক্রিয়ার রূপ নির্ধারণ করে মনস্তত্ত্ব ও মনোশারীরবিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

৫১ দেহের তথ্য ব্যবস্থা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেহ পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। কিন্তু কি ভাবে করে তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। শরীরের রয়েছে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক। এগুলির সবই তথ্য গ্রাহক যন্ত্র। তথ্যের বিভিন্ন ভৌতিক রূপ থাকায় বিভিন্ন রকম তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা। ত্বকের কাজ হচ্ছে স্পর্শ অর্থাৎ চাপ, তাপের অবস্থা নির্ণয় করা। জিহ্বার কাজ কিন্তু স্বাদ গ্রহণ করা কোনটা, নোনতা, মিষ্টি, টক, ঝাল তেতো ইত্যাদি। মানুষের ঘ্রাণ শক্তি আছে কিন্তু কতরকম ঘ্রাণের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি? এদের চাইতে অনেক শক্তিশালী যন্ত্র হলো কান আর চোখ। অজস্র রকম আলো আর শব্দের কম্বিনেশন আমরা চোখ কানের মাধ্যমে পৃথক করতে পারি। বিভিন্ন প্রাণীর গ্রাহক-যন্ত্রের শক্তি বিভিন্ন রকম। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে মশার তাপ গ্রাহক যন্ত্র এত শক্তিশালী যে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দেহের অস্তিত্ব ওরা টের পায়। পিঁপড়ের ঘ্রাণ শক্তি আমাদের থেকে অনেকগুণ তীক্ষ্ণ। চাপ, তাপ, বেদনা প্রভৃতি আমরা অনুভব করি স্পর্শশক্তির মাধ্যমে। এ সমস্ত বিষয় তথ্য বিজ্ঞানের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও তথ্যের স্বরূপ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা রয়েছে।

পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্য যেমন তথ্য ব্যবস্থা রয়েছে আবার দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলিকে সচল রাখারও তথ্য ব্যবস্থা রয়েছে। কেমন করে দেহ খবর পায় যে বাইরের রোগ জীবাণু আমাদের দেহকে আক্রমণ করেছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে তা অবশ্যই বিস্ময়কর।

বংশানুক্রম রক্ষা করাও তথ্যের আরেক রূপ। আমরা কেন বাবা বা মার মত দেখতে? কিভাবে আমাদের দেহের গঠন ও রূপ বাবা, মা ঠাকুরদা, দাদু, ঠাকুমা অথবা দিদিমার রূপ ধারণ করে? বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকরা তথ্যের এই রূপ নিয়েও আলোচনা করেছেন।

৫২ দেহাভ্যন্তরীণ তথ্য প্রবাহের স্বরূপ

একটা তথ্য ব্যবস্থায় থাকে তথ্য গ্রাহক, তথ্য সঞ্চালনের পথ, তথ্য প্রক্রিয়া আর তথ্য বহির্গমনের ব্যবস্থা। দেহের মধ্যে প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং প্রতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অজস্র কলা, কোষ সম্মিলিত-ভাবে তথ্য প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। একটা কলা অথবা কোষের মধ্যে যে তথ্য প্রক্রিয়া চলে তার রূপের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে। তার মধ্যে কোনটা বৈদ্যুতিক, রাসায়নিক, কেউ বা তাপ নিয়ন্ত্রিত আবার কোনটা চাপ সংবেদনশীল। কোন কোন কোষ বা অঙ্গ স্থান ও সময়-সংবেদনশীল। এ সব জটিল বিষয় নিয়ে বারান্তরে আলোচনার ইচ্ছা রইলো।

৫৩ মানসিক স্তর

দেহের তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরণের সংবেদনশীলতায় সাড়া দেয়। সাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের চেতনার স্তরে এলে অর্থাৎ মস্তিষ্কে পৌঁছলে আমরা বিষয়টা অনুভব করি। মস্তিষ্কের মধ্যে সংগৃহীত তথ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক তৈরী হচ্ছে ফলে ভাব সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষগুলি এই তথ্য ধরে রাখছে। নতুন সংগৃহীত তথ্য পূর্বে সংগৃহীত তথ্যের কাঠামো বদলে দেয় ফলে ব্যক্তিগত জ্ঞানের কাঠামোর, বুদ্ধির তথা উইসডম-এর পরিবর্তন ঘটে যায়।

মানসিক স্তরে তথ্য প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এক কিভাবে তথ্যগুলি সজ্জিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনে সেগুলি মনে পড়ছে আবার অনেক ক্ষেত্রে ভুলে যাচ্ছি সব বিষয় আজো গবেষণার স্তরে রয়েছে। তবে প্রধানতঃ দুধরণের উদ্দেশ্য নিয়ে তথ্য প্রক্রিয়া চলতে থাকে। প্রথমতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করি তা পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য এবং অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। বাঁচার জন্য খাদ্য চাই ; কিন্তু প্রাণীরা গাছের মত খাদ্য দেহের মধ্যে তৈরী করতে পারে না তাই তাদের খাদ্য সংগ্রহ করতে হয়। তার জন্য দরকার সন্ধান প্রক্রিয়ার—অর্থাৎ তথ্য চাই কোথায় গেলে খাদ্য পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়তঃ মস্তিষ্কে আরেক ধরনের তথ্য প্রক্রিয়া চলে তা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে চালনার জন্য। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সংহতি আনার কাজটাও মস্তিষ্কেই চলে।

তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে এরা কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং ভয়ঙ্করভাবে পরস্পর নির্ভরশীল। উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। বাইরে যদি আলো কমে যায় দেখা যাবে চোখের মণি বড় হচ্ছে আর আলো যদি বেড়ে যায় তবে মণি খুব ছোট হচ্ছে। বাইরে যদি তাপ কমে যায় তবে শরীর তাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বাড়িয়ে দেবে। আমরা যখন ভয় পাই তখন বুক দুরু দুরু করে—মানে হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বাড়িয়ে দেওয়া হয় যার অর্থ শরীরকে পালাবার বা অন্য যে কোন অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত রাখা। আমরা যখন নাচ-গান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করি তখন শরীর ও মনে স্ফূর্তির উদয় হয় ; উত্তেজনা হ্রাস পায় সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি তখন সামা অবস্থায় থাকে। পরিবেশ থেকে সংগৃহীত তথ্য এইভাবে শরীর ও মনকে নিয়ন্ত্রণ করে।

৬ তথ্যের ভৌতিক রূপ

উপরের আলোচনা থেকে তথ্য আসলে কি সে সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয় না। এজন্য তথ্যের ভৌতিক রূপ সম্পর্ক খানিকটা আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। তথ্যের ভৌতিক রূপ সংক্রান্ত গবেষণা আধুনিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন এনেছে। ১৯৪৮ সালে বেল গবেষণাগারের এক বৈজ্ঞানিক, ক্লদ শ্যানন 'এ ম্যাথেমাটিক্যাল থিয়োরি অফ কম্যুনিকেশন' নামে এক তত্ত্ব প্রচার করেন।(5) ১৯২৮ সালে আর. ভি. এল. হার্টলে 'ট্রান্সমিশন অফ ইনফরমেশন' নামক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে প্রারম্ভিক আলোচনা করেছিলেন।(6) পরবর্তীকালে বহু বৈজ্ঞানিক এ সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে তথ্য হলো রূপ (ফরম), সংগঠন (অরগানাইজেশন)। ইনফরমেশন শব্দের মধ্যে 'ফরম'-এর উপস্থিতি আকস্মিক নয়। ফরমেশন কথার অর্থ হলো রূপ দেওয়া, রূপ পাওয়া, আকার পাওয়া।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা হয়ত আরেকটু স্পষ্ট হতে পারে। এক গ্লাস জল আর এক গ্লাস বরফের মধ্যে বস্তুর পার্থক্য নেই, পার্থক্য হলো প্রথমটা থেকে দ্বিতীয়টায় বেশি তথ্য রয়েছে। বরফটা যদি গলে যায় তাহলে তথ্য কমে গেল বুঝতে হবে।(7) একটা সংগঠন হলো বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সুসংবেদ্ধ, সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। সুসংবেদ্ধতাই (অরগাইজেশন) তথ্য। সংগঠনের বিপরীত বিষয় হলো বিশৃঙ্খলা বা এনট্রোপি। যে সংগঠনে কেউ কারো কথা শোনে না বা কেউ কাউকে মানে না সেটা সংগঠন নয়—সেখানে এনট্রোপি বেশি, অর্থাৎ তথ্য (ইনফরমেশন) কম।

পূর্বে উল্লেখ করেছি যে আমাদের বাহ্যিক পরিবেশই সমস্ত তথ্যের উৎস। বিভিন্ন তথ্য হলো বাহ্যিক পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন প্যাটার্ন। আমরা যে তথাই গ্রহণ করি না কেন তাকে ভৌতিক রূপেই গ্রহণ করি। যেমন যা দেখি তাহলো আলো হতে সৃষ্ট বিভিন্ন প্যাটার্ন। শুনি তা বিভিন্ন শব্দের প্যাটার্ন। যে গান শুনি

তাও বিভিন্ন সুরের প্যাটার্ন। একটা গেলাস ভাঙ্গার শব্দ, সেতারের টুংটাং আওয়াজ যেমন তথ্য আবার 'না বলা বাণী' 'অরূপ তোমার বাণী' তাও তথ্য। যা লিখছি তাও বিভিন্ন অক্ষরের প্যাটার্নের মাধ্যমে লিখছি। যা পড়ছি তাও অক্ষরের, সংকেতের প্যাটার্নের মাধ্যমে পড়ছি। এটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা হলো মানুষের নিজস্ব, একমাত্র মানুষ লিপিবদ্ধ সংকেত সৃষ্টি করতে পারে, বুঝতে পারে অন্য কোন জীবের সে ক্ষমতা নেই।

আমাদের ব্যক্তিগত মানসিকতা, চেতনা, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি অজস্র তথ্যের সুসমন্বিত রূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি (উইসডম) বিভিন্ন প্রকারের। একজনের সঙ্গে অপরের মিল নেই। কেননা প্রত্যেকে বিভিন্ন তথ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে গড়ে উঠে। একই তথ্য পরিমণ্ডলের মধ্যে কয়েকজন গড়ে উঠলে তাদের মধ্যে সংগঠন গড়ে উঠবে। আবার কোন ব্যক্তিকে তথ্য পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তার ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এজন্য তথ্য হচ্ছে শক্তির বা বস্তুর সংগঠন, প্যাটার্ন, রূপ; আবার ব্যক্তির ক্ষেত্রে তথ্য হচ্ছে সংবেদন (stimulus) যা তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়—বা মস্তিষ্কে তথ্য সংগঠনের পরিবর্তন ঘটায়। তথ্যের দ্বারাই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি অর্থাৎ বিভিন্ন বিকল্পগুলির মধ্য থেকে এক বা একাধিক বিকল্প বেছে নিই বা বিকল্পগুলিকে গুরুত্ব অনুসারে সাজাই। এই প্রক্রিয়া তাৎক্ষণিক হতে পারে আবার বিলম্বিত হতে পারে।

ইনফরমেশন তত্ত্বের অরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তথ্যের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ রাখা হয়নি। অর্থ হচ্ছে গ্রহীতা আরোপিত বিষয় তার মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর মূল কাজ হলো তথ্য (message)-কে সিগন্যালে রূপান্তরিত করা, আবার সিগন্যালকে পরিপূর্ণভাবে তথ্য রূপে ফিরিয়ে আনা। কোন রকম বিকৃতি চলবে না। রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফোটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিধৃত তথ্য আজকের যুগে অনেক বেশি বাস্তবরূপে দেখতে পাই শুনতে পাই।

'ইনফরমেশন থিয়োরীর' অন্য এক অবদান হলো তথ্যের পরিমাপ ব্যবস্থা। তথ্যের একক হলো Bit। উচ্চতর একক হলো byte। মনে রাখা প্রয়োজন যে এর সঙ্গে জ্ঞানের পরিমাপের কোন সম্পর্ক নেই। bit দিয়ে জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এজন্য অন্য ধরনের একক দরকার।

তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইনফরমেশন তত্ত্ব, সাইবারনেটিকস সহ বিভিন্ন সমযোজন তত্ত্বের গুরুত্ব অনেকখানি। তথ্য বিজ্ঞান আজ অনেক বেশি ঋদ্ধ নির্ভর হয়েছে। আজকের দিনে তথ্য বিজ্ঞানের আদর্শ হলো কত কম ক্ষেত্রে (space) কত বেশি তথ্য আবদ্ধ করা যায়, কত বেশি তথ্য কত কম সময়ে পরিপূর্ণরূপে গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কত কম খরচে একাজ সুসম্পন্ন করা যায় তাও এদের বিচার্য বিষয়। এই তত্ত্ব বাস্তবায়িত করার জন্য এক নতুন বিষয়ের জন্ম হয়েছে তার নাম হলো ইনফরনমশন টেকনোলজি।

৭ উপসংহার

তথ্যের স্বরূপ নিয়ে প্রবন্ধটা সুরু করলেও তথ্যের সমস্ত দিকগুলি প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি। তথ্যের আরো যে সমস্ত রূপ বিভিন্ন সংজ্ঞার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য বিজ্ঞানী আলোচনা করেছেন তা হলো 'তথ্য হলো প্রক্রিয়া'; 'তথ্য হলো পণ্য'; তথ্য হলো কাঁচা মাল আর উপাত্ত (ডেটা) দিয়ে গঠিত'; তথ্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপাদান'; 'তথ্য অনিশ্চয়তা সময়'; 'তথ্যই জ্ঞান'; 'তথ্য হলো সত্য' (ফ্যাকট), প্রভৃতি।

তথ্যের এতগুলো সংজ্ঞা বৈজ্ঞানিকরা প্রস্তাব করার ফলে তথ্যের অবিসংবাদিত সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। এর জন্য তথ্য বিজ্ঞান একটা বায়বীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। তথ্য বিজ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক হয়ে পড়েছে যে একে একটা বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যাচ্ছে না। 'ডকুমেন্টেশন' বিষয়ের সংজ্ঞাগত সমস্যা নিয়ে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই ১৯৬৩-৮ সালে তথ্য বিজ্ঞানের সূত্রপাত। আর প্রায় সেই সময় থেকেই তথ্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনে তথ্যের যে সংজ্ঞা প্রয়োজন তা আজও অবিসংবাদিত হিসাবে গৃহীত হয়নি। অথচ তথ্য সংশোধনগুলির তথ্য পরিবেশনের একটা

তত্ত্বগত ভিৎ প্রয়োজন ; তথ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বৃত্তির জন্যও এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে কিন্তু তার সমাধান আজও হয় নি। সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের অভাবে বিষয়টার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে যার ফলে এর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন ব্রিটিশ তথ্য বিজ্ঞানীরা। তাঁরা এর মধ্যে 'ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট' নামে নতুন বিষয়ের উদ্ভাবনা করেছেন। মার্কিন তথ্য বিজ্ঞানীরা এখনও তথ্য বিজ্ঞান থেকে সরে আসেন নি।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের বহু বছর অতিক্রম করলেও ডকুমেন্টেশন সংস্থার প্রতিষ্ঠা পঞ্চাশের দশকে ১৯৫২ সালে। ডকুমেন্টেশনের তত্ত্বগত গবেষণার জন্য DRTC-র প্রতিষ্ঠা ১৯৬২ সালে। সেই সময়েই আমেরিকাতে তথ্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা হয়েছে জর্জিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি কর্তৃক অনুষ্ঠিত সম্মেলনে(4) ভারতবর্ষে তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষণ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিন্তু তথ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত চিন্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে কতটা পৌঁছেছে তা গবেষণার বিষয়। আধুনিক তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ পিছিয়ে নেই। অনেকগুলি তথ্য উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে ভারতবর্ষ যার ফলে আমরা ঘরে বসে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখেছি ; DIALOG—database-এর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করছি ; INDONET, NICNET প্রভৃতি network চালু হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। কলকাতাতেও CALIBNET-এর কাজ শুরু হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তথ্য, তথ্য বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণার সূত্রপাত করা হয়েছে। সম্প পরিসরে সমাকভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত করা সম্ভব নয়। বারান্তরে এ সম্পর্ক আরও লেখার ইচ্ছে রইলো।

৮ পাঞ্জসূচী

1. ARTANDI (S). Information Concepts for information science (J. Doc. 34 ; 24 ; 1973. 243-5p).

2. BELKIN (N J). Information Concepts for information Science (J. Doc. 34 ; 1978. 55-85p).

2A. BORKO (H). Informat on Science ; what it is ? (Am. Doc. 19 ; 1968. 3-5p).

3. BUSH (V). As we may think (Atlantic monthly. 176 ; 1945. 101-8p).

4. *Conference on Training Science Information specialists. Atalanta Georgia Institute of Technology* 1961-62.

5. GILCHRIST (A), Information Science (British Librarianship and information work 1981-85. 243-55p).

6. HARMON (G). On the evolution of Information science (J. ASIS. 22 ; 1971. 235-41p).

7. HERTLEY (RVL). Transmission of information (Bell Sys. Tech Jr. 7 ; 1928. 535p).

8. MILLER (J.G.). Living Systems. Mc Graw Hill. 1978.

9. SHANNON (C E). A Mathematical theory of Communication. (Bell Sys. Tech Jr. 27 ; 1948. 379-423p & 623-56p).

SHERA (JH) & McFARLAND (AS), Professional aspects of information science and technology (ARIST V. 4 1969. 440-71).

11. WELLISCH (H) From information science to informatics ; a terminological investigation (J. Libarianship. 4 ; 1972. 157-87p).

12. রাজশেখর বসু : সংকেতময় সাহিত্য। ১৩৫০।

তথ্যকেন্দ্র ও তথ্য কমিউনিকেশন

পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

১ গ্রন্থাগারের বিবর্তনশীল ভূমিকা :

আমরা গ্রন্থাগারিকগণ, বিশেষভাবে অবগত আছি যে বর্তমানে অত্যন্ত দ্রুত অথচ সুনিশ্চিতভাবে গ্রন্থাগারের প্রচলিত সংজ্ঞা পাল্টে যাচ্ছে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার কর্মের বিস্তার আমাদের কল্পনার সীমাকেও অতিক্রম করে যাচ্ছে। নিছক পুস্তক আদান-প্রদানের (ডকুমেন্ট রিট্রিভ্যাল) শতাব্দী-প্রাচীন ধারণা স্থান ছেড়ে দিচ্ছে তথ্য আদান-প্রদানের (ইনফরমেশন রিট্রিভ্যাল/ইনফরমেশন ট্রান্সমিশন) অত্যাধুনিক চিন্তাধারাকে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান বিশ্বে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে তথ্যের ব্যবহার ও তার বাণিজ্যিক ব্যবস্থাসমূহ। অর্থাৎ সর্বাধিক প্রয়োজনীয় ও চাহিদাযুক্ত দ্রব্য হল তথ্য।

এই যে তথ্যের ব্যাপক ও বিশাল চাহিদা—এই চাহিদার বিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় বিজ্ঞান-কেন্দ্রের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী Arthur D. Little। তিনি তথ্যের চাহিদার এই সুদীর্ঘ বিবর্তনের ইতিহাসকে তিনটি যুগের সীমায় ভাগ করেছেন।

১১ *Discipline-oriented Era* : এই যুগটি তাঁর মতে বিংশ শতাব্দীর সূরু পর্যন্ত চলেছে। এই যুগটির বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, জ্ঞানের জগতটিকে বিভিন্ন discipline বা বিষয়ে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে ভাগ করা হয়েছিল এবং পুরাতন প্রচলিত বিষয়সমূহ ভেঙে বা বিশ্লেষিত (fission or analysis) হয়ে নূতন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছিল। যেমন, দর্শনশাস্ত্র থেকে বিজ্ঞানের উদ্ভব, বিজ্ঞান থেকে পদার্থবিদ্যার। পদার্থবিদ্যা থেকে শক্তিবিজ্ঞান (energy), প্রভৃতি।

১২ *Problem-oriented Era* : তথ্য-বিস্ফোরণের ক্ষেত্রে এই যুগটি চলেছে বিংশ শতকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত। জ্ঞানের প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভবের ফলে সেগুলির যথাযথ সমাধানের জন্য প্রচলিত বিষয়সমূহ বা বিশ্লেষিত নতুন নতুন বিষয়সমূহের মধ্যে সংশ্লেষণের (fusion or synthesis) মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন সংঘটিত হয় এ সময়ে। যেমন, আণবিক জীববিজ্ঞান (পদার্থ+জীববিদ্যা) বা রাসায়নিক জীববিদ্যা (রসায়ন+জীববিদ্যা)।

১৩ *Mission-oriented Era* : এই যুগটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত চলেছে। এই সময়টিতেই তথ্যের চাহিদা বিষয়সমূহের সমস্ত আপাতঃ সীমা বা গণ্ডি অতিক্রম করে গিয়েছে। অর্থাৎ দ্বিতীয় যুগটিতে বিষয়সমূহের যে সমস্ত গণ্ডিগুলি তথ্যের যথাযথ চাহিদা মেটানোর অক্ষমতায় ও অপারদর্শিতায় টলমল করছিল বর্তমান যুগে এসে তা ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন কোনো বিষয়ই আর স্বয়ং সম্পূর্ণ, একক ও আত্মকেন্দ্রিক নেই, তেমনি অন্যদিকে তথ্যকেন্দ্র থেকে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রেও তা তীব্র জটিলতার সৃষ্টি করেছে। ফলে এই যুগে তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রগুলিকে যথেষ্ট সুসংগঠিত ও উন্নত করতে সক্ষম না হলে তথ্যের উত্তরোত্তর সুতীব্র চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। এই যুগের বিষয়-বৈচিত্র্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যায় 'মহাকাশ চিকিৎসাবিদ্যা' (স্পেস মেডিসিন)। এই বিষয়টি শুধুমাত্র যে সাধারণ চিকিৎসাবিদ্যাকেই অন্তর্ভুক্ত করে তাই নয়, সেই সঙ্গে মহাকাশবিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, খাদ্যবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়কেও সংশ্লিষ্ট করে।

১৪ এ. সি. ফসকেট-এর মতে, উপরিউক্ত তিনটি বিভাগ বাদ দিলে বোধ হয় একটি চতুর্থ যন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যেটি তাঁর মতে 'পলিম্যাথ এরা' এই যন্ত্রটি তাঁর মতে ডিসিপ্লিন ওরিয়েন্টেড যন্ত্র-এর পূর্বে ছিল বলা যায়। সে সময়ে সমস্ত জ্ঞানের-প্রতিধিকে এক মানবের পক্ষে অধিগত করা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এই যন্ত্রটি, তাঁর মতে, সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক গুরুত্ব পেতো যদি না অধিকাংশ তথ্য ব্যবহারকারী এই ধারণার বশবর্তী হতেন যে গ্রন্থাগারিকগণ হচ্ছেন শেষ পলিম্যাথ অর্থাৎ সর্ববিষয়ে সমান জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যসম্পন্ন। বর্তমানে, বিষয়-সমূহের সম্পূর্ণ বিশেষীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য আদান-প্রদানের প্রাকশর্ত হলো দলগত প্রচেষ্টা ও সহযোগিতা যা অতীতের প্রচলিত ব্যবস্থাদি থেকে অনেক বিশাল ও বিস্তৃত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বভাবতঃই কোনো গ্রন্থাগারিকই বর্তমানে বিশাল জ্ঞানসমুদ্রে ভাসমান একক, নিঃসঙ্গ দ্বীপভূমি নন। বরং তথ্য 'কমিউনিকেশনে'র বিশাল, জটিল ও অভূত-পূর্ব মহাশৃংখলের একটি অনাতর সম্বন্ধ গ্রন্থি-মাত্র।

২ গ্রন্থাগার ও তথ্য-কমিউনিকেশন

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে কোন একটি তথ্যভাণ্ডারের যাবতীয় তথ্য প্রদানের বা সরবরাহের সাফল্যের মাপকাঠি হলো তথ্য-প্রদানের পশ্চাদ্গত কার্যকারিতা বা দক্ষতা। অর্থাৎ পাঠক/ব্যবহারকারীগণের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদানের পশ্চাদ্গত দক্ষতা। এখন আমাদের তথ্য আদান-প্রদানের বিভিন্ন দিক, তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য-সরবরাহের পরিপ্রেক্ষিতে 'আদান-প্রদানের বিভিন্ন অনুষঙ্গগুলি বিবেচনা করা দরকার। এখানে একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। তথ্যের আদান-প্রদানের অর্থ হলো তথ্য 'কমিউনিকেট' করা অর্থাৎ 'কমিউনিকেশন অব্ ইনফরমেশন'। যেহেতু 'কমিউনিকেশনে'র সঠিক বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া সম্ভবপর নয়, তাই পরবর্তী ধাপে আমরা সমাযোজনকে কমিউনিকেশন হিসাবে অভিহিত করবো।

তথ্যকেন্দ্রের বা তথ্যভাণ্ডারের মূল কাজই হলো সঠিক তথ্যের যথাযথ সন্ধান। বৃহদর্থে, তথ্য সমাযোজন হলো সেই প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারি বা করি। তথ্য সমাযোজনের ক্ষেত্রে তথ্যবিজ্ঞানী যে কোনো নতুন তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর জ্ঞানকে প্রভাবিত করতে পারে। এ-প্রসঙ্গে জর্জ মিলার প্রদত্ত তথ্য সমাযোজনের সংজ্ঞাটি স্মরণীয়। তিনি বললেন, তথ্য সমাযোজন সেখানেই ঘটে যেখানে কোনো একটি তথ্যভাণ্ডারে বা ব্যক্তির জ্ঞানভাণ্ডারে কোনো তথ্য সঞ্চিত আছে এবং আমরা এই সঞ্চিত তথ্যকে, অন্য ক্ষেত্রে বা ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। অর্থাৎ কমিউনিকেশন সেখানেই ঘটে, যেখানে আমরা কোনো প্রতীকের (বর্ণ বা অক্ষর, সংখ্যা, চিত্র, রেখা-চিত্র, উপাত্ত বা স্বরক্ষেপ) সাহায্যে এমনভাবে কোনো তথ্য প্রেরণ করতে চাই যাতে তা অন্য ব্যক্তির মনে কোনো এক বিশেষ অর্থের উপলব্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়।

তথ্য কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমরা উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনটি অনুসিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।

ক) তথ্যপ্রদানের সাথে সাথেই অর্থের সৃষ্টি করা হয়। অর্থের সৃষ্টি না হলে সমাযোজন প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ ও অকার্যকরী।

খ) মানুষবিহীন ক্ষেত্রে কমিউনিকেশন সাধারণতঃ ঘটে না। তথ্য ভাণ্ডার থেকে তথ্যবিজ্ঞানী ব্যবহারকারীকে বোধগম্যরূপে তথ্য সন্ধালন করেন।

গ) তথ্যের যেহেতু কোনো সঠিক সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা নিরূপিত হয়নি সেহেতু তথ্য প্রদান ব্যবস্থাটিও অত্যন্ত জটিল। স্বভাবতঃই তথ্য বিজ্ঞানীগণকে এই ধারণার বশবর্তী হলে চলবে না যে তাঁদের প্রদত্ত তথ্য সর্বদাই সঠিকভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ তথ্য বিজ্ঞানীর আপনার তথ্য কমিউনিকেশনের দক্ষতার উপর অত্যধিক আস্থা আত্মসন্তুষ্টি (গোলযোগ) Noise ঘটাতে পারে।

৩ তথ্য সমাযোজনের বৈশিষ্ট্য : তথ্য সমাযোজনের যে সম্পূর্ণ বিষয়টি এখানে আলোচিত হচ্ছে, প্রসঙ্গতঃ তার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে নিলে সুবিধে হবে।

৩১ প্রথমতঃ, সমাযোজন কখনোই উদ্দেশ্য-বিহীন নয়। অর্থাৎ কমিউনিকেশন সর্বদাই functional। আমরা ব্যবহারকারীর জ্ঞান পিপাসা বা কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যই হোক বা বাণিজ্যিক কারণেই হোক, তথ্য কমিউনিকেট করি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে।

৩২ দ্বিতীয়তঃ, তথ্য সমাযোজনের সমগ্র ব্যবস্থাটি ব্যবহারকারীদের নিয়েই গঠিত। অর্থাৎ মানবিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপার। স্বভাবতঃই সমগ্র সমাযোজন ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়তে পারে যদি এটিও মানবিক সহনশীলহীনতা, উদ্দীপনাহীনতা বা অবিশ্বাসের সহিত জড়িত হয়ে পড়ে।

৩৩ তৃতীয়তঃ, কমিউনিকেশনের মাধ্যমে তথ্যের যথাযথ বণ্টন মানুষকে সুসংহত করে তোলে। ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনের মুহূর্তে বা প্রতিটি মুহূর্তে বিভিন্ন তথ্য আহরণের মাধ্যমে নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে ভারসাম্যযুক্ত করে তোলে। তথ্য বিজ্ঞানীর ভূমিকা এক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এই নিমিত্ত যে তিনি ব্যবহারকারীকে সমস্ত রকমের তথ্যগত অভাব পূর্ণ করে পরিপূর্ণ ও সংহত হতে সাহায্য করেন।

৩৪ চতুর্থতঃ, কমিউনিকেশনের যথাযথ রূপায়ণ বা তথ্যের যথাযথ কমিউনিকেশন মানবচিত্তে আরোগ্যের অনুভূতি বা স্বস্তি এনে দেয়। ব্যবহারকারীর মনে কোনো কিছুর অভাব (এক্ষেত্রে জ্ঞানের বা তথ্যের) যে দৌর্বল্য, হীনমন্যতা, অভাববোধ ও অপ্রাপ্তিবোধের জন্ম দেয়, তার যথোচিত আরোগ্যের অনুভূতি আনতে পারে একমাত্র তথ্যের যথাযথ কমিউনিকেশন।

৩৫ পঞ্চমতঃ, তথ্যের যথাযথ ও সময়োচিত সমাযোজন ব্যবহারকারীর মনে জমে ওঠা উদ্বেগ প্রশমিত করে। যে কোনো অপরিচিত ক্ষেত্রে বা অজানা পরিবেশে বহিরাগত ব্যক্তি নিশ্চিন্ততার অভাব বোধ করে। বিশেষ করে, শিশুদের মনে এবং কিছুটা পরিমাণ বয়স্কদের মধ্যেও এই বোধ গড়ে ওঠে বা সুপ্ত থাকে। এজন্যই, যে ব্যক্তি বা শিশু যতবেশি তথ্যের পরিবেষ্টনমণ্ডলে বা গ্রন্থাগারের যত কাছাকাছি তার এই অভাববোধ ততটাই কম। বিশেষতঃ এই কারণেই বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের আওতায় শিশুদের অধিক পরিমাণে আনার নিমিত্ত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩৬ ষষ্ঠতঃ, যে ব্যক্তি যতবেশি বিভিন্ন ব্যাপারে জ্ঞানী বা ওয়াকিবহাল সেই ব্যক্তি তত বেশি আত্ম-সচেতন। অর্থাৎ তথ্যের যথাযথ ও সার্বিক কমিউনিকেশন ব্যক্তিসত্তার উন্মেষ ঘটায় ও তাকে সম্পূর্ণ হিসাবে পরিণতি দান করে। আদৌ পুঁথিগত বা প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত নন এমন ব্যক্তিও যদি তথ্যের সঙ্গে নিজের যোগাযোগ স্থায়ী ও দৃঢ় করে তুলতে পারেন বা তন্নিষ্ঠ থাকেন তবে অবশ্যই তিনি একজন আত্মসচেতন, সম্পূর্ণ বিকশিত ও জ্ঞানী মানুষ।

৪ তথ্য-সমাযোজন চক্র ঃ

তথ্যের যথাযথ ও সময়োচিত কমিউনিকেশনই যে জাতির সার্বিক উন্নতির মূল চাবিকাঠি—আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বভাবতঃই সেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি। 'তথ্য-প্রদান'?এই শব্দযুগলের পরিবর্তে আমরা প্রথম থেকেই তথ্যের সমাযোজন শব্দযুগলটি ব্যবহার করছি। তার কারণ হলো এই যে কমিউনিকেশন কখনোই একমুখী কোনো ব্যাপার নয়। এই ব্যাপারটির বিশদ আলোচনার পূর্বে আমরা দেখে নেবো সমাযোজন চক্রে কোন কোন অপরিহার্য অঙ্গগুলি বিরাজমান।

সাধারণভাবে, যে কোনো বার্তা বা তথ্য কমিউনিকেশনের চক্রটির মধ্যে পাঁচটি প্রধান অঙ্গ বিরাজমান—প্রেরক, মাধ্যম, বার্তা বা তথ্য, গ্রহীতা ও ফিডব্যাক (প্রতিক্রিয়া)। ইংরেজীতে Lasswell Communication Model অনুযায়ী উক্ত পাঁচটি অনুষঙ্গকে প্রশ্নের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে। Who—কে—(প্রেরক)—Sender ; Says what—কী বলে—(বার্তা / তথ্য)—Message. In which channel কোন মাধ্যমে Channel. To whom—কাকে—(গ্রহীতা)—

CENTRAL LIBRARY

With what effect—কী ফল—(ফিডব্যাক)—Feed-back .

৪১ প্রেরক: তথ্য-সমাযোজনের উৎস হলেন প্রেরক (Communicator/Sender)। যখন কোনো তথ্য বিজ্ঞানী ব্যবহারকারীর কোনো প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, তিনিই প্রেরক। বর্তমানে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি-বিদ্যা, তথ্য-বিজ্ঞান প্রভৃতির অভূতপূর্ব উন্নতির ও জ্ঞানের জগতে বিস্ময়কর বিস্ফোরণের যুগে প্রেরক হিসাবে তথ্যবিজ্ঞানীর বা গ্রন্থাগারিকগণের ভূমিকা বিশাল ও গুরুত্বপূর্ণ।

৪২ বার্তা বা তথ্য: বার্তা হলো সেটিই যেটি আমরা প্রেরণ করি অথবা গ্রহণ করি এবং যা আমাদের জ্ঞানের জগতটিকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ তথ্য-এই ভূলোক, দ্যুলোক বা গোলকে সমস্ত কিছুই সম্ভাব্য তথ্য যা যে কোনো মানুষের জ্ঞানকে পরিবর্ধিত, পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, তথ্য বা বার্তা হলো নির্দিষ্ট কিছু বর্ণ বা সংখ্যা বা চিত্র বা অন্য কিছুর সাহায্যে গঠিত একটি লক্ষ্যবস্তু যার সাহায্যে আমরা কিছু জ্ঞাপন করি বা গ্রহণ করি।

৪৩ মাধ্যম: 'মাধ্যম' শব্দটি আমরা সকলেই কমবেশি বুঝি—যার মাধ্যমে আমরা তথ্য জ্ঞাপন বা গ্রহণ করি। মানবশরীরের পঞ্চেন্দ্রিয় তথ্যগ্রহণ ও জ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ। দৃষ্টিশক্তি (চক্ষু), শ্রবণশক্তি (কর্ণ), ঘ্রাণশক্তি (নাসিকা), আস্বাদের অনুভূতি (জিহ্বা) ও স্পর্শানুভূতি (ত্বক)-ই তথ্যের সর্বোত্তম মাধ্যম। এগুলি মানবিক মাধ্যম। লিখিত ও ছাপানো গ্রন্থও তথ্য-জ্ঞাপনের বহু-শতাব্দী-প্রাচীন মাধ্যম। বর্তমানে যান্ত্রিক মাধ্যমই ব্যাপকতর রূপে চালু হয়েছে। এই সমস্ত মাধ্যম ব্যতিরেকে তথ্য বা বার্তা জ্ঞাপন বা গ্রহণ করা হয় যে প্রতীকের/প্রতীক সমাহার সাহায্যে, সেগুলিও মাধ্যম। যেমন, বর্ণমালা, সংখ্যা, চিত্র, রেখাচিত্র, উপাত্ত, মানচিত্র প্রভৃতি। প্রকৃত পক্ষে তথ্য বা বার্তা একটি জটিল চিন্তাধারার গতিশীল প্রক্ষেপ মাত্র। বর্ণ বা সংখ্যা বা চিত্র সেই চিন্তাধারাকে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তথ্য বা বার্তায় রূপান্তরিত করে অর্থাৎ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

কোনো একটি তথ্য পরিষেবা ব্যবস্থার মধ্যে তথ্য পরিবেশিত হয় যে যে মাধ্যমগুলি নিয়ে সেগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) লিখিত বা প্রচলিত মাধ্যম এবং (খ) অলিখিত বা মৌখিক বা অপ্রচলিত মাধ্যম। গ্রন্থাগারে প্রধানতঃ প্রথমটিই এতদিন প্রচলিত ছিল যাকে বলা হতো কার্য-ক্ষেত্রে 'নথি-সরবরাহ'। বর্তমানে তথ্য-বিস্ফোরণের ব্যবস্থার যুগে একজন ব্যবহারকারীর পক্ষে লক্ষ লক্ষ নথিপত্র ঘাটাই-এর সুযোগ বা সময় বড়ই কম। স্বভাবতঃই এখন প্রধানতঃ 'তথ্য-সরবরাহ' হয়ে থাকে। এবং প্রয়োজনভিত্তিক লিখিত ও অলিখিত দুটি মাধ্যমেই এটি ঘটে থাকে। সাধারণতঃ, সংক্ষিপ্ত তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে অলিখিত মাধ্যমই গৃহীত হয়ে থাকে একই বিস্তৃত ও বিশদ তথ্য সমাযোজনের ক্ষেত্রে লিখিত মাধ্যমই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৪৪ গ্রহীতা: তথ্য কমিউনিকেশনের চতুর্থ পর্যায় হলো গ্রহীতা। অর্থাৎ তথ্য-ব্যবহারকারী। তথ্য প্রেরিত হলেই কমিউনিকেশন শেষ হয়না যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটি তার নির্দিষ্ট গ্রহীতার কাছে অর্থবহ হয়ে পৌঁছাচ্ছে। অর্থাৎ কোনো একজনকে সেই প্রেরিত বার্তা বা তথ্যের গ্রহীতা হতে হবে। কমিউনিকেশনের মূল লক্ষ্যবস্তু হলো গ্রহীতা।

৪৫ ফিডব্যাক: পঞ্চম ও শেষ পর্যায়টি হলো ফিডব্যাক। এটি হলো ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া যা তথ্যটির প্রেরকের কাছে তথ্যটি গৃহীত হওয়ার পরে পৌঁছায়। ফলে ফিডব্যাকের সাহায্যে প্রেরক তাঁর প্রেরিত বার্তার প্রতি ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া যাচাই করেন এবং নিজের তথ্যের ও তথ্যজ্ঞাপনের কার্যকারিতাকে পরিমাপ ও যাচাই করতে পারেন। ব্যবহারকারীর প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে যে তথ্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে তা যদি তার সন্তুষ্টিবিধানে অক্ষম হয়, তবে বুঝতে হবে, কৌতূহল নিবারণের বা উত্তর জ্ঞাপনের বা উত্তর অনুধাবনের কোনো একটি পর্যায়ে noise ঘটেছে।

৫ গোলযোগ (Noise)

তথ্যের যথাযথ সমাযোজনে বিশাল বাধার

সৃষ্টি করতে পারে এই noise বা গোলযোগ। যদি ব্যবহারকারী তাঁর প্রশ্নের উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে থাকেন তবে তাঁর এমনই অনিচ্ছাকৃত (unintentional) দৈহিক বা অন্যপ্রকার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যেতে পারে যার দ্বারা তথ্য প্রেরণকারী বুঝবেন যে তাঁর তথ্য-কমিউনিকেশনে কোনো noise ঘটেনি (অথবা ঘটেছে)। তথ্য বিজ্ঞানী ও ব্যবহারকারীর মধ্যে তথ্য কমিউনিকেশনে ও তার ফিড্‌ব্যাক জ্ঞাপনে যে সমস্ত সম্ভাব্য noise-এর ভূমিকা থাকে, সেগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমটি মাধ্যমজনিত noise ও দ্বিতীয়টি তথ্য-গ্রহণ ও জ্ঞাপন-জনিত noise।

৫১ মাধ্যমজনিত noise : এই গোলযোগ ঘটে তথ্যপ্রেরণের বা গ্রহণের বাহ্যিক পর্যায়ে অর্থাৎ 'মাধ্যমে'। তথ্যপ্রেরকের দুর্বল কণ্ঠস্বর বা অস্পষ্ট উচ্চারণ, গ্রন্থের অস্পষ্ট ছাপাই বা অতিক্ষুদ্রাকৃতি লিপির ব্যবহার, ভিডিও-চলচ্চিত্রের ফিল্ম-রীলের অস্বাভাবিক দ্রুত আবর্তন, প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমগুলোর যান্ত্রিক বা কলা-কৌশলগত ত্রুটি প্রভৃতি উপরিউক্ত মাধ্যমজনিত noise-এর সৃষ্টি করে।

৫২ তথ্যগ্রহণ ও জ্ঞাপনজনিত গোলযোগ : তথ্যের ত্রুটিযুক্ত অনুধাবনের ক্ষেত্রে এই গোলযোগ ঘটে। তথ্যকেন্দ্রে তথ্যপ্রেরণকারী তথ্যপ্রেরণের নিমিত্ত যে কোড বা লিপি বা প্রতীক ব্যবহার করেন তা অগ্রহীতার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকলে কমিউনিকেশন সার্থক হয়নি বলা হয়, যদিও তথ্য প্রেরিত হয়েছে এবং যেমনটি প্রেরিত হয়েছে ঠিক তেমনিটিই গৃহীত হয়েছে। এই noise-এর উৎসগুলি নিম্নরূপে বিবৃত হতে পারে।

ক) গ্রহীতার নিকট তথ্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে তথ্যের বাহক শব্দাবলী বা অন্য প্রতীকসমূহ জটিল ও বিষয়টি দুর্বোধ্য ঠেকতে পারে।

(খ) তথ্যপ্রেরণে ব্যবহৃত কোনো শব্দ বা প্রতীকের আপাতঃ অর্থের অন্তরালে নিহিত অন্য অর্থ (Connotative meaning) বা নির্দিষ্ট, বোধগম্য অর্থ (denotative meaning) নিরূপণে প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে।

গ) তথ্য বহনকারী বাক্যের গঠন গ্রহীতার নিকট জটিল বলে পরিগণিত হতে পারে।

ঘ) তথ্য বা বার্তা গঠনের বা সংগঠনের পদ্ধতিও গ্রহীতাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে তুলতে পারে।

ঙ) তথ্য প্রেরক ও গ্রহীতার মধ্যে সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টিগত (Cultural) পার্থক্য, যেমন উভয়ের স্বরক্ষেপ বা বাচনভঙ্গী, চোখের ও দেহের অন্যান্য অঙ্গের ব্যবহার, ইত্যাদির পার্থক্য তথ্য কমিউনিকেশনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

৬ ফিড্‌ব্যাক ও তার অপরিহার্য গুরুত্ব :

তথ্য কমিউনিকেশনের পক্ষে অপরিহার্য যে পাঁচটি পর্যায়ের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি তার মধ্যে পঞ্চমটি অর্থাৎ ফিড্‌ব্যাক অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়টি না থাকলে সমগ্র কমিউনিকেশন প্রক্রিয়াটিই জ্যামিতিক উপস্থাপনায় একটি সরলরেখার আকৃতি লাভ করতো। কিন্তু ফিড্‌ব্যাক পর্যায়টি সম্পূর্ণ ব্যাপারটিতে একটি বক্রতার বা আয়তাকার রূপ দান করেছে। এবং স্বভাবতঃই তথ্য কমিউনিকেশন ব্যবস্থাটি একটি জটিল, পরস্পর নির্ভর, ইতিবিহীন ও সর্বদাই আবর্তিত অন্যান্য যোগাযোগ-ব্যবস্থা হিসাবে গড়ে উঠেছে। যখন তথ্য বিজ্ঞানী তথ্য প্রদান করেন, তখন ব্যবহারকারী উক্ত তথ্য গবেষণার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করেন তাই তাই আবার লিখিত গ্রন্থাকারে বা অন্যান্য মাধ্যমে তিনি প্রকাশ বা জ্ঞাপন করেন। এই নবলব্ধ জ্ঞান তাঁকে পূর্বে তথ্য সরবরাহকারী সেই তথ্য পরিষেবা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এটিই হলো ফিড্‌ব্যাক পরিষেবা। এভাবেই এই প্রক্রিয়াটি অহর্নিশি চলতে থাকে। তথ্য-কমিউনিকেশনের এই পঞ্চম পর্যায়টির জন্য আমরা সমগ্র বিষয়টি যাচাই করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

ক) কমিউনিকেশন একটি নিরন্তর চালু প্রক্রিয়া : যেহেতু তথ্য বিজ্ঞানীর নিকট থেকে ব্যবহারকারীর নিকট তথ্য পৌঁছায় এবং পাশাপাশি গ্রহীতার তাৎক্ষনিক বা মেয়াদী প্রতিক্রিয়া নতুন বার্তা বা তথ্যের আকারে বিভিন্ন মাধ্যমে পুনরায় তথ্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়, সেহেতু কমিউনিকেশন ব্যবস্থাটি একটি নিরন্তর চালু প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে তথ্যবিজ্ঞানী বা প্রেরক ও ব্যবহারকারী বা গ্রহীতা প্রতিটি সার্থক তথ্য সরবরা-

হের সাথে সাথেই পরস্পরের স্বার্থে তাঁদের আপাত ভূমিকা ফিড্‌ব্যাকের প্রয়োজনে বদল করে নিচ্ছেন। আবার, যখন তথ্য বিজ্ঞানী ব্যবহারকারীর নিকট থেকে ফিড্‌ব্যাক পান, তখন তিনি সেই ফিড্‌ব্যাকের প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী নিজের তথ্য-ভাণ্ডারকে পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে তুলে নিজেই আবার ফিড্‌ব্যাক পরিষেবা দেন। এমনিভাবেই প্রক্রিয়াটি ক্রমাগতঃ চলে কলে তথ্যপ্রেরণ ও তথ্যগ্রহণ ব্যবস্থা দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ অসম্ভব। এবং এরই কারণে এই দুটি ব্যবস্থার যথাযথ আপেক্ষিক গুরুত্ব/ভূমিকার পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব।

খ) সার্থক কমিউনিকেশন তথ্যবিজ্ঞানী ও ব্যবহারকারীর পারস্পরিক সম্পর্কের সার্থকতার উপর নির্ভরশীল : যেহেতু কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ায় প্রেরক ও গ্রহীতা উভয়েই দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তাই উভয়ের সম্পর্কের নৈকট্য ও দূরত্ব সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সার্থক কমিউনিকেশন প্রক্রিয়ার উভয়ের সততঃ ও ক্রম-পরিবর্তনশীল গভীরতর ভূমিকা উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্কের অন্যতম দাবীদার। প্রেরককে শুধুমাত্র বার্তাপ্রেরণে একনিষ্ঠ হলে চলবেনা, তাকে তথ্যব্যবহারকারী প্রদত্ত ফিড্‌ব্যাকের প্রতিও সংবেদনশীল ও আগ্রহী হতে হবে। ব্যবহারকারীকেও তথ্য গ্রহণের পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়া বা ফিড্‌ব্যাক যথাসময়ে তথ্যবিজ্ঞানীর কাছে যেকোনো 'মাধ্যমে' পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে বা সচেষ্ট হতে হবে যাতে সমগ্র কমিউনিকেশন প্রক্রিয়াটি একটি পরস্পর নির্ভর, বহুমুখী ও সফল প্রক্রিয়া হিসাবে সংহত হয়ে ওঠে।

গ) ফিড্‌ব্যাক পর্যায়টি প্রেরক ও গ্রহীতা—উভয়কেই ক্রমাগত পরিশীলিত হয়ে উঠতে প্রেরণা যোগায়ঃ ফিড্‌ব্যাক যে মুহূর্তে তথ্য ভাণ্ডারে গিয়ে পৌঁছায় সে মুহূর্তে তথ্য বিজ্ঞানী যদি এই নবলব্ধ জ্ঞান অবলম্বনে তাঁর তথ্য ভাণ্ডারকে উজ্জীবিত ও অধিক বোধগম্য করে তোলেন তবেই ফিড্‌ব্যাকের সার্থকতা, এবং তথ্য বিজ্ঞানী এই ফিড্‌ব্যাককে যতটুকু গ্রহণ করবেন (অবশ্য গ্রহণযোগ্য হলে) সমগ্র তথ্য কমিউনিকেশন প্রক্রিয়াটিও ততটুকু সার্থকতা ও কার্যকারিতা লাভ করবে—একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

৭. উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগার ছাড়াও অন্য যেকোনো কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য যাই হোক, যার উপস্থিতি এই প্রক্রিয়ায় আবশ্যিক সেটি হলো তথ্য। তথ্য যেহেতু কথিত, লিখিত, চিত্র বা অন্য মাধ্যমে উপস্থাপিত যে কোনো কিছুর প্রতিনিধি, সেহেতু কোনো কিছু যথোচিতভাবে কমিউনিকেটেড্ মানেই হলো আমরা সেই প্রেরিত বার্তা বা তথ্যের অর্থ অনুধাবনে সক্ষম হয়েছি অর্থাৎ তথ্য লাভ করেছি। ভারতে স্বাধীনতা উত্তরকালে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের যথাযথ ও যথেষ্ট গুরুত্ব না পাওয়ায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের দেশের সমগ্র বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা ও অন্যান্য বিষয়ে সামগ্রিক উন্নতির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বিশাল কমিউনিকেশন-নেটওয়ার্কের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি। সে কারণেই এখানে এখনো মূল্যবান তথ্যের ব্যবহার ও আদান-প্রদান সমাজের অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্ত ও সুবিধাভোগী মানবগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ। স্বভাবতঃই বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সরকারী আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যে গ্রন্থগার ব্যবস্থা একটি বিশাল আন্দোলনের অংশীদার হয়ে উঠতে পারতো এবং তথ্যের যথাযথ সরবরাহ ও উপস্থাপনার মাধ্যমে বিশাল জাতির তথ্য-কমিউনিকেশন-নেটওয়ার্কের অন্যতম অংশীদার হয়ে উঠতে পারতো। তা যেন এক একটি এক, নিঃসঙ্গ, শৃঙ্খলবিহীন দ্বীপের ন্যায় গ্রন্থাগারের জন্ম দিচ্ছে। তাই একদিকে যেমন ভারত বিজ্ঞানে ও প্রযুক্তিবিদ্যায় প্রভূতভাবে অগ্রণী হওয়া সত্ত্বেও সমাজের নিম্নবিত্ত, বিত্তহীন বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলে তার কোনো প্রভাব পড়েনি, তেমনি বিশেষভাবে সুগঠিত ও সংহত কমিউনিকেশন নেটওয়ার্কের অভাবে এই বিনোদনবিলাসী, আয়ের অসম-বণ্টনযুক্ত আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রগুলি যথেষ্ট-সংখ্যক ব্যবহারকারীকে আকর্ষণ করতে পারছে না। এর জন্য আশু প্রয়োজন জাতীয় স্তরে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে একটি শক্তিশালী আর্থিক ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন। অন্যথায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারত যতই অগ্রসর হোক না কেন, সে সবের ফলশ্রুতি ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অশিক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্নতার পথে অগ্রসরণকে রোধ করতে পারবে না।

Bibliography

1. Bittner, John R. Fundamentals of communication. N. Jersey : Prentice-Hall, 1985.

2. Blake, Reed H. & Haroldsen. Edwino. A taxonomy of concepts in communication. New York : Hastings House. 1975.

3. Devito, Joseph A. Communication, concepts and processes. 3rd. ed. New Jersey : Prentice—Hall, 1981.

4. Foskett, A. C. Subject approach to information 4th ed. London, Clive Bingley, 1985.

5. Hayakawa, Samuel Ichiye. Through the communication barrier' on speaking, listening and understanding ; ed. by Arthur Chandler. New Jersey : Harper and Row, 1979.

6. Hunt, Gary T. Effective Communication. New Jersey ; Prentice—Hall, 1985.

7. Mowlana, Hamid. Global information and world communication : London : Longman, 1986.

8. Williams, Frederick. The new communication Co., 1984.

* বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবতম প্রকাশনা *

বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী

১৯০০—১৯১৪

সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায়

১৯০০ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রের পঞ্জী। ৪৬৪টি সাময়িক পত্রের বিবরণ কালানুক্রমে সজ্জিত। পত্রিকার বিবরণ ছাড়াও পত্রিকা সম্পর্কিত টীকাও উল্লেখযোগ্য। ৩২টি আর্ট প্লেট। বোর্ড বাঁধাই। প্রতি গ্রন্থাগারে রাখার উপযোগী।

মূল্য : ৩৫.০০ টাকা মাত্র।

আন্তঃ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সহযোগিতা এবং ইউ.জি.সি প্রবর্তিত INFLIBNET কর্মপ্রক্রিয়া

শ্রীকান্ত বসু
বি. এন মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা, হুগলী
ও
বিশ্বজিৎ দে
বি. কে. সি কলেজ, বনহুগলী, কলিকাতা।

০ ভূমিকা :

সমসাময়িক বিশ্বে যে হারে মুদ্রিত সামগ্রী এবং তথ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে চলেছে তাতে কোনো একটি বিশেষ গ্রন্থাগারের পক্ষে সকল তথ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও বিস্তার করা প্রায় অসম্ভব। ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশে এই ধরনের চিন্তা প্রায় অবাস্তব। এই ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন মেটাতে বিকল্প পথ অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যথার্থ অভিযোজন (Adaptation) প্রক্রিয়ার অবলম্বন এই সংকট থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায়।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে মানব সমাজের বৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারার সাথে তুলনামূলকভাবে প্রতিস্থাপিত করলে বলা যাবে, মানব সমাজ প্রকৃতির সাথে এবং গ্রন্থাগার নতুন চাহিদার সাথে লড়াইয়ে নিত্য নতুন অভিযোজনের ক্ষিয়ার দ্বারা আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে ও উন্নয়নের কর্মকে অব্যাহত রাখে। ডারউইনের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই ও যোগ্যতমের উর্ধ্বতন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা যায়। একইভাবে গ্রন্থাগার ইতিহাসকে মানব সমাজের ইতিহাসের সাথে তুলনা করে বলা যায় গ্রন্থাগার পরিবর্ধমান শরীরপ্রতীম। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগগত ব্যবস্থা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপরোক্ত সংকটের মোকাবিলা করে সঠিক বই সঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়ার তত্ত্বকে প্রমাণিত করতে ও বিশ্বব্যাপী গ্রন্থ ও তথ্যের বিস্ফোরণের বিপরীতে গৃহীত কর্ম প্রক্রিয়া হিসাবে আন্তঃ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিভাগগুলির সহযোগিতা কর্মসূচী আবশ্যক। এই বিস্তারের সাথে সংগতি রেখে ভারতবর্ষের গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) কাজে সেই সমস্ত তথ্যগুলিকে আহরণ ও যথার্থ বিস্তার ঘটাতে হবে। ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক অবস্থা চিন্তা করে দেখা যায় এই কার্যা কর্ম প্রক্রিয়া এখনও আশানুযায়ী নয়।

১ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সহযোগিতা :

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সহযোগিতার অর্থ শুধু আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ প্রথা নয়। একই বা বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সার্বিক, সংহতিপূর্ণ সহযোগিতা হল গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সহযোগিতার মূল উদ্দেশ্য। এই সহযোগিতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হতে পারে যেমন—সূচীকরণ, বর্গীকরণ, রেফারেন্স, পুস্তক বিবরণী তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে। সংহত সহযোগিতার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সূচীকরণের (Union Catalog) এবং পুস্তক ও পত্রিকা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে।

২ সুবিধা

(১) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্য সামগ্রীর সর্বাধিক ব্যবহার করা যায়।

(২) কম ব্যবহার্য্য সামগ্রীর স্বৈতকরণ পরিহার করা যায়।

(৩) প্রাপ্ত আর্থিক সাহায্যের সর্বাধিক সফল ব্যবহার করা যায়।

(৪) পাঠকের সর্বমুখী এবং নবা চাহিদার সর্বাধিক পূরণ করা যায়।

(৫) পরিষেবার মান উন্নত করা যায়।
(৬) তথ্য সামগ্রীর প্রক্রিয়া করণে সমতা বজায় রাখা যায়।
(৭) সকল প্রকার কর্মীদের প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার প্রয়োগ হয় সর্বাধিক।
(৮) গ্রন্থাগার একটি জীবন্ত বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান—প্রমাণিত করা যায়।

৩ INFLIBNET কর্ম প্রক্রিয়া :

UGC গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলির চাহিদার যথার্থতা উপলব্ধি করতে পেরে ১৯৮৮ সালে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান হন অধ্যাপক যশপাল। কমিটির মূল উদ্দেশ্য ছিল এ ব্যাপারে একটি জাতীয় সমন্বিত ব্যবস্থার (National Network System) রূপরেখা স্থির করা। কমিটিকে বলা হয় তিন বছরের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশ করতে। ইতিমধ্যে কমিটি তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন এবং সুপারিশ অনুসারে INFLIBNET কার্যক্রম চালু হতে যাচ্ছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর সাথে সাথে।

INFLIBNET-এর পুরো কথা হল Information and Library Network.

INFLIBNET-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কমিটি বলেছেন, এটি একটি সহযোগিতা ভিত্তিক কার্যক্রম হবে যার দ্বারা গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলির রুটিনাদি সংগ্রহ সুযোগ সুবিধা এবং কর্মপদ্ধতির সর্বাধিক ব্যবহার ও কর্ষণ পরস্পরের মধ্যে করা যেতে পারে।

কর্মপটুতার ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিদ্যার সহযোগে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলিকে আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থাকে একটি একটি বৃহৎ ব্যবস্থা হিসাবে পরিগণত করা যাবে।

এছাড়াও বহুমুখী কর্মসূচীর দ্বারা ক্যাটালগ ব্যবস্থা, উপাত্ত (Data) ব্যবস্থা, তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, সংগ্রহ বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা যাবে।

১ এটি একটি বহুমুখী এবং সংহত প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন স্তরে কাজ করবে যেমন জাতীয় (National), আঞ্চলিক (Regional) বিভাগীয় (Sectoral) এবং স্থানীয় (Local)।

২ গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলির জন্য কেন্দ্রীয় ক্যাটালগ (Union Catalog) যা নীচ হতে উপর পর্যন্ত যথা কলেজ বিভাগ হতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং তা থেকে আঞ্চলিক কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আনুষঙ্গিক তথ্য, উপাত্তগত পরিচালনা এবং প্রক্রিয়াগুলির দেখভাল করবে বিভাগীয় তথ্য কেন্দ্রগুলি।

৩। প্রান্তিক ব্যবহারকারীগণ প্রধানতঃ স্থানীয় স্তরে সাহায্যপ্রাপ্ত হবেন যেমন কলেজ, নিজস্ব বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ে, গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থায়। প্রাথমিকভাবে প্রায় চারশটি সংযোগ কেন্দ্র এজন্য স্থিরীকৃত হয়েছে।

৪। সমগ্র ব্যবস্থা ও চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র (উত্তর, পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ) গুলিকে পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করার কাজ হল জাতীয় কেন্দ্রের। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির কাজ হল সেই অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির সংযুক্ত ক্যাটালগ প্রস্তুত করা উপাত্ত প্রস্তুত করা।

৫ INFLIBNET-এর প্রস্তাবে রয়েছে বিভাগীয় স্তরে NISSAT-এর বিভাগীয় কেন্দ্র এবং অন্যান্য এইরূপ জাতীয় স্তরের কেন্দ্রগুলি অন্তর্ভুক্তিকরণ।

৬ বিভাগীয় কেন্দ্রগুলি পূর্বতন ও বর্তমানের উপাত্ত লিপি সংগ্রহ গঠন ও পরিবেশন করবে বিভিন্ন আধুনিক তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে।

৭ সম্ভাব্য ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা কেন্দ্রের গ্রন্থাগারগুলিকে এই উপলক্ষ্যে তথ্যের উৎস কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করা হবে।

সামগ্রিক কর্ম প্রক্রিয়ার সম্পাদনক্ষেত্রে সামগ্রিকতা বজায় রাখার জন্য দেশ বিদেশের প্রচলিত প্রক্রিয়া বিচার করে INFLIBNET কমিটি একটি নিজস্ব মান (Standard) নির্ধারণ করেছেন।

৪ INFLIBNET-এর কর্মী :

এই প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য INFLIBNET বৃত্তিকুশলী কর্মীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তা ছাড়া এই ব্যবস্থায় কর্মীদের জন্য স্বরূপ মেয়াদী এবং দীর্ঘ-

মেয়াদী কর্ম প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বিশেষতঃ কম্পিউটার এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি পরিচালনা করার জন্য।

৫ INFLIBNET-এর প্রয়োগ কৌশল ঃ

UGC-র নিযুক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিকল্পনা আরম্ভ হতে চলেছে অষ্টম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ ১৯৯০ সাল নাগাদ। এটি বাস্তবায়িত হবে দুইটি স্তরে এক-একটি স্তর দুবছর মেয়াদী।

পরিকল্পনার লক্ষ্যবস্তু হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বাস্তবায়ন।

১। একটি জাতীয় কেন্দ্র এবং চারটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন।

২। তিনটি UGC তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থা যা আগে স্থাপন করা হয়েছে তার গতি অব্যাহত রাখা।

৩। NISSAT এবং অন্যান্য বিভাগীয় অথবা জাতীয় স্তরের কেন্দ্রগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন

৪। কমপক্ষে ২০০টি R & D সংস্থার সংযুক্তিকরণ।

৫। ২৭০টি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও ৫৩০টি কলেজ গ্রন্থাগারকে সাহায্য করা এবং সেগুলিতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৬। উপরোক্ত সকল প্রকার কেন্দ্রগুলির মধ্যে একটি সুন্দর চক্রমূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা আধুনিক পরিষেবামূলক সংস্থার রূপ গ্রহণ করেছে। সর্বাধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে, গ্রন্থাগার ও তথ্য কেন্দ্রগুলি পারস্পরিক সহযোগিতা সমন্বিত প্রয়াসের দ্বারা ভারতবর্ষকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের প্রগতির পথে নিয়ে যাবে যা ভারতবর্ষকে একবিংশ শতাব্দীর 'আধুনিক ভারতবর্ষে' পরিণত করবে।

References : Articles

1. Report of the inter-Agency Working Group. INFLIBNET—Information and Library Network' University News, 16.1.89.

2. Qureschi Ishrat Ali,: "UGC and the Networking of University Libraries, University News 26(32), Aug '88.

Books

1. Ghosh, G. B. & Banerjee, B. N :Trends of information service in India. Calcutta World Press. 1974.

2. Hingwe, K. S.: Management of University libraries in India. Calcutta, World Press, 1982 pp. 101—107.

3. Mittal, R. L. Library Administration : Theory & Practice. Delhi, Metropolitan Book Co.

Annual Subscription: Rs. 36.00
Single Issue: Rs. 4.00

Licensed to post with out pre-payment
Licensed to post with pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal Regd. No. WB/CC—145
Regd. No. R. N. 2674-47

Vol. 40 No. 6 1990 September—October

CONTENTS

	Page
Problems of Library Employees (Editorial)	142
Ramkishma Saha Come in newer forms	144
Puranjay Mukhopadhyay Information Centre and Information Communication	152
Srikanta Basu & Biswajit Dey Inter Libary & Information Centre Co-operation and INFLIBENT	159

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University Calcutta-700 073 General Office: P-134 CIT Scheme 52, Calcutta-700 014 Phone: 29-8466 at Ajanta Printers, 7B, Sitaram Ghosh Street, Calcutta-700 009.

Editor: *Ramkrishna Saha*

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, কার্ত্তিক

সূচী

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন (সম্পাদকীয়) 162

শুক্লা মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাগার আইন গ্রন্থাগার কর্মীর চোখে 165

সত্যব্রত সেন
হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে 169

নন্দিতা ভট্টাচার্য
থিস্যরাস 174

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২৪তম রাজ্য সম্মেলন 179

গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং ভারতের জাতীয় উন্নয়ন : একটি আলোচনাচক্র 181

English Abstracts 184

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭ কার্তিক,

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন

১৯৭৯ সালে বামফ্রন্ট সরকারের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার আইন বিধানসভায় বিধিবদ্ধ হয়—এ তথ্য সকলের জানা। পরবর্তীকালে ঐ আইনটি দু'বার সংশোধিত হয়। প্রথমটি সংশোধনী ছিল সাধারণ গ্রন্থাগার ও 'পনসর্ড' গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা সম্পর্কিত। দ্বিতীয় বার যে সংশোধন করা হয়েছিল তার ক্ষেত্র ছিল অনেক ব্যাপক। এর উপর ভিত্তি করেই রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ চলছিল।

বেশ কিছু দিন যাবৎ কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল যে গ্রন্থাগার আইনের আবার সংশোধন হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী গ্রন্থাগারিকরা বেশ কিছুদিন যাবৎ গ্রন্থাগার আইনের পর্যালোচনার দাবী করছিলেন। গ্রন্থাগার আইন সংশোধনের প্রশ্ন তোলেন নি।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে আইন প্রণয়ন করলেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে না। আইনকে বাস্তবায়িত করার সদিচ্ছাই এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই সদিচ্ছা কতটা আছে তা আজ প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিয়েছে। এ কথাও সত্য যে রাতারাতি আইন বাস্তবায়িত হয় না। একটা প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। এখানেও সেই ভাবেই ব্যাপারটা ঘটেছে। শিক্ষা দপ্তরের মধ্যে গ্রন্থাগার শাখা গঠন করা হয়েছে—গ্রন্থাগার অধিকার গঠন করা হয়েছে যদিও অধিকর্তার নিয়োগ গ্রন্থাগার আইন অনুসারে হয় কিনা সে প্রশ্ন অনেকেই উত্থাপন করেছেন। তাছাড়া বেশ কিছুদিন যাবৎ পূর্ণ সময়ের অধিকর্তা ব্যতিরেকেই গ্রন্থাগার অধিকার চলছে। অধিকাংশ জেলায় জেলা গ্রন্থাগার অধিকারিক নিয়োজিত হলেও সব জেলাতে পূর্ণ সময়ের আধিকারিক নিয়োজিত হয় নি। আইনানুসারে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ও জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলি গঠিত হয়েছে; কিছু নিয়মাবলীও প্রণীত হয়েছে— এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু গোলমাল বাধছে আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে। আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগার আইনের আওতাভুক্তই করা হয়নি; গ্রন্থাগার অধিকার-এর বা জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলির কোন প্রশাসনিক অধিকার গ্রন্থাগারগুলির উপর বর্তায় না। গ্রন্থাগারগুলি যেভাবে আইন মেনে কাজ করছেন। গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতাভুক্ত করার প্রচেষ্টা ১৯৮৬ সালের শেষ দিকে শুরু হয়েছিল। '৮৭ সালে লেজিসলেটিভ বিভাগের সঙ্গে মন্ত্রীর কক্ষে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের এতৎ সম্পর্কিত উপস্থাপনার কয়েক দফা আলোচনার পর বিষয়টি প্রশাসনিক স্তরে এগোতে থাকে। সমস্ত বিষয়টি সরকারী স্তরে অনুমোদিতও হয়। এর মধ্যে মার্চ মাসের নির্বাচনের মন্ত্রীবদল হওয়ার পর থেকেই রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের সভাগুলি বন্ধ রাখা হয়; জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়; গ্রন্থাগার-

গুলিতে কর্মী নিয়োগ করা হয়, যে সমস্ত নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনা এবং গ্রন্থাগারগুলিকে শহর গ্রন্থাগারগুলিতে উন্নীত করণের কাজগুলি শুরু করা হয়েছিল সেগুলিকেও বিনা নোটিশেই বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে আইনের আওতাভুক্ত করার কাজটিও কোন অজ্ঞাত কারণে বন্ধ করা হয়। এই সমস্ত কাজের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আইনের ধারাগুলিকে কার্যতঃ বন্ধ রেখে শুধু প্রশাসনিক আদেশনামার ভিত্তিতে কাজগুলি চলতে থাকে। এ সমস্ত কাজের ফলে সাধারণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা দ্রুত স্তমিত হতে থাকে। কর্মীদের সঙ্গে প্রশাসনের সম্পর্ক ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকে। এতে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যতটুকু সম্প্রসারণের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল তা লোপ পেল।

এই রকম পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার দপ্তর গ্রন্থাগার আইন সংশোধনের জন্য সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছেন এক আদেশনামার ভিত্তিতে। কমিটির চেয়ারম্যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের একজন রীডার। বাকী সদস্যদের মধ্যে তিনজন সরকারী আমলা, একজন উকিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার তথ্য বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও একজন শিল্প গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক। এর মধ্যে যাঁরা নেই তারা হলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এবং কর্মী সমিতির কোন প্রতিনিধি। পূর্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য রাজ্য সরকার যে কমিটি গঠন করেছিলেন সব সদস্যরা জীবিত থাকলেও একজন ছাড়া অন্য কাউকে এই কমিটিতে রাখা হয় নি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে গ্রন্থাগার অধিকর্তা পদে বর্তমানে যিনি আসীন—তিনিই এই কমিটির মেম্বার সেক্রেটারী, তিনি এই পদে বেশিদিন আসেন নি, শুনেছি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করবেন। এ রকম একটা কমিটিকে পয়লা নভেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করতে বলা হয়েছে। আদেশনামাটি গ্রন্থাগার অধিকর্তা বিলি করেছেন ১৪ অক্টোবরের তারিখ থেকে। অর্থাৎ ২১ দিনের মধ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন প্রভৃতি করার জন্য সুপারিশ করতে বলা হয়েছে।

এই আদেশনামা যে গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তিদের মধ্যে যে ঘৃণা মিশ্রিত বিস্ময় ও হতাশার সৃষ্টি করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগার আইনের সংশোধনের প্রয়োজন আছে কিনা এ প্রশ্ন তোলার অধিকার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অবশ্যই আছে, কেন না গ্রন্থাগারগুলি তো আইনের আওতা ভুক্তই নয়। কিন্তু আমাদের বিস্ময়ের বিশেষ কারণ হলো যে আগষ্ট মাসে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভা আহুত হয়েছিল তাতে গ্রন্থাগার দপ্তর আইন সংশোধনের কোন প্রস্তাব রাখা হয় নি—এমন কি কোন ইঙ্গিত সেখানে ছিল না। তার একবছর আগে অনুষ্ঠিত সভায়ও এরকম কোন প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় নি। অবস্থা হচ্ছে যে গ্রন্থাগার আইন সংশোধন করা হবে কিন্তু রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ জানবে না। অথচ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদই এ সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকারী এবং এ সম্পর্কে সুপারিশ করার আইনানুগ প্রতিষ্ঠান। বিগত দাড়ে তিন বৎসর যাবৎ পরিষদকে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং পরিষদের সভা বছরে একবার ডাকা হচ্ছে। এবারেও একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি হলো। আমাদের বুদ্ধিতে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাখ্যা মেলে না। এও তো গ্রন্থাগার আইনকেই অস্বীকার করার দৃষ্টান্ত।

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগার আইনের পর্যালোচনায় বিষয়টি নিয়ে বিগত ৩।৪ মাস আগে রাজ্য সরকারের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের একটি প্রস্তাব দেয়। মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে এ সম্পর্কে হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে পরিষদ ভবনে দু'দিন এবং মন্ত্রী মহোদয়ের কক্ষে দু'দিন বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনাচক্রের উদ্দেশ্য ছিলো জেলাস্তর ও কেন্দ্রীয় স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মী, গ্রন্থাগার সংগঠন ও গ্রন্থাগার অনুরাগী, বিশেষজ্ঞ, কর্মী এবং প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা এবং আলোচনা চক্র থেকে উদ্ভূত সুপারিশের ভিত্তিতে কাজ করা এবং আগামী দিনের পরিকল্পনার রূপরেখা নির্দেশ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় গ্রন্থাগার দপ্তর এ সম্পর্কে পরিষদকে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ পর্যন্ত

আর্থিক সাহায্যের কোন আশ্বাসনামা আজও পরিষদ পায় নি। সুতরাং আলোচনাচক্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা যায় নি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একতরফা ভাবে কোন সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নয় বলেই যৌথ আলোচনা চক্রের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েছিল—যাতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্যার সমাধান করা যায়।

তৃতীয়তঃ আশ্বেনামাটিতে শুধুমাত্র ১৯৭২ সালের আইনই সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে; পরবর্তীকালে যে সমস্ত সংশোধনী গৃহীত হয়েছে সেগুলি এই কমিটির বিচারের আওতাধীন নয়। সুতরাং এদের সুপারিশের ক্ষেত্রে কোন পূর্বস্ত সীমাবদ্ধ থাকবে তা বোধগম্য নয়।

চতুর্থতঃ কমিটিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মাত্র একজন ব্যক্তিকেই রাখা হয়েছে, তাও বোধহয় চক্ষু-লজ্জার খাতিরে। অন্যান্য সদস্যদের গ্রন্থাগার আন্দোলনও গ্রন্থাগারগুলির বাস্তব অবস্থা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা কতটা আছে এ প্রশ্ন অনেকেই তুলতে পারেন। আইন সংশোধন একটা ট্র্যাটেজিক সিদ্ধান্ত; এখানে গোলমাল হলে তার ধাক্কা পড়বে সর্বস্তরে। বিগত তিন বছরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করলে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদকে এড়িয়ে এরকম একটা কমিটি গঠন করা উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদে এবং জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারগুলিতে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিধি এখনও গ্রহণ করা হয় নি। যদিও গত বৎসর পরিষদ ও কর্মী সমিতি যৌথভাবে গ্রন্থাগার দপ্তরের বেআইনি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেছিলেন তাতে মহামান্য আদালত রায়দানের এক বছরের মধ্যে নির্বাচনের আদেশ দিয়েছিলেন—কিন্তু নির্বাচন হয় নি এবং গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতাভুক্ত করে সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে ঘোষণা করা হয় নি। অথচ আইন সংশোধনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার দপ্তরের এই ধরণের কার্যকলাপের ফলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মনে এই সন্দেহ জাগছে যে গ্রন্থাগার দপ্তরের আইন সংশোধনের পিছনে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য এর পিছনে রয়েছে। বিগত সাড়ে তিন বছরের অভিজ্ঞতায় যে সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে বিশ্বাস বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।

এ অবস্থায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবী হলো উপযুক্ত বিশেষজ্ঞদের, কর্মীদের, প্রতিনিধি গ্রন্থাগার পরিচালক, জেলা অধিকারিক ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করা। আলোচনা চক্রের সুপারিশগুলি রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। শুধুমাত্র তত্ত্বগত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রশাসনিক প্রচেষ্টার আইন সংশোধন করা যায় কিন্তু জনমুখী গ্রন্থাগার গড়ে তোলা যায় না। জনমুখী গ্রন্থাগারের সর্বনিম্ন শর্ত হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা আর তাতে থাকবে প্রশাসন, গ্রন্থাগার পরিচালকমণ্ডলী, গ্রন্থাগারকর্মী, এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাগ্রহ প্রয়াস। আমরা আশা করবো যে প্রশাসন সৎ চিন্তার বশবর্তী হয়েই সিদ্ধান্ত নেবেন।

গ্রন্থাগার আইন ঃ গ্রন্থাগার কর্মীর চোখে

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়

"পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার আইন জিন্দাবাদ, বামফ্রন্ট সরকার জিন্দাবাদ"—আমাদের স্লোগান। কারণ আমরা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী এবং ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর বহু আকাঙ্খিত ও বহু প্রতীক্ষিত সাধারণের গ্রন্থাগার আইন পাস হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগ নীতি, গণমুখী চেতনা ও এই রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সর্বসাধারণশীল কর্মকাণ্ডের ফসল হিসাবে। পরবর্তীকালে ১৯৮২ ও ১৯৮৫ সালে এই আইন দু'বার সংশোধিত হয়। 'সংশোধনীগুলি করা হয়েছিল বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে এবং কার্যকারিতার কথা মনে রেখে'।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে অর্থাৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী যোজনার সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে 'স্পনসর্ড প্রথা' চালু হয়। জনসাধারণ বা কোন সংঘ দ্বারা পরিচালিত কিছু কিছু গ্রন্থাগার এই স্পনসর্ড প্রথার আওতায় আসে। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সারা রাজ্যে অনেক বেশী সংখ্যক গ্রন্থাগার এই স্তরের অধীনে সুযোগ সুবিধা লাভ করতে থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, গ্রন্থাগার-কর্মীবৃন্দ, দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারপ্রেমী মানুষের এই রাজ্যে আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের আন্দোলনকে মর্যাদা দিয়ে ১৯৭৮ সালে গঠিত হয় আইনের খসড়া প্রণয়ন কমিটি। ১৯৭৯ সালের জুলাই মাসে "রাজ্যে উন্নতমানের জনমুখী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা"র জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক পরিকল্পনা রচনার জন্য রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ হল গ্রন্থাগার আইন। প্রয়োগের সুবিধার্থে তা একাধিক বার সংশোধিত হল। উদ্দেশ্য ছিল দেশের সরকার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগার ও রাজ্যে সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতায় এনে রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক সুসমন্বিত সামগ্রিক রূপ রেখা প্রণয়ন ও তাকে রূপদান ও তার ক্রমোন্নতি।

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার আইনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে যুক্তিযুক্তভাবে নতুন নতুন সাধারণের গ্রন্থাগার স্থাপন ও গ্রন্থাগার সমূহের 'প্রশিক্ষণ, পরিচালন; নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ও সেগুলিকে স্বীকৃতি দানের জন্য' ও এই রাজ্যে এক সার্বিক গ্রামীন ও শহরভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য এই আইন প্রণীত হয়েছে। পরবর্তীকালে ১৯৮৫ সালের সংশোধনে বর্তমান গ্রন্থাগার গুলিকে স্বীকৃতিদানের অংশটি তুলে দেওয়া হয়। (বর্তমান স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতায় আনার ব্যবস্থা ১৬ এ উপধারায় করা হয়েছে। এছাড়াও মূল আইনের ৬ (গ) ধারায় (সংশোধনীর ৮নং ধারায়) বলা হয়েছে গ্রন্থাগার অধিকর্তা সময়ে সময়ে রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগারের নাম, ঠিকানা প্রজ্ঞাপনের (Notification) দ্বারা ঘোষণা করবেন।

আইনের প্রস্তাবনা থেকে বুঝতে পারা যায় যে সুনির্দিষ্টভাবে কতকগুলি উদ্দেশ্যের উল্লেখ না থাকলেও এতে সারা দেশ জুড়ে সুসমন্বিত ও সুসংবদ্ধ কাঠামোর মধ্যে এক সার্বজনীন জনমুখী গ্রন্থাগার পরিষেবা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি বিধৃত।

মূল আইনের প্রথম অধ্যায়ে ১নং ধারায় বলা হয়েছে যে এই ধারাটি আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী হবে এবং অন্যান্য ধারাগুলি যখন যেমন সরকারের দ্বারা অফিসিয়াল গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হবে সেই মতো কার্যকরী হবে এবং বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন সময়ে কার্যকরী হতে পারে।

দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে অন্যান্য ধারাগুলিতে কার্যকরী করার ব্যাপারটিকে অত্যন্ত অনির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। আবার G. O. No. 575 Edn (SE) dated 9. 9. 81 তে আইনের 2, 6, 7, 16, 23 নং ধারাকে কার্যকরী করানোর নোটিফিকেশন হওয়া সত্ত্বেও তার

উপধারাগুলিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যকরী করানোর বিষয়ে কোন স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এর ফলে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রায় ২৪০০ জন সেবামূখী স্থানসর্ভ গ্রন্থাগারকে এই আইন স্পর্শ করতে পারছে না। অন্য-ভাবে বলা যায় 'গ্রন্থাগার গুলির অবস্থান গ্রন্থাগার আইনের আওতায় থাকছে এমন কোন স্পষ্ট উল্লেখ' প্রথম থেকেই ছিলনা, অথচ থাকা উচিত ছিল। 'An existing sponsored libraies shall continue as a District library or Sub-Divisional Library or Town Library or Area Library or Rural Library or as a Primary Unit Library as the case may be'—এরকম একটা অংশ আইনে সংযুক্ত থাকলে প্রথম থেকেই কোন অসুবিধা হত না। কারণ কোন নতুন নিয়মকানুন প্রণীত হলে স্বাভাবিকভাবেই existing unit গুলি এর আওতায় আসে এবং নতুন Unit খোলার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে যে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণীত হল সেই উদ্দেশ্যই হারিয়ে যাচ্ছে। তাই ১৯৯০ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর ও 'আইনের আওতার বাইরে পড়ে আছে ৯৯% গ্রন্থাগার'। মূল আইনের ৩ ও ৪ নং ধারায় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ গঠন ও সরকারকে এই পরিষদের পরামর্শ দানের কথা বলা হয়েছে। আবার ৮ নং ধারায় উল্লেখ আছে যে জেলাস্তরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সর্বসাধারণের জন্য গঠিত হবে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার। এই উভয় সংস্থাতেই ২ জন করে কর্মী প্রতিনিধি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে সংশোধিত আইনে।

পরিষদে ও প্রাধিকারে কর্মী প্রতিনিধি গ্রহণের আইনগত স্বীকৃতি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। পরিষদ ও প্রাধিকারের মাধ্যমে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়। কিন্তু পরিষদ ও প্রাধিকার গঠনের সাথে সাথে এর আওতায় আসে কেবল সরকার-সৃষ্ট ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি পুরো স্থানসর্ভ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এর বাইরে থেকে যায়। কারণ নোটিফিকেশনের মাধ্যমে নাম ঘোষণা করা না হলে আইন মাফিক এদের উপর পর্ষদ ও প্রাধিকারের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটা হয়ে দাঁড়ায় প্রজাবিহীন রাজত্বের মতো। এরই কারণে কর্মীদেরও প্রতিনিধিত্বের আইনসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয়। নির্বাচনের নিয়মাবলী প্রকাশ করে কর্মীপ্রতিনিধি নেওয়ার বিষয়ে আদালতের রায়কে ও এরই কারণ দেখিয়ে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

আইনের ৬ নং ধারায় গ্রন্থাগার অধিকর্তার নিয়োগ ও কর্তব্য সমূহের উল্লেখ আছে। ৭ নং ধারায় আছে 'গ্রন্থাগার অধিকার' অর্থাৎ 'অধিকর্তার দপ্তর' গঠনের বিষয়।

গ্রন্থাগার অধিকার গঠনের পর অধিকর্তার করণীয় বিষয়গুলি হল ৬ (ক) অনুসারে সাধারণের গ্রন্থাগারের একটি তালিকা রাখা, ৬ (খ) অনুসারে (রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও সরকার প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও) অন্যান্য সাধারণের গ্রন্থাগারকে আইনের ধারা ও তদধীন নিয়মাবলী অনুসারে নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করা, এবং ৬ (গ) অনুসারে সময়ে সময়ে রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির নাম ও ঠিকানা প্রজ্ঞাপনের দ্বারা ঘোষণা করা। আইনের এই ধারাগুলি 'নিয়মানুগভাবে চালু হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের স্থানসর্ভ গ্রন্থাগারসহ অন্যান্য গ্রন্থাগারের তালিকা গ্রন্থাগার অধিকর্তা মহাশয় কোন নোটিফিকেশনের দ্বারা প্রকাশ করেন নি'। 'গ্রন্থাগার অধিকার স্থানসর্ভ গ্রন্থাগারের একটা তালিকা প্রকাশ করেছেন বটে কিন্তু তা গ্রন্থাগার আইন মোতাবেক নোটি-ফিকেশনের ভিত্তিতে নয়। ফলে তার কোন আইনগত ভিত্তি নেই'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে আইন মাফিক গ্রন্থাগার অধিকারের গঠনও হয় নি।

মূল আইনের ১৬ নং ধারায় উল্লেখ আছে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিকের। সংশোধনীতে এই ধারা কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং যুক্ত হয় ১৬ ক উপধারা। এতে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় অংশ স্থানসর্ভ গ্রন্থাগার গুলিকে

আইনের অধীনে আনার উপায় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার, মহকুমা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার, এরিয়া গ্রন্থাগার বা গ্রামীণ গ্রন্থাগার বা প্রাইমারী ইউনিট লাইব্রেরীগুলি (শুধু নামের উল্লেখ আছে শনসর্ড কথাটির উল্লেখ নেই, এটা তাদের মারপ্যাঁচ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।) সরকার কর্তৃক শনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী বলে ঘোষিত হতে পারে এবং তা হলেই কেবল আইন ও তদন্তর্গত নিয়মাবলী এদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

এক্ষেত্রে শনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী হিসাবে ঘোষিত হতে গেলে কোন্ কোন্ গুণাবলী কোন্ গ্রন্থাগারের থাকতে হবে তা স্পষ্ট নয়। দেশের সমস্ত শনসর্ড গ্রন্থাগারকেই শনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী বলে ঘোষণা করা হবে কিনা তা নির্দিষ্ট নয়। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বার্থে প্রাথমিকভাবে কতদিনের মধ্যে এই ঘোষণা করা হবে সেই সময়সীমাও নির্দিষ্ট নয়। দেশের বর্তমান সব শনসর্ড গ্রন্থাগারকেই আইনের আওতায় আনা হবে, ঘোষণা একটা নিয়মমাফিক কাজ মাত্র—এরকম নিশ্চয়তা এই আইনে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং ১৬ ক ধারায় এদের মহকুমা গ্রন্থাগার ইত্যাদি বলে উল্লেখ যে বিশদ আভাসিত করে তাতে নতুনভাবে শনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী হওয়ার গুণাবলী নির্ধারণের সুযোগ এই ফাঁক দিয়ে প্রবেশ লাভ করল বলে মনে হচ্ছে। এবং এটাই ঘটনা। এর প্রমাণ হল ১৯৮৫ সালের সংশোধনের পরেই তৎকালীন শনসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে আইনের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, কিন্তু দপ্তরের পরবর্তী ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রশাসকের ইচ্ছার তা স্থগিত থাকে এবং সকল শনসর্ড গ্রন্থাগারকেই শনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী বলে ঘোষণা করা হবে কিনা এই নিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়নের প্রশ্ন ওঠে এবং আইনের আওতায় শনসর্ড পাবলিক লাইব্রেরী হতে গেলে কি কি গুণ থাকতে হবে তার নতুন তালিকা প্রণয়নের কথা ভাবা হয়। এভাবে নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুসারে যদি মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগারই কেবল আইনের আওতায় আনার সুযোগ পায় এবং বেশীর ভাগই বঞ্চিত হয় তাহলে আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য অনেকটাই হারিয়ে যায়। অথচ পুরো দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুসংহত করার জন্য ও কর্মীদের নিরাপত্তার জন্যই প্রণীত হয়েছে আইন। এছাড়াও সরকারী প্রশাসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা বিভিন্ন সময়ে একে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করতে পারেন এবং অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফেলেও রাখতে পারেন। কারণ সুনির্দিষ্ট কিছুর উল্লেখ না থাকায় আইনের প্রয়োগ ব্যাপারটা পুরোপুরিই দেশের সরকার ও প্রশাসনের মনোভাব (attitude) নির্ভর হয়ে দাঁড়ায়। প্রশাসনে যখন যেমন মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকবেন তখন একে সেভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করা হবে।

২৩ নং ধারায় আইনকে কাজে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে।

দেশে আইন আছে মানা হয়না এমন উদাহরণ অনেক আছে কিন্তু সেখানে সাধারণভাবে আইনের প্রয়োগ যোগ্যতা থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেশের শতকরা প্রায় ৯৯ ভাগ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নেই এবং এটা নির্ভর করে আছে পুরোপুরি প্রশাসনের ওপর। ফলতঃ প্রশাসনে ব্যক্তিদলের সঙ্গে সঙ্গে মনোভাব ও মতামত বদল হয়ে যাচ্ছে ও তারই ওপর নির্ভর করে থাকছে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। সামগ্রিকভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাচেতনা ও কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য থাকছে না। দেশে একটা সুসংবদ্ধ আন্দোলনের ফলে ও বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাখতে যে আইনের জন্ম হয়েছিল তা নিশ্চই দেশের তৎকালীন সাধারণের গ্রন্থাগার ও জনসাধারণের স্বার্থেই প্রণীত হয়েছিল, তাদেরকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নয়। অথচ এর প্রয়োগ সুনিশ্চিত করার জন্য কোন সুনির্দিষ্ট (গুণগত ও কালগত) বিষয়ের উল্লেখ করা হল না এবং প্রয়োগের অসুবিধা দূরীভূত করা ও একে সুফলপ্রসূ করার জন্য যে সংশোধন হল তাতেও কোন

নিশ্চয়তা প্রতিফলিত হয় না। কাজেই আজ যদি প্রশাসনের উচ্চপদে আরূঢ় ব্যক্তিগণের ইচ্ছায় 'স্টানডার্ড' পাবলিক লাইব্রেরীর গুণাবলী নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয় (পূর্বের স্কীমের থেকে ভিন্ন) এবং তার ভিত্তিতে বর্তমান গ্রন্থাগারের অধিকাংশই যদি প্রজাপনের বাইরে থেকে যায় তাহলে তা দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হবে এবং 'পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার আইন' জনসাধারণের যে জন্য সূচিত করেছে তা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তো থেমে নেই। 'স্টানডার্ড' স্কীমের আওতায় থেকেই গ্রন্থাগারগুলি জনসাধারণকে পরিষেবা দানের কাজ যেমন অপ্রতিহত বেগে চালিয়ে যাচ্ছে তেমনি কর্মীবৃন্দও 'স্টানডার্ড' স্কীমের আওতাভুক্ত থেকেই 'লাস্টিস রুলস' ও 'অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত নিয়মাবলী' প্রণীত হওয়ায় অনেকটাই নিরাপত্তা বোধ করছেন। আবার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির নেতৃত্বে আইনগত অধিকার লাভের জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমী জনগণ নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

তবে সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে আইনকে পাশ কাটিয়ে আইনের প্রয়োগ। যেমন গ্রন্থাগার পরিচালনার বিধি, নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী সবই আইনের নির্দিষ্ট ধারানুসারে প্রণীত। যতদিন বর্তমান 'স্টানডার্ড' গ্রন্থাগারগুলি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে আইনের আওতায় না আসে ততদিন আইনের কোন অংশ ও এর অধীন নিয়মাবলী তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে না (এটা অবশ্য মঙ্গলের কথা নয়)। অথচ সরকারী আদেশের (G. O) মাধ্যমে এগুলিকে কার্যকর করার জন্য 'স্টানডার্ড' গ্রন্থাগারে প্রেরণ করা হচ্ছে এবং সরকারী আদেশ, অমান্য করা সম্ভব নয় বলে তা মেনে চলা হচ্ছে। অর্থাৎ আইনগত সুবিধা না দিয়েও সুকৌশলে আইন মানিয়ে নেওয়া যায়—এই ফাঁকির রাস্তা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ খুঁজে বার করেছেন। অথচ 'আইনের ধারাগুলির অপব্যবহার হতে পারে এরকম আশঙ্কা গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের ছিল বলে মনে হয় না।' এছাড়াও কতকগুলি বিষয় 'অত্যন্ত সুকৌশলে চেপে রাখা হয়েছে'। কিন্তু জনসাধারণকে এভাবে ঠকিয়ে কার কি লাভ? এছাড়াও পরিষদ ও প্রাধিকারের আইনসঙ্গত নানা অধিকার খর্ব করা হয়েছে ও হচ্ছে। বইমেলা, কর্মী নিয়োগ সকল বিষয়েই আইনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে তার কেন্দ্রীকরণের আয়োজন করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে অতি প্রিয় এই গ্রন্থাগার আইন অনেক স্বেচ্ছস্ফূর্তির ফল, অনেক স্বপ্নের মূর্ত রূপ। তাই এই আইনকে ঘিরে যত সমস্যা গড়ে উঠেছে তার সংখ্যা গণনা করে কোন লাভ নেই। 'এগুলি আন্তরিকতা সম্পন্ন কর্তব্যনিষ্ঠ জনদরদী গ্রন্থাগার কর্মীর অন্তর নিঙড়ানো উপলব্ধি সঞ্জাত। অন্তর নিঙড়ে যা পাওয়া যায় তা কখনই সংখ্যা নয় যন্ত্রণা'। তাই এর সমাধানের জন্য চাই সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার পরিস্থিতি ও আইনের মূল্যায়নের জন্য রাজ্য পর্যায়ে আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান, প্রয়োজনে আইনের পুনঃ সংশোধন ও সর্বোপরি আইনগত অধিকার লাভের জন্য নিবিড় আন্দোলন।

হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে

সত্যব্রত সেন

গত নভেম্বর ১৯৮৯তে হরিয়ানা রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছে। দক্ষিণের তিনরাজ্য গ্রন্থাগার আইনের ক্ষেত্রে অগ্রণী। অবয়ব প্রায় একই প্রকৃতিতে গড়া। তারপর মহারাষ্ট্রে আইন একটু ভিন্নস্বরে—অর্থাৎ কর-ব্যবস্থাহীন। তার পর প্রণীত পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন—যদিও নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার পরিষেবার দাবী উপেক্ষিত, তবুও পশ্চিমবঙ্গের আইন কর-ব্যবস্থাহীন। মহারাষ্ট্রের আইনে রাজ্য গ্রন্থাগার ভাণ্ডার গড়ার কথা আছে এবং একপ্রকার অর্থপরিমান নির্দেশনাও ঐ আইনে আছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আইনে, তার কোনটাই নেই। অতঃপর ১৯৮৯ সালের দক্ষিণের চতুর্থ রাজ্য কেরালায়ও গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছে, কিন্তু কর ব্যবস্থা এসে যুক্ত হয়েছে। হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইনেও তাই সংযোজিত হয়েছে। তবে কি হারে হবে তার উল্লেখ নেই।

আরও একটি প্রসঙ্গও শুরুতেই উল্লেখ করতে চাই। উক্ত সাতটি গ্রন্থাগার আইনের মধ্যে এখনও পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনই একক রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদে ও জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যকে গ্রন্থাগার আইনের আওতায় গ্রন্থাগার কর্মীর প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এই ব্যবস্থাটি বোধ হয় সারা ভারতে এখনও শুরুত্ব হিসে বিবেচিত হয়নি। সম্ভবত প্রচারের অভাবে কিংবা কর্মীদের ভূমিকার দুর্বলতার জন্য।

যাইহোক, এখানে হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে অল্পবিস্তর আলোচনার সুযোগ নিতে চাই।

এই আইনে প্রস্তাবনা অংশে খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলা হয়েছে রাজ্যে জন-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা, প্রতিপালন ও উন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার আইনটি প্রণীত। মোট ২৪ ধারায় বিভক্ত—কোন অধ্যায় (chapter) বিভাজন নেই। বিষয় বিভাজনের ক্ষেত্রে আছে (১) সংক্ষিপ্ত নাম ও আইন মোতাবেক কাজ শুরুর বিষয়, (২) সংজ্ঞা, (৩) গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রতিষ্ঠা, (৪) পর্ষদ (Authority) গঠন, (৫) স্থায়ী পরামর্শদাতা কমিটি, (৬) রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার, (৭) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তার গ্রন্থ ভাণ্ডার, (৮) গ্রন্থ সংগ্রহের উপায় (৯) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিভাগ, (১০) রাজ্য গ্রন্থাগারিক, (১১) জেলা গ্রন্থাগার ও তার কার্যাবলী, (১২) জেলা গ্রন্থাগার কমিটি, (১৩) নগর ও শহর গ্রন্থাগার কমিটি (১৪) ব্লক গ্রন্থাগার কমিটি, (১৫) পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার কমিটি, (১৬) জন-গ্রন্থাগার কর্মীবাহিনী, (১৭) জন-গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডার, (১৮) গ্রন্থাগার-কর, (১৯) বিভিন্ন স্তরের কমিটির অর্থ ধার করার ক্ষমতা, (২০) গ্রন্থাগার পরিষেবা প্রদান সম্পর্কিত নিয়ম কানুনাদি প্রবর্তন করা, (২১) রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতি, (২২) উপ-আইন করার ক্ষমতা প্রভৃতি।

এর সংজ্ঞাংশে 'গ্রন্থ', "গ্রন্থপরিষেবা", "সূত্রসন্ধান পরিষেবা" ও জন গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। "গ্রন্থ" এর সংজ্ঞা সর্বাধুনিক হয়েছে। অর্থাৎ গ্রন্থের খণ্ড, পাণ্ডুলিপি, মাইক্রোফিল্ম, ভিডিও ক্যাসেট, ফটোগ্রাফ, গানের রেকর্ড, মানচিত্র, পত্রপত্রিকা প্রভৃতি সবকিছুই সংযোজিত হয়েছে।

'গ্রন্থ-পরিষেবা" বলতে ব্যাখ্যাত হয়েছে সূত্র-সন্ধান পরিষেবা, সদস্যদের মধ্যে গ্রন্থ ধার দেওয়া ও গ্রন্থ কোথায় পাওয়া যাবে তার হদিস দেওয়া প্রভৃতি। সূত্র-সন্ধান পরিষেবার) ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এটি পাঠকের প্রতি একটা ব্যক্তিগত উদ্যোগমূলক পরিষেবা।

রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ গঠনের ক্ষেত্রে, কতটা জন প্রতি-

নিষিদ্ধ মূলক, তা সমালোচনার উর্দ্ধে নয় বলে মনে হয়। গ্রন্থাগার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীই অবশ্য সভাপতি হবেন। তবে, সচিব পর্যায়ের আমলা যুক্ত হয়েছে অন্ততঃ সাতজন, অধিকর্তা পর্যায়ের আমলা দু' জন, গ্রন্থাগারিক পর্যায়ের দুজন রাজ্য গ্রন্থাগারিক ও সচিবালয় গ্রন্থাগারিক ছাড়া সরকার মনোনীত রাজ্য বিধানসভা সদস্যদের থেকে সরকার মনোনীত একজন সদস্য, রাজ্যস্থ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাচার্যরা রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি ও গ্রন্থাগার বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অনধিক চারজন মনোনীত সদস্য। অর্থাৎ এমনকি বিধানসভার সদস্য নির্বাচন বা রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির কার্য পর্ষদের নির্বাচিত সদস্যদের স্থান নেই হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইনে। এই আইনে, জেলা গ্রন্থাগার কমিটি, ও নগর / শহর / ব্লক / গ্রামীণ গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে যথাক্রমে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ, জেলা গ্রন্থাগার কমিটির উপর। এখানেও পাঠক প্রতিনিধির উল্লেখ নেই। অর্থাৎ পাঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা উপেক্ষিত এই সিদ্ধান্তে আসার সুযোগ রয়েছে।

রাজ্যে বর্তমানে যে সমস্ত জন-গ্রন্থাগার আছে, তাদের স্থানও নির্দ্ধারিত নেই। তবে, রাজ্য জন-গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা ছক পাওয়া যাচ্ছে—(১) রাজ্য স্তরে একটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, (২) প্রত্যেক প্রশাসনিক জেলা স্তরে একটি করে জেলা-গ্রন্থাগার। প্রত্যেক ব্লক স্তরে তদ্রূপ একটি ব্লক-গ্রন্থাগার থাকবে কিনা তার উল্লেখ না থাকলেও প্রত্যেক ব্লক গ্রন্থাগার কমিটি যে থাকবে সে উল্লেখ আছে। সেরূপ লক্ষাধিক জনবসতিপূর্ণ নগরে নগর-গ্রন্থাগার কমিটি, লক্ষ জনবসতির কম শৌর শহরে শহর-গ্রন্থাগার কমিটি যে থাকবে, তার উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, নব প্রণীত হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইনে। অবশ্য এর ১২ নং ধারায় জেলা গ্রন্থাগার বাদে আরও ছোট কেন্দ্র সহ চার স্তরের গ্রন্থাগার থাকতে পারে একথা উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

এই আইনে রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদকে অধিকতর বলে উল্লেখ করা হলেও এটা আসলে সরকারকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন। জেলা গ্রন্থাগার কমিটি গুলি রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদের অনুমোদন নিয়ে পঞ্চায়েত / ব্লক / নগর। শহর গ্রন্থাগার কমিটি, জেলা গ্রন্থাগার কমিটি অনুমোদন নিয়ে কাজ চালাতে পারবে। এখানে আগামী দিনের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত প্রাপ্তিতে বিলম্বিতলয়ের আশংখা লুক্কায়িত আছে বলে মনে হয়।

গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডার যা সংযোজিত হয়েছে এই হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইনে, তাতে অর্থভাণ্ডার ত্রিস্তর বিশিষ্ট—(ক) রাজ্য গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডার, খ) জেলা গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডার, এবং (গ) নগর/বা শহর/বা ব্লক বা গ্রামীন গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডার। (গ) স্তরেটি অপরিচ্ছন্ন-ভাবে উল্লেখিত।

অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলার ব্যাপারে গ্রন্থাগার কর বসানোর সুযোগ রাখা হয়েছে—তাও আবার সংযোজিত হবে জেলা গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডারে বা তৎনিম্ন গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডারে। তবে গ্রন্থাগার কর কত হবে বা কখন হবে, তার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সরকারে। অর্থাৎ রাজ্য-বিধানসভার অনুমোদন সাপেক্ষে সরকার কর নেবার কথা, কত কর হবে, তার কথা ঘোষণা করবে। আপাতত কর বসানো হবেই এমন কোনও কথা নেই।

অর্থভাণ্ডারটি রাজ্যস্তরে গঠিত হয়ে গ্রন্থাগার উন্নয়নে। প্রতিপালনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থসহ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ও রাজ্য গ্রন্থাগার থেকে আইন মোতাবেক সংগ্রহ, তথা বিবিধ রকমের দান নিয়ে। এই সংগৃহীত অর্থ ভাণ্ডার থেকে জেলা গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডারে অর্থ বরাদ্দ করা যাবে। কিন্তু রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালনায় অর্থ ব্যয় করা যাবে কিনা তা বলা নেই। সেই রকমের ত্রুটি রয়েছে জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনা তথা নগর / শহর / ব্লক / গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিচালনায় ব্যয় বিষয়ে।

রাজ্য গ্রন্থাগার অর্থভাণ্ডার ছাড়া জেলা গ্রন্থাগার অর্থ-ভাণ্ডারে বা নগর / শহর / ব্লক / গ্রামীণ গ্রন্থাগার অর্থ-

(এরপর 183 পাতায়

CENTRAL LIBRARY

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবস পালন করুন

বন্ধুগণ,

২০শে ডিসেম্বর দিবসটি গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ঐতিহাসিক দিনটি প্রতি বৎসর 'গ্রন্থাগার দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে পক্ষকাল ধরে বিভিন্ন কর্মসূচী, যথা জনসভা, আলোচনা চক্র, পদযাত্রা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা এবং জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের অনুরোধ জানাচ্ছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

এই বৎসর সমগ্র ভারতবর্ষের একটা উত্তেজনাময় সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। মৌলবাদী শক্তিগুলি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেশের সংহতি, দেশবাসীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করছে। সাম্প্রদায়িকতার ভারতব্যাপী এরূপ ভয়াবহ চেহারা আমরা পূর্বে দেখিনি। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষরা স্বাভাবিকভাবেই গভীর উদ্বিগ্ন। দেশ অস্থির হলে শিক্ষায়তন ও গ্রন্থাগার সুস্থির থাকতে পারে না। তাই পরিষদ গ্রন্থাগার দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে সচেতন করার আহ্বান জানাচ্ছে।

১৯৯০ বর্ষটি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বৎসর। আর্থ-সামাজিক শোষণের ফলে আমাদের জনসংখ্যার বিপুল অংশ আজও নিরক্ষর। আমরা জানি সাক্ষরতা মানে সক্ষমতা ও সচেতনতা। এই সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণে আমরা শুধু সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ নই, সদ্য সাক্ষরদের অর্জিত শিক্ষা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও গ্রন্থাগারের বিশেষ ভূমিকা আছে। পরিষদ রাজ্যের প্রতিটি গ্রন্থাগারকে এ বিষয়ে কর্মসূচী গ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছে।

এই বৎসর গ্রন্থাগার দিবসে প্রতিটি মানুষের কাছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আবেদন যে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা, কূপমণ্ডুকতা ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সচেতন, সাক্ষর ও বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলতে গ্রন্থাগার ব্যবহার করুন।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে

কেন্দ্রীয় জনসভা

স্থান ঃ যুবকেন্দ্র (মৌলালী, কলকাতা)

সময়—বেলা ৩টা

দলে দলে যোগ দিন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব অরুণ রায় দ্বারা প্রচারিত

থিস্তরাস

নন্দিতা ভট্টাচার্য

মুখবন্ধ : বর্গীকরণ গবেষণা ও থিস্তরাস

মহাযুদ্ধোত্তর বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত চিন্তাভাবনার নানা রূপায়ণ ও সম্প্রসারণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেল। গবেষণাখাতে পশ্চিমের উন্নত দেশগুলিতে অনুদান বৃদ্ধি হল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিস্তার জগতে যুগ এল বিস্তৃতির বহুমুখী ও আন্তঃবিষয়ক গবেষণার ও তথ্যবিস্ফোরণের। গ্রন্থাগার ও গবেষণার সংশ্লিষ্ট তথ্য কেন্দ্রগুলি প্রয়োজন বোধ করল পাঠককে তথ্যনির্দেশ দেবা প্রদানে। বর্গীকরণের ইতিহাসে এল বিশেষায়িত বর্গীকরণের ধারণা অর্থাৎ কোনো বিশেষ বিষয়কে কেন্দ্র করে, বিশেষ বিষয়ের পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য ক্রীম প্রণয়নের প্রবণতা। বর্গীকরণের নব নব রূপায়ণ ও পরীক্ষার জন্য সুপরিচিত বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ১৯৫২ সালে ব্রিটেনে স্থাপিত হল সি. আর. জি. বা ক্লাসিফিকেশন রিসার্চ গ্রুপ। মৃত্তিকাবিজ্ঞান, হীরক প্রযুক্তির মতো নানা বিষয়ে বিশেষায়িত বর্গীকরণ ক্রীম প্রণীত হল। কারণ বিশেষজ্ঞরা মনে করলেন বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, যে সাধারণ বর্গীকরণ ক্রীমগুলি বিশেষ তথ্য নির্দেশ সেবায় ও আধুনিক যুগের বিষয় পরিধির সুবিস্তারে অপারগ। কিন্তু বোঝা গেল এভাবে সমস্যার সমাধান হবে না। জীববিজ্ঞানের এক ধারণাকে (Theory or Integrative Level) ভিত্তি করে প্রচেষ্টা হল এমন এক সাধারণ বর্গীকরণ ক্রীম প্রণয়নের যা আধুনিক যুগের চাহিদা পূরণ করবে। এই প্রচেষ্টা ও পরিপূর্ণ সাফল্য লাভ করল না।

গবেষণার ধারা অব্যাহত রইল। এল আরেক যুগ। উদ্ভূত হল এক বিশেষধারার গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানীদের কাছে যার নাম থিস্তরাস প্রারম্ভিক অনুপ্রেরণা হিসেবে পথ দেখাল ১৮৫২ সালে রচিত পিটার মার্ক রোজেট (P.M. Roget) Thesaurus of English words and phrases যা হল শ্রেণীবদ্ধ শব্দবিন্যাস তালিকা; রোজের উদ্দেশ্য ছিল মানবমস্তিষ্কের ধারণাগুলি ভাবনা বিষয়ক ইংরাজী শব্দকে মূল কয়েকটি বর্গে ভাগ করে শ্রেণী বিন্যাসের। মূলবর্গ ছিল ছটি এবং শ্রেণী ও উপশ্রেণী নিয়ে মোট সংখ্যা এক হাজার।

আধুনিক যুগে থিস্তরাস বলতে বোঝানো হল কোনো বিশেষ বিষয় ক্ষেত্রের শব্দের সুবিন্যস্ত বিন্যাস যা শব্দগুলির নিজেদের মধ্যে অবস্থিত নানা সম্পর্ক তুলে ধরে। থিস্তরাসের আধুনিক রূপায়ণের প্রারম্ভিক প্রয়াস ১৯৫৭ সালের সি. আর. জির ডর্কিং সম্মেলনে পঠিত হেলেন ব্রাউনবনের প্রবন্ধটি যা গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের গবেষকদের এক নতুন ভাবনার পথ দেখাল।

১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সালকে বিশেষজ্ঞরা থিস্তরাস সম্প্রসারণের কাল বোলেছেন। উত্তর-সমন্বয়ী পদ্ধতিতে (Post-Coordinate system) যেখানে তথ্যানুসন্ধানের স্তরে পাঠক প্রয়োজনে মতো ধারণাগুলির সমন্বয় করে সূচী থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করেন, শব্দ ভাণ্ডারকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহারে থিস্তরাস এ সময় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ থিস্তরাসই বিশেষ বিষয় কেন্দ্রিক।

থিস্তরাস ও বর্গীকরণ ক্রীম

থিস্তরাস ও বর্গীকরণ ক্রীম উভয়ই বিষয় ধারণার সুবিন্যাসে সহায়তা করে। দুটির তফাৎ কোনখানে এবং কী তাদের সম্বন্ধ এ বিষয়ে এম. এ. গোপীনাথ ও কে. এন প্রসাদ তাদের একটি পেপায় সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন। থিস্তরাসের কর্মধারা দুই স্তরের Idea plane (অর্থাৎ কোনো বিষয় ধারণা) এবং Verbal plane (তার ভাষায় প্রকাশ), বর্গীকরণের ক্রীমের কর্মধারা তিনের Idea plane, Verbal plane ও Notational plane

(সাংকেতিক চিহ্ন), গোপীনাথ ও প্রসাদ দেখিয়েছেন যে থিসরাসের Verbal plane অনেক সময় বর্ণীকরণ স্কীমের Notational plane-এর ভূমিকা পালন করে। থিসরাসের Verbal plane এই কোনো ধারণার denotation ও denotation of ranking of concepts দুটি ভূমিকা পালন করে। এর দ্বিতীয়টি বর্ণীকরণ স্কীমে পালন করে Notational plane বর্ণীকরণ সংখ্যার কৃত্রিম প্রকৃতি ও জটিলতা সর্বজন স্বীকৃত। তাই বর্ণীকরণ স্কীম ব্যবহার হতে পারে বই সাজানোতে, কিন্তু রিপোর্ট, আর্টিকেল ইত্যাদির বিষয় শিরোনামের জন্য উপযুক্ত থিসরাস। এই দুটিই কোনো তথ্য সেবা ব্যবস্থায় থাকতে পারে

"can coexist in an information storage and retrieval system, complementing each others' efficiencies or deficiencies". (6 p. 66)

গঠনপ্রণালী : নানা ধারণা

এবারে আসা যাক থিসরাসের গঠন প্রণালী গত নানা ধারণার আলোচনায়। আমেরিকান স্টাণ্ডার্ড গাইড-লাইন্স্ এর থিসরাস কনষ্ট্রাকসন্ অনুসারে থিসরাস হল পদ (term), পদ সমষ্টির সংকলন যাতে পদগুলির মধ্যে বর্তমান সমার্থক, জাতি-প্রজাতি ও অন্যান্য নানা সম্বন্ধ পরিস্ফুট হয়, যার উদ্দেশ্য হল তথ্য সংরক্ষণ, বিস্তার এ ব্যবহারের উপযোগী একটি স্বীকৃত পদ সংকলন (standard terminology) প্রস্তুত করা। তথ্য ব্যবহারের জগতে কোনো থিসরাসের যথাযথ উপযোগিতা নির্ভর করে query descriptor (অর্থাৎ যে পদের সাহায্য পাঠক তথ্য চাইছেন) তার সাথে তথ্য সূত্র নির্দেশকারী যে পদ থিসরাসে ব্যবহৃত তাদের মিলের উপর। প্রয়োজনীয় তথ্যটি সংগ্রহে না থাকতে পারে। থিসরাসে গৃহীত পদটি যথাযথ ভাবে সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্ভার কে বোঝতে পেরেছে তাও হতে পারে বা না ও হতে পারে। কোন পাঠক কোন্ তথ্য চান তা উপযুক্ত ভাবে অনুধাবন করে query descriptor প্রস্তুত করে তা থিসরাসে যাচাই করে নিতে হবে যাতে বোঝা যায় তথ্য আছে কী নেই। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্মীর দক্ষতা এ বিষয়ে বিশেষ প্রয়োজন।

জি. সালটন তারAutomatic information organization and retrieval বইয়ে থিসরাস গঠনের পাঁচটি সূত্র দিয়েছেন। যে ধারণা গুলির (concept) কম প্রচলন সেগুলি বাদ দিতে হবে, বেশী ব্যবহৃত সাধারণ প্রকৃতির শব্দ বাদ দিতে হবে, বাদ দেওয়ার আগে পদগুলি যাচাই করে নিতে হবে, একাধিক অর্থের পদকে সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনে প্রযোজ্য অর্থেই শুধু গ্রহণ করতে হবে, গৃহীত পদগুলি মোটামুটি ভাবে equivalent frequency-র অধিকারী হবে।

থিসরাস গঠনে সাধারণ ভাবে গ্রহণ যোগ্য কিছু বিষয় আছে। জেন অ্যাচিসন ও আলান গিলক্রিষ্ট তাদের বইয়ে (৩) থিসরাস গঠন প্রণালী বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাদের মতে—

(১) যে বিষয় বিভাগের জন্য থিসরাস গঠন করা হবে তার পরিষ্কার সংজ্ঞা দিতে হবে, সীমারেখা নির্দেশ করতে হবে ও মূল কেন্দ্রীয় বিষয় ও তার পারিপার্শ্বিক ধারণা নির্দিষ্ট করতে হবে। যেমন শিশুদের খেলনা প্রস্তুতকারকের মার্কেটিং বিভাগের জন্য প্রস্তুত থিসরাস-এ কেন্দ্রীয় বিষয়

খেলনা—বিভিন্ন প্রকার
—মার্কেটিং
—প্যাকেজিং

সংশ্লিষ্ট পারিপার্শ্বিক বিষয় হল অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিজনেস ম্যানেজমেন্ট শিশুমনস্তত্ত্ব শিক্ষা, খেলনা প্রস্তুত পদ্ধতি, প্রস্তুতদ্রব্য ও নিরাপত্তার দিক।

(২) বিষয় সংজ্ঞা নির্ধারণের পর হল বিষয় পদ নির্বাচনের জন্য তথ্য উৎস নির্বাচন। তথ্য উৎস হতে পারে :

ক) অন্যান্য থিসরাস, বর্ণীকরণ স্কীম, অভিধান, শব্দকোষ, বিষয়কোষ, অ্যাবষ্ট্রাক্স্ ইনডেক্স ইত্যাদি।

খ) উক্ত বিষয়ে প্রকাশিত দশ সাময়িক রচনা বিশ্লেষণ।

বিষয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তা। এবিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা বই এবিষয়ে পদনির্বাচন সহায়ক হবে।

গ) পাঠকদের প্রশ্ন (query) ও চাহিদা (demand)-র বিশ্লেষণ পদ নির্বাচনে সাহায্য করতে পারে কারণ কোনো বিষয়ে তথ্য পাঠকরা যে পদটি দিয়ে চাইবেন তা থিসারাসে থাকা বাঞ্ছনীয় সম্মত।

ঘ) সংকলনকারীর ব্যক্তিগত পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিষয় জ্ঞান এ বিষয়ে লাগবে।

ঙ) সংখ্যাতত্ত্বের পদ্ধতি (Statistical methods) ব্যবহার করে কমপিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন রচনা থেকে পদ নির্বাচন সম্ভব।

(৩) কোনো নির্দিষ্ট মাপের কাগজে বা কার্ডে প্রাপ্ত, উল্লেখযোগ্য পদগুলিকে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(৪) বিভিন্ন বিভাগ, উপবিভাগ অনুযায়ী পদগুলিকে সাজাতে হবে, অর্থাৎ জাতি-প্রজাতির সম্বন্ধ, সমার্থকতার সম্বন্ধ ও অন্যান্য বিষয়গত সম্বন্ধ যা কোনো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত পদসমূহের মধ্যে বর্তমান তা পরিষ্কার ভাবে থিসারাসের ব্যবহারকারীর সামনে তুলে ধরতে হবে। বিষয় গত সমন্বয়ের একাধিক পদ পাওয়া গেলে একটি বেছে নিতে হবে ও বাকীগুলি থেকে ও পাঠক যাতে তথ্য খুঁজে নিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। Bird এবং Aves; Terrestrial magnetism বা Geo magnetism; Polyglot বা Multilingual কোনটি গৃহীত পদ হবে আর কোনটি হবে না তা ঠিক করতে হবে। যদি গৃহীত হয় তবে :

BIRD
UF Aves UF = Use For
Aves
USE Bird

এই ভাবে পাঠককে সাহায্য কোরতে হবে তার তথ্য নির্বাচন প্রক্রিয়ায়। পাইনগাছ গাছের প্রজাতি এবং গাছ পাইনের জাতি। পদগত এই সম্বন্ধ ও থিসরাসে পরিস্ফুট করতে হবে যাতে একাধিক পদ পাঠককে তথ্য সন্ধানে সাহায্য করতে পারে ও পাঠক এই জাতি-প্রজাতির সম্বন্ধটি বুঝতে পারেন, আরও একটি সম্বন্ধ থিসরাসে পরিস্ফুট হয় সম্পর্কীত পদ বা Related term-এর সাহায্যে। এই সম্বন্ধ বিভিন্ন ধরণের হতে পারে ও এর নির্বাচন বিষয়ে নানা সহায়িকা রয়েছে যার মধ্যে BS 5723 : 1979 (4) উল্লেখযোগ্য, যেখানে এর সম্বন্ধ বলা হয়েছে যে এরা "Mutually related to such an extent that the link between them should be made explicit in the thesaurus, and would reveal alternative terms that could be used in ,indexing or retrieval." (4. p. 11) UNISIST-এর এ বিষয়ে নির্দেশাবলী এ ধরণের বিভিন্ন সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেছে :

(১) বিপরীতার্থক-কমিনতা, কোমলতা
(২) সমসত্ত্বী
(৩) দুটি ধারণার একত্র ব্যবহার-শিক্ষা, শিক্ষণ
(৪) কার্যকারণ-শিক্ষা, বিদ্যা
(৫) উপকরণ-পেন, লেখা
(৬) বস্তুগত-কাগজ, বই
(৭) বিভিন্ন ধরণের সমতা:—শিক্ষণ, প্রশিক্ষণ

ইত্যাদি। বি. এস. আই নির্দেশাবলী এ ধরণের পদগুলিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছে :

(১) একই পর্যায়ভুক্ত (concepts linked by filial relationship) যেমন জাহাজ, নৌকা, পিতামাতা ও সন্তান।

(২) বিভিন্ন পর্যায় ভুক্ত :

পাঠ্য বিষয় ও পঠিত বস্তু—কীট ও কীটতত্ত্ব
প্রক্রিয়া ও বস্তু—আলোক, উজ্জ্বল্য
কাজ ও ফল—বুনন পদ্ধতি ও বস্ত্র
ধারণা ও গুণ—বিষ ও বিষাক্ত ভাব
ধারণা ও সম্পর্কিত উৎস—ব্রিটিশ ও গ্রেট ব্রিটেন
ধারণা কারণগত ভাবে যুক্ত—মৃত্যু ও শোক
বস্তু ও তার বিরোধী বিষয়—পতঙ্গ ও পতঙ্গনাশক
কাজ ও তার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি—বিচার, আসামী

পদগুচ্ছ ও তার অন্তর্হিত বিশেষ্য প্রস্তরীভূত মৎস্য ও মৎস্য।

সি. আর. ডি.র পক্ষ থেকে বি. সি. ভিকারী এধরণের সম্বন্ধের একটি বিবরণ রেখেছেন যেমন বস্তু ও তার গুণ, বস্তু ও তার প্রক্রিয়া, বস্তু ও বস্তু গুণ হিসেবে, বস্তু ও তার প্রয়োগ ইত্যাদি। উল্লেখ করেছেন ক্যাসেট সম্পর্ক, স্পেসিয়েটর সম্পর্ক, পর্যায়ী সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কেও। এধরণের সম্পর্ক নির্ধারণে বিষয়গত জ্ঞান ও প্রকাশিত রচনার সাথে পরিচিতি প্রয়োজন, প্রয়োজন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের সাহায্য-সংশ্লিষ্ট থিসরাসের গঠন যাতে উঁচু মানের হতে পারে।

(৫) পরিশেষে ঠিক করে নিতে হবে কোনটি descriptor অর্থাৎ মূলপদ হবে ও কোনটি শুধু অন্বেষণের সহায়িকা (Reference) হবে ও পদগুলি সাজাতে হবে।

(৬) এই সাজানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে পদের গ্রহণীয় রূপগত বিষয়ে। যাতে বিন্যাসে একটি শৃঙ্খলা ও নামকরণ থাকে। শ্রীমতি অ্যাচিসন ও শ্রী গিলক্রিষ্ট তাদের বইয়ে এ বিষয়ে বক্তব্য রেখেছেন। বক্তব্য রয়েছে ব্রিটিশ স্টাণ্ডার্ডটিতেও। মোটামুটি ভাবে গ্রহণীয় বিষয় হল :

(ক) ক্রিয়া রূপের পরিবর্তে বিশেষ্য রূপ নিতে হবে- compares নয় comparison

(খ) বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বিশেষ বর্জনীয়

(ঘ) প্রক্রিয়া, গুণ, কর্মধারা, বিষয় সব এক বচনে Migrations নয় Migration

ই. জে. সি. (ইনজিনীয়ার্স জয়েন্ট কাউন্সিল) নিয়মাবলীর বিষয়টিকে সুবিধাজনক ভাবে সাজিয়েছে। বিষয়টি কটি (how many) এ প্রশ্ন সম্ভব হলে বহু বচন হবে : গাছগুলি। আর বিষয়টির যখন পরিমাণ পরিমাপ সম্ভব (how much) তখন এক বচন হবে : লোহা, কাঠ, বিশেষ ক্ষেত্রে এক বচন ও বহুবচন দুইটি ব্যবহার হয় : চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি (Painting) (Process) ও চিত্রকলা (Paintings) (Entity)। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যৌগিক শব্দকে (Compound word) তার অন্তর্ভুক্ত পৃথক পৃথক শব্দে ভাগ করলে অর্থের পরিবর্তন হয়, সেখানে ঐ যৌগিক পদটিকেই বিন্যাসে গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে অবশ্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত পোষণ করেন।

বি. এস. আই দুটি পথে যৌগিক পদকে একক পদ হিসাবে বিভাজনের নির্দেশ রেখেছে :

ক) Semantic factoring—একটি জটিল ধারণাকে তার মধ্যস্থিত সরল ধারণাগুলিতে বিভাজন : Thermometers অর্থাৎ তাপ পরিমাপ যন্ত্রকে তাপ, পরিমাপ ও যন্ত্রে বিভাজন। উত্তর সম্বন্ধী পদ্ধতিতে তা সম্ভব কিন্তু এতে Precision of retrieval অর্থাৎ তথ্য সন্ধানের সরলতা কমে যাবে।

খ) Syntactical factoring—অংশ অনুযায়ী বিভাজন লেসার মিজার কে লেসার ও মিজারে বিভাজন।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু যৌগিকপদ রাখা সমীচীন যেমন নাম বিশেষ ব্রিটিশ মিউজিয়াম, যেখানে অংশগুলির নিজস্ব অর্থ অবলুপ্ত—Trade winds যেখানে কোনো মিল বোঝায়—Tree Structures, যেক্ষেত্রে বিভাজনে বাড়তি পদ ব্যবহার কোরতে হবে অর্থ বজায় রাখতে—Petrol Engines = Engines using petrol as a fuel। যে যৌগিক পদটি একটি বিশেষ্য এবং তা participle দিয়ে বিশেষিত—ওয়াশিং মেসিন ইত্যাদি।

অভিধানের সহায়তায় গৃহীতপদের নির্ভুল রূপ গ্রহণ করতে হবে, যদি চিহ্ন কম ব্যবহার করতে হবে।

পরিশেষে থিসরাস গঠনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কথাগুলি মনে রাখা প্রয়োজন :

(১) কোনো বর্ণীকৃত বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের সাথে থাকবে কিনা।

(২) ERIC থিসরাসের মতো পারমিউটেড লিস্টিং অফ টার্মস্ গ্রহণ করা হবে কিনা এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে

হবে। এতে যৌগিক পদের প্রতিটি শব্দই পাঠকের তথ্য সন্ধানে সহায়ক হবে।

(৩) বিষয় সম্বন্ধ বোঝাতে নেওয়া যেতে পারে গ্রাফিক চিত্রণের সাহায্য—Euratom থিসাসরাসের প্রথম সংস্করণের আরোগ্রাফ বা IRRD থিসাসরাসের কোঅর্ডিনেট বা TDCC র সার্কুলার থিসরাসের মতো বিভিন্ন ধরণের।

(৪) বিষয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রণীত থিসরাসের মূল্যায়ন প্রয়োজন।

(৫) থিসরাসের একটি উপযুক্ত মুখবন্ধ প্রস্তুত করতে হবে যাতে প্রণীত থিসরাসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, গঠন পদ্ধতি ও কী ভাবে ব্যবহার করতে হবে তা যথাযথ ভাবে ব্যবহারকারীর সাহায্যার্থে বর্ণিত থাকবে।

(৬) প্রণীত থিসরাসের উপযুক্ত পরিমার্জনা প্রয়োজন।

(৭) ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা যাচাই করতে হবে।

(৮) সময় ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিয়মিত থিসারাসের সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন প্রয়োজন যাতে তার ব্যবহারিক মূল্যমান বজায় থাকে।

সহজভাবে বোলতে গেলে একটি থিসরাস একটির রূপ জন্মলগ্নের সরল কাঠামো বিন্যাস অনুযায়ী ছিল শুধু বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস। বিষয় সূচক মনোনীত পদ গুলি (Descriptors) বর্ণানুক্রমিক সাজানো থাকত ও প্রতিটির সাথে থাকত জাতি, প্রজাতি, সমার্থক ও অন্যান্য সম্পর্ক সূচক অন্য পদ :

DESCRIPTOR ANIMAL BEHAVIOUR
UF = Animal psychology
BT = Behaviour
NT = Hibernation
RT = Animal life

যদি এমন একটি এন্ট্রি হয় তবে এখানে UF প্রায় সমার্থক পদ BT জাতি বা ব্যাপকতর পদ NT প্রজাতি বা সংকীর্ণতর পদ, RT সম্পর্কিত পদ। প্রথম দিকের থিসরাস ব্যবহৃত হত উক্ত সময়য়ী পদ্ধতিতে এবং এর সরল বিন্যাস এর সমাদরের বিশেষ কারণ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকল থিসরাসের আঙ্গিক ও বিন্যাস। উর্দ্ধতন থেকে অধস্তন সম্পর্ক দেখানো শুরু হল বংশ লতিকার মতো। ব্যবহৃত হতে শুরু হল পূর্ব সময়য়ী পদ্ধতি ও ফ্যাসেট বিন্যস্ত বর্গীকরণ প্রণালী। থিসারাসের জন্মলগ্নে এর পরিচিতি ছিল নিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত শব্দ ভাণ্ডার বা অথরিটি লিষ্ট হিসেবে। বর্তমানের পরিবর্তিত ধারণায় তা হয়েছে ইনডেক্স প্রস্তুতকরণে সহায়িকা, নিয়ন্ত্রিত শব্দাবলী নির্দেশের এক উপায় যা সুপরিস্ফুট ভাবে তুলে ধরে শব্দ সমূহের মধ্যস্থিত নানা সম্পর্ক। এ ভাবেই বি. এস. আই. থিসারাসের বিবৃত করেছে। অবিরাম গবেষণা প্রণালীর মধ্য দিয়ে রূপ থেকে রূপ স্তর উন্নীত থিসারাসের ধারণা।

কয়েকটি পরিচিত থিসরাস নানা ধারণার রূপায়ণ

থিসরাস সম্বন্ধে আলোচনায় স্বভাবতঃই এসে পড়ে সুপরিচিত কয়েকটি থিসারাসের কথা যাদের মূল কাঠামো ও বিন্যাস গত নানা বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এ বিষয়ে সংক্ষেপে উল্লেখযোগ্য চারটি থিসারাস। তারা হল TEST (Thesaurus of Engineering and Scientific Terms) (১৯৭১), থিসারো ফ্যাসেট (১৯৬৯) ইউনেস্কো থিসারাস (১৯৭১), ও বি. এস. আই. ফুট থিসারাস (১৯৮১)।

TEST প্রকাশিত হয় আমেরিকার ইন্‌জিনীয়ার্স জয়েন্ট কাউন্সিল ও ডিপার্টমেন্ট অফ ডিফেন্স-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় এবং নামেই এর পরিধি পরিষ্কার। উদ্দেশ্য বিজ্ঞানপ্রযুক্তি গত বিষয়ে এমন একটি থিসারাস প্রস্তুত করা যা কাজে লাগতে পারে তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে ও তথ্যের আহ্বান প্রদানে। এতে রয়েছে ১৭৮০০ descriptors ও ৫৫৫৪টি অন্যান্য শব্দ যা নানা সম্বন্ধ তুলে ধরে। বর্ণানুক্রমিক লিষ্টের সাথে এতে রয়েছে পারমিউটেড ইনডেক্স সাবজেক্ট ক্যাটেগরী ইনডেক্স ও হায়ারারকিক্যাল ইনডেক্স। ৩২৯ জন বিজ্ঞানী, ইন্‌জিনীয়ার ও তথ্য বিজ্ঞানীর নিরলস প্রচেষ্টায় প্রথম কাজটি সুরু হয়। প্রথমে একটি ডাটাবেস

প্রস্তুত করা হয়। কিছু নিয়মকানুন স্থিরীকৃত হয়, বিশেষজ্ঞদের আলোচনা চলে ও পরিশেষে সম্পাদনা, পরিমার্জনা ও প্রকাশনা হয়। পিটার রজের 'the grouping of words according to their ideas'—কে মূল আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়েছে এখানে। চারটি সংখ্যার একটি প্রতীক প্রতিটি descriptor-এর সাথে আছে যার প্রথম দুটি বিশেষ বিষয়টি ও শেষ দুটি বিভাগকে বোঝায়। Electric Rail Roads 1036

13 = Mechanical, Industrial, Civil and Marine Engineering 06 = Ground Transportation। বাকী তিনটি ইনডেক্স বিন্যাসের নব রূপায়ণের ইঙ্গিতবাহী।

বর্গীকরণ পদ্ধতি ও থিসরাসের মধ্যে পার্থক্য লুপ্ত না হলেও কমে এসেছে কালের নিয়মে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য জেন অ্যাচিসনের থিস্যারোফ্যাসেট। এখানে ফ্যাসেট বিন্যস্ত বর্গীকরণ সারণিটি প্রস্তুত করে তার থেকে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসটি প্রস্তুত করা হয়। ক্রস রেফারেন্সের কাজ করা হয় তারকা চিহ্নের মাধ্যমে। BT, NT, RT, UF ছাড়াও এখানে রয়েছে SN (Scope Note) বা অর্থনির্দেশ সংক্রান্ত টিকা। বর্গীকরণ সারণিকে ফ্যাসেটে বিন্যস্ত করার ফলে পদের সংকীর্ণতর ও ব্যাপকতর সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। অ্যাসিনের ভাষায় এর দুটি অন্তর্নিবদ্ধ আছে : It is a versatile scheme, adaptable to many IR situations, ranging from shelf arrangement to computerized IR and free text searching. Secondly, by uniting a thesaurus approach with classification techniques, it stands to give advantages in the display of concept interrelationships which might not be achieved by either method alone . (1 P. 203)

ফ্যাসেট বিন্যস্ত থিসরাসের আরেক উদাহরণ ইউনেস্কোথিসরাস। ১৯৭৭ সালে জেন অ্যাচিসনের দ্বারা এটি ইউনেস্কোর CDS (Computerised Documentation System—এর জন্য সংকলিত। UNISIST-এর বিষয় বিভাগ এখানে মোটামুটি অনুসৃত। এর বিষয় পরিধি : শিক্ষা, সমাজবিজ্ঞান, সংস্কৃতি, কম্যুনিকেশন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কিছু বিভাগ, ভূবিদ্যার কিছু বিভাগ বিশেষতঃ সমুদ্র বিদ্যা ও জলবিদ্যা। দুটি বিভাগে বিন্যস্ত থিসরাসটি। প্রথমটিতে বর্গীকৃত অংশ পারমিউটেড ইনডেক্স ও কমপিউটারাইজড হায়ারার্কিক্যাল ডিসপ্লে অফ টার্মস্ ও দ্বিতীয়টি হল বর্ণানুক্রমিক তালিকা। বিভিন্ন বিভাগ কোনো বিষয়কে নানা ভাবে অনুসন্ধানের সুযোগ দিয়েছে। এটি থিস্যারাসের নব রূপায়ণ যা একে থিস্যারোফ্যাসেটের সমমানের কোরে তোলে। তবে বর্ণানুক্রমিক বিভাগে কিছু সম্পর্ক দেওয়া আছে যা বর্গীকৃত বিভাগে নেই। অর্থাৎ দুটি পরস্পরের পুরোপুরি পুনরাবৃত্তি নয়।

এর পর উল্লেখযোগ্য ব্রিটিশ স্টাণ্ডার্ড ইনফর্মেশন্টিভসনের ১৯৮১ সালের রুট থিস্যারাস। বিশেষজ্ঞের মতামুসারে নবতম রূপায়ণ ও কমপিউটারে ব্যবহার যোগ্য। এখানে ফ্যাসেট বিন্যাসে প্রতিটি মনোনীত পদের নীচে দেওয়া হয়েছে অর্থপরিধিটিকা, সমার্থক বা প্রায় সমার্থক শব্দ জাতি-প্রজাতি বা অন্যান্য সম্বন্ধ সূচক প্রয়োজনীয় শব্দ। ফ্যাসেট বিন্যস্ত রূপের মধ্যেই বিরাজমান বর্ণানুক্রমিক থিস্যারাস। কমপিউটার ফাইলে রক্ষিত এই থিস্যারাস মুদ্রিত বা ম্যাগনেটিক টেপে পাওয়া যায়। এটির একটি সুবিধা এই যে এটি ভাষাগত সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। তাই BT, NT, RT, UF এর বদলে ব্যবহৃত হয়েছে সর্বজনীন কিছু সাংকেতিক চিহ্ন :

<BT→USE

>NT

—RT

ইত্যাদি। ইংরেজীর সাথে একটি ফরাসী সংস্করণ ও প্রকাশিত হয়েছে। এটি এমন একটি থিস্যারাস যা ভাষাগত অসুবিধা মুক্ত, আধুনিক যুগের প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ব্যবস্থায় অত্যন্ত যুগোপযোগী।

উপসংহার

পঞ্চাশ ও ষাট দশকের প্রথমার্ধে রচিত থিসারাস গুলি ছিল পুরোপুরি বর্ণানুক্রমিক। বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের সীমাবদ্ধতার জন্য বর্গীকৃত সহায়িকার কথা ভাবা হল। চেইন, বাসা, ইউনেসকো, রুট লেবাই এ বিষয়ে নানা সম্ভাবনার দিক তুলে ধরল। এল 'সেমান্টিক ম্যাপ' বা অ্যারোগ্রাফের ধারণা অন্যান্য থিসারাসে সমবিষয়ের পদ গুলিকে একত্রীকরণের জন্যে ফ্যাসেট বিন্যস্ত রূপে দেখা দিল থিসারাস। এ সবই যুগের প্রয়োজনের কথা মনে রেখে গবেষণার ফল। বর্তমানে semi-mechanical পদ্ধতি ব্যবহার করে একটি বর্গীকরণ স্কীমের সহায়তায় ও ফ্যাসেট বিশ্লেষণকে ভিত্তি করে থিসারাস প্রস্তুত করা নিয়ে নানা গবেষণা নতুন কথা নয়। বর্তমান গ্রন্থাগার নির্ভর গ্রন্থাগার তথ্যকেন্দ্র ব্যবস্থায় কমপিউটার কে নানা ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে। কাজে লাগানো হচ্ছে থিসারাস প্রস্তুতে। কিন্তু ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিষয়টিকে বিচার কোরলে এ কথা বলা যায় যে বর্তমান তথ্য ব্যবস্থায় তা গবেষণার বিষয় হলেও পুরোপুরি ব্যবহার সম্ভব নয়। তাই থিসারাস গঠনের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল প্রচেষ্টা ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজনকে স্বীকার করে নিতে হবে। একথাই নীলমেঘন ও রবি চন্দ্র রাও তাদের একটি লেখায় বিশেষ জোরের সাথে উচ্চারণ কোরেছেন।

সুসংহত, সুপরিকল্পিত কোনো থিসারাস তা সে যেভাবেই প্রস্তুত করা হোক না কেন যদি authority list হিসেবে কোনো তথ্য ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পাঠক সমাজের চাহিদা পুরণে সমর্থ হয় তাইলেই সেই থিসারাস—এর সার্থকতা। এক্ষেত্রে ও লাক্ষ্য নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট term association matrix' অর্থাৎ থিসারাসটির তথ্য নির্দেশের সহায়তায় পাঠকের বিষয় সংক্রান্ত অনুসন্ধানের যথাযথ উত্তর দেওয়া তথ্য পাঠকের জন্য থিসারাস তথ্য পাঠকে পৌঁছে দেবার সহায়িকা মাত্র একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে।

সাহায্য কারী গ্রন্থপঞ্জী

1) Aitchison, Jane. The Thesaurofacet : a multi purpose retrieved language tool, IN Journal of Documentaion. Vol.26(3), Sept. 1970; PP. 187—203

2) Aitchison, Jane and others, Thesauro facet A thesaurus and faceted classification for engineering and Subjects whet Stone, English Electric Company ; 1970

3) Aitchison, Jane and Alan Gilchrist. Thesaurus construction : a practical manual. London, ASLIB; 1972

4) British Standards Institution BS 5723 : 1979. London, B. S I 1979

5) Chakraborty. Bhubaneswar. Bargikaran. Smriti, Swarup Sattwa, Calcutta, World Press. 1989

6) Gopinath. M.A. and K N Prasad, Capability of the principles for design of thesaurus and classification scheme. In ; Library Science with a stant to Documentation Vol. 13 (2) June 1976, PP. 56—66

7) Krishna, Kumar. Thery of classification New Delhi, Vikas, 1981.

8) Neelameghan, A and I.K. Ravichandra Rao, Non-hierarchiacal associative relationships, their tpyes and computer generation of RT Links, IN : Library science with a slant to Documentation. Vol. 13 (1), March 1976, Pp. 24—42

9) Thesaurus of engineering and scientific terms Prepare for United States Dept. of Defence by office of Naval Research Project LEX in Joint operation with engineers Joint Council, USA. 1967.

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২৪তম রাজ্য সম্মেলন

২ই ও ১০ই অক্টোবর '৯০

স্থান—সিংহী হাইস্কুল (লালবাগ, মুর্শিদাবাদ)

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২৪তম রাজ্য সম্মেলন লালবাগ শহরে গত ২ই ও ১০ই অক্টোবর '৯০ অনুষ্ঠিত হয়।

২ই অক্টোবর '৯০ বেলা ৩ ঘটিকায় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহের প্রাঙ্গণে সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ২ দিন ব্যাপী সম্মেলনের সূচনা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন কর্মী সমিতির প্রথম যুগের অন্যতম কর্মী দীনবন্ধু ঘোষ মহাশয়। পরে শহীদ বেদীতে মাল্য দান করেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় সহ উপস্থিত জননেতা ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিগণ।

পরে বেলা ৫½ টায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি নির্মল মুখার্জী। সভায় সভাপতি ছিলেন জিলা শিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ার ম্যান অরুণ ভট্টাচার্য্য। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব অরুণ রায়।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রী মুখার্জী বলেন "এই ঐতিহাসিক লালবাগ শহরে আজ আপনারা যারা রাজ্যের গ্রন্থাগারকর্মী বন্ধুগণ হাজির হয়েছেন এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে যখন সারা দেশে সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

আপনারা শিক্ষা আন্দোলনের কর্মী। শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সরকার সাক্ষরতা প্রসারে এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।" আশাকরি আপনারা উদ্যোগে নিয়ে এই আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করার ক্ষেত্রে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন। সাধারণ সম্পাদক তরুণ রায় তাঁর ভাষণে বলেন সাবিক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যে প্রক্রিয়া দেশ জুড়ে চলছে আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা তা হতে বিচ্ছিন্ন নই। আমাদের দেশে প্রায় ৪৫ কোটি নিরক্ষর মানুষের বাস। এদের কোন দৃষ্টি যদি প্রখর হয়, বা এঁরা যদি সচেতন হন বা এঁদের মানসিকতা যদি যুক্তিবাদী হয় তবে দেশে অসাধ্য সাধন হতে পারে। তাই গ্রন্থাগারের মধ্যে যে জ্ঞান-বিজ্ঞান কালো অক্ষরের মধ্যে বাঁধা পড়ে আছে আমাদের সেই আবদ্ধ জ্ঞানকে মুক্ত করে ছাড়িয়ে দিতে হবে নিরক্ষর জনগণের মধ্যে। পরে বিশেষ অতিথি অরুণ রায় বলেন তিনি পরিষদের পক্ষে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছেন এবং সাথে সাথে গ্রন্থাগারগুলিকে সচল করে তুলতে কর্মীদের উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন সম্মেলনে নিশ্চয় দাবী দাওয়া নিয়ে আলোচনা হবে। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরো সক্রিয় করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে প্রতিনিধিদের আহ্বান জানান। পরে সভার সভাপতি অরুণ ভট্টাচার্য্য রাজ্যের গ্রন্থাগারকর্মীদের একমাত্র সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির ঐক্য বজায় রেখে আগামী দিনে রাজ্যের শিক্ষা আন্দোলন তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় করে তুলতে সমাগত প্রতিনিধিবৃন্দের নিকট আহ্বান জানান।

উদ্বোধনী সভার পর সন্ধ্যা ৭ টায় প্রতিনিধি সম্মেলন শুরু হয়। সভা শুরুর প্রথমে প্রয়াত গ্রন্থাগার কর্মী বন্ধু ও প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। তারপর সমিতির সাধারণ সম্পাদক

তরুণ রায় ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন এবং কোষাধ্যক্ষ অর্চনা শ্রীমানী ১৯৮৯ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। সম্মেলন পরিচালনার জন্য নির্বাচন চৌধুরী, বীরেন চন্দ, সুনীল মণ্ডল, কল্যাণ ঘোষকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয়। এবং স্টিয়ারিং কমিটিতে ছিলেন নীতিশ বসু, অশোক দাস, করুণা ভট্টাচার্য্য, মদন মল্লিক, বিজয় সরকার। ক্রেডেনশিয়াল কমিটি গঠিত হয় মৃদুল মিত্র, দেবদাস ভট্টাচার্য্য, গৌতম রায়কে নিয়ে। স্কিনিটস কমিটি গঠিত হয় বীথি বসু, শিবানন্দ পাল, নিতাই দেবকে নিয়ে।

সম্মেলনে ২৮৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। ২৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনা চলে ৭ ঘন্টা ধরে। আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রতিনিধিগণ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান সমস্যাগুলি সম্পর্কে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাজ্য এবং জেলাস্তরে প্রশাসনিক নানান গাফিলতির ফলে একদিকে যেমন গ্রন্থাগারকর্মীদের দুর্দশার সীমা নেই অপরদিকে গ্রন্থাগারগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রেও দেখা দিচ্ছে নানান জটিল সমস্যা। নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন, শূন্য পদে লোক নিয়োগ বন্ধ থাকায় সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বেতন কমিশনের সুপারিশে যে অসঙ্গতি রয়েছে তার উল্লেখ করে বেতন কমিশনের সমালোচনা করা হয়। এবং Annexure VI প্রকাশ না হওয়ায় শিক্ষক ও অর্থ দপ্তরের সমালোচনা করা হয়। সমিতির সাংগঠনিক নানান ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেন, গ্রন্থাগারকর্মী নিয়মিত প্রেরণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে জেলা কমিটিগুলির নিয়মিত যোগাযোগ অভাবের কথা বলেন এবং অবিলম্বে এই সকল ত্রুটি সংশোধন করে সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য যেন পরামর্শ।

জবাবী ভাষণে সম্পাদক তরুণ রায় বলেন সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ও আমলাতন্ত্রের একাংশের বৈরী মনোভাব ও অসহযোগিতার দরুণ গঠনমূলক ও কল্যাণমূলক কাজ ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই প্রতিক্রিয়াশীল ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার ও গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে সকল কর্মীকে উদ্যোগ নিতে হবে সংগঠনকে জোরদার করার। জন্য সভার বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে।

পরিশেষে সম্পাদক শ্রীতরুণ রায় লালবাসের অধিবাসিবৃন্দ, বিভিন্ন গণ-সংগঠনের কর্মীবৃন্দ এবং স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দকে সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। সম্মেলন উপলক্ষে গ্রন্থাগার সাহিত্যিক তপোবিজয় ঘোষ স্মরণে, প্রয়াত কর্মী ক্ষীরোদ মোহন সরকার, স্মরণে তোরন নির্মান করা হয়।

প্রতিবেদক : তরুণ রায় ও অর্চনা শ্রীমানী

গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং ভারতের জাতীয় উন্নয়ন ঃ একটি আলোচনাচক্র

দিনটি ছিল আগষ্ট মাসের (১৯৯০) ২৫ তারিখ। ভাদ্রের তাল পাকান গরমে কলকাতা শহর যখন ঝিমুচ্ছে, তারই মাঝে বেশ কিছু (শ'খেডেক তো বটেই) গ্রন্থাগার অনুরাগী ও গ্রন্থ গার বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী কলকাতার এক-প্রান্তে বিটি রোডের ধারে মরুদ্যান খুজে ভীড় জমিয়ে ছিলেন, কিছু নীরস আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে। সেদিন সেখানে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে চলছিল "জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগার পরিষেবার অবদান" বিষয়ে একটি একদিনের আলোচনাচক্র।

ঠিক দুপুরে সেমিনারের উদ্বোধন করে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার মন্তব্য করেন যে জাতির আত্ম-গঠনের সংগে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটা বড় অংশ লিপ্ত। তাঁর মতে জাতিকে মানসিক ভাবে স্বাধীন করার দায়িত্ব যাঁরা গ্রন্থাগারের সংগে যুক্ত আছেন তাঁদের। মানসিক স্বাধীনতা এলেই সকলে জাতীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে। নিবন্ধক ডঃ রমেণ চন্দ্র মিত্র এর পর গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের শুরু ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে দু'চার কথা বলে সকলকে আলোচনাচক্রে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। এর পর বিভাগীয় প্রধান ডঃ কল্যাণ চক্রবর্তী তাঁর স্বাগত ভাষণে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্যতম বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে এর গঠন পাঠনের প্রতিটি ধাপে উপযুক্ত ব্যবস্থা এ' বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও যে গড়ে তোলা সম্ভব হয় নি তার উল্লেখ করেন। এ' বিষয়টির রাজনৈতিক ভিত্তি তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। ফ্যাকাল্টীর ডীন ডঃ নির্মল দাস এবং ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন উপস্থিত সকলকে আলোচনায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি হয় নিবন্ধক মহাশয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে।

বিরতির পর শুরু হয় মূল আলোচনা পর্ব। এই পর্বে আমন্ত্রিত বক্তাগণ শ্রীবুধেন্দুকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে তাঁদের সুচিন্তিত বক্তব্য একে একে উপস্থাপন করেন।

ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার (প্রাক্তন প্রধান গ্রন্থাগারিক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং গবেষণা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের ভবিষ্যতে কাজের সুবিধার জন্য, গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কতখানি পরিষেবা করার অধিকারী তা অবহিত হবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি; সমাজ বিজ্ঞান এবং মানবতত্ত্ব (Humanities) এই তিনটি দিকেই সাধারণতঃ গবেষণা হয়। এই তিনটি বিভাগে প্রয়োজনীয় তথ্য বা উপাত্তের ধরণও আলাদা আলাদা। প্রথমটির ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক বা সদ্যজাত তথ্যের উপযোগিতা লক্ষ্য করা যায়—তাই বইএর তুলনায় সাময়িক পত্র/পত্রিকা বেশী কাজে লাগে। Humanities-এর ক্ষেত্রে বই, বিশেষ করে পুরানো ব্যক্তিদের লেখা বেশী কাজে লাগে। সমাজ বিজ্ঞানে সমাজের বর্তমান অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদির প্রয়োজন —তাই গ্রন্থাগার ছাড়াও সাক্ষাতকারের দরকার পড়ে। যে সব তথ্য লিখিত নয় বা যা হয় নি সেই সব তথ্যাদি বেশী কাজে লাগে বিজ্ঞানে; অর্থাৎ গ্রন্থাগার নির্ভরতা এক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে কম। বিজ্ঞানীরা অভিযোগ করেন যে গ্রন্থাগারিকেরা প্রায়শঃই পুরানো তথ্য পরিবেশন করেন। বিজ্ঞানে সত্যের একটাই রূপ—হিউম্যানিটিস-এ সত্যের নানা রং। কোন গ্রন্থাগারই হিউম্যানিটিস-এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হতে পারে না, এমন কি জাতীয় গ্রন্থাগারও নয়, যদি ধরেও নেয়া যায়—D. B.

Act-এ সব বই আসছে। কারণ প্রথম সংস্করণ, পোস্টার, প্যামফলেট, দেয়াল লিখন সবই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। এ ছাড়া তার মতে, কোন বিষয়ে কতদূর কাজ হয়েছে, প্রাসঙ্গিক তথ্য ইত্যাদি জানার মত আকর গ্রন্থাদি গ্রন্থাগারে থাকা আবশ্যিক। পরিগ্রহণ এবং সমবায় ভিত্তিক পরিগ্রহণের প্রয়োগ আজকাল দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া স্থানীয় এবং জাতীয় স্তরে আন্তঃগ্রন্থাগার আদান প্রদানের মাধ্যমেও সংগ্রহের সুব্যবহার হচ্ছে। হিউম্যানিটিস-এ সব রকম গ্রন্থাগারের সমান এবং বিজ্ঞান গবেষণায় সাধারণ গ্রন্থাগার বাদে আর সবার মূল্য আছে। হিউম্যানিটিস-এ লিখিত তথ্য ছাড়াও অলিখিত তথ্যাদি—বয়স্কদের অ ভজ্ঞতা, মৌখিক তথ্য ইত্যাদি আজকাল কাজে আসছে। হিউম্যানিটিস্-এ আস্ত বইটাই প্রয়োজন হয় তাই, গ্রন্থাদি সংরক্ষণ করা জরুরী।

ডঃ তরুণ কুমার মিত্র (অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) জাতীয় উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন। গ্রন্থাগারিক, জনসাধারণ এবং সংগ্রহ এই নিয়ে গঠিত সাধারণ গ্রন্থাগার যে সাধারণের কল্যাণার্থে তা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে গ্রন্থভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Unesco) আমাদের দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষকে (৬০% নিরক্ষর) উপযুক্ত পরিষেবা দিতে অক্ষম। বই হল Externalized memory of man—জনসাধারণের কাছে যদি তা ব্যবহার না করা যায় তা'হলে বই এর মূল্য নেই। নিরক্ষরতার দরুণ ৬০% জনগণকে বই পড়ানো যাচ্ছে না। জাতীয় উন্নয়ন, মানসিক এবং শারীর দু'দিক দিয়েই হতে পারে। এর জন্য চাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সাধারণ গ্রন্থাগার সাধারণের মানসিক উন্নয়নের সাথে সাথে সংস্কৃতির সম্প্রচারও করে থাকে। গল্পপাঠের অধিবেশন, ইত্যাদির মত নয়া নয়া পদ্ধতিতে সেবা করা যায়। মোট কথা জাতীয় উন্নয়নের কথা মাথায় রেখে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মধারার পরিবর্তন হওয়া দরকার।

জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী কল্পনা দাশগুপ্ত এর পর যন্ত্র সংগতির সাহায্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের উপর জোর দেন। পত্রপত্রিকা বই দেয়া-নেয়া ছাড়াও গ্রন্থাগারিকের যে আরো অনেক রকম কর্তব্য রয়েছে তা জন সাধারণ এবং গ্রন্থাগারিক উভয় পক্ষকেই বোঝাতে হবে। এ'জন্য শিক্ষাক্রমও অনুরূপভাবে পুনর্গঠন করতে হবে।

শ্রীসত্যমূর্তি (আমেরিকান সেন্টার) বলেন, তথ্য, অন্যান্য সম্পদের মতই একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। সমস্ত স্তরেই তথ্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে—সামাজিক উন্নয়নে কিংবা মেধার উন্নয়নে। উপযুক্ত লোকের কাছে যথাযথ তথ্য পৌঁছে দেওয়াই হল এখন একটা চ্যালেঞ্জ। উত্তরোত্তর সেবা দিতে কম্পুটারের সুপ্রয়োগের ওপর তিনি জোর দেন।

ডঃ সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক/ য়. ভা. বিশ্ববিদ্যালয়) ছাপা বই/পত্র-পত্রিকা ছাড়াও অন্যান্য মাধ্যম ভিত্তিক গ্রন্থেতর সামগ্রী সংগ্রহ ও তা থেকে পরিষেবা দিয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারকে একবিংশ শতাব্দীর Learning Resource Centre-এ পরিণত করার আহ্বান জানান।

শ্রীসুনীল বিহারী ঘোষ গ্রন্থপঞ্জী করণ ও তৎ সংক্রান্ত কিছু পেশাগত সমস্যার উল্লেখ করেন।

এর পর শ্রীঅরুণ কুমার ঘোষ (সেন্টার ফর সোস্যাল সায়েন্স স্টাডিজ) দেশে বর্তমানে প্রথাসুস-এর তুলনায় প্রথা বহির্ভূত শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেন। গ্রন্থাগারিক এদেশে এখনও সামাজিক স্বীকৃতি পায় নি। সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, তাই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমেও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দরকার।

অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন এজেন্সী কাজ করে, গ্রন্থাগার তার মধ্যে একটি। তিনিও বই কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারের বদলে সর্বসাধারণের উপযোগী গ্রন্থেতর সামগ্রীসহ তথ্য কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার গড়ে তোলার উপর জোর দেন। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জীবন ও জীবিকার সন্ধান না পাওয়া, গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা না থাকার অন্যতম কারণ। এতে আমাদের অস্তিত্ব ভবিষ্যতে বিপন্ন হতে

পারে, বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন। গ্রন্থাগারিকের missionary zeal থাকার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। বর্তমানের লাইব্রেরী ভবনগুলি তা হয়তো ঠিকমত সৃষ্টি করতে পারছে না।

বক্তৃতার মাঝে মাঝে এবং সবশেষে শ্রীসৌমিত্র চক্রবর্তীর (বিভাগীয় শিক্ষক) সংযোজনায় উপস্থিত শ্রোতাদের প্রশ্ন এবং বক্তাগণ কর্তৃক সেগুলির উত্তর দানের মাধ্যমে সেমিনারটি আরও জীবন্ত হয়ে ওঠে। বর্তমান ছাত্রদের, ছাত্র সংসদের এবং বিভাগীয় শিক্ষকদের পক্ষ হতেও জাতীয় উন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা এক বাক্যে স্বীকার করা হয়।

সভাপতির ভাষণে শ্রীসুবোধ মুখার্জী স্মরণ করিয়ে দেন যে, লোককে ভাবতে শেখানো এবং ছোটদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করানো গ্রন্থাগারিকের অন্যতম কর্তব্য।

সর্বশেষে সংগঠকদের তরফে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় শিক্ষক শ্রীনন্দদুলাল বসাক আমন্ত্রিত বক্তা, শ্রোতা, এবং ছাত্রছাত্রী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ছাত্রদের তরফে শ্রীপ্রভাত ভট্টাচার্য্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন অধ্যাপক ডঃ কল্যাণ কুমার চক্রবর্তী।

প্রতিবেদক : জয়শ্রী সেন ও নন্দদুলাল বসাক

(170 পাতার পর)

ভাণ্ডারে ধার করেও অর্থ সংগ্রহের সুযোগ আছে। কিছু ধার করলে শোধ করতে হয়, অথচ ব্যয়ের ক্ষেত্রটির উল্লেখ না থাকায় ধার শোধের অসুবিধা আসবে। তখন, এই গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন অনিবার্য হয়ে উঠবে।—যেমন পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনে কতক সংশোধন করতে হয়েছে।

এই আলোচনা থেকে বোধ হয় বলা অন্যায় হবে না যে, গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক জন-গ্রন্থাগার পরিষেবার ধ্বনি বিভিন্ন সহকারী আমলা জগতে পৌঁছালেও, অন্তরে এখনো ঢোকেনি বা ঐ আমলা জাতের বোধগম্য হয় নি। আইনের ভাষায় হলেও পরিষেবায়-ভাষায়, সাংগঠনিক পরিস্থিতির ভাষায় একটি রাজ্যেরও গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হচ্ছে না। অতএব গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠনকে আরও সচেতন পদক্ষেপেই এখনও এগুতে হবে প্রত্যেক রাজ্যে তথা সারা ভারতে।

ENGLISH ABSTRACTS

of the editorial & articles published in GRANTHAGAR V. 40. NO. 2 & 3
May-June & June-July 1990

V. 40 ; No. 2

Editorial : *Authority and Status of Librarians*
(PP. 47—48)

The Status of librarians has two aspects —formal and social. The pay scales of the librarians of College and University libraries have now become equal with that of college and University teachers. But their social acceptance is still far off. There are many librarians who are enjoying these high scales, but are incapable of providing suitable services and making the users understandthe inportance of libraries. The public library system in West Bengal is gradually decaying. Unless the library service reaches the common people, the inportant role of librarians will not be socially accepted.

Public Library in Andaman And Nicobar island by Tapan Kumar Adak. (P 49-51)

The author gives on account of the development of the puplic library system in Andaman and Nicobar islands from its early stage to the present day. With the settlement of the refugees the Government gave stress on the education extension programme in the islands. Gradually the need was felt for the development of a library system. In 1957, an information centre was established which has now become the State Central Library. Now, there are eleven zonal libraries controlled by by the Education Department. Moreover, there exist same information centres in North, Central South Andaman and Nicobar islands under the supervision of the Deputy Commissioner. There are also some associations of different linguistic groups whieh have got their own libraries. Some of them are receiving grants from Raja Rammohan Library Foundation. It concludes with a comprehensive picture of the library administration, library workers, resources, readers and their reading habits.

Information Systems and Sources of Social Sciences :— Arun Ghosh (PP. 52— 60)

This paper deals with various definitions of social sciences and characteristics of its information systems. The author has categorised the sources of information used in social sciences in two ways—contentwise and formwise. The major problem in this field is the lack of standard terminology. The users of information belong to different professions. The information used has been

divided into two types—descriptive and analytical and users are also grouped into two : generalist and specialist. The author has also shown differences between social science and natural sciences. It is suggested that the problems in this field can be solved with the help of NASSDOC.

V. 40, NO. 3

Editorial : *Payment of Salary to the Govt. Sponsored Library Staff* (Pp. 71—72)

The Public libraries in west Bengal are not getting government grants regularly. Every worker should get his monthly salary at the beginning of the month. But there are 5/6 thousand library staff who are getting their salary at an interval of 3/4 months. According to grants in-aid system the library authorities have to sign non-judicial stamp paper to get government grants. These problems should be solved by discussing the matter with the State Library Association and Ministry of Finace.

Formal information systems in Ancient India — *Anil Chandra Pal* (Pp. 73 —76)

The author narrates the traditional information system prevalent in ancient India. He has described the various mental stages written by Patanjali, the philosophy of education expressed in the Upanishads and the acquistion and use of information by the ancient people.

Daily Newspapers and Book reviews : *a survey* - *Nandita Bhattacharyya* (Pp. 77—82)

The significance and role of book review and its importance in library acquisition system as well as to the common user have been stated with the help of a random survey based on five important newspapers both English and Bengali, published from Calcutta during January to June 1988. A subjectwise analysis of these reviewed books has also been provided.

Library Committee Neera Mukhopadhyay (Pp. 83—85)

The role of the library committee and its relation with the proper functioning of the public library has been stated. The proper selection of the commiittee members should be made without taking into account the interest of any person or group. The relation between the libraian and the library committee has also been deacribed

Annual Subscription : Rs. 36 00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre...
LICENCE No. WB/CC-CL...
Postal egd. No WB/CC—145
Regd. No. R. N. 2674-47



Volume 40 : No. 7 October—November 1990

Contents

	PAGE
Revision of W. B. Public Library Law (Editorial)	162
Sukla Mukhopadhyay State Library Law : as viewed by a library worker	165
Satyabrata Sen Library Law of Haryana	169
Nandita Bhattacharyya Thesaurus	172
24th Conference of the W. B. P. L. E. A.	179
National development and library services : report of a seminar	181
English abstracts	184

1 2 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: **Ramkrishna Saha**

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সং[illegible] সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা ১৩৯৭, অগ্রহায়ণ

CENTRAL LIBRARY

সূচী

	পৃষ্ঠা
এবারের গ্রন্থাগার দিবস (সম্পাদকীয়)	186
সুকুমার থামরই	
রিসোর্স সেন্টার ও তার পরিষেবা	188
অখিলেশ মণ্ডল	
শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা	194
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে কনভেনশন	195
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পদযাত্রা	196
সরকারী আদেশনামা : কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনসংক্রান্ত রিভিউ কমিটির রিপোর্ট	197

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৮ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, অগ্রহায়ণ

সম্পাদকীয়

এবারের গ্রন্থাগার দিবস

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পবিত্রতম দিন। ১৯২৫ সালে এই দিনে অবিভক্ত বাংলায় রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রাজ্যের সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের শুরু এ দিন থেকেই। আমরা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীরা জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার পরিষেবা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার বদ্ধ। ২০ ডিসেম্বরে বিভিন্ন সভা, আলোচনাচক্র, সমাবেশের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার, সব-শিক্ষার প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখার, জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করার এবং সুস্থ সংস্কৃতিমূলক জীবন যাপনের জন্য বিনোদনমূলক সাহিত্যের, সম্প্রচারের আবেদন করে থাকি। বিভিন্ন গ্রন্থাগার এই দিনে যাতে জনসংযোগের কর্মসূচী গ্রহণ করে তার আবেদন থাকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে। অন্যান্যবারের মত গ্রন্থাগারগুলিতে এবারও প্রচার পত্র, প্রাচারপত্র পাঠানো হয়েছে এবং যুবকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সভার আয়োজন করা হয়েছে। এবারের সভার মূল আলোচ্য বিষয় হলো সাক্ষরতা ও বিজ্ঞানচেতনা সম্প্রসারণের কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

এ বছরের গ্রন্থাগার দিবসের পশ্চাদপট অন্যান্যবারের চাইতে ভিন্ন ধরণের। দেড়মাস আগে কেন্দ্রে জনতা দলের জাগরণ, ভি. পি. সিং-এর পদত্যাগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল সাম্প্রদায়িকতার ঝোড়ো হাওয়া যার পুষ্ট। অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা এবং সে স্থানে রামমন্দির নির্মানের জন্য করসেবার আয়োজনের ফলে দেশের মানুষের মধ্যে যে শঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে রাজনৈতিক অভীপ্সা পূরণের কর্মসূচী হিসাবে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর স্বভাবতই মনের কোনে ধর্মের সুড়সুড়ি অনেককেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যের প্রশাসনের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনার ছাপ পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার শিকড় এখনও ছড়াতে পারে নি। রাজ্যের সুস্থ সংস্কৃত সম্পন্ন মানুষ প্রত্যেকেই সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকতে ইচ্ছুক। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার আবহাওয়া অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মানসিকতাও বিষাক্ত করে তুলছে। ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ আমাদের রাজ্যে পুরো মাত্রায় বর্তমান।

এই রাজ্যে এরই পাশাপাশি চলছে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দুটো আন্দোলন—একটা সাক্ষরতার আন্দোলন আরেকটি বিজ্ঞান চেতনার আন্দোলন। এবারের গ্রন্থাগার দিবসের সভায় গ্রন্থাগারকে কিভাবে এই দুই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করার চিন্তা করতে হবে।

ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের প্রশ্ন, ভয়, ভক্তি প্রভৃতি মানুষের জীবনে গভীর ভাবে প্রোথিত। আমাদের সংস্কারের মধ্যে এর প্রভাব যথেষ্ট। দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব আমরা দেখি। ফলে ধর্মের কুফল গুলির বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে তাতে বিভিন্ন সংগঠন অংশগ্রহণ করলেও সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য অস্বীকার করা যায় না।

এ সম্পাদকীয় ধর্মের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার আহ্বান নয় বা গ্রন্থাগারিকদের ধর্মবিরোধী করে তোলার জন্যও প্রকাশ করা হচ্ছে না। তবে এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য গ্রন্থাগারিক ও তথ্য পরিষেবার কর্মীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সচেতন করা। সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো ভারতবর্ষের মত পিছিয়ে পড়া দেশের আসল সমস্যা গুলিকে আড়াল করার চেষ্টা; আড়াল করার চেষ্টা চলছে ধর্মীয় সম্পাদনার মাধ্যমে। সমস্ত খারাপ কিছুর জন্য দায়ী করা হচ্ছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে। ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বোঝানো হচ্ছে যে একটি সম্প্রদায় ভারতবর্ষকে আগ্রাস করছে—আমাদেরই দেশের লোকদের 'বিদেশী' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে, যেন দেশের যা কিছু ক্ষতি হয়েছে তা এদের জন্য। হিটলারের জার্মানীতে মাৎসী পার্টি যেমন দায়ী করেছিল ইহুদিদের। তারপর হত্যা করা হয়েছিল ইহুদীদের গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে। এ সমস্ত বিষয় সম্প্রচার করার জন্য এখন আধুনিক প্রচার ব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফল হয়েছে মারাত্মক। উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্র, গুজরাট, পঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে হত্যা লুটতরাজ বেড়ে গেছে বহুগুণে। এই শক্তিশালী প্রচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন বিশেষ প্রয়োজন। তার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচীর মধ্যে বিজ্ঞান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা প্রধান কর্তব্য। সাধারণ গ্রন্থাগারের কাছে কোন সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই।

বিজ্ঞান ও ধর্মের অবস্থান দুই মেরুতে। ধর্ম হচ্ছে কর্তৃত্ব কেন্দ্রিক। Authoritarian; কিন্তু বিজ্ঞান যুক্তি কেন্দ্রিক কর্তৃত্ব বিরোধী। ধর্মের মূল বক্তব্য বিশ্বাস, এক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের অবকাশ নেই। তাই লাড়ুবর ঘোষণা 'বিশ্বাসে মিলায়ে বস্তু তর্কে বহুদূর'। দর্শন ও বিজ্ঞান বিভিন্নভাবে এই তত্ত্বের বিরোধীতা করে এসেছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূলমন্ত্র যুক্তি—বিশ্বাসের স্থান এখানে নেই। এখানে পরম প্রাপ্তির কোন সুযোগ নেই। এখানে ইহকালই সব পরকাল নেই আর মধ্যে পরকাল সব ইহ কালের কাজ পরকালের জন্য। মানুষের মধ্যে পরকালের ধারণা গভীরভাবে প্রোথিত করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা বিভিন্ন ধরণের প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে। ধর্মীয় প্রচারের ক্ষেত্রে সব ধর্মীয় প্রচারকরা নিজ নিজ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রেখে অপর ধর্মের বিরুদ্ধে বিষের আগিয়ে রাখে 'বিশ্বাস'-এর মাধ্যমে। নানাধরণের অপরাধ সংগঠিত করা হয় ধর্মীয় বাতাবরণের মাধ্যমে। সাধারণ মানুষ এগুলি 'অপরাধ' হিসাবে গণ্য করতে চায় না; এর আবেদন এত তীব্র যে এর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যই শুনতে রাজী নয়।

ধর্মীয় উন্মাদনাকে সংযত করা সম্ভব যুক্তির মাধ্যমে। বিজ্ঞান আন্দোলনের সংস্থাগুলি যুক্তি নির্ভর মানসিকতা সৃষ্টির কাজে নিজ নিজ ক্ষেত্রে নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রন্থাগার কর্মীরা এই দিকগুলি অবশ্যই বিচারের মধ্যে রাখবেন এ আবেদন পরিষদ রাখছে। গ্রন্থাগারের পুস্তক সম্ভারের মধ্যে অজস্র বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার উপাদান রয়েছে—সেগুলিকে সচেতনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রদর্শনী, পদ যাত্রা, আলোচনাচক্রের মাধ্যমে বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে সচেষ্ট হতে পারে। এটা দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালাতে হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার দায়িত্ব হলো বিজ্ঞান ও সাক্ষরতা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচীতে গ্রন্থাগার গুলিকে ব্যবহার করা। ইতিমধ্যে এ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে সমস্ত শিক্ষা সংগঠনগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীরা এক যোগে সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিছিলে অংশগ্রহণ করেছেন। সভাতে যোগ দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে সুস্থ-সংস্কৃতি বিকাশ ঘটাতে সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগিতা অসাধারণ। তবে এই মুহূর্তে যেটা প্রয়োজন তা হ'লো এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

রিসোর্স সেন্টার ও তার পরিষেবা

সুকুমার খামরই

চাইল্ড ইন নীড ইনস্টিটুট, জোকা

অবতরণিকা : সংজ্ঞা

রিসোর্স সেন্টার বলতে বুঝায় যেখানে বিভিন্ন ধরণের নথি ও সম্পদের সংগ্রহ, সংরক্ষন ও পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকবে অর্থাৎ নথি ও সম্পদ উত্তর দিকেই যখন মানুষের সেবা দেওয়া যাবে, সাথে থাকবে স্থায়ী প্যাকেজ সংগ্রহ (Parmanent packaged collection) যা মানুষের উন্নতি ও বিকাশে সাহায্য করবে।

রিসোর্স সেন্টার কথাটি একেবারে নূতন না হলেও এধরণের সেন্টার আমাদের দেশে এখনও চালু হয়নি। অতি সম্প্রতি ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের অধীনে NIPCCD (National Institute of Public Co-Operation and Child Development) গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রটিকে রিসোর্স সেন্টারে উন্নীত করা হয়েছে। এটি Resource Centre on Children (RCC) নামে পরিচিত। এখানে শিশুর বিকাশ ও উন্নতির জন্য যাবতীয় নথি ও সম্পদের সংগ্রহ এবং প্রয়োজনে পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে।

এখন আমাদের দেখা দরকার রিসোর্স সেন্টার ও লাইব্রেরী তথ্যকেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য কি। রিসোর্স সেন্টারকে আমরা বলতে পারি গ্রন্থাগারের পরের পরের ধাপ। অর্থাৎ বিবর্তনের প্রথমে গ্রন্থাগার পরে তথ্যকেন্দ্র, তার পরে রিসোর্স সেন্টার।

১ রিসোর্স সেন্টার ও লাইব্রেরী, তথ্যকেন্দ্রের পার্থক্য

রিসোর্স সেন্টার সব সময় জোর দেবে কাজকে। এই কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবহারকারীদের (Users) প্রয়োজন অনুসারে নথি ও সম্পদ উত্তর দিয়েই সাহায্য করবে। আর নথি সংগৃহীত হবে কাজের ধরণ অনুযায়ী। সঙ্গে থাকবে স্থায়ী প্যাকেজ। এই সংগ্রহে আপনি হাতের কাছে যে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা পাবেন। যেমন ধরা যাক, আপনি যদি স্বনির্ভর আয় প্রকল্পের জন্য মাছের চাষ করতে চান, এরকম ক্ষেত্রে মাছ চাস সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য একটি প্যাকেজের মধ্যে থাকবে। যেমন বই, পত্র পত্রিকা ইত্যাদি, পুকুর বা জলাশয় কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় মাছের চারা পাবেন, কিভাবে ধাপে ধাপে মাছের চারা বড় করবেন, প্রয়োজনে স্লাইড বা ভিডিও থেকেও সাহায্য নিতে পারেন, কোথায় মাছের জাল পাবেন—দাম কত, মাছ বিক্রির বাজার, রাজ্য বা জেলাস্তরে মাছ বিশেষজ্ঞদের ঠিকানা, কোথায় কোথায় আর্থিক সাহায্য পাবেন, কোন কোন সংস্থা বা সরকারী প্রতিষ্ঠান মাছ চাষের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে তার তালিকা সম্বলিত কোবগ্রন্থ (Directory), নির্দিষ্ট প্রকল্পে কত খরচ হবে তার হিসেব লভ্যাংশই বা কত, তাছাড়া মাগুর চাষের উপরি হিসাবে হাঁস চাষেরও যাবতীয় তথ্য সবই একটি প্যাকেজের মধ্যে পাওয়া যাবে। একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয়ে যেমন চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় আশু প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম একটি গাড়ির মধ্যে থাকে, এক্ষেত্রেও তেমনি তথ্য ও সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকে। লাইব্রেরী বা তথ্যকেন্দ্রে এ ধরণের প্যাকেজের ব্যবস্থা নেই। এ ধরণের প্রতিষ্ঠানে নথিগুলি সংগৃহীত হয় বিষয় ও প্রসঙ্গ (Subject & Topic) অনুসারে। এক্ষেত্রে তথ্য পরিষেবাই প্রধান। আমাদের মনে রাখা উচিত সব নথিই সম্পদ কিন্তু সব সম্পদই নথি নয়। যেমন যে কোন ধরণের বই, পত্র পত্রিকা একদিকে নথি ও সম্পদ। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কিংবা যে কোন ধরণের মডেল—এইগুলি কেবলই সম্পদ।

২ কর্মধারা : তথ্য সংগ্রহ ও উপস্থাপনার প্রাথমিক পর্ব

ক আত্মপরিচিতি (Self identification or Type of Information Unit) :

তথ্য সংগ্রহের পূর্বে সংগঠককে স্মরণ রাখতে হবে কেন্দ্রের পরিচিতি ও প্রাথমিক কর্তব্য। কোন্ বিষয়ের তথ্য পরিবেশন কেন্দ্র—সাধারণ না বিশেষ সম্পর্কিত। যদি নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক হয় তবে ঐ বিষয় সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী পাঠকরাই হবেন কেন্দ্রের ব্যবহারকারী।

খ পাঠক সমীক্ষা (User Studies) :

ঠিক তথ্যটি ঠিক সময়ে সঠিক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই প্রয়োজন পাঠক সমীক্ষা। কাজেই পাঠক সমীক্ষার উপর ভিত্তি করেই তথ্যকেন্দ্রগুলি নথি ও সম্পদ সংগ্রহ করে। যে তথ্যকেন্দ্র সঠিকভাবে এই কাজ করতে পারবে সেই সঠিকভাবে পাঠকের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে। পাঠক সমীক্ষার মধ্যে পড়ে :

১ পাঠকের চাহিদার বিশ্লেষণ করা

২ পাঠক তাঁর চাহিদা পূরণে কতখানি সন্তুষ্ট তা জানা

৩ পাঠকের মনোভাব ও তাঁর প্রেরণার বিশ্লেষণ করা

এ সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়—

৪ বিভিন্নরকম প্রশ্নপত্র পাঠিয়ে

৫ জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে

৬ তথ্যকেন্দ্রে ব্যবহৃত নথির রেকর্ড বিশ্লেষণ করে

গ তথ্য কাদের প্রয়োজন (Information need) :

যাঁদের চাহিদা নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক ; এবং যে বিষয়ের উপর রিসোর্স সেন্টার অবস্থিত। এদের মধ্যে থাকবেন স্বাস্থ্য-কর্মী, শিক্ষক, সাংবাদিক, গবেষণাকারী, নীতি-নির্ধারক, কর্মশক্তির প্রয়োগকারী, সরকারী বা বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা প্রভৃতি।

ঘ তথ্য সংগ্রহের উৎস (Information Sources) :

এ ধরণের কেন্দ্রে তথ্য সংগ্রহ একেবারে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের প্রতিবেদন থেকে, সাধারণ বা জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে, গবেষণা কেন্দ্র ও হাসপাতাল থেকে, গ্রন্থপঞ্জী, বিভিন্ন বই, সাময়িকী বা খবরের কাগজের বুক রিভিউ থেকে, অন্তর্ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে, সরকারী বিভিন্ন বিভাগ বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এক্ষেত্রে যে ধরণের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তা হ'ল :

১ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে

২ সভা, আলোচনাচক্র বা কর্মশালায় যোগদান করে

৩ প্রেরণী পরিদর্শনের মাধ্যমে

৪ বেতার ও টেলিভিসন থেকে

৫ সংস্থা থেকে তথ্য

ধরা যাক্ আমাদের কেন্দ্রের মূল বিষয় মা ও শিশুর স্বাভাবিক উন্নতি। স্বাভাবিক ভাবেই বই, পত্র-পত্রিকা ছাড়াও মা ও শিশুর উন্নতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন দেশী বিদেশী সংস্থা, সরকারী বিভিন্ন বিভাগ এবং উক্ত বিষয়ের উপর প্রকাশিত / অপ্রকাশিত নথির উপর নির্ভর করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ হলো :

৫১ স্থানীয় মা ও শিশুর উন্নতিতে নিয়োজিত সংস্থা

৫২ মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক, ভারত সরকার

৫৩ সমাজ কল্যাণ বিভাগ, প. ব. সরকার ও ভারত সরকার

৫৪ পরিবার কল্যাণ বিভাগ, প. ব. সরকার ও ভারত সরকার

৫৫ জাতীয় শিশু উন্নয়ন পর্ষদ, নয়াদিল্লি

৫৬ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, জেনেভা

৫৭ ইউনিসেফ্, জেনেভা

ঙ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি :

তথ্য সংরক্ষণ নির্ভর করে নথির পরিকাঠামোর উপর। অর্থাৎ নথিকে যদি আমরা দু'ভাগে ভাগ করি তবে দেখব যে, একদিকে বই—যেখান থেকে তথ্য আহরণ করা হয় কেবলমাত্র পড়ার মাধ্যমে ; অন্যদিকে রয়েছে অন্যান্য শ্রাব্য-দৃশ্য মাধ্যম। যেহেতু বিভিন্ন তথ্য উৎসে তথ্যের রূপ

বিভিন্ন এজন্য লেখা, (visual), শোনা (audio) বা শ্রাব্য-দৃশ্য প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়। কাজেই তথ্য সংরক্ষিত হবে প্রকাশনার দৈহিক অবস্থান, আকার, উপস্থাপনার ধরণ ইত্যাদি অনুযায়ী, যেমন :

১ **বই :** বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস এবং নির্দিষ্ট থাকে থাকবে।

২ **সাময়িকী :** বর্ণানুক্রমিক অনুযায়ী নির্দিষ্ট পত্রিকা তাকে রাখতে হবে।

৩ **পোস্টার :** বড় ড্রয়ার সম্বলিত আলমারিতে এক একটি খোপে এক এক ধরণের পোস্টার রাখা হবে নামের তালিকা অনুযায়ী।

৪ **খবরের কাগজ কাটিং :**

খবরের কাগজ থেকে নির্দিষ্ট তথ্য কেটে সাদা কাগজের উপর আঁঠা দিয়ে সেঁটে কাগজের নাম, তারিখ ও বিষয় এবং অবস্থান লিখে প্রথমে বোর্ডে লাগাতে হবে পাঠকের দৃষ্টি গোচরের জন্য, পরে সূচী সমেত বিষয় অনুযায়ী আলাদা ফাইলে রাখতে হবে।

৫ **কনফারেন্স মিটিং ইত্যাদির প্রতিবেদন (অপ্রকাশিত) :**

বিষয় ভিত্তিক এবং নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান অনুযায়ী সংরক্ষণ করা।

৬ **পুস্তিকা লিফলেট :**

বিষয় ভিত্তিক বক্সে বা বিশেষ ধরনের আলমারিতে প্রতি খোপে খোপে রাখা।

৭ **শ্রাব্য-দৃশ্য উপাদান :**

উপাদানের ধরণ অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে, বিশেষ করে স্লাইড-এর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত, যাতে ধুলো বালি বা আবহাওয়া ক্ষতি না করতে পারে। স্লাইড-কে বিষয় অনুযায়ী Jacket-এ ভরে এক একটি বিষয়ের জন্য এক একটি ফাইল তৈরী করতে হবে।

৮ **ঠিকানা সূচী :**

এইগুলি কোন সংস্থার নাম, ঠিকানা, তাদের কার্যক্রম (activity) এবং যোগাযোগ, ব্যক্তির দর্শনের সময় ইত্যাদি সহ 8″/5″ কার্ডে লিখে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজাতে হবে। অনুরূপে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ঠিকানা-সূচীও রাখা দরকার।

চ তথ্য সন্ধান :

রিসোর্স সেন্টারে বা তথ্যকেন্দ্রে পাঠক পরিষেবা দেবার পূর্বে কিছু প্রাথমিক কার্য সমাধা করতে হয় যেগুলি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন :

১ **বর্গীকরণ :** (Classification)

বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস অতি প্রয়োজনীয়। কারণ এই বিন্যাসে যে কোন ধরনের পাঠককে তাঁর বিষয় সংগ্রহে কি আছে তা জানাতে সাহায্য করবে।

২ **সূচীকরণ :** (Cataloguing)

সূচীকরণ আভ্যন্তরীণ সংগ্রহের সম্পূর্ণ পরিচিতি পাঠকের কাছে তুলে ধরে। পাঠকদের মধ্য হতে যে কোন ধরনের অনুসন্ধান আসুক না কেন যদি আমরা ক্যাটলগিং কার্ডকে লেখক, বিষয় এবং গ্রন্থনাম অনুযায়ী বিন্যাস করি তবে উদ্দেশ্য সফল হবে।

৩ **নির্ঘণ্টিকরণ (Indexing) :**

সাধারণতঃ অ বই এর ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য। পাঠকদের সূক্ষ্ম ও গভীর পরিষেবা দেওয়ার জন্য (In depth service) article-এর সূচী তৈরী করা হয়।

৪ **আভ্যন্তরীণ নক্সা (Floor Plan)**

পাঠকদের সঙ্গে যে কোন নথি ও সম্পদের সংযোগ ঘটানো এই সেবার একটি বড় অবদান। কারণ আজকাল কার পাঠকরা সবসময় কর্মীর নির্দেশ উপদেশ নিতে অস্বস্তি বোধ করতে পারেন, আর তা সময় সাপেক্ষও বটে। কাজেই পাঠকের প্রয়োজনে নথি ও সম্পদের অবস্থান যদি একটি নক্সার মধ্যে রিসোর্স সেন্টারের প্রবেশমুখে থাকে তবে পাঠক এক নজরেই কোন্ কোন্ বিষয়ের কোন্ সংগ্রহ কোন্ অবস্থায় কোথায় আছে জানতে পারবেন।

৫ **বিষয়সূচী (Subject List) :**

কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কি কি সংগ্রহ আছে তার একটি বিষয় তালিকা বর্গ সংখ্যা সহ মুদ্রণ পোস্টারে

উপস্থাপনা করলে পাঠকরা জানতে পারবেন কোন কোন বিষয়ের সংগ্রহ কোন স্থানে আছে।

৬ পাঠক নির্দেশিকা (User's guide) :

এতে পাঠকরা কিভাবে নথি ও সম্পদ খুঁজে বের করবেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ক্যাটালগ-কার্ড, রেফারেন্স কার্ড কিভাবে ব্যবহার করবেন, উক্ত কার্ডের call no-এর সাথে মিল করে কিভাবে তাক থেকে আকাঙ্ক্ষিত বইটি নেবেন তার বিবরণ সবই পাঠক-নির্দেশিকাতে সুন্দরভাবে লিখে আগের দুটি পোস্টারের সাথে তথ্যকেন্দ্রের প্রবেশের মুখে লাগিয়ে রাখতে হবে যাতে পাঠকদের সহজেই নজরে আসে।

৭ পাঠক পরিষেবা (How to serve user) :

পরিষেবার মূল উদ্দেশ্য হল যে কোন ধরণের তথ্য ও সম্পদ পাঠকের মধ্যে সরবরাহ করা এবং তাদের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বা সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করা। এখানে দুই ধরণের পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে—

১ আভ্যন্তরীণ সেবা (Internal service) :

রিসোর্স সেন্টার যখন নিজস্ব তথ্য ও সম্পদ দিয়ে পাঠক চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়, তখনই তাকে আভ্যন্তরীণ সেবা বলে।

২ প্যাকেজ সংগ্রহ :

পূর্বেই বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

৩ পেপার ক্লিপিং :

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন মাধ্যম। এতে তথ্য ও পাঠকের মধ্যে চলতি খবরের সংযোগ রাখতে সাহায্য করবে। তার আগে কর্মীদের ঠিক করতে হবে কোন্ কোন্ তথ্যগুলি ক্লিপিং-এ স্থান পাবে। (পেপার কাটিং দ্রষ্টব্য)।

৪ সি. এ. এস. (CAS—Current Awareness Service)

আভ্যন্তরীণ সেবায় তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে এটি একটি কার্যকরী মাধ্যম। অতি সংক্ষেপে এবং সহজ পদ্ধতিতে চলতি প্রকাশিত তথ্যের সঙ্গে গবেষকদের সম্যক পরিচয় করে দেয়, যেমন—যদি সমস্ত সাময়িকী পত্রিকাগুলির সূচীপত্রগুলিকে ফটোকপি করে পাঠক টেবিলে রেখে দেওয়া যায় বা বিভিন্ন বিভাগে সরবরাহ করা হয় পাঠক এক নজরে দেখে নিতে পারবেন যে তাঁর বিষয় সম্বন্ধে কোন তথ্য আছে কিনা।

৫ এস. ডি. আই. (SDI—Selective Dissemination & Information)

এটি পাঠকের ব্যক্তিগত সেবা এবং সময় সাপেক্ষ। এখানে পাঠক তাঁর প্রয়োজনীয় চাহিদা কার্ডে (user's profile) লিখে কর্মীর কাছে জমা দেন। রিসোর্স সেন্টারে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী (যিনি এই ধরণের সেবা দেন) সেই চাহিদা অনুযায়ী চলতি প্রকাশিত অপ্রকাশিত নথির উপর নির্ভর করে একটি তথ্য তালিকা (Information list) তৈরী করে পাঠককে দেবেন, প্রয়োজনে চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়াও তথ্যকেন্দ্রের কাজ।

৬ অনুবাদ :

যে কোন ধরণের প্রাথমিক তথ্যের উপস্থাপনার জন্য অনুবাদ সেবার খুবই প্রয়োজন হয়। একদিকে যেমন তৃনমূল স্তরের স্বাস্থ্য কর্মীদের বিভিন্ন ইংরেজী প্রকাশনা থেকে তথ্য অনুবাদ করে দিতে হয়, অপরদিকে গবেষকদের জন্য বিভিন্ন বিদেশীভাষার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ের সাময়িকীগুলিকেও দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কাজেই তথ্য উপস্থাপনার জন্য অনুবাদ সেবার গুরুত্ব অপরিসীম।

৭ ফটোকপি :

ফটোকপির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা যাবে কোনরূপ নথি বাইরে নিয়ে যাবার অনুমতি না থাকলেও (Disseminating primary documents without diminishing the Information Centre collection)। কাজেই ফটোকপির সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৮ প্রদর্শনী :

কখনো কখনো কোন নির্দিষ্ট বিষয় বেছে নিয়ে সেই অনুসারে বিভিন্ন বই/অথবা এর প্রদর্শনী করা যেতে

পারে। এতে পাঠকদের মধ্যে উক্ত বিষয় সম্বন্ধে পুরোপুরি ধারণা জন্মাবে অপরদিকে পাঠক চাহিদাও বাড়বে।

৯ নতুন সংগ্রহের তালিকা :

তথ্য কেন্দ্রে নির্দিষ্ট দিন অন্তর কোন বিষয়ের কি কি বই ও-বই আসছে অবস্থান সহ (Location) তার তালিকা টাইপ করা কাগজে প্রদর্শন ফলকে (Bulletin board) লেখে দেওয়া দরকার। প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভাগে বা অন্যান্য তথ্য কেন্দ্রেও তা সরবরাহ করা যেতে পারে। সম্ভব হলে সংগৃহ মলাট (Jacket) গুলিকে সুদৃশ্য প্রদর্শন ফলকে লেখে প্রবেশ কক্ষে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়।

১০ বাহিরের সেবা (External Service)

রিসোর্স সেন্টার যখন নিজস্ব সংগ্রহ দিয়ে পাঠক পরিতৃপ্তিতে অক্ষম তখনই তাদের চাহিদা মেটাতে সাহায্যের জন্য বাহিরের সেবার প্রয়োজন হয়, যেমন—

১০.১ গ্রন্থপঞ্জী

এটি একটি প্রকাশিত পুস্তক তালিকা যার মধ্যে সাময়িক বা যে-কোন ধরণের প্রতিবেদনও স্থান পাবে। এই তালিকাতে প্রতিটি প্রকাশনার লেখক আখ্যা, গ্রন্থপরিচয় গ্রন্থ-প্রকরণ ও প্রাপ্তিস্থান উল্লেখ থাকবে। কখনো কখনো এটি তথ্য কেন্দ্রের সংগ্রহের মধ্য হতে তৈরী হতে পারে আবার বাইরের সংগ্রহ থেকেও তৈরী করা যেতে পারে।

১০.২ সমষ্টিগত তালিকা (Union Catalogue)

অনেক সময় সমগোত্রীভুক্ত তথ্য কেন্দ্রগুলি কিংবা নির্দিষ্ট অঞ্চলের তথ্য-কেন্দ্রগুলি যদি সম্মিলিত সংগ্রহের তালিকা তৈরী করে তবে পাঠক এক জায়গা থেকে তার প্রয়োজনীয় তথ্যের হদিশ পেতে পারেন।

১০.৩ আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ :

তথ্যকেন্দ্রগুলি এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে পাঠক স্বার্থ চরিতার্থ করতে সক্ষম হবে, কারণ কোন একটি তথ্যকেন্দ্রে সমস্ত রকমের নথি রাখা সম্ভব নয়।

১১ বর্ধিত সেবা (Extended Service)

অনেক সময় নানান কারণে সমাজের সকল স্তরের মানুষদের সেবা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়ত সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে তথ্যকেন্দ্র নিজেই দূরে কোন লোকালয়ে গিয়ে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য পুস্তক সরবরাহ করে গ্রন্থাগার বর্ধিত সেবা দিয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ চাইল্ড ইন নীড ইনস্টিটিউট দুটি হাইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ও তথ্যপুস্তক সহ দুইজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীর সাহায্যে গ্রন্থাগার বর্ধিত সেবা দিয়ে আসছে।

১১.১ তথ্য অনুসন্ধান (Literary Search)

এটি একটি উচ্চ পর্যায়ের সেবা। যখনই কোন তথ্য কেন্দ্র তার সংগ্রহ দিয়ে পাঠক চাহিদা মেটাতে পারছে না, তখনই চিঠিপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠককে অবহিত করাই হচ্ছে তথ্য অনুসন্ধানের কাজ।

১১.২ নেটওয়ার্কিং (Networking)

এটি একটি উচ্চতম সেবা। এর পরিধি অঞ্চল, রাজ্য, সারাদেশ, এমনকি দেশের গণ্ডী পেরিয়েও এই সেবা বিস্তৃত। এই পদ্ধতির মাধ্যমে এক তথ্যকেন্দ্র একাধিক তথ্য কেন্দ্রের সঙ্গে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নথি ও তথ্য বিনিময় বা আদান প্রদানের মাধ্যমে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারবে, সাথে সাথে পাঠক স্বার্থও রক্ষিত হবে।

১১.৩ অন্যত্র সুপারিশ করা (Referral Service)

এই সেবা পাঠককে তাঁর চাহিদা অনুযায়ী নথি ও সম্পদ সরবরাহ করতে পারবে না সত্য, কিন্তু তার চাহিদা পুরানো কোন্ কোন্ তথ্যকেন্দ্র, গবেষণাগার, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান সাহায্য করতে পারবে তার ডাইরেক্টরি, প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ডাইরেক্টরি দিয়েও সাহায্য করা যায়, যথা :—

১১.৪ বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের ডাইরেক্টরি

তথ্যকেন্দ্রটি যে বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বিবরণসহ ঠিকানা রাখা একান্ত

প্রয়োজন। যেমন তথ্যকেন্দ্র যদি মা ও শিশুর উন্নতি বিষয়ক হয়, স্বাভাবিকভাবেই উক্ত অঞ্চলে বা জেলায় কিংবা দেশের মধ্যকার মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পুষ্টি, চিকিৎসা ও শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের নাম, ঠিকানা, পেশা, সাক্ষাৎকারের সময় ইত্যাদি খবরাখবর সম্বলিত ঠিকানাসূচী বা ডাইরেক্টরি রাখা যেতে পারে, যেখান থেকে পাঠক বহু ভাবে উপকৃত হবেন।

১১.৫ সংস্থা সমূহের ডাইরেক্টরি :

বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের মতই এই ডাইরেক্টরির তৈরী করা প্রয়োজন। তবে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলির ডাইরেক্টরি রাজ্য, দেশ বা দেশের বাইরে উক্ত বিষয় নিয়ে কাজ কারবার, করে এমন সব দেশী, বিদেশী বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী সংস্থা, গবেষণাগার, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা তথ্যকেন্দ্রগুলির নাম, ঠিকানা, কার্যক্রম, সাহায্যের ধরণ, যোগাযোগ ব্যক্তির নাম, সাক্ষাৎকারের সময় ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হয়। প্রয়োজনে বৎসর বৎসর এর সংযোজন ও সংকলনের প্রয়োজন হয়। এই ডাইরেক্টরি নেটওয়ার্কিং কার্যক্রমের প্রধান সহায়ক।

৩ উপসংহার

উপরিউক্ত সেবাগুলিকে সার্থকভাবে কার্যে রূপায়িত করার জন্য সর্বাগ্রে যেটি প্রয়োজন তা হল কর্মীর কাজের মনোবৃত্তি। তার ব্যক্তিগত প্রতিভা, দক্ষতা এবং সর্বোপরি সেবার মানসিকতার উপরই নির্ভর করছে পাঠক পরিষেবার সফলতা ও ব্যর্থতা। এ কাজে কর্তৃপক্ষের সহযোগী মনোবৃত্তির যেমন প্রয়োজন অনুরূপ অর্থের অভাবে যাতে কোনরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে না যায় সেদিকে সবিশেষ নজর দেওয়াও দরকার। আরো ভালো হয় যদি সময় সময় কর্মী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিভিন্ন সমস্যাও তার সমাধানের জন্য আলাপ আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয় এবং কর্মীদের মাঝে মাঝে পুনঃ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। আর শেষ কথা পাঠক পরিতৃপ্তি। এ ব্যাপারে তাঁদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব বর্তায়। সর্বোপরি গ্রন্থাগার আন্দোলন একদিকে গ্রন্থাগার সেবাকে যেমন জনমুখী করে তুলেছে, অপরদিকে গ্রন্থাগার, তার কর্মী, তাঁদের পদমর্যাদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, এই আন্দোলনের অন্যতম মুখ্য যা এক দশক আগেও কল্পনা করা যেত না।

৪ গ্রন্থপঞ্জী

১। গ্রন্থাগার, বর্ষ ৩৯, সংখ্যা ১, বৈশাখ, ১৩৯৬। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা।

২। Guinchat, Claire et al. General introduction to the techniques of information & documentation work. Paris, UNESCO. 1983.

৩। Boyro H. et al. Indexing concepts and methods. New York: Academic Press, 1978.

৪। Kawatra, P. S. Fundamentals of documentation : with special referance to India. New Delhi : Sterling Publishers, 1980.

৫। Kannapiran, Chandra et al. Basics of documentation. New Delhi : VHAI, 1988.

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা

অখিলেশ মণ্ডল

শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন A child teaches itself। আমরা শুধু তার নিজের পথে চলতে সাহায্য করতে পারি। গাছকে মানুষ করতে গেলে যেমন তার গোড়ার মাটিকে আলগা করতে হয়, সার দিতে এবং গাছের চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। এর বেশী আমরা কিছু করতে পারি না। এর পরে যা হবে তার প্রকাশ হবে শিশুর নিজের মধ্যে থেকে (The rest is a manifestation from within its own nature)। কিন্তু কেমনভাবে আমরা শিশুকে সাহায্য করতে পারি? এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন The only duty of the teacher,is to remove all obstructions from the way। তাহলে শিশুকে প্রকৃত সাহায্য করতে গেলে কি করা দরকার? দরকার হচ্ছে তার প্রাপ্তির সমস্ত বইপত্র দিয়ে তাকে সাহায্য করা। একমাত্র ভালভাবে সংগঠিত গ্রন্থাগারই পারে এই পবিত্র দায়িত্ব নিতে। কাজেই এই আলোচনা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে স্বামীজি যদিও গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা স্পষ্টভাবে বলেন নি কিন্তু তাঁর চিন্তাভাবনার মধ্যে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা অন্তর্নিহিত হয়ে আছে।

স্বামীজি বলেছেন ভারতবর্ষের সবকিছু খারাপের জন্য দায়ী দরিদ্রদের অবস্থা। হাজার হাজার বছরের পুরোহিত-প্রধান সমাজ এবং বিদেশী শাসনের ফলে এদেশের পরিবেরা ভুলেই গেছে যে তারা মানুষ না জন্তু। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হলো শিক্ষার প্রসার। কিন্তু শুধুমাত্র কতগুলি বিদ্যালয় খুলে দিলেই কি সব সমাধান হয়ে যাবে? এ প্রসঙ্গে স্বামীজি বলেছেন তার অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় কারণ গরিব পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কেতে খামারে তাদের পিতামাতার সাহায্য করতে যাবে কিংবা অন্য কোনো জীবিকার সন্ধান করবে। বিদ্যালয়ে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এর সমাধান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন—"If the poor boy cannot come to education, education must go to him"। স্বামীজির এই কথা কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের (Public Library) পরিত্রতম দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যদি একদল লোক কিছু ক্যামেরা, গ্লোব ও ম্যাপ নিয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে সেখানকার লোকদিগকে ভূগোল বা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে বা বিভিন্ন জাতির কথা গল্পের মাধ্যমে বলে তবে তারা এ সব বিষয়ে প্রচুর তথ্য জানতে পারবে। গ্রন্থাগারের কার্যধারার মধ্যে 'গল্পবলার' পরিষেবা রয়েছে। তাছাড়া আমরা যে Mobile Library Service এর কথা বলি তা স্বামীজির চিন্তাভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। ভারতবর্ষের মত দরিদ্রতম দেশে একমাত্র Mobile Library Service-এর মাধ্যমেই শিক্ষার প্রসার ঘটান সম্ভব। শুধু তথাকথিত চারি দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ বিদ্যালয় বা কলেজের মধ্যে দিয়ে নয়।

অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন আমরা এখন ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় শিক্ষার প্রসার। কি শিক্ষা? সেই শিক্ষা হচ্ছে বৃহত্তর জনগণের মধ্যে স্বশিক্ষার (Self education) প্রসার। কিন্তু স্বশিক্ষার প্রসার কেমনভাবে সম্ভব? সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিষেবার মাধ্যমেই জনসাধারণের মধ্যে স্বশিক্ষার প্রসার সম্ভব।

কাজেই উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, স্বামীজি যে শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন ভারতবর্ষের মত দরিদ্রতম দেশে একমাত্র উন্নত সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমেই তার বিকাশের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে।

Reference :

The complete works of Sami Vivekanada (Volume IV), Calcutta : Advaita Ashrama, 1985.

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিক হলে আয়োজিত সভায়

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে

কেন্দ্রীয় কনভেনশনের প্রস্তাব

১৯শে নভেম্বর, ১৯৯০

এ রাজ্যে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত দলমতনির্বিশেষে ৪৩টি সংগঠন আহূত এই কেন্দ্রীয় কনভেনশন গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে, রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্ককে কেন্দ্র করে সমগ্র দেশে এক উত্তেজনাময় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। মৌলবাদী শক্তিগুলি ধর্মের নামে বিদ্বেষের হুঙ্কার দিচ্ছে এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে চলেছে। দেশের সংহতি, দেশবাসীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মূলেই তারা কুঠারাঘাত করছে। অপরদিকে কুৎসিত নীতিহীনতা ও সুবিধাবাদ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে দেশের স্থিতিশীলতাকেই বিপন্ন করে তুলেছে। ভারতের সংবিধান, দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ও আদর্শ আজ সাম্প্রদায়িক শক্তির চ্যালেঞ্জের মুখে। নিজ নিজ বিশ্বাস নিয়ে, সম্মান নিয়ে, আত্মীয় পরিজন বন্ধু নিয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করার দেশবাসীর যে আকাঙ্ক্ষা, তা আজ বিপর্যস্ত। দেশের ভেতরের ও বাইরের শত্রু শক্তি সুচতুর চক্রান্তে সক্রিয় ও তৎপর। ভারতবর্ষ আজ এক কঠোর গভীর সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলে স্বাভাবিকভাবেই গভীর উদ্বিগ্ন। দেশ অস্থির হলে শিক্ষায়তন সুস্থির থাকতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আজকের কনভেনশন এই মৃতকল্প সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তীব্র বিরোধিতা করছে এবং দেশের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, ও দেশপ্রেমিক শক্তিকে এর বিরোধিতা করতে আহ্বান জানাচ্ছে। ভ্রাতৃঘাতী ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধ করতে না পারলে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমাদের নিরাপত্তা নেই, মঙ্গল নেই।

এই কনভেনশন দৃঢ় বিশ্বাস করে, পশ্চিমবঙ্গের আপামর জনসাধারণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষায় তাদের গৌরবোজ্জ্বল বিদ্বেষ-বিষের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে আলোচনাচক্র, সভা, পদযাত্রা প্রভৃতি সংগঠিত করবেন। আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্য নিঃশেষ করতে স্বার্থান্বেষীরা যে আগুন প্রজ্বলন করছে তা নির্বাপিত করতে রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন।

* পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। * নিখিল বঙ্গ অধ্যক্ষ পরিষদ। * পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ। * বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি। * বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। * সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি। * পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কর্মচারী সমিতি। * বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। (২০২-ডি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট)। * প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ (পঃ বঃ কমিটি)। * পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি। * নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি। * নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। * পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। * সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। * বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। (৮৮-বি, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট) * পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। * মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি। * জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। * পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। * পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি। * প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ সমিতি। * ডেমোক্র্যাটিক টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। * হায়ার সেকেণ্ডারী টিচার্স ফোরাম। * নিখিলবঙ্গ বিদ্যালয় অশিক্ষক কর্মচারী সমিতি। * স্পনসর্ড স্কুল টিচার্স ও এডুকেশন অ্যাসোসিয়েশন। * পশ্চিমবঙ্গ কলেজ কর্মচারী ইউনিয়ন। * জয়েন্ট কাউন্সিল অব অ্যাকসন অব

ইউনিভার্সিটি এমপ্লিস, ওয়েষ্টবেঙ্গল। • পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। • কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সুপারভাইসরি ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েশন। • পশ্চিম বঙ্গ স্পনসর্ড কলেজ কর্মচারী সমিতি। • পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্কুল বোর্ড অফিস কর্মচারী সমিতি। • পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্মচারী সমিতি। • কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয় ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েশন। • পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক ফেডারেশন। * পশ্চিমবঙ্গ পলিটেকনিক ষ্টাফ অ্যাসোসিয়েশন। • অ্যাসোসিয়েশন অব টিচার্স ইন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলস, পশ্চিমবঙ্গ। ওয়েষ্টবেঙ্গল ষ্ট্রাডেন্ট টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। • খালসা এইচ ই স্কুল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। • জয়েণ্ট অ্যাকশন কমিটি অব অটোনমাস ইন্সটিটিউশন ইনষ্টিটিউট। • অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব ইউনিভার্সিটি অ্যাণ্ড কলেজ টিচার্স অর্গানাইজেশনস্। • রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতি।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শিক্ষা সংস্থা সমূহের পদযাত্রা

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ৪০টি সংগঠনের আবেদনে এক বিশাল পদযাত্রার সূচনা হয়—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে গত ৬ই নভেম্বর '৯০ মঙ্গলবার। পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বেও সৌহার্দ্যের বন্ধনে এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পদযাত্রা এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে, যা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ গৌরবোজ্জ্বল রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই বিশাল ও ঐতিহাসিক পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গের স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগারও গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত ৪৩টি সংগঠন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে এই মিছিল বেলা ২টায় সময় বের হয়। প্রায় সাত হাজার পদযাত্রী এই পদযাত্রায় সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে ওঠে। মিছিলে আওয়াজ ওঠে "হিন্দু মুসলিম ভাই-ভাই, বিভেদ নয় ঐক্য চাই"।

বিভিন্ন পথ পরিক্রম করে (কলেজ ষ্ট্রীট, কেশব সেন ষ্ট্রীট, রাজাবাজার, ভি. আই. পি. রোড হয়ে) এই মিছিল বেলেঘাটার গান্ধী স্মৃতি মিলনে নিয়ে শেষ হয়। পথ পরিক্রমা কালে রাস্তার দুই পার্শ্বে অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে জমায়েত হয়ে বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানায় এবং মিছিলের সঙ্গে গলা মেলায়।

শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সদস্যগণ এই পদযাত্রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংক্রান্ত রিভিউ কমিটির রিপোর্ট

No. 11018/1/90-Genl. Coord.

Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Agriculture/Krishi Mantralaya
Department of Agriculture & Cooperation
(Krishi Aur Sahkarita Vibhag)

New Delhi, dated the 16th October, '90

A copy of the undermentioned paper is forwarded to :—

1. All Attached/Subordinate Offices/Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies etc. (The contents of the paper forwared may also be brought to the notice of sub-offices/units under their control).
2. All Divisional Heads.
3. All Estt./Administration sections.
4. Member (Staff Side), Deptl. Council, Department of Agriculture & Cooperation.
5. Member (Staff Side), Office Council, Department of Agriculture & Cooperation.
6. All Recognised Associations.
7. Guard File No.

for information, guidance and necessary action.

(R. S. HANSRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA
TELE : 384929

Paper forwarded

Ministry of Finance (Deptt of Expenditure) O.M.No.19 (1)/IC/86 dated 24th July, 1990.

—IA—

" Copy "

F. No. 19 (1)/IC/86

Government of India Ministry of Finance Department of Expenditure

(Implementation Cell)

New Delhi, the 24th July, 1990

OFFICE MEMORANDUM

Subject : Report of the Review Committee on Library Staff under purview of Central Government.

The undersigned is directed to refer to the recommendations of Fourth Central Pay Commission contained in para 11.63 of the report wherein it was suggested that a Committee may be constituted to undertake review of the pay scales, qualifications and recruitment levels of responsibility of the Library Staff. In pursuance of the above suggestion, a Review Committee was set up by the Department of Culture in September, 1987.

2.1. After careful consideration of the recommendations made by this Committee and also keeping in view the overall policy, the Government have decided to introduce following pay structure for Library Staff :—

S.No.	Designation	Existing pay scale	Revised pay scale	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Junior Library Attendant	750-940	750-940	Direct entry Middle pass
2.	Library Attendant	775-1025	775-1025	Promotional Grade.
*3.	Senior Library Attendant	800-1150	800-1150	Promotional Grade

S.No.	Designation	Existing pay scale	Revised pay scale	Remork
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Library Clerk	[825-1200 950-1400 950-1500 975-1540 975-1660]	950-1500	Direct entry Matriculation
5.	Library Information Assistant	[1200-1800 1200-2040 1320-2040 1350-2200 1400-2300 1400-2600]	1400-2600	Direct entry Graduate with Bachelor in Lib. Science/ Promotional Grade for Library Clerks.
6.	Senior Library & Information Asstt.	[1640-2900 1600-2660]	1640-2900	Direct entry Post Graduate with Bachelor in Lib. Science/ Promotional Gr. Lib. Information Asstt.
7.	Assistant Library & Information Officer	[2000-3200 2000-3500 2200-4000]	2000-3500	Promotion/ Direct Recruitment.
8.	Library & Information Officer	3000-4500	3000-4500	-do-
9.	Senior Library & Information Officer	3700-5000	3700-5000	-do-
10.	Principal Library & Information Officer/ Director	4500-5700	4500-4700	-do-
11.			5900-6700	-do-
12.			7300-7600	-do-

2.2. The recruitment qualifications both for the direct recruits and promotees for each grade of the Library Staff are indicated in Annexure I. All the Ministries and Departments are advised to modify the rules of recruitment for various posts obtaining in the Library under their control on these lines. It is not necessary that each Library will have all the grades, a Library may have one or more of these grades.

3. PLACEMENT OF EXISTING LIBRARY STAFF IN THE REVISED GRADE

3.1 The employees in the scales of pay indicated in column[3] provided the incumbent fulfils the recruitment qualifications as indicated in Annexure I to this O.M. In case existing incumbent does not fulfil the qualification as laid down in Annexure I, he will continue in the existing scale of pay on personal basis. However, as and when the post falls vacant, it will be filled up in the appropriate scale in accordance with the rules of recruitment.

3.2. The existing incumbents will also have an option to opt for the revised grade structure or continue in the existing scales of pay. Where an option is for the existing scale of pay, it will be on personal basis and in the event of vacancy the post will be filled up in the appropriate scales in accordance with the rules of recruitment. The employees in whose case the scales of pay have been revised may be desired to exercise an option to continue in the existing scale of pay or come over to the revised scale of pay within a period of three months from the date of issue of this order.

3.3. In case of grades where the scales of pay has been revised and the existing incumbents are placed in revised scale, the pay in the revised scales may be fixed in term of the provisions of Fundamental Rules 23 read with rule 22(a) (ii)

4. CATEGORISATION OF THE LIBRARIES

4.1 After placement of the existing incumbent in the grade structure indicated in para 2 above, each administrative Ministry may initiate action to categorise the Libraries under their control in consultation with F.A. concerned based on the parameters indicated in Annexure II to this O.M Based on the categorisation of the Libraries so determined the designation and scale of pay of the Librarian Incharge of each category of Library may be adopted on the lines indicated below :—

Category	Post with Designation	Pay Scale (Rs.)
I	Library & Information Assistant	1400-2600
II	Asstt. Library & Information Officer	2000-3500
III	Library & Information Officer	3000-4500
IV	Director (Library & Information)	4500-5700
V	Director	5900-6700

4.2. In case the existing incumbent (viz. Librarian Incharge) is in a lower scale of pay than the scale determined based on the categorisation, he may be considered for appointment in the higher scale provided he fulfils the recruitment qualifications laid down for that post in Annexure I to this O.M. subject to the provisions of para 4.3.

4.3. Where based on categorisation the post of the head of a Library gets upgraded only by one step initially. Its upgradation to the appropriate higher grade may be reviewed after three years in consultation with Ministry of Finance.

5. The scale of pay for the post of Language Librarian irrespective of language, may be Rs. 2000-3500. The recruitment qualification may be post-graduation, Bachelor of Library Science with three years experience as laid down for direct recruits in Annexure I for posts in this scale. The present incumbents who do not fulfil these qualifications may continue in the existing scales of pay. As and when the existing incumbents vacate their posts, these may be filled up in appropriate scales in accordance with recruitment rules.

6. All Ministries/Departments are requested to initiate action on priority basis and results of review reported to Implementation Cell, Department of Expenditure.

7. In their application to the employees of the Indian Audit & Accounts Department these orders issue in consultation with Comptroller and Auditor General of India.

8. Hindi version is attached.

Sd/- (V.B. SAXENA)
DIRECTOR

To

1. All Ministries/Departments of the Govt. of India etc.
2. Copy to Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Deptt. of Personnel & Training) with the request that they may frame model recruitment rules which can be adopted by Ministries/Departments as mentioned in para 2.2 above taking in to account the qualifications prescribed for various library posts.

ANNEXURE—I

Sl. No.	Designation	Pay Scale (Rs.)	Qualification & Experience	
			Direct	Promotion
1.	Junior Library Attendant	750-940	Middle	
2.	Library Attendant	775-1025		Promotional Grade for Jr. Library Attendant
3.	Senior Library Attendant	800-1150		Promotional Grade for Library Attendant
4.	Library Clerk	950-1500	Matriculation	
5.	Library & Information Assistant	1400-2600	B.A/B.Sc./ B.Com.+B. of Library Science	Promotional Grade for Library Clerks
6.	Senior Library & Information Asstt.	1640-2900	M.A/M.Sc./ M.Com.+B. of Library Science	Promotional Grade for Library & Information Assistant
7.	Asstt. Library & Information Officer	2000-3500	M.A/M.Sc. / M.Com+B. Lib. Science with 3 years experience	3/8 years experience at Rs. 1640-2900 / Rs. 1400-2600 pay scales. Master degree essential for language/ subject specialsed posts.
8.	Library & Information Officer	3000-4500	M.A./M.Sc./ M.Com+B. Lib. Science with 7 years experience	Qualification same 5/8 years experience at Rs. 2200-4000 Rs. 2000-3500 pay scales

Sl. No.	Designation	Pay scale (Rs.)	Qualification & Experience	
			Direct	Promotion
9.	Senior Library & Information Officer	3700-5000	M.A./M.Sc./ M.Com.+B. Lib. Science with 10 years of experience	Qualification same ; 5 years experience at Rs. 3000-4500 pay Scale.
10.	Principal Library & Information Officer/Director	4500-5700	M.A./M.Sc./ M.Com.+M. Lib. Science with 12 years experience	Qualification Same ; 5/10 years experience at Rs. 3700-5000/Rs. 3000-4500 pay scale.
11.		5900-6700	M.A./M.Sc./ M.Com.+M. Lib. Science with 15 years experience	Qualification Same ; 5 years experience at Rs. 4500-5700 pay scale.
12.		7300-7600	Eminent Librarian/ Scholar Ph. D/M. Lib. Science & Research Work, Publications, 20 years experience.	

ANNEXURE– II

FORMULA FOR THE CATEGORISATION OF LIBRARIES

For the purpose of categorisation of library the primary variables such as collection, services, budget, publications, computer application etc. have been taken into account. Each variable has been quantified and weighed under :

I	COLLECTION	QUANTITY	POINT	MAX. POINT
	1. Total collection of books	1-10000	1	10
	2. Annual intake of books	1-150	1	10
	3. Titles of serials receiving annually (including news-papers and magazines)	1-50	1	10
	4. Non-book material (Manuscripts, Films, Photographs, Maps Slides, audio records and tapes, Cassettes, Computers produced tapes, CD-ROM microfilm/fiche, pain-tings, drawings etc.)	1-10000	1	10

(Notes : If there are number of copies of the same books, title etc. ; it can be taken into account maximum upto 5 as quantity).

II	SERVICES		
	5. Lending (Daily)	1-50	1
	6. Inter-Library-loan (Monthly)	1-50	1

1	COLLECTION	QUANTITY	POINT	MAX. POINT
	7. Photography (Monthly) (plain papers, bromide prints, slides, micro-films/fiche) only photo copies of documents etc. supplied to users to be taken into account.	100-10000	1	10
	8. Reference Queries	1-50	1	5
	9. Users attended in the library (Daily)	1-50	1	5
	10. Index (Monthly) (indexing of periodical articles proceedings reports as well as cumulative indexing projects)	100-300	1	
	11. Abstracting (Monthly) (preparation of abstracts of periodicals articles, proceedings, reports, as well as extracting abstracts from secondary sources, filing, circulation and master copy preparation.)	50-150	1	
	12. Newspapers Clipping including index (Daily)	10-50	1	
	13. Selective Dissemination of information (SDI)	1-15	2	
III	BUDGET			
	14. Annual budget for resource material and equipment of library	1-50000	1	10

IV. PUBLICATIONS (with examples)

15.	Weekly/Fortnighty	1	3
16.	Monthly/Quaterly	1	2
17.	Half-yearly/Yearly	1	1

V. COMPUTER APPLICATION

18. Computerisation of library activities 10*

*(Ordering and acquisition-1, Current material cataloguing-1, Serials control-1, Library statistics and NDP-1, SDI-2, Circulation-1, indexing, abstracting-1, DIP-1).

Weightage and ranking have been given to 18 major quantifiable variables in relation to their importance in a library. These variables have further been categorised as active and passive ones. The active variables have been kept open for gaining unlimited points whereas the passive variables have been restricted to a maximum limit as in the case of collection and publications respectively.

The nature, function and the scope of the Government libraries veary from library to library. There are libraries which simply cater to the day-to-day general needs of their clientele whereas others function as a reasearch and information unit cater to the needs of their clientele accordingly. In such a situation, the same set of fixed variables would not have been helpful. Each variable has been given a broad range etc. 1-50, 1-1000 etc., to bring maximum flxibility within the range of parameters.

5.7 CATEGORISATION OF A LIBRARY

Government libraries have been grouped into six categories. Type I-V have been categorised on the basis of the variables, whereas category VI has been marked for the National Library, Calcutta.

Category of a library will be decided on the basis of the points it obtains. The minimum qualifying points for a library are five. The range of points for categorisation is as follows :

Category I	5-20 points
Category II	21-40 points
Category III	41-60 points
Category IV	61-80 points
Category V	81 and above points
Category VI	National Library, Calcutta.

Again, the range of points within a category has been kept wide enough to give maximum flexibility to allow growth and development activities of a particular library. Some examples have been provided to help in categorising a library based on the data supplied and evaluated.

Multiples of the maximum figure of each variable will carry one point eg. 1-150 annual intake of books ; multiples of 150 i e., 300, 2 points; 450, 3 points. etc. However, for the purpose of calculation of the points will not be counted in fraction. They are being rounded off to the nearest figure. For example, a collection size of 1—1000 will be given 1 point ; even when the collection reached 14999, it will still be put within 1 point limit but 15000-24999 will be given 2 points. Further, for certain variables the maximum limit has been fixed, For example, annual budget of Rs. 5 lakhs will obtain 10 points. At the same time, annual budget of Rs. 10 lakhs will also obtain 10 points which is the maximnm limit of the range.

Formal categorization of libraries may be undertaken after every 5 years from the date of initial fixation of category.

EXAMPLES—CATEGORISING OF LIBRARIES

Sl. No.	Variables	Category I	Point	Category II	Point	Category III	Point	Category IV	Point	Category V	Point
1.	Collection	6845	1	200000	10	103006	10	321000	10	245000	10
2.	Annual intake of books	266	2	1252	8	2609	10	6392	10	8500	10
3.	Titles of Serials received annually	46	1	165	3	555	10	2032	10	2040	10
4.	Non book material	—		—		—		42825	4	150000	10
5.	Lending (D)	15	1	150	3	69	1	72	1	325	7
6.	Inter-Library Loan (M)	—		15	1	—		15	1	95	2
7.	Photocopies(M)	—		—		4200	4	4200	4	30000	10
8.	Reference Queries (D)	50	1	55	1	71	1	80	2	115	2
9.	Users attended (D)	—		50	1	53	1	45	1	150	3
10.	Indexing (M)	—		—		—		—		—	
11.	Abstracting(M)	—		—		—		—		—	
12.	Newspaper Clippings (D)	—		—		—		—		—	

Sl. No.	Variables	Category I	Point	Category II	Point	Category III	Point	Category IV	Point	Category V	Point
13.	Selective Dissemination of Information	—		—		—		—		—	
14.	Budget	30000	1	130000	3	2767000	10	850000	10	9852000	10
15.	Publica-tions W/F	—		—		1	3	—		1	3
16.	M/Q	—		—		1	2	7	14	4	8
17.	HY/Y	—		—		—		2	2		
18.	Computer Application	—		—		—					
	Total points		7		30		52		69		85

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 40 : No. 8 November—December 1990

CENTRAL LIBRARY

Contents

	PAGE
Library Day this year (Editorial)	186
Sukumar Khamroi Resource Centre and its services	188
Akhilesh Mandal Swami Vivekananda's thought on education and the role of library	194
Convention on Communal Harmony : a report	195
Procession against Communalism	196
Government order : Report of the Review Committee for the Central government Libraries	197

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: **Ramkrishna Saha**

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৯ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, পৌষ

সূচী

	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্র-রচনার স্বত্বাধিকার (সম্পাদকীয়)	210
অরবিন্দ মাজী	
সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী	212
গ্রন্থাগার দিবস : কেন্দ্রীয় সভা	215
গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব	217
জাতীয় গ্রন্থাগারে আলোচনাচক্র	218
পরিষদে বিদেশী অতিথিদের সম্বর্ধনা	218
গ্রন্থ সমালোচনা	219
সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম সংশোধন সংক্রান্ত আদেশনামা	223
English Abstracts	232

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ৯ সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা ১৩৯৭, পৌষ

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-রচনার স্বত্বাধিকার

১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দেহাবসান ঘটে। ১৯৯১ সালের আগষ্ট মাসে কবির মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। বর্তমানে ভারতে যে কপিরাইট আইন চালু আছে (কপিরাইট অ্যাক্ট, ১৯৫৭) যে আইন অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পর রবীন্দ্র রচনা সম্পর্কে যে দুটি সংস্থা এযাবৎ গ্রন্থস্বত্ব ভোগ করে আসছে মূলতঃ বিশ্বভারতী এবং অংশতঃ রবীন্দ্রভারতী সোসাইটি—তাঁদের সেই বিশেষ অধিকার আর থাকবে না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশের অবধি অধিকার যে কোন প্রকাশকের থাকবে। রবীন্দ্র রচনা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই অবাধ অধিকার যুক্তি সংগত বা অভিপ্রেত কিনা তা নিয়ে বিদ্বৎ-সমাজ, বিশেষজ্ঞ ও পাঠকমহলে এখন থেকেই আলোচনা শুরু হয়েছে। এক বছর ধরে বিভিন্ন স্তরে একটি যুক্তি সঙ্গত অভিমত গঠন করে রাজ্য সরকার ও ভারত সরকারের কাছে বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে।

যারা ১৯৯১ সালের পর বর্তমান আইন অনুযায়ী রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের অবাধ অধিকার চাইছেন তাঁদের প্রধান যুক্তি হল : (ক) একজন গ্রন্থকার যত বড়ই হোন না কেন তাঁর ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন কেন চালু হবে না? বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, প্রেমচাঁদ, সুব্রহ্মণ্য ভারতী প্রমুখ মহান গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে যখন এই আইন প্রয়োগের কোন ব্যতিক্রম হয়নি এখন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেই বা কেন তার ব্যতিক্রম হবে; (খ) রবীন্দ্র রচনা প্রকাশের অবধি অধিকার সকলের থাকলে অনেক প্রকাশক সুলভে রবীন্দ্র রচনা প্রকাশে অগ্রণী হবে, রবীন্দ্রনাথ জনসাধারণের মধ্যে সহজে প্রচারিত হবে। (গ) গ্রন্থস্বত্ব আইনের মূল উদ্দেশ্য হল গ্রন্থকারের জীবনকালে এবং গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর একটা সময়কাল পর্যন্ত গ্রন্থকারের উত্তরাধীকারীদের গ্রন্থস্বত্বের সুযোগ দেওয়া। কিন্তু ঐ সময়কালের পর যেসব কালজয়ী সাহিত্য টিকে থাকবে তা হবে জনগণের সম্পদ। কেন তাতে বিশ্বভারতীর একচেটিয়া অধিকার থাকবে। (ঘ) বিশ্বভারতী অনেক গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব করছে, যেসব গ্রন্থ প্রকাশে অনেক প্রকাশক আগ্রহী হবে, প্রকাশ ত্বরান্বিত হবে।

অপরদিকে যাঁরা বিশ্বভারতীর স্বত্বাধিকার বজায় রাখার পক্ষপাতি তাঁদের বক্তব্য হল; (ক) গ্রন্থ প্রকাশের অবাধ অধিকার দেওয়া হলে রবীন্দ্র রচনার বিকৃতি ঘটার সম্ভাবনা আছে, প্রকাশনায় মান (মুদ্রণ, কাগজ ইত্যাদি) নেমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রতিযোগিতামূলক প্রকাশনার ফলে বিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথের পরিবর্তে ভেজাল রবীন্দ্রনাথে বাজার ছেয়ে (খ) রবীন্দ্র রচনার সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে। বিশ্বভারতীর আর্থিক দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলীর গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীর হাতে তুলে দেন। কবি তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর দেহাবসানের পর কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনো গ্রন্থস্বত্ব পরিবর্তনের চেষ্টা

করেননি বা ভাবেননি। (গ) রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থস্বত্ব কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত মালিকানা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে নয়। গ্রন্থস্বত্ব রয়েছে বিশ্বমূল্যায়ন স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতীর হাতে, (ঘ) এযাবৎকাল বিশ্বভারতী সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে বিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, সমগ্র রবীন্দ্রনাথ এবং সুলভ রবীন্দ্রনাথ পাঠকদের হাতে তুলে দেবার; (ঙ) অবাধ প্রকাশের অধিকার দিলে প্রকাশকরা যে সব রবীন্দ্র রচনা প্রকাশ করবেন তার নিশ্চয়তা নেই, রবীন্দ্রনাথের যে সব রচনা খুব জনপ্রিয় বা বাজারে চাহিদা আছে সেসব গ্রন্থই প্রকাশিত হবে এবং এই প্রকাশনায় ও বিশুদ্ধতা থাকবে কিনা সন্দেহ, (চ) বার্ন কনভেনশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গ্রন্থস্বত্বের অধিকার গ্রন্থকারের মৃত্যুর ৫০ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এই আইন বার্ন কনভেনশনে অংশ গ্রহণকারী সব দেশকে মানতে হবে বলে যা প্রচার করা হচ্ছে তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। বার্ন কনভেনশনে অংশ গ্রহণকারী প্রতি দেশের জন্য পৃথক কপিরাইট আইন বলবৎ আছে এবং ঐ কনভেনশনে অংশ গ্রহণকারী কোন কোন দেশে নিজেদের দেশের অভ্যন্তরে গ্রন্থস্বত্ব লেখকের মৃত্যুর পর ৭ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করেছে।

বিতর্কের মূল বিষয়গুলি উপরে উল্লেখ করা হল। ইতিমধ্যে মাননীয় তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী জানিয়েছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোন মতামত স্থির করা হয়নি। তাঁরা অপেক্ষা করে আছেন পশ্চিমবঙ্গের গবেষক, সাহিত্যিক, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ, শিক্ষাব্রতী ও পাঠকদের সুচিন্তিত অভিমত জানার জন্য। তবে তাঁরা বলেছেন যে অভিমত স্থির কালে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন তা হল: (ক) বিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ সমগ্র রবীন্দ্রনাথ এবং সুলভ রবীন্দ্রনাথের প্রয়োজনীয়তা; (খ) এযাবৎকাল রবীন্দ্র রচনা প্রকাশে বিশ্বভারতীর বিশেষ ভূমিকার কথা।

এই বিতর্কের সমাধান তিন ভাবে হতে পারে—(ক) গ্রন্থস্বত্ব আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের অবাধ অধিকার মেনে নেওয়া। পাঠক ও গবেষক বিবেচনা করবেন কোন বিশেষ প্রকাশককে প্রকাশন নির্ভরযোগ্য কিনা; (খ) যেহেতু রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থস্বত্ব কোন ব্যক্তি বিশেষকে দেননি, দিয়েছেন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে, যেহেতু সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশ্বভারতী বিগত কয়েক দশকের ধরে বিশুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও সমগ্র রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছেন তাই রবীন্দ্র রচনার গ্রন্থস্বত্ব বিশ্বভারতীকে আরো ২৫ বছর দেওয়া উচিৎ। যেহেতু ভারতের কপিরাইট আইন একজন গ্রন্থকারের জন্য সংশোধন হতে পারেনা, তাই এমনভাবে কপিরাইট আইন সংশোধন করা হোক যাতে কোন গ্রন্থকার যদি কোন শিক্ষা বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে নিজের গ্রন্থস্বত্ব দিয়ে যান তাহলে সেক্ষেত্রে গ্রন্থস্বত্বের সীমা হবে লেখকের দেহাবসানের পর ৭৫ বছর পর্যন্ত; (গ) তৃতীয় প্রস্তাব হল উপরের দ্বিতীয় প্রস্তাব ঠিকই আছে, শুধু যে সংস্থা ঐ গ্রন্থস্বত্ব উপভোগ করবেন তারা যাতে সুলভে সমগ্র রচনাবলী এবং প্রতিটি গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করে তার জন্য নীতি নির্ধারণ ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি বোর্ড গঠন করতে হবে। ঐ বোর্ডে থাকবে যে বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকার ভোগ করবে তার প্রতিনিধি, রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, বাংলা আকাদেমির (অন্য রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার স্বীকৃত সমতুল প্রতিষ্ঠান) প্রতিনিধি এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা সাহিত্য আকাদেমির প্রতিনিধি। এই তত্ত্বাধায়ক বোর্ডে প্রয়োজন বোধে অন্য কোন সংস্থাকে সুলভ ও বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের অনুমতি দিতে পারবে।

এই তিনটি প্রস্তাব নিয়েই বিতর্ক চলতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে নিশ্চয়ই পৌঁছানো যাবে। আমরা যারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত আমরাও বিষয়টি নিয়ে ভাবিত। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার প্রথম সভাপতি, বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলি রবীন্দ্র রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। আগামী দিনে কোন রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারে যাবে তা নিয়ে আমাদেরও ভাবনা-চিন্তা করার আছে।

সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী

অরবিন্দ মাজী
ইসলামপুর মহাবিদ্যালয়, পশ্চিম দিনাজপুর

মোঘল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬ খ্রীঃ—১৬০৫ খ্রীঃ) আমলে ইম্পিরিয়ল গ্রন্থাগারে ২৪, ০০০ পাণ্ডুলিপি ছিল। পাণ্ডুলিপিসমূহের সর্বমোট মূল্য ছিল ৩৪,৪৩,৭৩১ টাকার মত।[১] এই সুবৃহৎ গ্রন্থাগারের সমস্ত প্রকার কাজকর্মের তদারক করতেন একজন 'নিজাম'।[২] এই নিজামের পদটি ছিল বর্তমানকালের একজন গ্রন্থাগারিকের সমতুল্য। নিজাম নিজে ছিলেন গ্রন্থাগারের সর্বেসর্বা। তাঁকে কাজ কর্মে সাহায্য করতেন একজন 'দারোগা'।[৩] মর্যাদার দিক থেকে এই দারোগার পদটিকে বর্তমানকালের একজন সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কয়েকজন কেরাণী ও হিসাবরক্ষক দারোগার কাজকর্মে সাহায্য করতেন, কারণ তথ্যে বলা হয়েছে :—

"There was a Darugha or a superintendent assisted by some clerks and accountants".[৪]

গ্রন্থাগারে দারোগার পদ অলংকৃত করেছিলেন মুন্সাপীর মহম্মদ নামক একজন যশস্বী ব্যক্তি।[৫] তিনি নিজামের পদে অধিষ্ঠিত 'মুন্সা-বিলাদের'[৬] নির্দেশে এবং কেরানী ও হিসাবরক্ষকদের সহযোগিতায় গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন। এছাড়াও গ্রন্থাগারের জন্য বেশ কিছু হস্তাক্ষরবিদ[৭], অনুবাদক[৮], ছবি আঁকিয়ে[৯], বই বাঁধিয়ে[১০], অলংকরণবিদ্, ঝাড়ুদার প্রভৃতি কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছিল ; এ বিষয়ে ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় :—

"The Library Personnel who were employed for the care, upkeep and correction of books like scribe, warrak-shhaf (cleaner of books), book-binders, painters, etc were master of their respective art."[১১]

গ্রন্থাগারে আরও একধরণের কর্মচারী ছিলেন—যাঁদের বলা হত 'Warrak shhaf' এরা সদাসর্বদা পাণ্ডুলিপি সমূহ আলমারী বা বাক্সের মধ্যে সুবিন্যস্ত করে রাখতেন এবং প্রয়োজনে পুস্তকাদি ঝাড়ামোছার কাজ করতেন।[১২] প্রতিটি কর্মচারীই মাইনে ছাড়াও কাজের দক্ষতানুযায়ী পুরস্কার প্রভৃতির জন্য বিবেচিত হতেন।[১৩]

পাণ্ডুলিপি নির্বাচন ও ক্রয় (Book selection & Purchasing)

ইম্পিরিয়ল গ্রন্থাগারে সেকালে যেটি ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ—সেটি হল, পুস্তক নির্বাচন করে নির্বাচিত গ্রন্থগুলি যোগ্যমূল্যে ক্রয় করা। যিনি পাণ্ডুলিপি নির্বাচন ও ক্রয় করার কাজটি সম্পন্ন করতেন—তাঁকে বলা হত 'মুহতামিম্'।[১৪] এই মুহতামিমের পদটি ছিল—বেশ উঁচুমানের। তাঁকে গ্রন্থ নির্বাচনের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হত বলে তাঁকে প্রায় সর্ববিদ্যা বিশারদ এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞ হতে হত। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে ইতিহাসে বলা হয়েছে :—

"A man of extra ordinary ability, well-versed in different arts and sciences was usually appointed to this office. He had to select, purchase and classify the books subject-wise".[১৫]

মুহতামিমের কাজকর্মের প্রকৃতি যেহেতু বহুমুখীধরনের ছিল - সে জন্য তাঁর কাজকর্মে মদত দিতেন কয়েকজন পদস্থ কর্মী সমেত বেশ কিছু কেরাণী। এ বিষয়ে যা জানা গিয়েছে তা হল :—

' Since his functions were many fold and the responsibilities were very great, he had a number of officers, clerks, and others under him."[১৬]

পাণ্ডুলিপি পরিগ্রহণ (Manuscript Accession)

ইম্পিরিয়ল গ্রন্থাগারের উন্নয়নের স্বার্থে সম্রাট আকবর দুটি বিশেষ বিভাগের সূচনা করেছিলেন—(১) হস্তাক্ষর বিভাগ এবং (২) অনুবাদ বিভাগ। এই দুটি বিভাগ ছাড়াও দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত পাণ্ডুলিপিসমূহ গ্রন্থাগারে আনানো হত—সেগুলি সর্বপ্রথম জমা পড়তো মুহতামিমের নিকট। সেখান থেকে ছাড়পত্র পাবার পর সেগুলি চলে যেত একজন সহকারী (assistant) এর কাছে যিনি গ্রন্থের খুঁটিনাটি (গ্রন্থ সম্পর্কীয় বিভিন্ন তথ্যাবলী) একটি বিশেষ রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করে রাখতেন।[১৭] এই রেজিষ্টারটিকে বর্তমানকালের Accession Register এর সাথে তুলনা করা যায়।

সূচীকরণ (Cataloguing)

পরিগ্রহণের কাজ সমাপ্ত হবার পর শুরু হত—বিষয় ভিত্তিক সূচীকরণের কাজ। বিভিন্ন ধরণের বিষয়ের জন্য পৃথক পৃথক সূচীগ্রন্থ বা Catalogue তৈরী করা হত। এ বিষয়ে ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :—

"After verification, the books were sent to another assistant whose duties were to enter the books in the register and to keep separate subjects and number of books."[১৮]

এক্ষেত্রে 'Number of books' কথাটি একদিকে যেমন পরিগ্রহণ খাতার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করছে অপরদিকে 'separate registers for seperate subjects' কথাটি তেমনি বিষয়ভিত্তিক সূচীকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কয়েকজন কেরানী-গোছের কর্মচারী এই সূচীকরণের কাজটি সমাধা করতেন। সমর্থনসূচক একটি উক্তির উল্লেখ করে বলা যায় :—

"There were some clerk who catalogued the books and they maintained separate catalogues for different subjects—chiefly for the convenience for the readers."[১৯]

সূচীকরণের কর্মধারাটি যে পাঠককুলের সুবিধার জন্যই সম্পন্ন করা হত—উপরোক্ত উদ্ধৃতি সেকথাও ঘোষণা করে।

বর্গীকরণ (Classification)

আকবরের আমলে রাজকীয় গ্রন্থাগারটির একটি বিশেষ অংশকে রাখা হয়েছিল সম্রাটের হারেমে। তবে একথা ঠিক যে, গ্রন্থাগারের সমগ্র সংগ্রহটিকেই রক্ষণাবেক্ষণ করা হত একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে। যে সুনির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী ঐ গ্রন্থাগারের পাণ্ডুলিপি সমূহ সুবিন্যস্ত করে রাখা হ'ত—সেই নিয়মটিকেই ঐ গ্রন্থাগারের 'বর্গীকরণ-পদ্ধতি' বলা যায়। গ্রন্থাগারের একজন সুরক্ষ 'মুহতামিম' কর্তৃক বর্গীকরণের কাজটি সমাধা হ'ত। এই বর্গীকরণ সম্পর্কে জানা গিয়েছে যে :—

"His Majesty's library is also divided in to several parts. Some of the books are kept within and some without harem.

Each part of the library is subdivided according to the value of the books and the estimation in which the books of the prose books, poetical works, Hindi, Persian, Greek, Kashmiri, Arabic,– separately placed..."[২০]

এই উদ্ধৃতি থেকে যে কথা পরিষ্কার হয়, তা হল—ইম্পিরিয়ল গ্রন্থাগারে ছিল বিভিন্ন ভাষার বহুতর পাণ্ডুলিপি ; আর তাই ভাষাভিত্তিক গ্রন্থবর্গীকরণকে সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। আরো একটু পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রথমে মূল্যের ভিত্তিতে গ্রন্থগুলিকে দুভাগে ভাগ করে নেওয়া হত ; বেশী মূল্যের পাণ্ডুলিপিগুলি থাকত একদিকে, আর অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের গ্রন্থগুলি থাকত আর একদিকে। আবার গদ্য জাতীয় পাণ্ডুগুলিকে পদ্যজাতীয় গ্রন্থসমূহ থেকে পৃথক করে রাখা হত। লক্ষণীয় যে, সমস্ত গ্রন্থগুলিকেই শ্রেণী বিভক্ত করা হত ভাষার ভিত্তিতে। বর্গীকরণের এই নীতি সেযুগের বিচারে উন্নতমানের ছিল বলেই ইতিহাসে বলা হয়েছে :—

"The great emperor brought it to the

level of efficiency which may be compared favourably with the modern standard of classification"[২১]

এই সমস্ত তথ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় প্রাক্-বিটিশ ভারতে বিজ্ঞান সম্মত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রচলনের প্রধান কৃতিত্বের দাবীদার হলেন আকবর। তিনিই ভারতে খুব সম্ভবতঃ প্রথম গ্রন্থবর্গীকরণের কাজটির সূচনা করে দিয়ে গিয়েছেন।

গ্রন্থ সঞ্চালন (Circulation)

গ্রন্থ সঞ্চালন বা পাঠকদের জন্য পুস্তক আদান প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল ঐ সুবিশাল রাজকীয় গ্রন্থাগার টিতে। তবে উল্লেখ করা যেতে পারে – গ্রন্থাগারের ভেতরে সকলেই প্রবেশ করতে পারতেন না কারণ গ্রন্থাগারটি ছিল closed access type এর। গ্রন্থ সঞ্চালন সম্পর্কে জনৈক গবেষকের বক্তব্যকে এক্ষেত্রে তুলে ধরা যায় :—

"Perhaps the library was closed access and so the charging systems (i.e. lending and borrowing and the restoration of books) were carefully deteeted."[২২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, আকবরের সময়কালে সুবৃহৎ ইম্পিরিয়াল গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কার্যসমূহ (যথা, গ্রন্থপরিগ্রহণ, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, এক পুস্তক আদান প্রদান) ঐ গ্রন্থাগারটিকে একটি বিজ্ঞান সম্মত রূপে গড়ে তুলেছিল। আর সে কারণেই ইতিহাসে বলা হয়েছে : –

"The Royal library was one of the most wonderful institution of its kind in the world."[২৩]

তথ্যসূত্র

1. Holy Land. J. S ; (eng. tr) The Great Mughal (by Leat de Jannes), pp : 103-109.
2. Shah jahan nanah, (Text), ii, p. 505
3. Chopra. P. N ; Some Aspects of the society and culture during Mughal Age, 1526-1707, p. 164
4. Qureshi. I. H ; The Administration of Mughal Empire, p. 60
5. Tarikhi—Akbari, (Text) Ms in ASB, Leaf 42 (See also f. n. of N. N. Law's Promotion of learning in India etc p. 151.

See also. P. N. ojha's North Indian social life, p. 113.
6. Akbar namah, (Text of Abul Fazl). VoL. 1, p. 224.

See also (tr) of H. Beveridge, Vol. I, p. 452.
7. Srivastava. A. L ; The Mughal Empire (1526—1803), P. 3.
8. Blochmann. H ; (tr). Ain-i-Akbari (of Abul Fazl), Vol. 1, pp. 109—111.
9. **Qureshi. I.H .** Op, cit, p. 219.
10. Ojha. P. N ; North Indian Social life, P. 117.
11. S. A. Z. Nadvi's article in the Islamic Culture, Jannary 1946, p. 18.
12. Massir-i-Rahimi (Text) 111, P. 680. see also. Nadvi, **op. cit.**, p. 18.
13. Abdur Rahim ; (ed) Akbar namah (of Abul Fazl), Vol-1, P. 452.
14. S. C. Basak's article in North Bengal University Review, Vol-IV, 1983, p. 38.
15. Ojha P. N ; **op. cit.** p. 116.
16. Ojha. P. N. ; **op. cit.** p. 116.
17. Basak S. C ; **op. Cit.** p. 38.
18. Gladwin ; (tr) Ain-i-Akbari pp. 84-85.
19. Blachmann. H ; (Tr) Ain-i-Akbari, p. 110.
20. chopra, P. N ; Some Aspects of socicty and culture During the Mughal Age, p. 168.
21. Basak. S-e ; op. Cit., p. 38.
22. Srivastava. A. L ; The Mughal Empire : 1525—1803 ; p. 208.

গ্রন্থাগার দিবসে কেন্দ্রীয় সভা

স্থান ঃ যুবকেন্দ্র (মৌলালী, কলকাতা)

সভার প্রারম্ভে কর্মসচিব অরুণ রায় সভাপতি হিসেবে প্রবীর রায়চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন। সমর্থন করেন রামকৃষ্ণ সাহা।

শ্রীরায়চৌধুরী গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অবিভক্ত বঙ্গদেশে যে সমস্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছিল শিক্ষিত লোকেদের প্রচেষ্টায়। ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠার পর সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত এর ফলে বহু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারই ছিল প্রকৃত উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সেই ধারা এখনও অব্যাহত রয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর প্রতি বৎসর গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। কিভাবে গ্রন্থাগার পরিষেবা আরও বেশী করে জনমুখী করা হবে তাই হলো গ্রন্থাগার দিবসের প্রকৃত লক্ষ্য। বর্তমানে ভারতবর্ষে নানান ধরণের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে গ্রন্থাগারের ভূমিকা কি ভাবে পালন করা হবে, তা আমাদের ঠিক করতে হবে। ১৯৯০ সাল আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বৎসর। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সাক্ষরতা আন্দোলন, বিজ্ঞান চেতনার আন্দোলন, জনশিক্ষা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। পরিষদ মনে করে যে তাই উপরোক্ত আন্দোলনের সাথে গ্রন্থাগার আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের এরই সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই সমস্ত ধরণের আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিগত আন্দোলনের সাথে দেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এটাই হোক্ গ্রন্থাগার দিবসের সংকল্প।

এর পরে কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব পাঠ করেন ও সমর্থন করেন "গ্রন্থাগার" পত্রিকার সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা। তিনি সমর্থন করে বলেন যে, সাক্ষরতা আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাহায্য নিতে হবে। আন্দোলন করে কর্মীদের সব সাক্ষরদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা বর্তমানে যে প্রকট আকার ধারণ করেছে তাকে প্রতিরোধ করতে পারে মানুষের বিজ্ঞান চেতনা। এই বিজ্ঞান চেতনার বিকাশের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলন শুরু হয়েছে। গ্রন্থাগারকেও বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হবে।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির সভাপতি শ্রীবিমান বসু বলেন, গ্রন্থাগার দিবস পালন উপলক্ষে আজ এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আজ তা বিশাল আকার ধারণ করেছে। ভারতবর্ষে ৪৩ বছর স্বাধীনতার পর আজ সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু হয়েছে, এটা আরও আগে শুরু করা যেতে পারত। তিনি বলেন, সাক্ষরতা বর্ষের সাথে সাথে এ বছর হো চি মিনের জন্ম শতবার্ষিকী। সাক্ষরতা আমাদের সচেতন ও সক্ষম করতে পারে যদি দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিচালন ব্যবস্থা সঠিক ভাবে গ্রহণ চালন করা হয়। শিক্ষা আনে চেতনা এবং চেতনা আনে বিপ্লব এই স্লোগান সবসময় সঠিক নয়। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি বিপ্লব বিরোধী। এখানেই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন জড়িত। সঠিক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই সাক্ষরতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনতে হবে। ১৯৭৭ সালে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে সচেতন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের ইচ্ছায় বামফ্রন্ট সরকার এই রাজ্যে আসীন হয়েছিল। কিন্তু গত ১৩ বৎসর সমস্ত মানুষকে শিক্ষিত করা যায় নি। মেদিনীপুর ও অন্যান্য কয়েকটি জেলায় নিরক্ষরতা যুক্ত করার প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থা একাজে অংশগ্রহণ করছে। এই পরিকল্পনা জেলা পরিষদের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে যারা যুক্ত তাঁরা নিশ্চয় জানেন এশিয়াটিক মডেল সর্বজন গ্রাহ্য হতে পারে না। নাগাল্যাণ্ডেও কোহিমাতে শিক্ষার হার বেশী হওয়ায় জন্য সেখানে নিরক্ষরতা দূরীকরণ সহজে করা যেতে পারে। কিন্তু পঃ বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সাক্ষরতার হার সমান না থাকার জন্য নিরক্ষরতা দূরী-

করণ প্রকল্প একভাবে হতে পারে না। তিনি দুঃখ করে বলেন যে, সাক্ষরতা আন্দোলনের সাথে যুক্ত কোন শিক্ষককে তিনি দেখতে পান নি। তিনি যে ১৭টি গ্রাম পরিদর্শন করেন, সেই গ্রামগুলোতে গ্রন্থাগারিকদের এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে দেখেন নি। নব সাক্ষরদের জন্য পর্যাপ্ত বই ও পত্র-পত্রিকা নয়; যা আছে তা গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। ধারাবাহিক ভাবে কোন পত্রপত্রিকা সদ্য সাক্ষরদের জন্য প্রকাশিত হয় না। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে যাঁরা যুক্ত তাঁরা যেন সদ্য সাক্ষরদের জন্য প্রকাশিত বইয়ের ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ দেন। তিনি পরিশেষে বলেন, কিভাবে হো চি মিন নিরক্ষরদের সাক্ষর করার ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তিনি সমস্ত মানুষকে নিরক্ষরতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন; দেশপ্রেমিক ও গণ-তন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে আহ্বান জানান—তাঁরা যেন এই আন্দোলনে সামিল হন। তিনি বলেন, দেশকে বিভক্ত করার জন্য এক শ্রেণীর মানুষ সক্রিয়। তাদের সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে তিনি সমস্ত মানুষকে সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক শঙ্কর চক্রবর্তী বলেন যে, বিজ্ঞান আন্দোলনের সাথে সাক্ষরতা আন্দোলন যুক্ত হওয়া উচিত ছিল। কেরালা বিজ্ঞান আন্দোলন সম্প্রসারিত হয়েছে কিন্তু সেখানে জাতপাতের সমস্যা এখনও যথেষ্ট। এই অবস্থায় মানুষের জন্য বিজ্ঞান, জাতীয় সংহতির জন্য বিজ্ঞান, স্ব-নির্ভরতার জন্য বিজ্ঞান, এই কথা যখন মানবের কাছে প্রচার করা হয়, তখন তাঁরা তা বিশ্বাস করেছিল। শিশুদের হাতে কল্পবিজ্ঞানের গ্রন্থ তুলে দেবার আগে গ্রন্থাগারিকদের ভাবতে হবে কল্পবিজ্ঞানের গ্রন্থগুলির মধ্যে বাস্তবভিত্তি আছে কিনা? বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মৌল-বাদের সংজ্ঞা পরিষ্কার নয়। তিনি বলেন মৌলবাদের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলেন, মৌলবাদ বাস্তব বিজ্ঞানভিত্তিক পরিবর্তনের বিরোধী। সামাজজীবনের প্রতিটি মানুষ কুসংস্কার যেভাবে প্রোথিত করা আছে, তাকে উৎপাটন করা অতি কঠিন কাজ। আগামী বংসর বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবার্ষিকী। তিনি মৌলবাদ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রণী ছিলেন। এই কাজ আমাদের পালন করতে হবে। শুধু বিজ্ঞান আন্দোলন করলে চলবে না, বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। বিজ্ঞান আন্দোলনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকদের ভূমিকা খুবই দুর্বল, শিল্পী, সাহিত্যিকদের ভূমিকাও খুবই দুর্বল। যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বস্তরের মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ পবিত্র সরকার—বলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে মৌলবাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সাক্ষরতা আন্দোলনও বিজ্ঞান চেতনার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে। সংগঠনের বাইরে গিয়ে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে, তার অংশীদার হতে হবে। গ্রন্থাগারকে সাক্ষরতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে ডঃ সরকার বলেন যে গ্রন্থাগারের দেওয়ালে বর্ণমালা লিখে রাখতে হবে গ্রন্থাগার বন্ধ থাকলেও তা নিরক্ষর মানুষের কাছে তা উন্মুক্ত হয়ে থাকবে। ফলে যে মানুষের পূর্বে অক্ষর পরিচয় ছিল না সে ঐ বর্ণমালা দেখতে দেখতে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠবে। তবে এই চিন্তা ভাবনা মৌলিক নয়, চীনদেশে এই ধরণের প্রচেষ্টা সাফল্য-লাভ করেছিল। আমি স্বপ্ন দেখি, প্রতিটি গ্রামে গ্রন্থাগার হবে। কেননা বিদ্যালয়ের চেয়ে গ্রন্থাগার আরও বেশী মাকর্ষণীয়। গ্রন্থাগারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, তাঁরা এক বিশাল দায়িত্ব পালন করছেন। সুতরাং তাঁরা যেন তন্ত্রভাবে সাক্ষরতা আন্দোলন ও বিজ্ঞান আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন।

যে প্রস্তাব প্রথমে পেশ করা হয়েছিল তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সবশেষে সভাপতি যাঁরা এই অনুষ্ঠানকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ দেন।

২০শে ডিসেম্বর

গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব

গ্রন্থাগার দিবস এই রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী, সংগঠক, পরিচালক ও ব্যবহারকারীদের কাছে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করার উদ্দেশ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়।

১৯৯০ সালের ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহূত এই জনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করছে।

গ্রন্থাগার দিবসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লক্ষ্য ও কর্মধারা জনসাধারণের মধ্যে প্রচার এবং গ্রন্থাগারের পরিষেবার মান উন্নত করে প্রকৃত অর্থে জনমুখী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে আবেদন জানাচ্ছে।

এই বছর গ্রন্থাগার দিবস ভারতব্যাপী উত্তেজনাময় সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে উদ্‌যাপিত হচ্ছে। মৌলবাদী শক্তিগুলি ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গা বাধিয়ে দেশের সংহতি, দেশবাসীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের মূলে কুঠারাঘাত করছে। গ্রন্থাগার দিবসে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আন্দোলনে অংশগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সভা, আলোচনা চক্র, বিতর্ক, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে তা তুলে ধরে ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

এই বছরটি আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা বছর। আর্থ-সামাজিক শোষণের ফলে আমাদের জনসংখ্যার বিপুল অংশ আজও নিরক্ষর। সাক্ষরতা আনে সক্ষমতা ও সচেতনতা। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতা প্রসারের জন্য যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তাতে অংশ গ্রহণে দেশের সমাজ সচেতন মানুষের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীরাও সামাজিক-ভাবে দায়বদ্ধ নিরক্ষরদের শিক্ষাদানের জন্য গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করা ছাড়াও সদ্য সাক্ষরদের অর্জিত শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশেষ দায়িত্ব। সাক্ষরতা প্রসারে গ্রন্থাগারের এই বিশেষ ভূমিকার কথা স্মরণে রেখে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মী ও পরিচালকদের এই বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহ্বান জানাচ্ছে।

গ্রন্থাগার দিবসের এই সভা আরো মনে করে যে কুসংস্কার, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা ও সুস্থ সংস্কৃতিবোধ বিকাশের জন্য যে বিজ্ঞান আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে তার সঙ্গেও গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন।

পরিশেষে, এই সভা মনে করে যে মানুষের মধ্যে সাক্ষরতা ও সচেতনতা এবং বিজ্ঞান মনস্কতা ও সুস্থ সংস্কৃতি-বোধ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

জাতীয় গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্র

বিগত ১০-১৪ ডিসেম্বর জাতীয় গ্রন্থাগার কলকাতা শহরের ত্রি-শতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থাগারে আধুনিকীকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতির পরিকল্পনার উপর এক আন্তর্জাতিক স্তরের আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। আলোচনা-চক্রের উদ্বোধন হয় বিগত ১০ ডিসেম্বর। উদ্বোধন করেন মাননীয় রাজ্যপাল ডঃ ধৈয়ন্দ্র হুসেন হাসান। বিশিষ্ট অতিথিবর্গের মধ্যে ছিলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ শঙ্কর সেন, বিশ্বভারতীর উপাচার্য ও জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব ভাস্কর ঘোষ।

আলোচক্রের দুটি অংশ ছিল—একটি ছিল গ্রন্থাগারে আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা সংক্রান্ত পরিকল্পনা আরেকটি ছিল পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পুঁথি সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্রান্ত কর্মশালা। ইংলণ্ড, আমেরিকা, যুগোস্লাভিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা এই আলোচনাচক্রে যোগদান করেন।

পরিষদে বিদেশী অতিথিদের সম্বর্ধনা

কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার—'দক্ষিণ এশিয়ার গ্রন্থাগার গুলিতে আধুনিকীকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি পরিকল্পনার ওপর বিগত ১০-১৪ ডিসেম্বর একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রও পরিষদ যৌথভাবে ১২ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কক্ষে সেই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারী দেশী ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ দের সম্বর্ধনা প্রদান করে। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী। তিনি বিশেষজ্ঞদের স্বাগত জানান ও পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যপদ্ধতি উল্লেখ করেন। ভারতীয় বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র ও পরিষদের (IASLIC) সাধারণ সচিব শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সংস্থার কার্যাবলীর উল্লেখ করেন। এরপর লাইব্রেরী অব্ কংগ্রেসের ওভারসীস্ অপারেশনের মুখ্য পদাধিকারী শ্রীমতী ই. ক্রীশ্চীয়ান ফিলস্ট্রাপ (E. Christrian Filstrup) 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এণ্ড রেকর্ডস্, লণ্ডন' এর 'ইউরোপীয়ান প্রিন্টেড বুকস্' এর প্রধান শ্রী জে. এম. সিমস্ (J. M. Sims), 'ন্যাশনাল এণ্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরী, জাগ্রেব, যুগোস্লাভিয়ার লাইব্রেরী অটোমেশন, ডেভেলপমেন্ট' এর উপদেষ্টা শ্রীমতী মিরনা উইলার (Mirna Willer); বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগারের সহঅধিকর্তা, সাহাবুদ্দিন খান; শ্রীলঙ্কা জাতীয় গ্রন্থাগারের সভাপতি, শ্রীমতী হেমাভরী কোরিয়া (Ishavari Corea); নেপাল জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রবর গ্রন্থাগারিক শ্রীমতী সুশীলা দ্বিবেদী (Sushila Dwivedi) সকলে তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই আন্তরিক অভিনন্দন ও সংবর্দ্ধনার প্রত্যুত্তরে নিজ নিজ দেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। শ্রীমোহন রাজা (Mohan Raja) মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) এবং ভারতীয় বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র ও পরিষদ (IASLIC) এর বিগত যৌথ সম্মেলনের সার্থকতার পিছনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদের (IFLA) সহ সভাপতি শ্রী পি. বি. মঙ্গলা (P. B. Mangla) উপস্থিত সকল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানীকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং দেশে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নয়নে গ্রন্থাগার আইনের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতার গ্রন্থাগারিক, শ্রীমতী কল্পনা দাশগুপ্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ভারতীয় বিশিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র ও পরিষদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্যবৃন্দের কর্মদক্ষতা ও দক্ষতার কথা উল্লেখ করেন। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এস. এম. শ্রীকুলকার্নী।

গ্রন্থ সমালোচনা

বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা

প্রথম খণ্ড (১৭৪৩ হইতে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ) সঙ্কলক ও সম্পাদক/শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য/এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ।

॥ ১ ॥

মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে সাহেবদের হাত ধরে। তেমনি মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির প্রথম তালিকা বা পঞ্জি প্রস্তুত ও প্রকাশিত হয়েছে সাহেবদেরই কল্যাণে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়েছে হয় প্রেস য়্যাণ্ড রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, যার ফলে উদ্ভব হয় 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ'-এর। এই ক্যাটালগ বা তালিকা প্রতি তিন মাস অন্তর রাজ্যের সরকারী গেজেট, অর্থাৎ 'ক্যালকাটা গেজেট'-এ বিশেষ পরিশিষ্ট হিসেবে প্রকাশিত করার ব্যবস্থা হয়। তালিকার আসল নাম "Catalogue of Books Registered in the Presidency of Bengal during the quarter…". স্পষ্টতই, ১৮৬৮ থেকে প্রকাশিত এই তালিকা মারফৎ ১৮৬৭ থেকে মুদ্রিত বাংলা বই ও পত্র পত্রিকার হদিশ পেতে কোনো অসুবিধে নেই। এই তালিকায় গ্রন্থবিবরণ ও বেশ বিস্তর—প্রকার, পৃষ্ঠাসংখ্যা, প্রকাশের তারিখ, প্রকাশক ও ঠিকানা মুদ্রক ও ঠিকানা, মুদ্রিত কপির সংখ্যা, এবং গ্রন্থের বিষয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা সম্বলিত তথ্যের সম্ভাবেশ দেখা যায়। এবং আইন বিধায় মুদ্রিত সমস্ত গ্রন্থাদি এক জায়গায় জমা পড়ার ফলে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ সহজেই পূর্ণাঙ্গ আকার-তালিকা হতে পেরেছে।

কিন্তু ১৮৬৭-র প্রায় ৯০ বছর আগে এদেশে মুদ্রিত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বই এবং যাতে পাই বাংলা মুদ্রণের প্রথম নিদর্শন—সেই হালহেডের ব্যাকরণ অর্থাৎ ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হালহেড কৃত 'এ গ্র্যামার অভ বেঙ্গল ল্যাংগুয়েজ' থেকে শুরু করে ১৮৬৬-৬৭ পর্যন্ত মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির তালিকার জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হয়েছে দুই সাহেবের ওপর। এঁদের একজন হলেন লং (রেভারেণ্ড জেমস লং) এবং অন্যজন ওয়েঙ্কার (রেভারেণ্ড জন ওয়েঙ্কার)। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত লং সাহেবের তালিকাই সমধিক প্রসিদ্ধ। এ তালিকাটিকে মূলত করে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের শেষে এটিকে পুনর্মুদ্রিত করেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থের ৫ম সংস্করণ' থেকে লং-এর তালিকা বহুদিন পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ওয়েঙ্কার সাহেবের তালিকা প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে। এর আখ্যা হল: A Catalogue of Sanskrit and Bengali Publications Printed in Bengal, তবে এর পরিচিতি লং সাহেবের তালিকার চেয়ে অনেক কম। এর বিশেষত্ব হল, এতে আছে লং-এর তালিকা পরবর্তী দশ বছরের বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির উল্লেখ।

কিন্তু লং সাহেব যে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তালিকাটির পূর্বে আর একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন এবং ১৮৫২-তে সেটি মুদ্রিত হয়েছিল, এ তত্ত্ব জানা ছিল না। এ তত্ত্ব প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন আমাদের সমালোচ্য গ্রন্থটির সংকলক ও সম্পাদক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। ইনি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরির বাংলা-ওড়িয়া-অসমিয়া গ্রন্থের তালিকা ঘাটতে গিয়ে লং-কৃত এই তালিকার সন্ধান পান। এবং মূল তালিকার কোনো মুদ্রিত কপি এদেশে না পাওয়ায় বিলেত থেকে এর ফটোকপি আনিয়ে নেন। সুতরাং বলতে হবে লং-কৃত ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত তালিকার আবিষ্কারক তথা তার একমাত্র সংগ্রাহক হবার গৌরব অবশ্যই যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের।

। ২ ।

দুই সাহেব কর্তৃক সংকলিত তালিকা থাকা সত্ত্বেও বাংলা গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থাদির তালিকা নতুন করে তৈরি করার খুবই প্রয়োজন আছে। তার কারণ লং ও ওয়েস্তার কৃত তালিকাগুলির অসম্পূর্ণতা। এঁদের তালিকায় গ্রন্থাদির সনাক্তকরণের কাজটা খুবই ত্রুটিপূর্ণ। সনাক্তকরণের জন্যে অপরিহার্য যে-কয়েকটি তথ্য থাকা দরকার—যথা লেখক, প্রকাশক, প্রকাশকাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা এবং বিষয়-পরিচয়, তা নেই। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগের গ্রন্থ বিবরণ দেখলেই এই ত্রুটি প্রকট হয়ে পড়ে।

মনে হয় লং-কৃত ১৮৫২-র তালিকাটির আবিষ্কার (আমার আলোচনার সুবিধার জন্য এখন থেকে আমি লং সাহেবের দুটি তালিকাকে যথাক্রমে ১৮৫২-র তালিকা ও ১৮৫৫-র তালিকা বলে অভিহিত করব) যতীন্দ্রমোহনকে প্রোৎসাহিত করে থাকবে তাঁর প্রস্তাবিত বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা প্রস্তুত করতে। এই তালিকার পরিধি ১৭৪৩-১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৭৭৮-এর আগে একমাত্র ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহরে রোমান অক্ষরে ছাপা হয়, দুটি বাংলা বই। তাই বাংলা গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণকাল ধরা হয়েছে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। যতীন্দ্রমোহন কিন্তু সে-কথা তাঁর ভূমিকায় বলেন নি।

সমালোচ্য গ্রন্থটি যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাবিত তালিকার প্রথম খণ্ড। এর সময়সীমা ১৮৫২ পর্যন্ত। এই সীমারেখা টানার কারণ ১৮৫২-র তালিকা। এবং কার্যত ১৮৫২-র তালিকাকেই নানাভাবে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেমন, প্রথমে আছে ১৮৫২-র তালিকার যথাযথ পুনর্মুদ্রণ; তারপর আছে উক্ত তালিকাভুক্ত গ্রন্থগুলির যথাসম্ভব সনাক্তকরণের প্রয়াস; তারপর আছে ১৮৫২-র পূর্বে মুদ্রিত কিন্তু ১৮৫২-র তালিকায় অনুল্লিখিত গ্রন্থাদির বর্ণানুক্রমিক তালিকা; তারপর, অর্থাৎ চতুর্থ ভাগে, আছে ১৮৫২ ও তারপরে মুদ্রিত ইংরেজি ভাষায়, স্থলবিশেষে ইংরাজি বাংলা উভয় ভাষায় আখ্যাপত্রযুক্ত বাংলা গ্রন্থাদির রোমান বর্ণানুক্রমিক তালিকা। তারপর আছে উক্ত চারটে ভাগের সঙ্গে যুক্ত তিনটে পরিশিষ্ট। পরিশিষ্ট (ক) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে উল্লিখিত গ্রন্থাদির বর্ণানুক্রমিক নামসূচি। পরিশিষ্ট (খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগে উল্লিখিত গ্রন্থাদির বর্ণানুক্রমিক এদেশীয় গ্রন্থকার সূচি। এবং পরিশিষ্ট (গ) দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থভাগে উল্লিখিত বর্ণানুক্রমিক বিদেশীয় গ্রন্থকার সূচি।

কিন্তু এত কাণ্ড করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। যতীন্দ্রমোহন বহু পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু সে তুলনায় তাঁর শ্রম ফলপ্রসূ হতে পারে নি। তিনি তাঁর আবিষ্কারের অতি-উৎসাহে ১৮৫২-র তালিকাকে যে-গুরুত্ব দিয়েছেন, সে গুরুত্ব আসলে ১৮৫৫-র তালিকারই প্রাপ্য। ১৮৫৫-র তালিকা তো ১৮৫২-র তালিকারই বিস্তৃততর রূপ এবং বিষয়গত বিন্যাসে ও তথ্যসমাবেশে সমৃদ্ধতর। ১৮৫২-র তালিকা, যার শিরোনাম 'গ্রন্থাবলী' এবং যা শ্রীরামপুর থেকে মুদ্রিত—একটি নিছক বর্ণানুক্রমিক আখ্যায় তালিকা। এর যা কিছু মূল্য তা হল ঐতিহাসিক—বাংলা হরফে মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থতালিকার প্রথম নিদর্শন।

১৮৫৫-র তালিকা অবলম্বন করেই যতীন্দ্রমোহনের কাজটা চালানা করা উচিত ছিল। যেখানে উচিত ছিল তাঁর আবিষ্কৃত ১৮৫২-র তালিকার পরিপূরক মূল্য কতটুকু—অর্থাৎ, এ তালিকায় এমন কিছু গ্রন্থের উল্লেখ আছে কিনা যা ১৮৫৫-র এ তালিকায় নেই।

যতীন্দ্রমোহন যে তালিকা, প্রস্তুত করেছেন তাতে গ্রন্থের সনাক্তকরণ বা বিবরণ বলতে যা আছে তা হল শুধু গ্রন্থাখ্যা, প্রকাশ-সাল এবং সম্ভবস্থলে লেখক কিংবা অনুবাদকের নাম। ফলে এই তালিকা ইঙ্গিত গ্রন্থপঞ্জির রূপ পায় নি। অথচ এর আদর্শ তাঁর সামনেই ছিল—তাঁর গ্রন্থে এর ফটোকপি-ই রয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর তরফ থেকে ১৭৪৩-১৮৬৭ পর্যন্ত মুদ্রিত বাংলা গ্রন্থের যে-তালিকা সংকলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, সে তালিকা সংকলনে যে বিস্তার ও বিবিধ তথ্য সম্বলিত গ্রন্থবিবরণ পদ্ধতি (দ্রঃ ফটোকপি, পৃ. ৮৬-র সামনে) গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই পদ্ধতিই এই

জাতীয় তালিকার পক্ষে প্রকৃষ্ট। বর্তমান তালিকাটি প্রস্তুত করতে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করাই সমীচীন ছিল। তাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মূল্যবান কাজটা পরিণতি পেত।

প্রস্তুত তালিকাটিতে নানা বিস্তার ও সূচি দেখতে পাই। কিন্তু পাই না সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিন্যাস ও সূচি। ফলে এ তালিকায় পাই না প্রাচীন বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির কালানুক্রমিক বিকাশের রূপরেখা, পাই না বিষয় বিশেষ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা, পাই না পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রের একত্র উল্লেখ।

এই রকম তালিকায় যথাযোগ্য গ্রন্থবিবরণ বা টীকা না থাকলে কতখানি বিপত্তির উৎপত্তি ঘটে তা নিম্নোক্ত দৃষ্টান্তেই প্রকট হবে। বাংলা ভাষায় রচিত আদি গদ্য গ্রন্থ হিসেবে যে তিনটি বইয়ের হদিশ এযাবৎ পাওয়া গেছে তার উল্লেখ এই তালিকায় যা আছে তা হল—

Assumpcan, Manoel Da,

—Dom Antonio's Catechism in Bengali, 1743.

—Vocabulario Em Idioma Bengalla, E Portuguez, 1743.

—কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (বেদ), 1734, 1836 (2nd ed).

এই নামমাত্র উল্লেখে গ্রন্থ তিনটিই কোনো গুরুত্বই প্রকাশ পায় নি; উপরন্তু যেটুকু উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও গুরুতর ভুল। প্রথমত, প্রথম ও তৃতীয় বইয়ের মূল আখ্যা যথাযথ দেওয়া হয়নি। তৃতীয় বইটির আখ্যার আদি রূপ হল: .Creper Xaxtrer Orth, Bhed; তারপর উক্ত তৃতীয় বইটির প্রথম প্রকাশ কাল ১৭৩৪ ছাপা হয়েছে (দ্রঃ পৃ. ১৮ ও পৃ. ১৪৪)। মুদ্রণ-প্রমাদে উক্ত পৃষ্ঠাতেই ১৭৪৩ হয়েছে ১৭৩৪—একথা মানতে কোনো দ্বিধা থাকত না যদি না জানতুম যে ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মানোয়েল দা আসুম্পসাঁও গ্রন্থটির একটি ভূমিকা লেখেন। সুতরাং ১৭৩৪ সালটির উল্লেখ নিছক মুদ্রণ-প্রমাদ কিনা—সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়।

তাছাড়া গ্রন্থ তিনটির তালিকাকরণ থেকে জানা গেল না যে এগুলির প্রথম মুদ্রণকর্ম পর্তুগালে সংঘটিত হয় (এবং প্রথম গ্রন্থটি আদৌ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়েছিল কি না, সেও এক বিতর্কিত বিষয়); জানা গেল না যে প্রথম বইটির দুটো পুঁথির খবর আছে, যার একটিতে পাশাপাশি বাংলা ও রোমান লিপিতে বাংলা পাঠ, তলায় পর্তুগীজ ভাষায় বাংলায় আক্ষরিক অনুবাদ, আর দ্বিতীয় পুঁথিতে আছে বাঁদিকে রোমান অক্ষরে বাংলা পাঠ এবং ডানদিকে পর্তুগীজে তার সারাংশ। সুতরাং প্রশ্ন, যতীন্দ্রমোহন যার উল্লেখ করেছেন তা কোন পুঁথির পাঠ? আরো জানা গেল না যে বইটির লেখক মানোয়েল দা আসুম্পসাঁও নন, লেখক হলেন একজন বাঙালি খৃস্টান যাঁর নাম ডোম আন্তনিও (Dom Antonio)।

তৃতীয় বই, অর্থাৎ 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ'-এর যে সংস্করণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে ছাপা হয়। তার সম্পাদনা যিনি করেন তাঁর নাম এক জায়গায় লিপিবদ্ধ হয়েছে ফ্রান্সিস্ সমারিয়া গেরে জাকবছ, আর এক জায়গায় লিপিবদ্ধ হয়েছে গেরে জ্যাকবছ ফ্রান্সিসকস মারিয়া। সম্পাদকের প্রকৃত নামটি তাহলে কী ধরব?

যতীন্দ্রমোহন তাঁর ভূমিকায় জানিয়েছেন, চতুর্থভাগ ১৮৫২ খ্রীঃ ও তৎপূর্বে মুদ্রিত ইংরেজি অথবা ইংরেজি বাংলা উভয় ভাষায় আখ্যাপত্রযুক্ত বাংলা গ্রন্থাদির বর্ণানুক্রমিক তালিকা। তাই যদি হয় তাহলে উক্ত তালিকায় নিম্নলিখিত বইগুলি (কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র) কেন তালিকাবদ্ধ করা হল?—

Am I a Christian—Williamson, J., 1844.

Constitution of Man—Combe, Mr., 1849.

Fruit of Drunkenness/Darkness—Lecroix, A.F., 1840.

(এক্ষেত্রে আখ্যাতালিকায় পাই Fruit of Drunkenness এবং লেখক তালিকায় পাই Fruit of Durkness, প্রকৃত আখ্যা কোনটি?)

History of British India, 10 vols., 1830-31, 1832-33.
History of the Jews—Tucker, H.C., 1843.
Pay attention—Alexander, J. W., 1844.
Tempest—Monckton, 1836.

এগুলি কি বাংলা বই? এই সন্দেহ নিরসনের জন্যে টীকার একান্ত প্রয়োজন ছিল।

পরিশেষে লক্ষ্যে জানাই, যতীন্দ্রমোহনের বইতেও দেখতে হল হ্যালহেডের বইয়ের আখ্যা—A Grammar of the Bengali Language (পৃ. ৭৪ ও পৃ. ১৪৮)! (প্রকৃত আখ্যা—A Grammar of the Bengal Language).

—আদিত্য ওহদেদার।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL EDUCATION (HIGHER EDUCATION)

DEPARTMENT APPOINTMENT BRANCH

No. 2003 Edn (A)
5p-60/89

Dated Calcutta, the December, 1990

From : Sri P. K. Bhattacharyya, W.B.C.S.,
Deputy Secretary to the Government of West Bengal

To : The Director of Public Instruction,
West Bengal.

Sub : Revision of pay scales of Librarians and Physical Instructors/Instuctress attached to Government Colleges

The undersigned is directed to say as follows :—

Government of India have decided to implement the revision of scales of pay in respect of Librarians and Physical Instructors in Universities and Colleges with effect from 1.1.86 and in their letter no. F. 1-21/87-UI dt . 22.7.88 of the Department of Education in the Ministry of Human Resource Development read with their D. O. letter of even no. dt.7.9.87 requested the State Governments to consider, interalia the question of implementing the scheme of the revised pay scales of the said categories of employees with such modifications, if any, as may be considered necessary to suit the local conditions. The Government of India have offered to render financial assistance to the extent of 80% of the additional expenditure involved for giving effect to revised pay scales subject to following conditions :—

i) The central assistance on this account will be available for the period from 1.1.86 to 31.3.90. The State Government will meet the remaining 20% of the expenditure from their own resources during the above period.

ii) The State Government will take over the entire responsibility for maintaining the revised scales of pay with effect from 1.4.90

iii) Central assistance will be restricted to the revision of pay scales for the posts which were in existence on 1.1.86

2. The State Government have already sanctioned the scheme of revision of pay scales in respect of the teachers of Government Colleges with effect from 1.1.86 vide Govt. Order no. 213-Edn (A) dt. 23.2.89,

3. After careful consideration of the matter, and in recognition of the importance of the Librarians and Physical Education personnel in Government Colleges, the State Government have decided to introduce the scheme of revised pay scales in respect of Librians and Physical Instructors/Instructress of Government Colleges.

4. The Governor is, therefore, pleased to sanction introduction of the following revised scales of pay for Librarians of Govt. Colleges (Excluding Engineering, Technological, Medical, Agriculture and Veterinary Colleges) and Physical Instructors/Instuctresses of Government Colleges including Engineering and Technological colleges but excluding medical, Agriculture and Veterinary Science Colleges of this State with effect from 1.1.86 subject to the conditions stipulated in Annexure I and the pay fixation formula in Annexure—II.

Designation	Existing pay scale	Revised pay scale
Librarian	700-1600/-	2200-75-2800-100-4000
Librarian (Senior Scale)	Non existing	3000-100-3500-125-5000
Librarian (Selection Grade)	Non existing	3700-125-4950-150-5700
Physical Instructor/Instructresses	700-1600/	2200-75-2800-100-4000
Physical Instructor/ Instructresses (Senior Scale)	Non existing	3000-100-3500-125-5000
Physical Instructar/Instructresses (Selection Grade)	Non existing	3700-125-4950-150-5700

5. The revised scales of pay are applicable only to the Librarians and Physical Instructors/Instructresses of Government Colleges who having been appointed as such on a regular and whole-time basis were in position on 1.1.86 or the thereafter and were or have been drawing pay in the existing U. G. C. scale of Rs. 700-1600/- against sanctioned posts.

The above revised scalles will not be applicable to the Librarians and Physical Instructors/Instructresses of Government Colleges who were not or have not been drawing pay in colleges in the UGC scale of Rs. 700-1600/-

Amendment in the relevant rules and orders will be made by the State Government where called for.

6. This Government Order issues with the concurrence of the Finance Department vide their u. o. no. Group B 986 dt. 23.11 90.

7. The Accountant General, West Bengal is being informed.

Deputy Secretary.

No. 2003/1(3)-Edn (A)

Copy along with copies of Annexure forwarded to :

1. Finance department of this Government ;
2. Accountant General, West Bengal ;
3. Pay and Accounts Officer, Culcutta Pay and Accounts Office, 81/2/2, Phears Land, Calcutta-12 ;
4. The Secretary, Public Service Commission, West Bengal, for information.

Calcutta.
the 4th December, 1990 Assistant Secretary.

No. 2003/2(5)-Edn (A)

Copy forwarded for information :

1. The Deputy Director of Public Instruction (Admn) ;
2. The Deputy Director of Public Instruction (Training)
3. The Assistant Director of Public Instruction (Physical Education)
4. The Budget Branch of this department ;
5. Guard file, (for record)

Calcutta,
the 4th December, 1990 Assistant Secretary.

No. 2003/3(30)-Edn (A)

Copy forwarded for informution to :

1. The Principal/Officer-in-Charge _____
2. _____ (All Treasury).

Calcutta,
the 4th Decamber, 1990 Assistant Secretary.

ANNEXURE--I

G. O. No. 2003-Edn (A), dt. 4. 12. 90

Terms and conditions of the revised pay scales.

1. The revised scales of pay will be effective from 1.1,86

2. The revised scales of pay are inclusive of the basic pay, the dearness pay, the dearness allowance, and the interim relief, if any, admissible to the Librarians and Physical Instructor/Instructress as on 1st January, 1986 (the manner of taking the Dearness Allowance components into account has been noted at Annexure-II).

3. The revised scale of pay of Physical Instrutor Instructress is for the existing incumbents of these positions in the Govt. Colleges at present on joying U.G.C. scale of Rs. 700-1600/-. There shall be no fresh recruitment to this category against any vacancy whatsoever.

4. Recruitment to the posts of Libraians in the Govt. Colleges shall be on the basis of merit through all India advertisement and selection, but through the existing mechanism as per recruitment rules framed by the State Government.

5. The minimum qualification required for appointment to the post of Librarian of Govt, Colleges will be those prescribed by the U.G.C. from time to time and approved by the State Government Recruitment to the posts shall be made by open advertisement made by West Bengal Public Service Commission.

6. Only those candidates who, besides fulfilling the minimum academic qualifications prescribed for the Librarians of Government Colleges, have qualified in a comprehensive test to be specially conducted for this purpose will be eigible for appointment to these posts. The said comprehensive test will be held by U. G. C. or any other agency engaged for this purpose by the State Government.

7. The candidates who at the time of the recruitment as Librarians and Physical Instructor/Instructress in Government Colleges possess M. Phil or Ph. D. degrees in Library Science or Physical Education, of the case may be, will be sanctioned one or three advance increments respectively in the scale of Rs. 2200-4000/- alongwith the benefit of corresponding years of service for the purpose of up-gradation. The existing incumbents without research degrees and those similarly situate recruited in future will be eligible for similar benefit in service for the purpose of up-gradation as and when they acquire research degrees, but they will not be eligible for advance increments. The existing incumbents with research, degrees will also be eligible for the benefit of service for the purpose of up-gradation but not for advance increments.

পৌর—৩

Career Advancement

8. Every Librarian and Physical Instructor/Instructress of Govt. Colleges, who will be in the revised scale of Rs, 2200-4000/- will be placed in the senior scale of Rs. 3000-5000/- if he/she has ;

a) Completed eight years of continuous service *after regular appointment* with relaxation as provided in para 7 above.

b) Participated in two refresher courses/summer institutes each of approximately four weeks duration or engaged in appropriate countinuing education programe of comparable quality as may be specified by the U. G. C.

c) Consistently *satisfactory performance appraisal* report.

Explanation :

All existing incumbents *who are in the scale of Rs. 700-1600/- and who have completed 8 years of service on 1. 1. 86 will be placed through a process of screening*/sclection by a committee to be constituted by the State Govt. in the scale of Rs. 3000-5000/-. The benefit of service provided in para 7 above will be available for the initial placement also.

9. Every Librarian/Physical Instructor/Instructress of Govt. Colleges who has been placed in the senior scale will also be eligible for placement in the selection Grade of Rs. *3700-5700/- if he/she has* :

a) *Completed 8 years of service in the senior scale provided that the requirement of 8 years will be relaxed if the total continuous regular service is not less than 16 years.*

b) Made significant contribution to the development of Library science/Physical Education, as evidenced by *self assesment, reports of referees, professional improvement in the Library services*/physical Education activities etc, as the case may be.

c) Participated in two refresher courses/Summer Institutes each of approximately four weeks duration, or engaged in other appropriate continuing educational

programme of comparable quality as may be specified by the U. G. C. after placement in the senior scale ; and

d) ***Consistently good performance appraisal reports.*** All such placements in the Selection Grade will be ***Made through a process of Screening*** Selection by a Committee to be constitute, by the State Government for this purpose.

10. On fixation of pay in the revised scales the interim relief that has been sanctioned after 1.1.86 would cease to be payable.

11. Anomalies, if any, in the implementation of the scheme may be brought to the notice of the department of Education (Higher) for clarification

ANNEXURE—II to G. O.

No. 2003-Edn (A) dt. 4.12.90

Formula for fixation of pay in the revised scales

1. Pay in the revised scales should be fixed under this scheme only after :—

Changes, where necessary in the Rules, Regulations etc. will be made by the authorities concerned to incorporate the provisions of this scheme.

2. The pay of Librarians/Physical Instructors/Instructress in Govt. Colleges may be fixed in the revised scales of pay in the following manner :—

i) An amount representing 20% of basic pay in the existing scale shall be added to the "existing emoluments".

ii) After the existing emoluments have been so increased, the pay shall be fixed in the revised scale at the stage next above the amount thus computed :

Provided that :

a) If the minimum of the revised scale is more than the amount so arrived at, the pay shall be fixed at the minimum of the revised scale;

b) If the amount so arrived at is more than the maximam of the revised scale, the pay shall be fixed at the maximum of that scale.

Explanation

i) The "existing emoluments" of a Librarian/Physical Instructor/Instructress on 1.1.86 shall include :

a) Basic pay

b) Dearness pay, additional dearness allowance and ad-hoc dearness allowance, if any ;

c) Interim relief, if any ;

d) Dearness allowance components as allowed on 1. 1. 1987 will be taken into account notionally as such components for the purpose of fixation of pay with effect from 1. 1. 86.

ii) For the purpose of adding 20% to the existing emoluments ;

a) The basic pay shall be the pay on 1.1.1986 in the 1973 V. G. C. scales ; and

b) Where a portion of the total emolument has been merged with the existing U. G. C scales prior to 1. 1. 86, the basic pay may be reckoned notionally in the existing U. G C scale for the purpose of fixation of pay.

Note : Where in the fixation of pay under clauses 2 (ii), the pay of a Librarian/ Physical Instructor araving pay at more than five consecutive stages in an existing scale gets bunched that is to say, gets fixed in the revised seale at the same stange, the pay in the revised scale of such of the Librarians Physical Instructors who are drawing pay beyond the first five consecutive stages in the existing scall shall be stepced up to the stage where such bunching occurs, as under namely :—

a) For Librarians/Physical Instructors/Instructress drawing pay from the 6th upto 10th stage in the existing scale, by one increment :

b) For Librarians/Physical Instructors/Instructress drawing pay from the 11th upto 15th stage in the existing scale, if there in bunching beyond the 10th stage, by two increments ;

c) For Librarians/Physical Instructors/Instructress drawing pay from the 16th upto 20th stage in the existing scale, it there is bunching beyond the 15th stage, by three increments.

If by stepping up to the pay as above, the pay of a Librarian Physical Instructor/ Instructress gets fixed at a stage in the revised scale at which the pay of a Librarian/Physical Instructor who was drawing pay at the next higher stage or stages in the same existing scale is fixed, the pay of the latter shall also be stepped up only to the extent by which it falls short of that of the former. This benefit of bunching shall be admissible only in case of pay fixation in the corresponding revised scale and not in cases of upgradation in higher scales.

3. The next increment of a Librarian/Physical Instructor/Instructress whose pay has been fixed in the revised scale in accordance with Rule 2 (ii) shall be granted on the date he would have drawn his increment, had he continued in the existing scale.

Provided that in cases where the pay of a Librarian/Physical Instructor/Instructress is stepped up in terms of the Note under Rule 2 (ii) the next increment shall be granted an the completion of qualifying service of 12 months from the date of stepping up of the pay in the revised scale. Provided further that in the case of persons who had been drawing maximum of the existing for more than a year as on 1.1.86. the next increment in the revised scale shall be allowed on 1.1.86 ।

Provided further that in cases where the incumbents are placed in higher scales, i. e. senior scale or selection grade, the next increment shall be granted on completion of qualifying of 12 months from the date of such placement.

4. If any of the existing incumbents earned an increment on 1.1.86 in the unrevised scale his basic pay on 1.1.86 shall be inclusive of increment that fell due on the date for the purpose of fixation of pay.

5. The additional amount of D. A. effective from 1.1.87 and notionally merged in the basic pay in the revised scale for the period from 1. 1. 86 to 31. 12. 86 shall be deducted from the arrear entitlements of the incumbents. Similar will be the position with regard to any additional amount of D. A. sanctioned on any date during the period from 1.1.86 to 31.12.86. The same formula should also follow in case of interim relief, if any for the period from 1.1,86 to 31.7.86 ;

Provided that where the pay of the incumbents is fixed at the minimum of any of the revised scales actually awarded to them on 1.1.86 even by taking in to account notionally the aforesaid element of D. A. & Interim relief, the said amount towards additional D. A. & Interim relief shall not be deducted from their arrear entitlement.

6. Pay fixation of the incumbents shall first be made in the corresponding revised scales on 1.1.86 aud there after their pay should be refixed in the higher scales when awarded to them with effect from the date of such award and in such cases of award the date of next increment after refixation in the higher scale shall be on completion of service of one year in the higher scale,

ENGLISH ABSTRACTS OF THE ARTICLES, ETC.

Published in GRANTHAGAR V. 40. No. 4

July-August, 1990

Editorial : *Essentiality of library*

Pp. 95—96

The Library movement in West Bengal has completed 65 years. But the libraries are not playing their propor role. Instead of providing information service they are merely collecting and preserving the documents. Unless the librarians take part in the planning, administration and decision making function, the social image of the librarians will not change. The schools, which are giving birth to doctors, engineers, scholars, do not have a proper organised library. Those which have, do not care to motivate the students to make proper use of the library. Unless the libraries become the centres of study, social recognition of the librarians will not be attained.

Literacy programme and library : *Sukumar Bhattacharyya.* *Pp* 97—99

The library has a role to play in eradicating illiteracy. In literacy, West Bengal occupies the 16th place in India. This year has been marked as Internotional Literacy year & India is also observing this. The librarian should be aware of this and must work hard to remove illiteracy.

Subject Headings list in Bengali : *Methods and Rules* – *Dilip Kumar Mohanty & Bijoy Dey.* *Pp. 100—111*

Discusses the methodology in preparing subject heading list in Bengali language. Four subjects—Botany, Physics, Philosophy and Economics have been chosen to represent the sciences, the humanities and the social sciences. The methodology includes the subject analysis, i e definition, scope and division subdivision of the subjects ; system of collection of words, their arrangement & guidelines of how these words can be used as subject headings.

Reja library : *Rampur—Anil Chandra Paul.* *Pp. 113—114*

Discusses the collection of Reja library, Rampur, the famous research centre, named after Reja Ali Khan, Nawab of Rampur. This is housed in the Hamid Manjil palace of Rampur Nawabs which was transferred to Reja library from 2nd June, 1952. The collection consists of handwritten manuscripts, rare books in Arabic, French, Persian, Urdu, Sanskrit & other languages, miniature paintings, etc. It includes a handwritten 'Koran' in which various styles have been manifested & documents like 'Dewani-Babar' which contains the handwriting of the moghul emperor, Babar.

Editorial : ***Communalism & the role of librarians.*** *Pp. 119—120*

India is now being confronted with a big problem—Communalism. The librarian has also a role in fighting this communal feeling which is destroying the healthy, brotherly relationship in the society. The librarians should maintain the proper cultural atmosphere in the society by pointing out the adverse effects of this communalism, by awakening the consciousness, self confidence among people and by providing the right information at the right moment to the right people.

Library Publicity *—Rajkumar Mukhopadhyya Pp. 121—130*

The use of library may be extended by its proper publicity. Library Publicity has two sides—within the library and outside the library. The first is meant for the members and the other one is to motivate the non-users to use the library. The author has concentrated on this external publicity which is meant to communicate to the mass the role of libraries in public welfare. To make it a success, all the libraries should be united and should put the responsibility on the Library Associations. The author has also analysed different kinds of inquisitiveness prevalent in human mind and how various types of publicity can be used to attract people.

Library scene in Andhra Pradesh—A. A. N. Raju. *Pp. 131—135*

With the spread of education and establishment of schools and colleges in Andhra Pradesh, a good number of libraries have come up, With the enactment of the Public Library Act in 1960, the library system has remarkably developed. There are State Central Library, Regional Libraries, District Central Libraries, Branch Libraries, Village Libraries, Book Deposit Centres, Mobile Libraries, Aided Libraries, Panchayat Libraries and Co-operative Society Libraries. According to the report prepared upto 1984, there are 4078 public libraries. There are 743 libraries scattered in 230 towns and 3,434 village libraries. Besides, there are over 400 academic libraries. Five universities in the state are giving training at Master Degree level in Library and Information Sciences & A. P. University is awarding Ph. D. degrees. The government is also conducting training courses at certificate level. A good number of books in Library and Information Science have been published in Telegu language and Andhra Pradesh Library Association has taken an important part in this.

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postalr egd. No WB/CC—145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 40 : No. 9 December—January 1990-1991

Contents

	PAGE
Copy right of Rabindranath's works (Editorial)	210
Arabinda Maji	
Internal activities of Library of Emperor Akbar	212
Library Day - Central Meeting	215
Resolutions of Library Day	217
International Conference on Modernisation of Libraries and Conservation of Materials	218
Reception of foreign delegates	218
Book review	219
Govt Order regarding pay revision of Govt. College Librarians	223
English Abstracts	232

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, মাঘ

সূচী

পৃষ্ঠা

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধন
(সম্পাদকীয়) 234

বিনোদবিহারী দাস ও নন্দদুলাল বসাক
থিস্তরাস : গঠন ও সঙ্কলন পদ্ধতি 236

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য সমীক্ষা কি সম্ভব ? 248

English Abstracts 254

শোক সংবাদ 256

CALCUTTA UNIVERSITY

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১০ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, মাঘ

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম

সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধন হয় বেতন কমিশনের মাধ্যমে। দীর্ঘ বিলম্বের পর চতুর্থ বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল এবং তার সুপারিশের মাধ্যমে সরকারী কর্মীদের বেতন সংশোধন হয়েছে। চতুর্থ বেতন কমিশন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধন করতে গিয়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তার সমাধানের জন্য একটি কমিটি গঠনের সুপারিশ করেন। ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে (বর্তমান ILA এর সভাপতি) শ্রীযুক্ত সুধাংশু বিশ্বাস মহাশয়ও একজন সদস্য ছিলেন। কমিটির সুপারিশ বেশ কিছুদিন আগে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু তা অজ্ঞাত কারনে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয় নি। শোনা যাচ্ছে সুপারিশকে 'গোপনীয়' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংশোধনের জন্য একটি আদেশনামা প্রকাশিত হয়েছে। আদেশনামাটি 'গ্রন্থাগারের' অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

সরকারী আদেশনামাটি প্রকাশ হওয়ার পর গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যুগপৎ সন্দেহ ও হতাশার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের অভিমত যে আদেশনামা দ্বারা গ্রন্থাগার কর্মীদের আশা আকাঙ্খার পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না এবং যে উদ্দেশ্যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। কেউ কেউ আশংকা করছেন এই আদেশনামা গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তির জন্যে সুবিধা আনবে এবং বাকী অংশের ভবিষ্যত অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে এবং এতে পূর্বের জটিলতা কমবে না বরং বৃদ্ধি করবে।

সরকারী আদেশনামায় সারা ভারতবর্ষের সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য মোট ১২ স্তরের পদ ও বেতনক্রম রয়েছে। তার মধ্যে তিনটি লোয়ার সাবর্ডিনেট গ্রুপ তিনটি সহকারী স্তর, তিনটি অফিসার এবং বাকী তিনটি অধিকর্তা স্তরের পদ নির্ধারণ করা হয়েছে। সর্ব নিম্ন মূল বেতন ৭৫০ টাকা আর সর্বোচ্চ বেতন ৭৬০০ টাকা। সর্বোচ্চ বেতন থেকে সর্বনিম্নের ফারাক ১০ গুণ।

আদেশনামাতে পদ, পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা, বেতনক্রম নির্দেশিত হয়েছে; সেই সঙ্গে দ্বিতীয় একটি সারণীতে গ্রন্থাগার-গুলির স্তরবিভাগ করা হয়েছে। স্তর বিভাগের ক্ষেত্রে গ্রন্থসংখ্যা, পরিষেবার ধরণ, বাজেট ও কম্পুটারের প্রয়োগকে ধরা হয়েছে। পয়েন্ট অনুসারে ৬টি স্তর ঠিক করা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ জাতীয় গ্রন্থাগার তার কোন পয়েন্ট নেই। স্তর নির্ধারণ করার সময় গ্রন্থাগার কর্মীদের আরকলিপিগুলি গ্রাহ্যের মধ্যে আনা হয় নি। এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে যে দিল্লীর কয়েকটি গ্রন্থাগারের

কথা মনে রেখেই সুপারিশ করা হয়েছে। যে পরেই ব্যবস্থা স্থির করা হয়েছে তার কোন বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি আছে কিনা জানা নেই।

আদেশনামা দেখে কেউ যদি একে অতি সরলীকরণের প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করেন তবে অন্যায় হবে না। সরকারী অফিসগুলির মধ্যে কোন রকম স্তর নির্ধারণ করা উচিৎ কিনা প্রশ্ন উঠতে পারে—। গ্রন্থাগারগুলির স্তরভেদ যান্ত্রিকভাবে করা সম্ভব কিনা জানা নেই।

গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে চট্টোপাধ্যায় কমিটির সুপারিশ আজও প্রকাশিত হয় নি তাহলে আদেশনামাটি কিসের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে। সুতরাং সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। সমস্তধরণের বেতন কমিশনের সুপারিশ সংকার প্রকাশ করেন এবং জনসাধারণ তা বিচার করার সুযোগ পান—এ ক্ষেত্রে এই গোপনীয়তা অবলম্বনের কারণ কি?

সুতরাং অবিলম্বে সুপারিশ প্রকাশের দাবী মোটেই অযৌক্তিক দাবী নয়। আমরা এ দাবীকে সর্বতোভাবে সমর্থন করি। সমগ্র গ্রন্থাগার বৃত্তিকেই ছোট করে দেখা হয়েছে। এছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের আশংকা যে ঐ আদেশনামা সরাসরি প্রয়োগ করতে গেলে নানা ধরণের জটিলতা দেখা দেবে। বহু ধরণের পদ রয়েছে সেগুলির কর্মধারা সম্পর্কে বক্তব্য না থাকায় তাদের বেতনক্রম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠবে। তাছাড়া বৃত্তির মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত করার অভিযোগও অমূলক নয়। প্রমোশন, স্ট্যাগনেশন বেনিফিট সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য নেই। বেতনক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন কোন অফিসের কর্তাব্যক্তি হয়তো অত্যুৎসাহ দেখাতে পারেন কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে জটিলতার উদ্ভব হলে সমাধানের জন্য যে ব্যাখ্যা প্রয়োজন সে গাইড লাইন পাওয়ার কথা সুপারিশের মধ্যে যা অনুপস্থিত। সুতরাং অবিলম্বে সুপারিশ প্রকাশ করা হোক এটাই প্রাথমিক এবং মূল দাবী।

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগারসমূহ সারা ভারতেই ছড়িয়ে আছে। ফলে এর ব্যাপ্তি সর্বভারতীয়। সুতরাং এই বেতনক্রম সংক্রান্ত বক্তব্য রাখার দায়িত্ব থেকে যায় ILA, IASLIC, AGLIS ও JOCLAI-এর পক্ষ থেকে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্থ সংগঠনের প্রতিক্রিয়া আমাদের নজরে আসেনি। কিন্তু আন্দোলন কখনো চুপ করে বসে থাকে না। তাই বিগত ২৭শে জানুয়ারী, ইয়ারলিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে সরকারী কর্মীদের একটা সভা আহ্বান করা হয়েছিল। সেই সভায় ২২টি সংস্থার অংশ গ্রহণের ফলে কর্মীদের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। সেখানে আপাততঃ স্থির হয়েছে রিপোর্ট প্রকাশের দাবীকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংস্থাগুলি আবলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার, আই এল এ ও এ্যাগালসের কাছে টেলিগ্রাম করা। আন্দোলনে পরবর্তী স্তর নির্বাচিত হয়েছে এসপ্ল্যানেড ইস্টে একদিনের অবস্থানের মধ্য দিয়ে।

আন্দোলনের মূল সমস্যা হলো যে এটি একটি সর্বভারতীয় বিষয়। সুতরাং আন্দোলনের চরিত্রও সর্বভারতীয় হওয়া প্রয়োজন। শুধু পঃ বঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মীদের কেন্দ্র অধীন বর্তমান সরকারের মত পরিবর্তন করকে সক্ষম হবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সুতরাং ILA, IASLIC, AGLIS, ও JOCLAI কে অবিলম্বে এ সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করা এবং আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণ করতে হবে। আরো একটি বিষয় উপেক্ষার দাবী রাখে যে জাতীয় গ্রন্থাগার, INSDOC, DESIDOC, CRL ছাড়া সমস্ত ধরনের গ্রন্থগার কর্মীরা তাদের অফিসের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং যে সমস্ত সংগঠন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের আন্দোলন পরিচালনা করেন তাদের এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা এবং আন্দোলনে সামিল করা বিশেষ প্রয়োজন। এই সময়ে সমস্ত ধরনের বিভেদ মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে যৌথ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেককে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন ছাড়া দাবী আদায়ের অন্য কোন পথ নেই।

থিস্যরাস : গঠন ও সঙ্কলন পদ্ধতি

বিনোদবিহারী দাস ও নন্দদুলাল বসাক

[আই. এস. আই. গ্রন্থাগার কলিকাতা-৩৫]

১ থিস্যরাস কি ?

গ্রীক শব্দ "THESAUROS" এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল "STORE HOUSE" বা আধার, এর থেকেই থিস্যরাস শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিক্সনারী অনুযায়ী শব্দটির অর্থ জ্ঞানের আধার। ওয়েবষ্টার্স ডিক্সনারী অনুযায়ী কোন নির্দিষ্ট বিষয় বা নির্দিষ্ট ভাবগুচ্ছের ওপর শব্দ বা তথ্য সমষ্টির সংকলন-বিশেষ করে সমার্থক শব্দের অভিধান।

বাংলা ভাষায় বিভিন্ন সময়ে বিদ্বজ্জনেরা "বিস্যরাস", শব্দটির একাধিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন, যথা— সমার্থাভিধান (শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক ১৩৬২); যথাশব্দ (মহঃ হাবিবুর রহমান ইং ১৯৭৪); সমার্থশব্দকোষ (শ্রীঅশোক মুখোপাধ্যায় ইং ১৯৮৮); ইত্যাদি।

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় সমার্থশব্দ প্রসঙ্গে বলেছেন—"সমার্থকবোধক প্রতিশব্দের অর্থে একই বস্তু বা বিনিময়যোগ্য নামের একটিকে বোঝায়।

... প্রতিশব্দ বা সমার্থকশব্দ হিসাবে সাধারণতঃ বোঝা যায় যে শব্দ সমূহের অনেকটা ঐক্যগত অর্থ আছে এবং একটির পরিবর্তে অপরটি ব্যবহার করা চলে।" মহঃ হাবিবুর রহমান তাঁর "যথাশব্দ" গ্রন্থের ভূমিকায় সমার্থাভিধানের ব্যবহারের উপযোগিতা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—"জানা শব্দ অনেক সময় মনে আসে না। যে শব্দ জানা আছে অথচ মনে আসে না, সেই বিস্মৃত শব্দের সূত্র সন্ধানে এবং যে শব্দ মনে আসছে অথচ ধরছে না—মতৃপ্ত মনের সেই অভীপ্সিত শব্দের উদ্দেশ্যে এই "ভাব অভিধানের সূত্রপাত।" অশোক মুখোপাধ্যায়-এর " ... সমার্থ শব্দকোষ" অনুযায়ী থিস্যরাস হল—"শব্দ, তার প্রতিশব্দ, সেই শব্দের আনুষঙ্গিক, সমশ্রেণীভুক্ত এবং সমবর্গীয় শব্দ" এর অভিধান। ক্ষেত্র বিশেষে বিপরীত শব্দগুলিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, থিস্যরাস মূলতঃ দুই প্রকারের—কোন ভাষার থিস্যরাস (Language Thesaurus) এবং কোন বিষয়ের থিস্যরাস (Subject Thesaurus)। এ পর্যন্ত থিস্যরাস শব্দটি নিয়ে যে আলোচনা হ'ল তা প্রথমটি সংক্রান্ত। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ বিষয় থিস্যরাস বর্তমানে তথ্য সংগঠন ও উদ্ধারের কাজে এবং প্রকাশনা জগতে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে।

২ অভিধান ও থিস্যরাস

অভিধানের সাথে থিস্যরাস এর বেশ কিছু চরিত্রগত পার্থক্য রয়েছে। কোন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাদির বর্ণানুক্রমিক তালিকাই হ'লো অভিধান। এতে শব্দের অর্থ, প্রকৃতি প্রত্যয়, উচ্চারণ, প্রতিশব্দ এবং তার ব্যবহার সূত্র দেয়া থাকে। অন্যদিকে থিস্যরাসে কোন ভাষার শব্দাদিকে মূলতঃ ভাবানুক্রমে বিন্যস্ত করা হয়। সাধারণতঃ এতে সমশ্রেণীভুক্ত / সমবর্গীয় শব্দগুলিকে বিষয় ভিত্তিক বিন্যাস করা হয়, যদিও একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী সাথে দেয়া থাকে।

বিষয় অভিধানে সেই বিষয়ের পদগুলি (Subject Terms) বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে, সাথে সংজ্ঞা ও তৎসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্য দেয়া থাকে। কোন বিষয়ের থিস্যরাসে বিষয়ের পদগুলি ভাবানুক্রমে বিন্যস্ত হয়। প্রতিটি পদের ক্রম পরম্পরায় (Hierarchy) বিভিন্ন সম্পর্কযুক্ত পদগুলিও সাথে দেখানো হয়।

সাধারণ অভিধান ও থিস্যরাস দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের

আকরগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। একটির প্রয়োজন অন্যটি মেটাতে পারে না। কিন্তু থিসরাস ব্যবহার কালে একটি অভিধান সাথে রাখলে কাজে সুবিধা হয়। অজানা শব্দের অর্থ জানানো সাধারণ অভিধানের মূল কাজ। বিপরীতভাবে থিসরাসের প্রধান কাজ হ'লো যখন অর্থ, ভাব বা বিষয়টা জানা আছে অথচ ঠিক শব্দটি জানা নেই অথবা মনে আসছে না, তখন উপযুক্ত শব্দের হদিশ দেয়া ও সমার্থ/আনুষঙ্গিক শব্দের যোগান দেয়া। থিসরাসে কেবল শব্দ / শব্দই থাকে কিন্তু অর্থ থাকে না। থিসরাস থেকে পাওয়া অজানা শব্দ / পদ ব্যবহারের আগে অভিধান দেখে নেওয়া ভাল কিংবা কিছু ক্ষেত্রে আবশ্যকও।

৩ থিসরাস : প্রাক্‌কথা

বি. সি. ভিকারী প্রমুখ তথ্যবিজ্ঞানীরা থিসরাস শব্দটির উদ্ভবের ঐতিহাসিক দিকের সাথে আধুনিক তথ্যায়নের সম্পর্ক আলোচনা করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই এই শব্দটির ব্যবহার তাঁরা দেখেছেন। তথ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ শব্দের ব্যবহার সে সময়ে হত না। মূলতঃ দার্শনিকেরা তাঁদের চিন্তাভাবনার প্রকাশকালে শব্দটির ব্যবহার প্রথম শুরু করেন।

স্যার জোনস তাঁর সমীক্ষায় দেখিয়েছেন যে গোড়ার দিকে ধারণাভিত্তিক শব্দসম্ভারের সংকলন বিভিন্ন বাহ্যিক আকারে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা হত। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগ ত্বরান্বিত করা এবং ভাষার শব্দসম্ভারকে সুসংগঠিতভাবে উপস্থাপন করা। শব্দসম্ভারের অন্তর্গত সম্পর্কিত শব্দগুলিকে বিষয়ানুগ বর্গীকরণ করার প্রচেষ্টা বহু আগেই লক্ষ্য করা যায়—যথা অমরকোষ (সংস্কৃত)—"এ্যাংলো ন্যাক্সন ল্যাটিন গ্লসারী" ইত্যাদি। সংগঠিত প্রতিশব্দের সংকলন ভাষার সুপ্রয়োগে সুনির্দিষ্টভাবে সহায়তা করে। এ-ধরনের কিছু সংকলন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শুরু করে ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়।

শব্দার্থির অর্থ পরিবেশন ছাড়াও শব্দটির প্রতিশব্দ উপস্থাপন করাও কিছু কিছু অভিধানে দেখা যায়। প্রেরীর "সিনোনিমাল, ইটমোলজিকাল অ্যাণ্ড প্রোনাউন্সিং ইংলিশ ডিক্সনারী" (১৮০৫) তে প্রতিটি শব্দের অর্থ ছাড়াও প্রতিশব্দ ও আনুষঙ্গিক নির্ঘোনির্দেশ দেওয়া আছে। এর ফলে শব্দার্থির সব রকম সম্পর্ক প্রদর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। চূড়ান্ত স্তরে ১৮২৬ এতে ক্রাব (Crabb) তাঁর "ইংলিশ সিনোনিমস্ এক্সপ্লেইনড্ ইন এলফাবেটিক অর্ডার" —এ উপস্থিলিখিত অভিধান সংকলনের পদ্ধতিগুলির চূড়ান্ত উন্নয়ন করে বর্ণানুক্রমিকের বদলে ধারণানুযায়ী শব্দগুচ্ছির সংগঠন করেন। ক্রাব-এর এই সংকলনের উত্তরাধিকার হিসেবে পিটার মার্ক রজেট ১৮৫২ তে "থিসাওরাস অফ ইংলিশ ওয়ার্ডস্ অ্যাণ্ড ফ্রেজেস্" প্রকাশ করেন। পিটার এটি অভিধান হিসাবে পরিকল্পনা না করে সাহিত্যের কাজে উপযোগী একটি সহায়িকা হিসেবে সংকলন করেন। এটি থিকেই আধুনিক থিসরাসের গোড়াপত্তন শুরু হয়। জোনস্ দেখেছেন যে, থিসরাসের বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে কেবল প্রতিশব্দের সংকলন করা হত না—বিশেষ করে শব্দসম্ভারের শব্দার্থির মূল্যায়নান্তে ব্যবহারিক প্রয়োগ নিয়ন্ত্রন করা হত। রজেট-এর মূল নীতি ছিল শব্দগুলির ধারণাভিত্তিক বর্গীকরণ"।

৪ থিসরাস ও তথ্যসংগঠন :

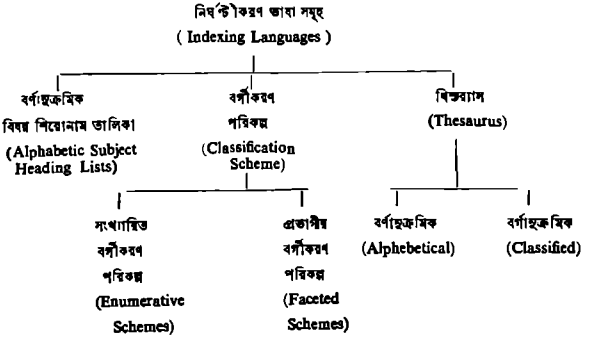
বিশিষ্ট তথ্যবিজ্ঞানী বি. সি. ভিকারীর মতে, তথ্য উদ্ধারের (Information Retrieval) পরিপ্রেক্ষিতে হেলেন ব্রাউনসন "থিসরাস" পদটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন। বর্গীকরণের ওপর অনুষ্ঠিত "ডরকিং" সম্মেলনে এই বিষয়ের উপর ব্রাউনসন একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন। হ্যানস্ পি. লুন সম্ভবতঃ তথ্য উদ্ধারের কাজে নিয়োজিত থিসরাসের কথা প্রথম চিন্তা করেছিলেন। রজেট থিসরাসের নীতি অনুসরণ করে নির্ঘণ্টীকরনের উদ্দেশ্যে "ফ্যামিলিস্ অফ নোশনস্" এবং "ডিফারেন্সিয়েস্ অফ নোশনাল ফ্যামিলিস্"—এর সংকলনের প্রস্তাব লুনদাহেব দিয়েছিলেন। ১৯৫৯ এ আমেরিকান "ডু প কোম্পানী" কর্তৃক তথ্যোদ্ধারের কাজে নিয়োজিত প্রথম থিসরাস সংকলিত

হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বহু থিসরাস সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু এগুলি নির্ণয়ীকরণ ও তথ্যোদ্ধারের কাজের জন্যই বিশেষভাবে সংকলিত হয় তাই এই থিসরাসগুলিকে পুরোপুরিভাবে তথ্যোদ্ধারে নিয়োজিত থিসরাস বলা হয়।

কার্যকারিতার দিক হতে চিন্তা করলে, থিসরাস হচ্ছে শব্দের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী সাধনী (Terminological Control Device)। এটি মূলতঃ গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার নির্ণয়ীকারের এবং ব্যবহারকারীর প্রাকৃতিক ভাষাকে একটি নিয়ন্ত্রিত ভাষায় (Constrained System Language) অনুবাদিত করতে কাজে লাগে। একে কখনও কখনও সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজও বলা হয়। গঠনের দিক্ দিয়ে চিন্তা করলে থিসরাস হল জ্ঞানের দুনিয়ার একটি বিশেষ এলাকার ওপর শব্দার্থতাত্ত্বিক এবং জাতিগত সম্পর্কযুক্ত পদসমূহের নিয়ন্ত্রিত সুসংহত গতিশীল এক শব্দসম্ভার।

তথ্য উদ্ধার ও নির্ণয়ীকরণের কাজে থিসরাসের প্রয়োজনীয়তা খুবই সুস্পষ্ট। নির্ণয়ীকরণের কার্যকারিতা নির্ভর করে বিষয়পদ নির্বাচনের উপর। বিষয়-পদগুলি নির্বাচনের সময় তাদের প্রতিশব্দ, সমধ্বনিক শব্দ এবং পদগুলির আত্মসম্পর্ক কতকগুলি সমস্যার সৃষ্টি করে। এই সমস্যাগুলির সমাধানে থিসরাসের মত একটি নিয়ন্ত্রিত শব্দসম্ভার অপরিহার্য। যে কোন যান্ত্রিক কিংবা অযান্ত্রিক তথ্যউদ্ধার প্রণালীর ব্যবহার সাফল্য নির্ভর করে মূলতঃ বিষয় পদের নির্বাচন এবং তার ব্যবহারে। এই কাজে কোন প্রামাণ্য থিসরাস যথাযথ নির্দেশ ও সহায়তা দানে সাহায্য করে।

৫. প্রচলিত নির্ণয়ীকরণ ভাষা সমূহ ও তাদের পার্থক্য।



বিভিন্ন রকমের প্রচলিত নির্ঘণ্টীকরণ সাধনীগুলির (devices) মধ্যে কিছু আন্তঃ সাদৃশ্য থাকলেও অনেক পার্থক্যও আছে। বিষয় শিরোনাম তালিকা মূলতঃ কোন বিষয়/বিষয়াদির ওপর নিয়ন্ত্রিত শব্দসম্ভার এবং এতে বিভিন্ন বিষয় শিরোনামের মধ্যে মিথোনির্দেশ (cross-references) দেয়া থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে কি সম্পর্ক তার উল্লেখ থাকে না। কিন্তু থিসরাসে কোন বিষয় বা বিষয়াদির নিয়ন্ত্রিত শব্দসম্ভারে পদগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পর্ক ও মিথোনির্দেশ যুগপৎ দেখানো হয়।

বর্গীকরণ পরিকল্প, বিশেষ করে প্রত্যাগীয় এবং অনুক্রমিক বর্গীকরণ পরিকল্প, যদিও বিষয়াদির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক দেখাতে সক্ষম হয় কিন্তু প্রায়ই প্রতিশব্দ ও মিথোনির্দেশ দেয়া থাকে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্ঘণ্টের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বর্গীকরণ পরিকল্পের সাথে থিসরাসের মূল পার্থক্য তাঁদের উদ্দেশ্য ও ব্যবহারোপযোগিতায়।

নির্ঘণ্টীকার প্রতিশব্দের সমস্যাকে এড়াতে গিয়ে তার পছন্দমত বিষয় শীর্ষকগুলি প্রামানিক তালিকাতে (Authority File) নিবদ্ধ করে রাখে। এটাকে বিষয় শীর্ষকের তালিকা (Descriptor List) বলা যেতে পারে, কিন্তু থিসরাস নয়। উপরি উক্ত বিষয় শীর্ষক তালিকা-গুলির সাথে তুলনা করে বলা যেতে পারে,—থিসরাস হচ্ছে এমন একটি বিষয়শীর্ষক তালিকা যাতে বিষয় পদগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক দেখানো থাকে এবং মিথোনির্দেশের মাধ্যমে এর ব্যবহারকারীকে একটি ধারণা নির্দেশক পদ থেকে আর একটি যথোপযুক্ত ধারণা নির্দেশক শব্দ বা পদের দিকে পরিচালিত করে। এবং এখানেই থিসরাসের ব্যবহারিক সার্থকতা নিহিত আছে।

থিসরাসের পাশাপাশি "থিসরোফ্যাসেট" (Thesauro-facet) ও "ক্লাসরাস" (Classaurus), এই দু'টি পদও বর্তমানে বেশ প্রচলিত। "থিসরোফ্যাসেট" উদ্ভাবিত হয় ১৯৭০-এ Jean Aitchinson এবং অন্যান্যদের দ্বারা। ইংলিশ ইলেকট্রিক কোম্পানীর জন্য ইঞ্জিনিয়ারীং বিষয়ের উপর প্রস্তুত ক্লাসিফিকেশন স্কীমের চতুর্থ সংস্করণ প্রণয়নের সময় এর উদ্ভাবন হয়।

এর মধ্যে ফ্যাসেটেড ক্লাসিফিকেশন স্কীম ও থিসরাস এই দুইয়ের বৈশিষ্ট্যেরই সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। কোন প্রচলিত প্রত্যাগীয় বর্গীকরণ পরিকল্পের শেষে যে ক্রম বর্ণানুক্রমিক বিষয় নির্ঘণ্ট থাকে, থিসরোফ্যাসেটে বস্তুতঃ প্রত্যাগীয় বর্গীকরণ পরিকল্পের শেষে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্টের পরিবর্তে থিসরাস থাকে। বিষয় নির্দেশক পদগুলি একবার পরিকল্পে আবার থিসরাসে আবির্ভূত হয় এবং বিষয় পদটির দু'টি অবস্থানের যোগসূত্র নিয়ন্ত্রণ করা হয়, চিহ্ন বা বর্গীকরণ সংখ্যার মাধ্যমে। DRTC-র ডঃ গণেশ ভট্টাচার্য মহাশয় যে ক্লাসরাস-এর উদ্ভাবন করেছেন, তাতে দু'টি পৃথক বিভাগ থাকে না। বলা যেতে পারে যে ক্লাসরাস হচ্ছে শব্দ সম্ভার নিয়ন্ত্রণের এমন একটি সাধনী যার মধ্যে প্রত্যাগীয় বর্গীকরণ পরিকল্প এবং থিসরাস যুগপৎভাবে সংস্থাপিত হয়েছে। ক্লাসরাসে প্রত্যেকটি প্রত্যাগের জন্য পৃথক পরিকল্পের সাথে বর্ণানুক্রমিক নির্ঘণ্ট দেয়া থাকে।

৬ থিসরাসের প্রকারভেদ :

শব্দ বা পদের ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণের দিক হতে বিচার করলে থিসরাস মূলতঃ দু'প্রকারের—

(ক) নিয়ন্ত্রিত থিসরাস (controlled language thesaurus), যা একটি ধারণার জন্য কেবল মাত্র একটি পদেরই ব্যবহার অনুমোদন করে থাকে।

(খ) অনিয়ন্ত্রিত থিসরাস (free language thesaurus), যা, একটি ধারণার জন্য সম্ভাব্য সব পদ-গুলিরই ব্যবহার অনুমোদন করে থাকে। ভাষার অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের জন্য, তথ্যানুসন্ধানের বিভিন্ন পর্যায়ে শব্দের সমরূপতা জনিত সমস্যা অনেক সময় দেখা দেয়। এ ধরণের তথ্যোদ্ধার প্রণালীতে অনিয়ন্ত্রিত থিসরাস ব্যবহার করা হয়।

যে ভাষা গ্রন্থে/প্রবন্ধাদির নির্ঘণ্টীকরণ কালে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তথ্যোদ্ধার কালে সেই একই ভাষা ব্যবহার

না করলে থিসরাস খুব একটা কাজে আসে না। অনিয়ন্ত্রিত থিসরাস কেবল মাত্র তথ্যোদ্ধারের সময়ই ব্যবহৃত হয় কিন্তু নির্ঘণ্টীকরণের সময় নয়।

নিয়ন্ত্রিত থিসরাস নির্ঘণ্টীকরণ এবং তথ্যোদ্ধার—এই দু'টি পর্যায়েই সমানভাবে ব্যবহৃত হয়। অনিয়ন্ত্রিত থিসরাস সংগঠনের জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু নিয়ন্ত্রিত থিসরাস যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও ব্যবহার করা সম্ভব।

গ কনভার্টিবল্ থিসরাস :

একই বিষয়ের ওপর কতকগুলি তথ্যকেন্দ্র যদি নিজেদের মধ্যে তথ্য বিনিময় করতে চায় তা'হলে একটি থিসরাস—এর একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় একটি তথ্যকেন্দ্রে ব্যবহৃত সুসংগঠিত ও উন্নত থিসরাসকে একটি বৃহৎ থিসরাস (Macro-thesaurus) রূপে ব্যবহার করা হয়। সাথে সাথে অন্যান্য সহযোগী কেন্দ্রগুলিতে এর ওপর ভিত্তি করে ছোট ছোট থিসরাস গড়ে তোলা যেতে পারে নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী। অথবা প্রত্যেকটি তথ্যকেন্দ্র তাদের প্রয়োজনানুযায়ী স্বাধীনভাবে থিসরাস গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু তথ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে কেবল দুইটি থিসরাসের উপর নির্ভর করতে হয়। এই ধরণের থিসরাসকে কনভার্টিবল্ থিসরাস বলা হয়।

৭ থিসরাসের কার্যাবলী :

তথ্য উদ্ধার কাজের পরিপ্রেক্ষিতে থিসরাস নিম্নলিখিত কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে।

(ক) শব্দগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত ও শব্দার্থ তাত্ত্বিক সম্বন্ধ/সম্পর্ক প্রকাশ করে।

(খ) একটি বিষয় বোঝানোর জন্য বিভিন্ন পদ/শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু থিসরাস নির্ঘণ্টকারকে সবদিক দিয়ে উপযোগী কোন একটি শব্দ/পদকে (preferred term) নির্বাচন করতে সাহায্য করে।

(গ) এটি তথ্যের সূক্ষ্ম অনুসন্ধানে সাহায্য করে।

(ঘ) নির্ঘণ্টীকরণের সময় এবং তথ্যাদি খোঁজার সময় যদি একই থিসরাস থেকে পদ বা শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে তথ্যোদ্ধারের কাজে দ্রুততর হয়।

(ঙ) এটি তথ্য অনুসন্ধানের তলবী অনুপাত (recall ratio) এবং যথার্থতার অনুপাত (precision ratio) বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

সাধারণতঃ নির্ঘণ্টকার এবং তথ্য ব্যবহারকারী একই ভাষা বা শব্দ ব্যবহার করেন না। থিসরাসের মাধ্যমে ব্যবহৃত শব্দগুলির মধ্যে এক অপরিহার্য যোগসূত্র স্থাপন করা হয়ে থাকে। এতে তথ্যানুসন্ধানের কাজে সময় এবং পরিশ্রম দুইই বাঁচে।

৮ শব্দ সম্ভার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

কোন নিয়ন্ত্রিত থিসরাসের শব্দ সম্ভার নিয়ন্ত্রণ করা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে।

(ক) সম্ভাব্য প্রতিশব্দ ও প্রায়-প্রতিশব্দ সমূহের মধ্যে যে কোন একটি পদকে বিষয়-শীর্ষক হিসেবে চূড়ান্ত পর্যায়ে বেছে নেয়া হয়।

(খ) সংশ্লিষ্ট পদটির অর্থ বা ব্যাপ্তি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ঐ পরিসর প্রয়োজন বোধে পারিভাষিকভাবে ব্যক্ত করা হয় পরিসর টীকার (Scope note) মাধ্যমে।

(গ) বানান এবং শব্দের স্বরূপ প্রমিত (standardized) করে দেয়া হয়।

(ঘ) যৌগিক শব্দগুলির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করা হয়।

৯ থিসরাসের বিভাগগুলি :

থিসরাস একটি বিভাগে সম্পূর্ণ হতে পারে কিংবা একটি মুখ্য অংশসহ এক বা একাধিক সহায়িকা অংশে বিভক্ত হতে পারে। মুখ্য অংশে প্রত্যেকটি বিষয় শীর্ষকের সাথে পূর্ণ তথ্যাদি দেয়া থাকে—যথা, পরিসর টীকা, ব্যাপকতর পদ, সংকীর্ণতর পদ, সম্পর্কিত পদ, সাথে প্রতিশব্দ এবং প্রায়-প্রতিশব্দ বা বিপরীতার্থক শব্দও দেয়া থাকে।

বর্ণানুক্রমিক, বর্গানুক্রমিক বা মৈথিকের মধ্যে যে কোন একটি পদ্ধতি অনুযায়ী মূল অংশ এবং বাকি গুলির মধ্যে

কোন একটি বা দু'টি পদ্ধতিতে সহায়িকা অংশ তৈরী করা যেতে পারে।

১· বিন্যাসের কাঠামো :

প্রত্যেকটি বিন্যাসের পরিসর এবং আকার অন্যান্যদের থেকে পৃথক হয়। এ ক্ষেত্রে কোন আদর্শ পরিসর বা আকার বলে কিছু নেই। এটি নির্ভর করে নিম্নলিখিত শর্তগুলির উপর– (ক) যে বিষয়ের বিন্যাস করা হবে তার পরিসর ও জটিলতা ; (খ) কি ধরনের উপাত্ত বা তথ্য সংগঠিত করা হবে ; এবং (গ) নির্ণয়ীকরণের কাজটির ব্যাপকতা ও যথার্থতার উপর।

বিন্যাসের পরিসর এমন হওয়া উচিত যাতে একটি তথ্যোদ্ধার প্রণালীতে ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী পরিষেবা দিতে পারে।

ক সংলেখ সংগঠন :

সাধারণতঃ ইউনিসিস্ট এর নির্দেশনামা অনুসারে বিন্যাসের অন্তর্গত প্রতিটি সংলেখের অন্তরূপ এবং পদগুলির আন্তঃ সম্পর্ক প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। ধারণা-জাল বিশ্লেষণকালে সংলেখগুলির আন্তঃ সম্পর্ক মিথ নির্দেশের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়।

বিন্যাসের প্রত্যেকটি সংলেখে সমধর্মী পদগুলি গুচ্ছাকারে সজ্জিত করা হয়। সবার উপরে থাকে বিষয় শীর্ষক পদটি তার নীচে সম্পর্কিত পদগুলি নিম্নলিখিতভাবে সাজানো থাকে।

বিষয় শীর্ষক [Descriptor]

(পরিসর টীকা) [প্রয়োজন বোধে]

প্রতি শব্দ, প্রায় প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দাদি [Displaying Equivalence Relationship]

ব্যাপকতর পারশব্দ [ঊর্দ্ধানুক্রমিক সম্পর্ক দেখায়]

সংকীর্ণতর প্রতিশব্দ [নিম্নানুক্রমিক সম্পর্ক দেখায়]

সম্পর্কিত প্রতিশব্দ [নন-হায়ারারকিক্যাল এবং সহযৌগিক সম্পর্কাদি দেখায়]

খ "ডেসক্রিপ্টর" বা বিষয় শীর্ষক পদ

সমধর্মী নির্ণয়ীকরণের (co-ordinate Indexing) জগতে প্রখ্যাত কেলভিন মুহার্স-ই প্রথম "ডেসক্রিপ্টর"-এর ধারণার প্রচলন করেন। ডেসক্রিপ্টর বা বিষয় শীর্ষক পদ হল নির্ণয়ীকরণের সুবিধার্থে বিন্যাস কর্তৃক মনোনীত/সুপারিশকৃত অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পদ। এটি ব্যবহারকারীর প্রশ্নের মুখ্য বিষয়কে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে এবং গ্রন্থ/প্রবন্ধাদির ধারণাকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে সমর্থ এবং প্রামানিকভাবে স্বীকৃত শব্দ/পদ।

ডেসক্রিপ্টর বা বিষয় পদ দু' প্রকারের হতে পারে— ক) ধারণা/ধারণা-সমূহের অর্থবোধক পদ খ) স্বতন্ত্রসত্তা ও বিশেষ্য পদ বাচক নাম। বিষয় পদের সাথে পদটির পরিসর এবং অভিপ্রেত অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার জন্য কখনো কখনো পরিসর টীকা দেয়ার প্রয়োজন হয়।

যে সমস্ত প্রতিশব্দ, প্রায়-প্রতিশব্দ, ও বিপরীতার্থক শব্দগুলি বিষয় পদটির সমগোত্রীয় কিন্তু সেগুলি নির্ণয়ীকরনের কাজে নির্বাচন করার সুপারিশ নেই তাদেরই নন-প্রেফারড্ টার্ম বা অগ্রাধিকার না পাওয়া পদ বলা হয়।

বিন্যাসে পদগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক দেখানো হয়। অনুক্রমক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঊর্দ্ধানুক্রমক/নিম্নানুক্রমিক সম্পর্কাদি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু অন্যান্য সম্পর্কাদি সব দেখানো সম্ভব হয় না। তথ্যোদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ গুলির বিভিন্ন ধরণের সম্পর্ক দেখানো হয়। এবং দু'টি সম্পর্কিত পরিসরের উভয়ের ক্ষেত্রেই রেসিপ্রোকাল (reciprocal) সংলেখের ব্যবস্থা রাখা অপরিহার্য।

এই সম্পর্কাদি বিন্যাসে মোটামুটিভাবে স্বীকৃত তিনটি পদ্ধতির যে কোন একটির অবলম্বনে দেখানো যেতে পারে। যথা,—(১) পদটির পূর্বে সংক্ষেপন (abbreviation) যুক্ত করে, (২) পদটির পূর্বে চিহ্ন (symbol) যুক্ত করে অথবা (৩) লৈখিক (graphic) পদ্ধতিতে লাইন, তীর ইত্যাদি যোগ করে।

ইউনিসিস্ট (UNISIST) নির্দেশ নামায় নিম্নলিখিত সংক্ষেপনগুলির সুপারিশ করা হয়েছে।

BT = Broader Term = ব্যাপকতর পদ যার বিষয় ভিত্তিক ব্যাপ্তি বেশী

NT = Narrower Term = সংকীর্ণতর পদ যার বিষয় ভিত্তিক ব্যাপ্তি কম

RT = Related Term = সম্পর্কিত পদ, এই পদটি বিষয় শীর্ষকের প্রতিশব্দ, বা প্রায়-প্রতিশব্দ বা ব্যাপকতর পদ বা সংকীর্ণতর পদ নয়—কিন্তু অন্য যে কোন ভাবে সম্পর্কিত।

SN = Scope Note = পরিধির টীকা যা বিন্যাসের ক্ষেত্রে পদটির নির্দিষ্ট অর্থের সীমারেখা জানায়

TT = Top Term = সর্বোচ্চ এই পদটি ঐ বিশেষ বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ শ্রেণী বোধক

UF = Use For = এই পদটি অগ্রাধিকার না পাওয়া প্রতিশব্দ বা প্রায়-প্রতিশব্দ

USE = এটি বিভিন্ন প্রতিশব্দ কিংবা প্রায়-প্রতিশব্দগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পদ

চিহ্নাবলী (Symbols) : আন্তর্জাতিক মানক সংস্থার (ISO) সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত চিহ্নাবলী ব্যবহার করা যেতে পারে,—

= অগ্রাধিকার পাওয়া পদের পূর্বে

≠ অগ্রাধিকার না পাওয়া পদের পূর্বে

< P ব্যাপকতর পদের পূর্বে

> P সংকীর্ণতর পদের পূর্বে

– সম্পর্কিত পদের পূর্বে

& যৌগিক ধারণা বোধক পদগুলির মধ্যে

গ লৈখিক প্রদর্শন (Graphic Display) :

ট্রী স্ট্রাকচার ও এ্যারোগ্রাফের মাধ্যমে কোন বিষয়ের ভাগ-উপবিভাগগুলির মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্কাদি অনেক সময় প্রদর্শিত হয়।

ঘ উপস্থাপন

বিন্যাস নিম্নলিখিত কোন একটি পদ্ধতিতে বা একাধিক পদ্ধতির সমন্বয়ে উপস্থাপিত হয়।

(ক) বর্ণানুক্রমিক : এতে সমস্ত বিষয় শীর্ষক পদগুলি, তৎসম্পর্কিত পরিশব্দগুলি ও সমস্ত প্রয়োজনীয় মিথ-নির্দেশগুলি এক এবং একমাত্র বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে।

(খ) বর্গানুক্রমিক বা প্রণালীবদ্ধভাবে বিন্যাস : এতে বিষয় শীর্ষক পদগুলি বর্গক্রমানুসারে সাজানো হয় এবং "ইনডেনশন" বা "ড্যাশ" ব্যবহার করে অনুক্রমের স্তর বিন্যাস স্পষ্ট করে বোঝান হয়।

(গ) লৈখিক : এতে অনুক্রম দেখানো হয় "ট্রি স্ট্রাকচার" বা "এ্যারোগ্রাফের" মাধ্যমে।

১১ কর্মবিধি/প্রকরণী :

তথ্যোদ্ধারের কাজে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের উপর বিন্যাস্যাস সংকলন করতে গেলে সংকলকের বিষয়টির উপরে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। বিষয়টির উপর প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রামাণ্য আকর গ্রন্থ ও সাময়িকীগুলি ভালভাবে নিরীক্ষণের পর বিষয়টির পরিধি প্রথমেই ঠিক করে নিতে হবে। আজকের দিনে আন্তঃ বিষয় সম্পর্কাদি গড়ে ওঠার হেতু পরিধি নির্দিষ্ট করা খুবই কঠিন। প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়াশোনা করা এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত নেয়ার পর বিষয়টিকে নির্দিষ্ট করতে হবে সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে, যে প্রকাশিত ম্যাক্রো-বিন্যাস্যাসগুলির মধ্যে বিষয়টির কতটুকু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ঐ বিষয়ের ওপর কোন বিন্যাস্যাস প্রকাশিত হয়েছে কিনা।

বিষয় নির্বাচন ও তার পরিধি নির্দিষ্ট করার পর, কোন মডেল অনুযায়ী বিন্যাস্যাসটি সংকলনের পর উপস্থাপিত হবে তা ঠিক করে নিতে হবে। যেমন বর্তমানে প্রচলিত মডেলগুলি ভাত্তক কয়েকটি প্রকরণী পাওয়া যায়।

(১) Aitchinson and Gilchrist এর Thesaurus Construction : a practical manual ;

(২) BS 5723 : Guidelines for the establishment of monolingual thesauri ;

(৩) ISO 2788-1974 (E): Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

(৪) UNISIST Guidelines, ইত্যাদি।

এ গুলির মধ্যে কোন একটি অবলম্বনে থিসাস্যাসটি সংকলন করতে হবে। প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে থিসাস্যাসটি বর্ণানুক্রমিক আভিধানিক চংয়ে পরিবেশিত হবে, না মূল অংশটি বর্গানুক্রমিক এবং অন্য অংশটি বা নির্ঘণ্টটী বর্ণানুক্রমিক হবে।

ক বিষয় পদ সংগ্রহ :

সেই বিষয়ের আকার গ্রন্থগুলি যথা—বিশ্বকোষ, অভিধান, বর্গীকরণ পত্রিকা, সারায়ন/নির্ঘণ্টীকরণ পত্রিকা, থিসাস্যাস, প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত পদগুলি ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে হবে। বিশেষ করে বিগত পাঁচ বছরের ঐ বিষয়ের সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির শিরোনাম থেকে ধারণা বোধক পদগুলি সংগ্রহ করতে হবে।

খ লিপিবদ্ধ করণ :

সংগৃহীত পদগুলিকে নিম্নলিখিত চংয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পদ :
প্রসঙ্গ :
বৈশিষ্ট্য :
সংজ্ঞা :
উৎস :

গ নির্বাচন :

সংগৃহীত পদগুলি হতে বিষয় শীর্ষক (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) এবং অগ্রাধিকার না পাওয়া পদগুলি (প্রতিশব্দ, প্রায়-প্রতিশব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ) নিম্নলিখিত গুণাবলীর মাপ-কাঠিতে, থিসরাসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্বাচন করতে হবে,

ক] বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থে ঐ পদটি ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা।

খ] পদটির গ্রামান্যতা ও শাস্ত্রতিকতা

গ] তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী/বিশেষজ্ঞ মহলের গ্রহণ যোগ্যতা

ঘ] ব্যবহার সম্ভাবনা

ঙ] নির্দিষ্ট ধারনাটিকে বোঝাতে সক্ষমতা ও উপযুক্ততা

ঘ শ্রেণীবিন্যাস করণ :

নির্বাচিত পদগুলিকে বিষয়টির মুখ্য প্রভাগগুলির নীচে উপযুক্ত বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করে বিভাগ ও উপবিভাগগুলি অনুযায়ী সাজাতে হবে। এই স্তরে বা প্রভাগ বিশ্লেষণের স্তরে বিশেষজ্ঞের মত নেয়া একান্ত প্রয়োজন।

এর পরে সমস্ত বিভাগ ও উপবিভাগগুলির একটি ছক লৈখিক উপায়ে উপস্থাপন করা দরকার।

পদগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের সম্পর্কাদি [Hierarchical and non-hierarchical: (equivalence & associative)] ঐ লেখ চিত্রে প্রদর্শিত করলে পরবর্তী ধাপের কাজে সুবিধা হয়।

ঙ পদগুলির ব্যাকরণগত আকৃতি :

সাধারণতঃ পদটির বিশেষ্য রূপটিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। সামূহিক পরিশব্দের ক্ষেত্রে বহুবচন এবং নির্দিষ্ট পরিশব্দের ক্ষেত্রে একবচন অগ্রাধিকার যোগ্য।

শব্দটির বানানের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য বানান সব সময় গ্রহণ-যোগ্য। বিষয় শীর্ষক পদটিকে মোটা হরফ/বড় হাতের হরফে লিখতে হবে।

চ সংলেখ তৈরী :

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে (Format) বিষয় শীর্ষক পদ ও তাঁর সম্পর্কিত পদগুলিকে একটি সংলেখে নথিবদ্ধ করা যায়।

যথা,—বর্ণানুক্রমিক অংশ

DESCRIPTOR/বিষয় শীর্ষক
BT ব্যাপকতর পদ
NT সংকীর্ণতর পদ
সংকীর্ণতর পদ

RT সম্পর্কিত পদ
সম্পর্কিত পদ
...

জ মিথ নির্দেশ :—প্রতিশব্দাদির জন্য

অগ্রাধিকার না পাওয়া পদ
USE বিষয় শীর্ষক
বিষয় শীর্ষক
UF অগ্রাধিকার না পাওয়া পদ

যদি কেবলমাত্র বর্ণানুক্রমিক থিসঅ্যাস সংগঠন করা হয় তা হলে সমস্ত সংলেখগুলিকে কেবল একটি মাত্র বর্ণানুক্রমে আভিধানিক ঢংয়ে বিন্যস্ত করতে হবে। অতিরিক্ত কোন নির্ঘণ্টের প্রয়োজন নেই। যদি মুখ্য অংশকে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয় তবে দ্বিতীয় ভাগে বর্ণানুক্রমিক এক বা একাধিক নির্ঘণ্টের প্রয়োজন।

ঝ কার্যকারিতার পরীক্ষা ও সম্পাদনা :

কতকগুলি পদকে এলোপাথাড়ি ভাবে বেছে নিয়ে তা নির্ঘণ্টীকরণের কাজে কতটা কার্যকরী তা পরীক্ষা করতে হবে।

সমস্ত পদগুলির সবরকম সংলেখের ঠিকঠাক রেসিপ্রোকাল এন্ট্রী করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য সংকলনগত কোন রকম ভুল-ত্রুটি আছে কিনা তা দেখে নেয়া দরকার।

ঞ সাম্প্রতিকীকরণ :

বর্তমান যুগে প্রত্যেকটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। ঐ কারণে ঐ বিষয়ের তথ্য আহরণপ্রদানের কাজে নিয়োজিত থিসঅ্যাসকে নিয়মিত ভিত্তিতে সাম্প্রতিকীকরণ দরকার।

ছ সংকলন কর্মধারা :

সংক্ষেপে একটি ধারা চিত্রের (Work-Flow) মাধ্যমে কোন বিষয়ের উপর থিসঅ্যাস সংকলনের বিভিন্ন ধাপগুলিকে উপস্থাপন করা যায়।

থিসঅ্যাস প্রণয়ন-ধারা

১. বিষয়টির সীমা নির্দ্ধারণ

↓

২. পদ বাছাইয়ের জন্য উৎসগ্রন্থাদি নির্বাচন

↓

৩. উত্তোলিত বিষয়ের পদ সংগ্রহ

↓

৪. কার্ডে প্রতিটি পদ নথীকরণ

↓

৫. ধারণা ভিত্তিক অনুক্রম গড়ে তোলার জন্য পদগুলির শ্রেণীবিন্যাসকরণ

৬. একটি ধারণা প্রকাশ করার জন্য প্রচলিত কিংবা বহুল প্রচলিত পদটিকে বিষয় শীর্ষক হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া

↓

৭. বহুল প্রচলিত পদটি ছাড়া অন্যান্য পদগুলির USE←→UF রেসিপ্রোকাল এন্ট্রিগুলি করা

↓

৮. পরবর্তী ধারণাগুলির জন্য একের পর এক ৬-নং ধাপ হতে শুরু করতে হবে।

↓

৯. বিষয় শীর্ষক গুলিকে বর্ণানুক্রমে নতুবা বর্ণানুক্রমে বিন্যাস

↓

১০. বিষয় শীর্ষকের পরিধির টীকা দে'য়া

↓

১১. ব্যাপকতর পদ থাকলে তা লিপিবদ্ধ করা

↓

১২. সংকীর্ণতর পদগুলি বিষয় শীর্ষকের নীচে বর্ণানুক্রমে সাজানো

↓

১৩. সম্পর্কযুক্ত পদগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো



১৪. সম্পর্কযুক্ত পদগুলির ক্ষেত্রে রেলিগ্রোকাল এক্টিগুলি করা

↓

১৫. পরবর্তী বিষয় শীর্ষকগুলিকে একে একে নিয়ে ১০ থেকে ১৪ নং ধাপ অনুসরণ করা

↓

১৬. প্রয়োজনবোধে নির্ঘণ্টীকরণ

↓

১৭. ব্যবহার নির্দেশিকা প্রণয়ন

১২ উপসংহার :

থিসরাস সংকলন করতে গেলে প্রথম প্রয়োজন সেই বিষয়ের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান, তা ছাড়া বৃত্তি কুশলতা ও দক্ষতারও প্রয়োজন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত এবং ব্যবহৃত বেশ কয়েকটি থিসাস্যাস গ্রন্থত প্রকরণী বা ম্যানুয়াল পাওয়া যায়। এ গুলির মধ্যে যে কোন একটিকে অনুসরণ করা যেতে পারে। এবং যখনই প্রয়োজন বিষয়-বিশেষজ্ঞের এবং থিসাস্যাস-বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করা উচিত।

তথ্য বিস্ফোরণের যুগে কোন থিসাস্যাসই সব ধরনের প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কোন তথ্য উদ্ধার ব্যবস্থার আঞ্চলিক প্রয়োজনের দ্বারা মেটাতে ব্যাপকতর বিষয়ের উপর ম্যাক্রো-থিসাস্যাসের অবলম্বনে মাইক্রো-থিসারাস প্রণয়ন করতে হয় অথবা ইতিমধ্যে সংকলিত থিসাস্যাসের পরিমার্জন প্রয়োজন হয়।

বিষয়াদির বিকাশের জন্য ঘন ঘন থিসাস্যাসের সাম্প্রতিকীকরণ প্রয়োজন। এতে সর্বাধুনিক তথ্যাদির দ্রুত, ব্যাপক এবং যথোপযুক্ত সংগঠন ও উদ্ধার কাজে সফলতা লাভ সম্ভব। তথ্য সংগঠন ও উদ্ধারের তলবি (recall) এবং যথার্থতার (precision) অনুপাত নির্ভর করে ব্যবহৃত থিসাস্যাসের ভিত্তির উপর।

গ্রন্থ প্রণয়ন, সম্পাদনা, প্রকাশনা, গ্রন্থসূচীকরণ প্রভৃতি স্তরে যদি থিসাস্যাসের সাহায্য নিয়ে বিষয় পদ ব্যবহার করা হয় তাহলে ঐ গ্রন্থ হতে তথ্য আহরণ ও সংগঠন করার কাজে যথেষ্ট সুবিধা হয়। এবং তথোদ্ধারের কাজটি অনেকটা এগিয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে, শিরোনামে (গ্রন্থ/প্রবন্ধের) বিষয়-পদ ব্যবহার, অধ্যায় শীর্ষক বা উপশীর্ষক বাছাইয়ের ক্ষেত্রে থিসাস্যাসের ব্যবহার প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

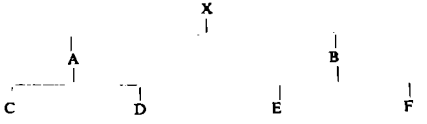
ইংরেজী ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায় বেশ কতকগুলি বিষয় থিসাস্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধের গোড়ায় উল্লেখিত গুটি কয়েক বাংলা ভাষার উপর থিসাস্যাস ছাড়া বাংলায় কোন বিষয় থিসাস্যাস নজরে আসে নি। কলকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত কিছু বিষয় পরিভাষা কোষ ছাড়া বর্তমানে বাংলায় বিভিন্ন বিষয়ের উপর পরিভাষা কোষ সংকলিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষায় প্রচুর বিভিন্ন বিষয়ের বই-পত্র, পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিসহ রাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলি ও এ গুলির ওপর ভিত্তি করে তথ্য পরিষেবা দেয়ার আজকাল যথেষ্ট সচেষ্ট। ঐ কারণে বাংলা ভাষায় বিষয়-থিসাস্যাস প্রণয়নের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করা যায়।

[প্রবন্ধটি রচনা কালে অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ "Information Retrieval thesaurus" In IASLIC-NISSAT Workshop on Thesaurus in Information Retrieval. Course Material 1987.

এবং H.M.Townley and R.D.Gee-ঃThesaurus Making বইটি বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। পরিভাষা নেয়া হয়েছে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান পরিভাষা" হতে নব/বিধা]

Appendix—I

STRUCTURE OF A SUBJECT "X"



THESAURUS ENTRIES (alphabetical)

Entry—1

X	
UF	Y
NT	A
	B

Entry—2

A	
BT	X
NT	C
	D
RT	B

Entry—3

B	
BT	X
NT	E
	F
RT	A

Entry—4

C	
BT	A
TT	X
RT	D
	E
	F

Entry—5

D	
BT	A
TT	X
RT	C
	E
	F

Entry—6

E	
BT	B
TT	X
RT	F
	C
	D

Entry—7

F	
BT	E
TT	X
RT	B
	C
	D

Entry—8

Y	
Use	X

Note : Entries to be finally arranged alphabetically under heading.

Reading List :

1. Aitchinson, J and Gilchrist, A—Thesaurus construction a practical manual. London, Aslib. 1972.
2. Chakrabortty, A R and Chakrabarty, B C—Indexing. Calcutta, World Press. 1984.
3. Chatterjee, Amitabha—Information retrieval thesaurus. [In IASLIC-NISSAT workshop on thesaurus in information retrieval. Course material. 1987.]
4. Foskett, A B – (The) Subject approach to information. 4th ed London. Clive Bingley. 1982.
5. Foskett, D J—Thesaurus. (in Encyclopaedia of library and information science. Ed by A Kent and ors. V. 30. 1980. p 416—61.)
6. Guha, B—Documentation and information. 2 ed. Calcutta, World Press. 1983.
7. Mukhopadhyay, Ashok—Samsad Samartha-sabdakosh. 2 ed. Calcutta, Sahitya Samsad. 1988.
8. Roy, A K—Thesaurus in information system. In Indexing systems ed by T N Rajan. Calcutta, Iaslic. 1981. p 163-82.
9. Soergel, D—Indexing languages and thesauri : Construction and maintenance. NY, Wiley. 1974.
10. Soergel, D—Organising information. N Y, Acedemic Press. 1985.
11. Townley, H M and Gee, R D—Thesaurus making. London, Andre Deutsch. 1980.
12. Unesco thesaurus. 2 vols. Paris, Unesco. 1977.
13. Vickery, B C—Thesaurus-a new word in documentation. J Doc. 16 (4) 1960. p 181 - 88.

সাহিত্য সমীক্ষা কি সম্ভব ?

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

বই—পাঠ—সাহিত্য

প্রথমেই বলে রাখি—"গ্রন্থাগারে"র অনুগ্রহে আমার যে প্রবন্ধগুলি ইদানিং প্রকাশিত হ'চ্ছে সে-গুলি সবই জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সামাজিক পৃষ্ঠভূমির উপর ভিত্তি করে। সমাজকে বাদ দিয়ে বই, পাঠ ও সাহিত্য থাকা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। লেখক সামাজিক জীব, পাঠক সামাজিক জীব, সমাজের স্বার্থে বইয়ের সৃষ্টি, সামাজিক প্রয়োজনেই পাঠ। তা যদি হয় তাহলে বই, পাঠ ও সাহিত্যের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া কি সম্ভব? মনে হয় না। বই বলতেই পাঠ্যবস্তু বা পাঠের যন্ত্র বোঝাবে। আবার পাঠের কথা উঠলেই সাহিত্য ক্ষেত্রে পা বাড়াবে। সুতরাং বই-পাঠ-সাহিত্যের-প্রত্যেকটির মধ্যে একটা সীমারেখা টানা সম্ভব নয়।

প্রথম ধরা যাক বইয়ের কথা। বইয়ের কি কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব? সত্যি কথা বলতে কি বইয়ের কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। একটা সংখ্যা এভাবে দেওয়া চলে "মানুষের অর্জিত জ্ঞান সম্বলিত একত্রে বাঁধাই কতগুলি পত্রগুচ্ছ। পত্রগুচ্ছগুলি হাতে লেখা হ'তে পারে। ছাপা হ'তে পারে কিন্তু তা মানুষের জ্ঞান সম্বলিত হ'তে হ'বে। এ জ্ঞান, কাব্যে লেখা হতে পারে। কবিতার ছন্দে লেখা হতে পারে, উপন্যাসের রূপ, নাটকের রূপে, প্রবন্ধের ইত্যাদি নানা রূপে লেখা হতে পারে।" এত কথা বলার পরও দেখা যায় একখানি বইয়ের বর্ণনা দেওয়া হ'লো না কারণ বইয়ের ব্যবহারটা বাদ পড়ে গেল। Ortega y Gasse-তে একটি বেশ মজার গল্প আছে। একজন বেঁটে ছেলে কোন গ্রন্থাগারে এসে বললে "আমাকে একখানি বেশ মোটা অভিধান দিন" গ্রন্থাগারিক প্রশ্ন করলেন কোন ভাষার অভিধান চাই। ছেলেটি উত্তর দিল—যে কোন ভাষার, তবে বেশ মোটা হওয়া চাই। প্রশ্ন হ'লো কি করবে বই নিয়ে? বসবার জন্যে। বুঝতেই পারছেন ছেলেটি হয়তো সিনেমায় যাবে—বইখানিকে আসনের উপর রেখে বললে তবেই সে ছবি দেখতে পাবে।

বইকে বস্তু হিসাবে ধরে নিয়ে নানা দেশ নানা ভাবে বইয়ের বর্ণনা দিয়েছে :

U. N. E. S. C. O বলছে একখানি বই হ'তে গেলে বইখানিতে অন্তত ৪৯ পাতা থাকা চাই কিন্তু এ থেকে বাদ পড়বে সাময়িক পত্র-পত্রিকা, "Those periodical publication containing 49 pages" Canada, Finland, Norway এদের রাষ্ট্রই ৪৯ পাতা মেনে নিয়েছে। Libia ও South Africa—৫০ পাতা; Denmark-এ বই হতে গেলে ৬০ পাতা থাকতে হবে; Hungary—৬৪ পাতা, Ireland, Italy, Morocco—১০০ পাতা। Belgium—৪০ পাতা পর্যন্ত Czeekoslovakia—৩২, Iceland—১৭, ভারত বাঁধা বই হলেই হ'লো ৩৪ পাতা ২ খানাই হোক আর তার বেশী হোক। U. K—৬ পেনস্ দাম হলে তবে বই বলে গণ্য হ'বে (R. E. Barker—Books for all, p. 17)

এই সব বর্ণনায় বইকে জনসংযোগের মাধ্যম, বা সাংস্কৃতিক লেন-দেনের যন্ত্র হিসাবে ধরে নেওয়া হয়নি। উপরে বইয়ের যে-সব বাংলা দেওয়া হ'লো তার মধ্যে বইয়ের বিষয়বস্তুকেও স্থান দেওয়া হয়েছে কিন্তু বইয়ের ব্যবহারকে বিবেচনা করা হয় নি। তবে এ কথা তো

ঠিক যে বই হ'লো পাঠের যন্ত্র এবং পাঠই বইয়ের যথার্থ সংজ্ঞা দেবে।

কোন একজনের জন্যে একখানি বই এ-কথার কোন মানে হয় না। ছেপে হোক, ফটো তুলে হোক, হাতে লিখে হোক বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হবে—মানব মনের চিন্তা-ধারাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্যে এবং সেই চিন্তাধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। তা'হলে আর একটা সমস্যা উঠছে পাঠক সংখ্যা—সুতরাং পাঠক সংখ্যাকেও বইয়ের সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কিন্তু পরিসংখ্যানের "একক" হচ্ছে বইয়ের "নাম" (title) একখানি বই নয়।

সুতরাং দেশ বিদেশে পুস্তকের যে সব পরিসংখ্যান হয়েছে বা হ'চ্ছে তা বিচার করতে হবে নানাদিক চিন্তা করে। বইয়ের "title" অনুযায়ী একক ধরে পরিসংখ্যানের মূল্য পাঠের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়। কত সংখ্যক বই ছাপা হচ্ছে সেইটাই বই পড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

হাতের কাছে নতুন কোন পরিসংখ্যান না থাকায় এখানে ১৯৫২ সালের পরিসংখ্যান উল্লেখ করলাম।

১০,০০০-এর বেশী বই (সংখ্যা নয়) ছেপেছে এমন দেশ হলো সাতটি: U. R. S. S—৩৭,৪০০, U. K—১৮,৭৫৪, ভারত—১৭,৪০০, জাপান—১৭,৩০৬, পশ্চিম জার্মানী—১৩,৯১৩, যুক্তরাষ্ট্র—১১,৮৪০, ফ্রান্স—১০,৪১০।

এই পরিসংখ্যান যে মোটেই ঠিক নয় তা একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে। প্রথম ঐ সাতটি দেশের একটি না হ'য়ে ভারতের স্থান হবে বিশে—তাও যদি ভারত তার বইয়ের বর্ণনাকে একটা চলতি নিয়মের মধ্যে নিয়ে আসে। ভারতের স্থান অধিকার করবে ইতালী (৯,৬৪৯)। ইতালীতে একখানি বই হ'তে গেলে ১০০ পাতার বই হওয়া চাই। জাপান এসে বসবে যুক্তরাষ্ট্রের পাশে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রে, রাষ্ট্রের দ্বারা প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্য যে-সব বই ছেপেছে তা এ পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এতো গেল দেশের মধ্যে প্রকাশিত বইয়ের পরিসংখ্যান।

কিন্তু অনুবাদের মাধ্যমে এক দেশ থেকে আর এক দেশে বই আসতে পারে। আবার অনুবাদটা যে দেশের বই সে দেশেও হতে পারে, বা অন্য দেশের ভিতরেও হতে পারে (উপস্থিত পশ্চিমবাংলাকে এরূপ একটি দেশ বলে ধরা যায়) কোন একটি দেশের বইয়ের title অনুযায়ী প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা হ'তে জানা যায় সেই দেশের Intellectual life কতটা উন্নত, এ জীবনের বিভিন্নতা (variety) কতটা। সে-দেশের লেখকদের productivity কতটা তাও জানা যায়। কিন্তু সামাজিক জীবনে বই পড়ার প্রভাব কতটা তা জানা যায় না।

পড়াটা বিশ্লেষণ করতে গেলে একখানি বইয়ের কত সংখ্যা ছাপা হচ্ছে এবং সাময়িক পত্র-পত্রিকার কত সংখ্যা ছাপা হ'চ্ছে সে-বিষয়ও পরিসংখ্যানের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কি করে তা জানা যাবে? এই হলো প্রশ্ন।

যদি বাৎসরিক মাথাপিছু Newsprint এবং বই ছাপার কাগজ কতটা খরচ হ'চ্ছে তা জানতে পারা যায় তা হলে সম্ভবতঃ পাঠ কতটা তা জানা সম্ভব হয়।

১৯৫১ সালে ফ্রান্সে Newsprint ও বই ছাপার কাগজ খরচ হ'তো মাথা পিছু ৮ কেজি, এই ৮ কেজির মধ্যে বই ছাপতে খরচ হ'তো ১ কেজি মাথা পিছু। এই সময়ে পত্র-পত্রিকা ছাপার জন্য মাথাপিছু খরচ হ'তো ৬৬ কেজি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে মাথাপিছু বই পড়া অপেক্ষা, পত্র-পত্রিকা পড়া প্রায় দশগুণ বেশী। U.R.S.S এ পত্রপত্রিকা পড়া বই পড়া অপেক্ষা ৪ গুণ বেশী। আমেরিকায় বই ও খবরের কাগজ পড়ার সম্বন্ধটা হ'চ্ছে ১০০ : ১ (Sociologie de la litrature—Robert Escarfit—P. U. F, 1958)

পাঠের যথাযথ হিসেবটা করতে গেলে যারা পড়তে জানে না, তাদের কথা, কত বই বিক্রি হচ্ছে না, এবং একখানা কপি ক'জনে পড়ছে এ সব নানা বিষয় বিবেচনা করতে হ'বে।

যে বই যত সংখ্যক ছাপা হ'চ্ছে তার যে সবটাই বিক্রি হচ্ছে তা ঠিক নয়। সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে কত কপি বিক্রি হ'বে তা কতকটা ধারণা করতে পারা যায় কারণ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রায় সবকিছুই সাময়িক। ফলে অবিক্রিত কপি খুব কমই থাকে। তারপর বইয়ের যত কপি ছাপা হ'চ্ছে তার কিছুটা অংশ বিদেশে চালান যাচ্ছে। তেমনি এক দেশের বই আর এক দেশে আসছে। সুখের বিষয় বইই বেশীর ভাগ বাইরে যায়। পত্র-পত্রিকার চালানের সংখ্যাটা খুব একটা বেশী নয়। ১৯৫৪ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ফ্রান্সে যত বই ছাপা হয় তার ২৫% ভাগ বাইরে চালান যায় এবং বাহির থেকে বই আসে প্রায় ৬ লক্ষ বাৎসরিক (R.E.Barker)। তা হ'লে আমরা দেখছি ফ্রান্সে যত সংখ্যক বই ছাপা হয় তার শতকরা ১২ থেকে ১৫ ভাগ ফ্রান্সের লোকেরা পড়ে না।

এ-প্রবন্ধে আমরা পাঠ বলতে ধরে নিয়েছি সাহিত্য পাঠ সুতরাং সব পাঠই সাহিত্য পাঠ নয়, এবং সব পাঠই effective reading নয়। যত কিছু পাঠ করা হয় বই সে পাঠের একটি নগণ্য অংশ। আবার সাহিত্য পাঠ বা effective reading বল্লে বই পড়ার অংশ হ'বে আরো কম। সাহিত্য বলতে আমরা বলেছি সাহিত্য লেখার বা পড়ার কোন বাধ্য বাধকতা নেই। লেখক লিখতে চাইলে লিখবেন। পাঠক পড়তে চাইলে পড়বেন। পাঠকে functional reading বা a means to an end হিসাবে ধরতে তার মধ্যে বাধ্য বাধকতা এসে যায়। সুতরাং সে পাঠকে সাহিত্য পাঠ বলা যায় না এবং সেরূপ বইকে সাহিত্যও বলা চলেনা। কৃষ্টির প্রয়োজনেই বই পড়া; এ পড়া utilitarian নয়।

ডিউইর দ্বাশমিক বিজ্ঞানে সাহিত্যের স্থান ৮ এর ঘরে। এই আটএর ঘরে Dewey কেবল সাহিত্য কে এবং সাহিত্যের বিভিন্ন রূপকে স্থান দিয়েছেন কিন্তু ক্রাশ ঐ সাহিত্যের মধ্যেই তাঁরা বিজ্ঞাপনকে স্থান দিয়েছে। সুতরাং সাহিত্য বলতে নানা বিষয়ের ওপর বইকে বোঝাতে পারে এবং সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে সাহিত্যের স্থানটা খুবই কম। ফলে দাঁড়ায় এই রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান ভিত্তিক কৃত বিভাগ অনুযায়ী হলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হবে ভুল কারন সে ক্ষেত্রে দেখা যাবে ফ্রান্সের সাহিত্যের পরিমান হ'বে ৩০ থেকে ৩৫%; জার্মানীতে কিছু কম কিন্তু গ্রীসে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ যেটা খুব আশ্চর্য্য বলে মনে হয়।

সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রের এমনকি দৈনিক পত্রের রবিবারের সংখ্যায় এমন অনেক কিছু ছেপে বার হয় যা সাহিত্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে ফেলা যায়। আবার এমন অনেক লেখা আছে যা সাহিত্য না হলেও অনেকের কাছে সাহিত্য বলে গণ্য হয়। সুতরাং সাহিত্যের সংজ্ঞা পুস্তকের ব্যবহারের ওপর নির্ভর করবে। সাহিত্যটা নির্ভর করবে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানের উপর। তাহলে এ কথা ঠিক যে সীমারেখা নির্দ্ধারিত বিষয়ের বিভাগকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা লেখক পাঠক সম্বন্ধের মধ্যে একটা বিরোধ বাঁধবে—সে ক্ষেত্রে লেখকের উদ্দেশ্য পাঠকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে মিল থাকবে না।

তাহ'লে উপায় কি ?

মানসিক ও সমষ্টিগত ঘটনাটা বুঝতে গেলে একমাত্র উপায় হচ্ছে, পাঠকের মধ্যে কতগুলি লোককে বেছে নিয়ে তাদের ব্যক্তিগতভাবে প্রশ্ন করলে সাহিত্য পাঠের পরিমানটা ঠিক করা সম্ভব হ'তে পারে। এক্ষেত্রেও কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকার ফলে কেউ কেউ সঠিক উত্তর দেবে না। তার কারণ তার নিজের পাঠের রুচি সম্বন্ধে যথাযথ উত্তর দিতে গেলে তার ব্যক্তিত্বে ঘা লাগবে। তার মনে হবে সে সমাজের গণ্ডির মধ্যে নিম্নস্তরে নেমে যেতে পারে। সে যদি বলে আমি পুলিশী উপন্যাস পড়তে ভালোবাসি তা হ'লে সে যে উন্নত ধরণের সাহিত্য পাঠ করে না যে কথা প্রকাশিত হ'য়ে পড়বে ফলে সমাজের গণ্ডির মধ্যে সে পাঠের স্বাদে অন্তত নিম্নস্তরের বলে প্রমাণিত হবে। আজ কাল যৌন সম্বন্ধীয় বহু ইংরেজী বই বার হচ্ছে এবং যারা ইংরাজী পড়তে পারে তারা এ সব বই খুব বেশী পড়ে। এক্ষেত্রে কিন্তু তাকে প্রশ্ন করলে সে যথাযথ

উক্তর দেবেনা কারণ তার অবচেতনায় সে Prohibitionism সুপ্ত রয়েছে, এবং যে ইচ্ছাকে সে প্রকাশ করতে চায় তা প্রকাশের সুযোগ পাবে। পুস্তকের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত পাঠ প্রবণতা খুব নিম্নস্তরেরই হ'ক আর খুব উচ্চস্তরেরই হোক তা সে প্রকাশ করতে ইতস্ততঃ করবে। কারণ তার মনে হবে তার অন্তের সঙ্গে সামাজিক সম্বন্ধটা অন্য রকমের হয়ে যাচ্ছে। এমন কি নিজেও সে নিজের পাঠ প্রবণতাকে ঠিকমত স্বীকার করে নিতে পারবে না।

যদি পাঠকের পাঠ প্রবণতা সম্বন্ধে লেখককে প্রশ্ন করা যায় তা হলে আরও বেশী সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। লেখক তার নিজের লেখা সম্বন্ধে সব কিছু বলতে পারেন কিন্তু তার লেখা যে কোন তীরে গিয়ে উঠবে সে ধারণা তিনি কেমন করে করবেন। লেখক মুক্তভাবে এবং নির্জনে একা বই লেখেন। তাঁর লেখার ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা অসামাজিক হয়ে থাকতে চান। তিনি যদি জনগোষ্ঠির সহিত সংযুক্ত হয়ে থাকতে বাধ্য হন তা হ'লে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ঘা পড়বে। জনসাধারণ তাঁর বই পড়ে তাঁর সম্বন্ধে কি বলবে এ চিন্তা করতে গেলেই তার পক্ষে মহা বিপদ।

প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা, চেষ্টা করলে পাঠ সম্বন্ধে কিছুটা সন্ধান দিতে পারে কিন্তু তা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ তারা নিজেই জানেন পাঠকের পাঠের ক্ষেত্রে তাদের অংশ কতটা।

একমাত্র গ্রন্থাগার চেষ্টা করলে, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সাহিত্য পাঠের পরিসর কতটা তা সম্ভবতঃ নির্দ্ধারণ করতে পারে।

গ্রন্থাগারই হ'লো একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যা সত্যই সামাজিক। কারণ তাকে সমাজের ক্রম বিকাশের তালে পা ফেলে পাঠকের পাঠের প্রবণতার পরিবর্ত্তনের উপর নজর রেখে পুস্তক সকয় করে যেতে হচ্ছে। সেই জন্য গ্রন্থাগারই একমাত্র খোঁজ দিতে পারে কিভাবে যুগে যুগে সামাজিক সংস্কৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি মন ও সমাজ মন পরিবর্ত্তিত হওয়ার দরুণ পাঠ প্রবণতার কিভাবে পরিবর্ত্তন হচ্ছে।

আমি পূর্ব্বেকার কয়েকটি প্রবন্ধে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি সুতরাং সে সব বিষয় আর পুনরুল্লেখ করার প্রয়োজন দেখি না।

এই প্রবন্ধটি এবং অন্যান্য প্রবন্ধগুলি প্রত্যেকটিই সাহিত্যের এবং গ্রন্থাগারে সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহিত্য পাঠ নিয়ে যখন কথা তখন সাহিত্যের সমাজতত্ত্বের ইতিহাসটা আমাদের কিছুটা জানা প্রয়োজন।

সাহিত্য সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা খুব আধুনিক যুগের ১৮ দশ শতাব্দীর। মূলতঃ সাহিত্য "সৃষ্টি" হ'ত না, সাহিত্য "ছিল" সমাজের উচ্চস্তরের লেখাপড়া জানা ব্যক্তিদের সম্পত্তি। সমাজ মনের উপর ভিত্তি করে সাহিত্য সৃষ্টি হ'ত না। ১৬শ শতাব্দী থেকে সাহিত্যের রূপে পরিবর্ত্তিত হ'লো। (দেখুন "বাজারমুখী গ্রন্থাগার— "গ্রন্থাগার ৩৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা)।

এই সময় থেকে সাহিত্যের সঙ্গে জনসমষ্টির সম্বন্ধের একটা সূত্রপাত হ'লো। এবং সেই সময় থেকেই সমষ্টিগত ভাবে সাহিত্য পাঠ প্রবণতা দেখা দিতে থাকল। এবং এই সময় থেকেই সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ সংস্থাতির একটা সম্বন্ধ যে আছে সে সম্বন্ধে সমাজের মানুষ সচেতন হয়ে উঠলো। ঠিক একই কারণে জনসাধারণের গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সমষ্টিগত ভাবে অনুভূত হ'লো।

এই সময়েই মাদাম দে স্তায়েল (Mme de Stael) লিখলেন—"of the literature considered in its relation to social institution"। তিনি বললেন "ধর্ম, রীতিনীতি ও আইনের প্রভাব সাহিত্যের উপর কতটা এবং সাহিত্যের প্রভাবই বা কতটা ধর্ম, রীতিনীতি ও আইনের উপর তা দেখবার চেষ্টা করবো।"

মাদাম স্তায়েলের জার্মান বন্ধুরা সৃষ্টি করলেন zeist, Geist ও Volk geist কথা দুটির (দেখুন "বাজারমুখী গ্রন্থাগার")

অর্থনীতি একটি মানবীয় বিজ্ঞান সে হিসাবে আমরা Marx ও Engels এর লেখার মধ্যে এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু পাবার আশা করতে পারি। কিন্তু তাদের "সাহিত্য ও ললিত কলার" ওপর লেখার সংকলন থেকে কিছু পাওয়া যায় না। ২০ শ শতাব্দীর শুরুতে আমরা Plekhanov (প্লেখানফ) এর কাছ থেকে কিছু পেতে আরম্ভ করি। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে সাহিত্যকে সমাজ তত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। কিন্তু রাইনীতির স্বার্থে সাহিত্যে সমাজতত্ত্বের উপর ততটা জোর না দিয়ে জোর দেওয়া হ'লো সাহিত্য কতটা কাজ করছে সমাজের সাক্ষী হিসাবে তার উপর।

এর পরে এলেন ভ্লাদিমির ইয়ানফ (Vladimir Jdnov)। তিনি বললেন "The litrature should be considered in its inseparable relation with the life of the society on the background of historic and social factors which in fluenced the writer……'The literature is a social phenomenon the perception of the reality through creative Emagination (Some recent Soviet studies in literature: Soviet literature, Moscow, 1956 No. 8)। ফলে দাঁড়াল এই যে সাহিত্যে কতটা সত্য আছে সেটুকু খুঁজে লেখা-লেখার মধ্যে; জটিলতা থাকা সত্ত্বেও সত্যকে কতটা রূপ দিতে পেরেছে সেটটুকু খুঁজে দেখতে হবে। কিন্তু একখানি বইয়ের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যেককেই খানিক ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় সে কথা ভুলে গেলে তো চলবে না।

আমরা কিন্তু সাহিত্যের মূল্য অন্ততঃ সমাজের দিক থেকে কতটা তাতো জানতে চাইনা। আমরা জানতে চাই সামাজিক ঘটনাকে যার মাধ্যমে লেখক তার বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। এই ঘটনার মধ্যে কতটা esthetic আছে তা আমাদের জানবার প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ formalismটা বড় কথা নয়।

এতদূর যা বলা হ'লো তা হ'লো সাহিত্যকে বিচার করতে হবে কতগুলি নিয়মানুযায়ী কিন্তু যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে এলো কতগুলি ধারণা যার উপর নির্ভর করে সাহিত্যকে বিচার করতে হ'বে। এই সব ধারণা গুলির মধ্যে এ-কটি ধারণা হলো সাহিত্যকে যুগানুযায়ী বিচার করতে হবে। এই ধারণা ১৯২০ সাল থেকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিয়মিত ভাবে প্রয়োগ করা হতে থাকল। কুরনোর (Cournot) শিষ্য এ সময়ে লিখলেন "Les geenretions sociales।

সেই সময় থেকেই সাহিত্যকে এবং গ্রন্থাগারকে যুগানুযায়ী বিচার করা হ'তে থাকলো। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানব চেতনা এবং সংস্কৃতির পরিবর্তন হতে থাকলো তেমনি সাহিত্যও নতুন রূপে দেখা দিতে থাকল। গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনের ক্ষেত্রেও যুগানুযায়ী পাঠের প্রয়োজনটা প্রতিফলিত হ'তে থাকলো। ফলে পূর্ব্বের সঞ্চিত বইগুলির প্রয়োজন কেবল গবেষণামূলক হয়ে দাঁড়ালো সামাজিক প্রয়োজনে যে পাঠ সে পাঠের জন্য অন্তযুগের বই আর কোন কাজে লাগল না।

সুতরাং আধুনিক জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সাহিত্য পাঠের পরিসর কতটা তা বিচার করতে গেলে আমাদের নিচের ছক অনুযায়ী পরিসংখ্যান করতে হবে। ধরে নিন হুগলি জেলায় সাহিত্য পাঠের একটা পরিসংখ্যান করতে হবে:

১। প্রথম দেখতে হবে এই জেলায় কতগুলি জনসাধারণের এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার আছে। জানতে হবে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পুস্তক সংকলনে গুণগত ও সংখ্যাগত মূল্য কতটা।

২। প্রত্যেক গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে পাঠের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে হবে। এই পাঠের পরিসংখ্যান নানা ধরণের সামাজিক ঘটনা অনুযায়ী কিভাবে এবং কতটা পরিবর্ত্তিত হয় তা জানতে হবে।

৩। যে অঞ্চলের পরিসংখ্যান হ'চ্ছে সে অঞ্চলের কোন স্থানে কি কি ধরণের লোক বাস করে তার একটা মানচিত্র তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে বোঝা যাবে:

ক) কি ধরণের জনসংখ্যা কোন ধরণের বই পাঠ করে।

খ) ঠিক করে জানতে হবে কোন কোন স্থানের লোকেরা সবচেয়ে বেশী বই পড়ে, এবং সেই স্থানে পাঠের ক্ষেত্রে বয়, কাজ, জাতি, আয় অনুযায়ী কোন দলের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

৪। গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে পরিসংখ্যান পাবার পর গ্রন্থাগার থেকে কি ধরণের বই বার হচ্ছে এবং পুস্তক নির্বাচনের ক্রমবিকাশ বিচার করে দেখতে হবে।

৫। ঐতিহাসিক গবেষণা।

ক) অঞ্চলিক গ্রন্থাগারের স্থাপন থেকে শুরু করে কি ভাবে পুস্তক সংকলন বৃদ্ধি হ'য়েছে অর্থাৎ পুস্তক সংকলনের ক্রমবিকাশ। কত বই বাৎসরিক পাঠকে দেওয়া হচ্ছে এবং বিষয়ানুযায়ী কিভাবে পুস্তকের চাহিদার পরিবর্ত্তন হচ্ছে।

খ) একখানি বা কতগুলি বই সম্বন্ধে একখানি বা কতগুলি বই বাৎসরিক কতবার বার হচ্ছে—বার হওয়ার তারিখ এবং কি ধরণের পাঠক ইত্যাদি।

গ) যে অঞ্চলে পাঠ খুব বেশী হয় সে অঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রশ্ন করে জানতে হবে একখানি বই কিভাবে হাত পালটাচ্ছে।

ঘ) কতগুলি পাঠককে বেছে নিয়ে প্রথমত তাদের হাবভাব বিচার করতে হবে পরে তাদের প্রশ্ন করে জানতে হবে তাদের মনোভাব।

ঙ) ফলাফল যা পাওয়া যাবে সেগুলিকে এক একটি দলে ভাগ করে বিচার করতে হবে।

এই পরিসংখ্যান থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে বইয়ের ব্যবহার (consumption) এবং সেইটাই হবে সাহিত্যের সামাজিকতা।

এই ছক অনুসারে কুমারী নিকল বোর্দিন, Bordeaux'র Psychological institute এর গবেষক একটি পরিসংখ্যান করেছেন।

	ইংলণ্ড		ফ্রান্স	
সামাজিক স্তর	মাতাপিতা	লেখক	মাতাপিতা	লেখক
	%	%	%	%
অভিজাত বংশ	১৮	২	৮	
পুরোহিত	১৪	৪	—	
সৈন্য	৪	২	২৪	
শিক্ষক, অধ্যাপক	১৪	১২	১৬	
ব্যবসা বাণিজ্য	১২	২	২০	
রাষ্ট্রীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তি	১০	৮	৪	
চাকুরী	৮	১০	৮	
সাহিত্য ও কলা	৮	৪৪	৮	
রাজনীতি	২	৪	৪	
ব্যবহারিক বিজ্ঞান	২	২	•	
মজুর, চাষী	৪	•	৪	

ENGLISH ABSTRACTS

Of the Editorial & Articles Published in GRANTHAGAR V. 40. NO. 6—7
by Ratna Das (Banerjee)

Vol. 40. No. 6

Editorial : *Problems of library Employees.* *(pp. 142—3)*

Employees of public libraries in West Bengal are confronted with different problems. In most of the districts, the post of the District Library Officers are being vacant. The employees are not getting their salary regularly. The revision of the pay-scales of the employees has given birth to many complications. The State Central Library has been turned into a store room. The post of the librarian is lying vacant. There is an appeal to the state library department to work in a more democratic way. It should provide benefits speedily to the employees on retirement and to their families in case of dying in harness.

Come in newer forms—by Ramkrishna Saha *(pp. 144—151)*

Deals with the definition of information, its conventional meaning and significance of the terms in information science. The role of information in the society, groups and organisations; the information system within an individual—i.e. physical information system and its relationship with different mental condition etc. have also been discussed. Various theories of information have also been discussed.

Information Centre and Information Communication—by Puranjoy Mukhopadhyay. *(pp. 152—158)*

The role of library is changing, as the need of information is changing in different periods—like discipline-oriented era, problem-oriented era, mission-oriented era or polymoth era. The various characteristic of information communication have been stated. Five aspects—Sender, Message, Channel, Receiver & Feedback of information communication ; their importance and the elements of noise have also been discussed.

Inter-library & Information Centra Co-operation and INFLIBNET—by Srikanta Basu & Biswajit Dey. *(pp. 159—161)*

The necessity and importance of inter-library and information centre cooperation have been stated. Information and Library Network (INFLIBNET) system as proposed by Yashpal Coummnittee appointed by UGC is going to be implemented in the 8th five-year plan period. With the application of computers and different telecommunication technologies this proposed network is going to be a large

effective system being operational at national, regional, sectoral and local levels.

V. 40., No 7

Editorial : Revision of W. B. Public Library Law. (*pp. 162—164*)

To remove some defects in the West Bengal Public Library Act which has been introduced in 1979, the library department has constituted a seven member committee without taking any representatives from BLA and Workers Association. The State Library Council has not been informed about this proposed amendment. BLA has discussed with the respective minister about taking representatives from different levels and jointly making a survey the situation & working of libraries. The library department had agreed verbally but not given any written order to provide financial grant. The library movement demands a discussion& a joint survey of the library system & to work on the basis of recommendations derived out of it.

State Library Law : as viewed by a library worker—by Sukla Mukhopadhyay.

(*pp. 165—168*)

The Public Library Act in West Bengal, which was introduced in 1979, and amended twice in 1982 and 1985, has not yet covered 2500 sponsored libraries. There is ambiguity over the term 'sponsored public library' and its characteristies. Unless the confusion in removed and the libraies, which are not benefitted by this Act till now, are brought under the privileges of the W.B. Public Library Act, the common people will be deprived.

Library Law of Haryana—by Satyabrata Sen. (*pp. 167—170, 183*)

Discusses in brief the Public Library Act of of Haryana, in which the definitions of technical terms, the structure of the public library system, the structure of library monetary funds etc. have been stated.

Thusaurus—by Nandita Bhattatcharyya.

(*pp. 172—178*)

States the origin and development of thesaurus,its relation with the classification scheme ; the methodology of thesaurus construction and also gives a brief idea about four important thesaurus—TEST, Thesaurofacet, UNESCO thesaurus and BSI ROOT thesaurus.

শোক সংবাদ

- বিগত ৬ই ডিসেম্বর '৯০ তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রবীণ কর্মী শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যের জীবনাবসান হয়েছে। রামরঞ্জনবাবু দীর্ঘ দিন তমলুক গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ছিলেন ও পরিষদের সঙ্গে দীর্ঘ দিন যুক্ত ছিলেন।

- বিগত ২৪শে সেপ্টেম্বর '৯০ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র পলিটেক-নিক-এর গ্রন্থাগারিক শ্রীবিনয়ভূষণ গুহের জীবনাবসান হয়েছে। বিনয়বাবু দীর্ঘকাল পলিটেকনিক কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ছিলেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন।

- বিগত ৯ই নভেম্বর '৯০ কৃষ্ণনগর ব্লকের অন্তর্গত শিমূলতলা যুব সংঘ পাঠাগারের সাইকেল পিওন শ্রীমণিকৃষ্ণ চক্রবর্তীর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি জনডিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪, সি. আই. টি-স্কীম ৫২

কলকাতা-৭০০০১৪

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব, ১৯৯০

সুধী,

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০ (বুধবার) বৈকাল ৫ ঘটিকায় কলিকাতার মৌলালীস্থ যুবকেন্দ্রে পরিষদের ১৯৯০ সালের বার্ষিক পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘটক মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করবেন নিউ আলিপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সভাপতি শ্রীমতী সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। ঐ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্ত কাম্য। ধন্যবাদান্তে—

ছাত্র পুনর্মিলন উৎসব কমিটি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পরিষদের সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে বিগত ১৮ জুলাই ১৯৯০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত হারে সদস্যদের চাঁদা নির্ধারিত হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাস হ'তে নতুন হারের চাঁদা চালু হচ্ছে। পরিষদের সদস্যদের এই হারে চাঁদা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে—

ব্যক্তিগত বার্ষিক চাঁদা— ২৫·০০

ব্যক্তিগত আজীবন চাঁদা— ২৫০·০০

প্রতিষ্ঠানগত চাঁদা বার্ষিক— ৩৫·০০

ভারতের বাইরে বসবাসকারী সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা— ১০০·০০

ভারতের বাইরে বসবাসকারী সদস্যদের আজীবন চাঁদা— ১০০০·০০

ভারতের বাইরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা (বার্ষিক)— ২৫০·০০

গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক চাঁদা— ৫০·০০

অরুণ রায়, কর্মসচিব

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd No. R. N. 2674-47

Volume 40 : No. 10 January—February 1991

12 MAR 1992

Contents

PAGE

Pay revision of the Central Government Library Employees. (Editorial) 234

Benode Behari Das & Nanda Dulal Basak
Thesaurus ; Structure and Construction 236

Rajkumar Mukhopadhay
Can we measure literature use ? 248

English Abstracts 254

Report of deaths 256

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, ফাল্গুন



সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সঙ্কট (সম্পাদকীয়)	258
বীরেন চন্দ সাক্ষরতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার	260
অনিল চন্দ্র পাল মুয়াইরি	264
প্রশান্ত কিশোর রায় সাহিত্য পরিষদ পরিচিতি ও তার বর্তমান সমস্যা	266
শ্রীকান্ত বসু শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার ভাবনা	276
চিঠিপত্র ও সম্পাদকের মন্তব্য	279
English Abstracts	281

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

FORM—IV

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলী (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল :

১ পত্রিকার নাম : গ্রন্থাগার

২ পত্রিকার ভাষা : বাংলা ও ইংরাজী

৩ প্রকাশের স্থান : কলিকাতা, কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়.
কলিকাতা-৭০০০১৩

৪ প্রকাশকাল : মাসিক

৫ মুদ্রকের নাম, জাতি ও ঠিকানা—ডঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতীয়,
১০০/১, কুপেন বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

৬ প্রকাশকের নাম, জাতি ও ঠিকানা : ঐ

৭ সম্পাদকের নাম : রামকৃষ্ণ সাহা, ভারতীয়
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪, সি, আই টি, স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪

আমি, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তাং ২৮।২।৯১ স্বাক্ষর : সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১১ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, ফাল্গুন

সম্পাদকীয়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্কট

৯৭ বৎসর আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি করার জন্য। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে সাহিত্য পরিষদের অবদান চিরকাল উচ্চারিত হবে। বাংলা ও বাঙালীর মননশীলতার অগ্রগতিতে এই সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন খনামধন্য সমস্ত ব্যক্তিরা। রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রভৃতিদের নাম স্বতঃই এসে পড়ে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। সংবাদপত্রের বিবরণে দেখা যায় যে বর্তমান কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্যরা পদত্যাগ করেছেন। কার কাছে পদত্যাগ করেছেন তা জানা যায় নি। অনুসন্ধিৎসার কারণে একটু নজর দিলে দেখা যাবে যে পদত্যাগ পত্র কারো কাছেই জমা পড়ে নি। পরিষদের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের কেউ কেউ জানিয়েছেন যে তাঁরা সে রকম কিছু জানেন না। রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরও এ সম্পর্কে অজ্ঞ; রেজিষ্ট্রার অফ সোসাইটির আধিকারিকরাও এ সম্পর্কে অবহিত নন। তাহলে অবস্থা কি হ'লো?

পরিষদের পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে কর্মীদের একটা বিরোধের প্রশ্ন অচলাবস্থার কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলতে চাইছেন। তবে এটাও ঠিক যে কর্মীরা বেশ কিছু দিন যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না। কর্মকর্তাদের কাছে বেতনের আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হয়নি, স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ কর্মীরা যে গ্রন্থাগারটিকে চালু রেখেই কর্তৃপক্ষের কাছে বেতনের দাবী পেশ করেছেন তাতে অন্যায় কিছু দেখি না। কর্মকর্তারা একটা সাদাই গাইছেন যে সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য বেতন অনুদান তাঁরা পাচ্ছেন না। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান কর্তৃপক্ষ অধিক সন্তোষের কথা মনে না রেখেই যথেচ্ছভাবে লোক নিয়োগ করেছেন এবং হাতপুরে যে অনুদান দেওয়া হয়েছে তার ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট জমা দেওয়া হয় নি। ঐ সার্টিফিকেট না পেলে তাঁদের পক্ষে অনুদান দেওয়া সম্ভব নয়।

বেশ কিছু দিন যাবৎ আন্দোলন চলছিল যে পরিষদের বর্তমান সম্পাদক কর্মীদের সঙ্গে অ-সামাজিক ব্যবহার করেন কখনো কখনো তা পাশবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। বর্তমানে যিনি সম্পাদক তিনি একজন বিতর্কিত ব্যক্তি হলেও সভাপতি একজন প্রবীণবরেণ্য অধ্যাপক ও সাহিত্য সমালোচক কিন্তু তিনি সমস্যার কোন রকম সুরাহা করেন নি বরং কর্মীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগের আঙুল তুলে ধরেছেন।

যে কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় পদত্যাগ করা হয়েছে বলে বলা হচ্ছে সেখানে ওরকম কোন প্রস্তাব নিয়ে সদস্যদের সই করানো হয় নি বলে কার্যনির্বাহক সমিতির

কোন কোন সদস্য অভিযোগ করেছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে পদত্যাগের বৈধতা আদৌ আছে কি না। তবে একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট তা হ'ল সভাপতি, সম্পাদক সহ কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা একটা চরম দায়িত্ব হীনতার পরিচয় দিয়েছেন। কারো অভিমত পদত্যাগের বিষয়টাই কৌশলগত, মূল উদ্দেশ্য কর্মীদের শিক্ষা দেওয়া।

আমরা যারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের কাছে পরিষদের এই সংকটপূর্ণ অবস্থা বেদনার কারণ হিসাবে দেখা দেয়। বাস্তব অবস্থা হলো কর্মীরা বেতন পাচ্ছেন না এবং সরকার থেকে অনুদান নিয়ে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থাও চালু করায় অসুবিধা হয়েছে। ফলে কর্মীরা পড়েছেন এক অনিশ্চিত অবস্থায়। এ রকম একটা অবস্থা একাদনও থাকা উচিৎ নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে সম্পাদকের মৌখিক আদেশক্রমে পরিষদের সদস্যপদের ফরম দেওয়া হচ্ছে না। স্বভাবতই আমাদের মনে এই আশঙ্কা জাগায় যে সম্পাদক বোধ হয় সংস্থাটিকে কুক্ষিগত করতে চাইছেন। নচেৎ সদস্যপদ বন্ধ করার কি যুক্তি থাকতে পারে? আরো কিছু আশঙ্কা আমাদের মনে আসছে—পরিষদের গ্রন্থাগার চিরশালা (ম্যুজিয়মের) যে সমস্ত অমূল্য সম্পদ ও প্রাচীন পুঁথি আছে সেগুলির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। কানা ঘুঁষোয় যা শোনা যাচ্ছে তাতে সন্দেহ গভীরতর হচ্ছে।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই দুরবস্থা বা সংকট নতুন নয়। ইতিপূর্বে সংস্থাটি নানা ধরণের ফলাফলের আবর্তে পড়ে উঠেছিল। এই ফলাফলিতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের অনেকেই স্বনামধন্য পুরুষ। যে সংস্থাটি বিভিন্ন লোকের দানে গড়ে উঠেছে, যে সংস্থায় বহু মানুষ বহু সংস্থাকে উন্নতির জন্য অকাতরে দান করেছেন, যার দায়িত্ব হল জ্ঞানভাণ্ডারের সাহিত্য প্রকাশনা, পত্রিকা প্রকাশনা, বঙ্গ সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষা করা, বঙ্গ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া এই স্বনামধন্য পুরুষরা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে উপেক্ষা করে গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কত নীচে নামতে পারেন তা ভাবতেও লজ্জা হয়। এমন কি জমি বাড়ীর জন্য যে ট্রাষ্টি বোর্ড আছে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রখ্যাত ব্যক্তি কিন্তু তাঁরা অভূত ভাবে নিষ্ক্রিয়। সংবাদপত্রে দীর্ঘ দিন যাবৎ পরিষদের অব্যবস্থার বিষয় প্রকাশিত হচ্ছে কিন্তু সমস্যা সমাধানে তাঁদের কোন বিবৃতি আমাদের নজরে আসে নি। প্রশ্ন জাগে এই নৈঃশব্দের কারণ কি? এবং অচলাবস্থারও সমাধান কিভাবে হবে?

রাজ্য সরকারের সামনেও প্রশ্নটি দ্বিধা বিভক্ত। সরকার হস্তক্ষেপ না করলে অচলাবস্থা কাটবে না, আবার তাদের আশঙ্কা যে হস্তক্ষেপ করলে সংবাদপত্রগুলি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাদের বিরুদ্ধে। অথচ সাময়িক ভাবেও সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

আমাদের বক্তব্য হল: বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতি আইনতঃ পদত্যাগ করুন বা না করুন তাঁরা চূড়ান্ত দায়িত্ব হীনতার পরিচয় দিয়েছেন এবং পরিষদ পরিচালনার নৈতিক দায়িত্ব হারিয়েছেন। রাজ্য সরকারের উচিৎ অবিলম্বে পরিষদে একজন প্রশাসক নিয়োগ করা। প্রশাসকের অধীনে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে নতুন সদস্য গ্রহণ করে একটি কনভেনশনের মাধ্যমে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে পরিষদকে পুনরুজ্জীবিত করা। পরিষদের অচলাবস্থার বীজ লুকিয়ে আছে বর্তমান গঠনতন্ত্রের মধ্যে কারণ বিদ্যমান কার্যনির্বাহক সমিতিই কর্মকর্তা নির্বাচন করেন। এটা আর যাই হোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। তারপর পরিষদকে একটা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে সরকার ও জনসাধারণের সংস্থায় রূপান্তরিত করা। সবশেষে আরেকবার বলতে চাই যে কর্মীরা পরিষদের বা কর্মকর্তাদের শত্রু নন; বর্তমানে কর্মকর্তাদেরই এগিয়ে এসে সমাধানের পথ খুঁজে বার করতে হবে।

সাক্ষরতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার

বীরেন চন্দ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, শিলিগুড়ি

রাজ্যের জেলায় জেলায় সাক্ষরতা বিস্তারের জন্য নানা উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই প্রয়াস অত্যন্ত অভিনন্দন যোগ্য প্রতিটি সচেতন মানুষের কাছে। নিরক্ষরতা নির্মূল করার এই অভিযানে সামিল হয়েছেন অনেকেই। গণ-সংগঠন, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগারকর্মী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, সংঘ ও সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় নিরক্ষরতামুক্ত একটি রাজ্য গড়ে তোলার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

গ্রাম-নির্ভর আমাদের দেশ। জনশিক্ষার প্রসার ছাড়া দেশ বা জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ তাই জনশিক্ষা বিস্তারের জন্য শ্রীনিকেতনের গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যালয় স্থাপন ও চলন্তিকা বা ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের পথ দেখিয়েছিলেন। উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে বা অতীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচীতে অথবা অনুরূপ রাজ্যস্থ যজ্ঞে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে অত্যন্ত গৌণভাবে দেখা হয়েছে। পাঠ্যবস্তু সরবরাহ করাই গ্রন্থাগারের একমাত্র কাজ বলে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকা থাকবে না। পুস্তকাদির আদান-প্রদানই গ্রন্থাগারের কাজ। বর্তমানেও সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচীতে সাধারণ গ্রন্থাগারের বা তার কর্মীদের সাধারণভাবেই দেখা হয়েছে। যদিও গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী, গ্রন্থাগারকে তথ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার। যাতে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় তথ্যের যোগান দিয়ে নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর হতে উৎসাহিত করা যায়। এই দুই ধরণের ব্যবস্থাপনায় অর্থাৎ উপযুক্ত বইপত্রের প্রচলিত এবং সম্প্রসারিত ব্যবস্থা ও তথ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করার বিষয়ে উৎসাহ দানের ব্যবস্থা আর বর্তমানে প্রয়োজন তৃতীয় একটি কর্মবিভাগ সৃষ্টি করা। তথ্যকেন্দ্রে পরিণত গ্রন্থাগার মানুষকে উৎসাহ দান করার সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাবিত সাক্ষরতা প্রসারের কর্মসূচী নিরক্ষর মানুষের মনে কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য নানা রকম ব্যবস্থা, যথা, আলোচনা সভা, বক্তৃতার ব্যবস্থা, জনশিক্ষামূলক ও জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের আয়োজন, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা। এই ব্যবস্থায় সাধারণ পাঠক সমাজের সাময়িক একটু অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু দৈনিক কার্যকালীন সময়ের মধ্যে থেকে এক অথবা দুই ঘন্টা সময় নিরক্ষর মানুষদের জন্য গ্রন্থাগার ও তার কর্মীরা যদি ব্যয় করেন তবে নিরক্ষরতার মতো শতাব্দীর একটি দুরপণেয় কলঙ্কের হাত থেকে সমাজ রক্ষা পেতে পারে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ (সরকার ও পরিচালন সমিতি) ও কর্মীদের দায়িত্ব বৃহত্তর স্বার্থে শিক্ষিত সাধারণ পাঠককে উপলব্ধি করানো যে, সাধারণ গ্রন্থাগার সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অন্ধকার দূর করার কাজে নিয়োজিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীকে অনুরোধ করতে হবে যে, শুধুমাত্র শিক্ষিত অংশের মানুষের সেবা করাই গ্রন্থাগার পরিষেবা নয়। সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে দায়িত্ব একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের। বিশিষ্ট গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী ডঃ শিয়ালী রামামৃত রঙ্গনাথনের মতে

১ নিরক্ষর বা সদ্যসাক্ষরদের জন্য, তাদের মত নিয়ে এবং তাদের ঠিক করা সময়ে প্রত্যহ বই পড়ে শোনাতে হবে ; অথবা বই পড়ার পরিবর্তে

২ মুখে মুখে তার সংক্ষিপ্তসার করে শোনাতে হবে। যিনি বলবেন, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই সংক্ষিপ্তসার মনোগ্রাহী ও বাক্তবানুগ হয়ে উঠবে।

৩ সংবাদ, সর্বাধুনিক তথ্য এবং বিশেষ বিশেষ তথ্যকে সংক্ষিপ্তাকারে ছবি এবং চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করে সাধারণের গোচরে আনতে হবে।

৪ এই সব সংবাদ, তথ্য এবং তত্ত্ব সম্বন্ধে সাক্ষর এবং নিরক্ষর করারা নির্দিষ্ট সময়ে আলোচনা করবেন, এমন কি—

৫ নিরক্ষর ও নিরক্ষরেরা এই সব তথ্য, তত্ত্বের সাধারণ বা এইসব লেখার ফলে তাদের মনে যে ভাবের সঞ্চার হবে তা নিয়ে পূর্ব নির্দ্ধারিত সময়ে তাৎক্ষণিক নাটক ও গল্প করা যেতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সাক্ষরতা কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যে সুবিধাগুলি পাবার সম্ভাবনা থাকে তা হলো—

ক গ্রন্থাগার গৃহকে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানরূপে পাওয়া যাবে

খ আসবাবপত্র ও অন্যান্য উপকরণ সহজলভ্য

গ সদ্য সাক্ষরদের পাঠ্যবস্তু সরবরাহ

ঘ শিক্ষাদানের জন্য সংরক্ষিত কর্মী। অন্য অংশের নিয়োজিত কর্মীদের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীগণও যুক্ত হতে পারেন।

ঙ শিক্ষাদানের অনুকূল পরিবেশ।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বহু আয়োজন ও উপকরণের মাধ্যমে এবং অনেক শ্রম ও অর্থের বিনিময়ে যাদের সাক্ষর করে তোলা হয়েছে তারা পাঠ্যবস্তুর অভাবে অথবা অনুশীলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারায় সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে তারা পুনরায় নিরক্ষরতার অন্ধকারে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন। এক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলি নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর প্রক্রিয়ার প্রথম থেকেই যুক্ত থাকায় ফলে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে পরিপূর্ণ একটি মানুষ গ্রন্থাগার ও কর্মীদের বন্ধু ও সহায়ক সাথী হিসেবে ভাবতে অভ্যস্ত হবেন। একটা মানসিক নৈকট্য গড়ে উঠবে। ফলে আজীবন তিনি গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকার আকর্ষণ অনুভব করবেন। একদিকে যেমন তার আর নিরক্ষরতায় ফিরে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না, তেমনি গ্রন্থাগারও পেয়ে যাবে একজন স্থায়ী ব্যবহারকারী বা পাঠক। এই গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক ব্যবস্থা-পনায় সদ্য সাক্ষর ব্যক্তি তার শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারবেন, আর সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি যথার্থ 'জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়' হয়ে ওঠার অবকাশ থাকবে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের মতো উপযুক্ত ও বলিষ্ঠ মাধ্যম আর নেই বললেই চলে। উদাহরণ হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার কথা ধরা যাক। সেখানে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী এক অভিযান পরিচালিত হয়। সেখানে মাত্র চার বছরেই চার কোটি-লোককে সাক্ষর করে তোলা হয়। এই অদ্ভুতপূর্ব সাফল্যলাভ সম্ভব হয়েছিল সারা দেশে লক্ষাধিক সাধারণ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। এর মধ্যে সত্তর হাজারই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা এবং বইয়ের সংখ্যা পৌনে নয় কোটি। আর বিপ্লব পরবর্তী তেইশ বছরে অর্থাৎ ১৯৪০ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় সত্তর কোটি। পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণে সে দেশ সাফল্য অর্জন করেছে। সেখানকার গ্রন্থাগার কর্মীগণ তাদের কাজকে গ্রামাঞ্চলে ও শ্রমিক বস্তিতে সম্প্রসারিত করেছেন। আজ সে দেশে নিরক্ষরতা প্রায় নির্মূল হয়েছে বলা যায়। লেনিনের একটি ভাষণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "সাক্ষরদের কাজে লাগানো ও নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে সরল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটায় আমাদের নামতে হবে যাতে বিজ্ঞান প্রতিটি বইয়ের ব্যবহার করতে পারে লোকে, সমাজতান্ত্রিক সব সংগঠন নিয়ে, গড়তে হবে গ্রন্থাগারবন্ধ সংগঠন।" সাধারণ গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে সোভিয়েত রাশিয়া যে বিরাট কর্মযজ্ঞ পালন করলো তার মূলে ছিল সমাজতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নিরক্ষতা সমস্যার মোকাবিলা করা। আমাদের দেশে ঔপনিবেশিক চিন্তাধারায় শিক্ষা সমস্যাকে দেখা হয়েছে।

বয়স্ক শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষার বিষয়টি ১৯৬০ সালে মস্কৌতে অনুষ্ঠিত "ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন এডুকেশন"—এ আলোচিত হয়। সেখানে এই শিক্ষার ভূমিকা স্থির হয়, সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও তার মানোন্নয়ন; ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতা সাধন, জাতীয় ঐক্য রক্ষা, সামাজিক জীবনে অংশ গ্রহণে লক্ষ্য হওয়া, অবসর বিনোদনের শিক্ষাদান, পরিবর্তনশীল জগত সম্পর্কে সচেতন করা, সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার অনীকার হওয়া পেশা বা বৃত্তির উন্নতি সাধন ইত্যাদি। ভারতে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা পর্ষৎ-এর নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি নিম্নরূপ—

১ নিরক্ষর মানুষদের সাক্ষর করে তোলা অর্থাৎ মাতৃভাষায় লিখতে পড়তে শেখানো

২ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্যবোধ গড়ে তোলা

৩ গণতন্ত্রের প্রকৃত অর্থ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পরিচালন সম্পর্কে সচেতন করা

৪ ভারতসহ বিশ্বের প্রধান সমস্যাবলীর সহজ ব্যাখ্যা

৫ দেশের ভূগোল ও ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ে আলোচনার দ্বারা ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করা

৬ স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিক্ষাদান

৭ সমাজ জীবনে সমবায়ের উপকারিতা

৮ অর্থনৈতিক উন্নতিকল্পে বিজ্ঞানসম্মতভাবে কোন একটি শিল্পের চর্চা

৯ সঙ্গীত, লোকনৃত্য ও অভিনয় প্রভৃতির দ্বারা আনন্দ ও লোক শিক্ষার ব্যবস্থা

১০ আলোচনার স্থানীতি ও সৌজন্যবোধ জাগ্রত করা

১১ পরবর্তী শিক্ষার আয়োজনকল্পে বিশেষভাবে সম্পাদিত সংবাদপত্র, পুস্তিকা প্রচার ও গ্রন্থাগার স্থাপন।

উক্ত সুপারিশগুলির মধ্যে একাদশ সংখ্যক সুপারিশের মাধ্যমে অনেকগুলি সুপারিশ কার্যকর করা যায়। ১৯৭১ সালে রামফ্রন্ট কমিটি জনশিক্ষা প্রসারের অন্যতম বলিষ্ঠ মাধ্যম সাধারণ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁদের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, জয়লাভ করে রামফ্রন্ট অন্তর্ভাগীদল হলে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের দীর্ঘদিনের প্রধান দাবী, গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করবেন। আমরা সকলেই অবগত আছি। ১৯৭৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর রাজ্য বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন পাশ করে রামফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করলেন। আনন্দের কথা, শুধুমাত্র আইন পাশ সরকার থেমে থাকেননি। ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৭সাল—এই দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে, কৃষক-শ্রমিকমহল, খেতমজুর, ও আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায়, শহর ও শহরের শ্রমিক বস্তিতে গড়ে তুলেছেন প্রায় ১৮০০ শত নতুন পরিকল্পিত সাধারণ গ্রন্থাগার। সর্বমোট রাজ্যে ২৫০০ হাজার সাধারণ গ্রন্থাগার আছে। এই গ্রন্থাগারগুলিতে মোট কর্মী সংখ্যা ৫৫০০ হাজারের মতো। এই গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত আছেন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক চিন্তা চেতনার অগ্রণী প্রায় ২৫ হাজার মানুষ। এবং এই গ্রন্থাগার গুলিতে পাঠক-সদস্য বা ব্যবহারকারী আরো কয়েক লক্ষ মানুষ আছেন। এদের মধ্যে শুধুমাত্র গ্রন্থাগার কর্মী ও কার্যপরিচালন সমিতির প্রায় ৩০ হাজার সংগঠিত মানুষকে রাজ্যের সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলনে যুক্ত করে কাজে নিয়োজিত করতে পারলে আশাতীত ফল পাওয়া যেতে পারে। কারণ, এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীগণ সমাজসচেতন মানুষ। সামাজিক সমস্যা, ও সমাজের নানা অন্ধকার দিকগুলি নিয়ে তারা ভাবিত হয়েই এলাকায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন। এই জন্যই আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মধ্যে খুব সীমিত-ভাবে চলেও তাঁরা আলোক বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছিলেন। লেনিন বলেছেন, "বিপ্লবে বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি নিয়ে এবং সাফল্যের সহিত লড়াই করতে হলে জ্ঞানের দরকার।" গ্রন্থাগার হলো জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। সুতরাং গ্রন্থাগার নামক জ্ঞান-সমুদ্রে সাক্ষর-নিরক্ষর নির্বিশেষে

সকল মানুষের অবগাহন আজ অত্যন্ত জরুরী। আমরা জানি, তথাকথিত 'শিক্ষিত' মানুষ গ্রন্থাগার বা বইয়ের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেন না। নিয়ত পরিবর্তনশীল ও গতিময় পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের প্রতি তারা কোন আকর্ষণ অনুভব করেন না। দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে, অনেক গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীবন্ধুও নিয়মিত বই পড়েন না। অর্থাৎ গ্রন্থাগার আন্দোলনে নিয়োজিত কর্মীবন্ধুদের যদি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থ সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি বা আন্তরিকতা না থাকে তবে সমাজের অন্য অংশের মানুষকে তিনি কি ভাবে এই আন্দোলনে সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করবেন? সুতরাং গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদের অধিকতর দায়িত্ব নিয়ে আজ নিরক্ষর মানুষকে যেমন গ্রন্থাগারে নিয়ে আসা এবং তাদের সাক্ষর করে তোলার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে তেমনি পাশাপাশি সাক্ষর ও শিক্ষিত মানুষ, যারা গ্রন্থাগারে আসেন না তাদের গ্রন্থাগারে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কঠিন কাজটি আমরা এখনই আরম্ভ করতে পারি। নানা এলাকার গ্রন্থাগার-গুলিতে ছোট আলোচনা সভার ব্যবস্থা করে। এই সভায় আলোচ্যবিষয় হতে পারে বর্তমানে পুনর্মুদ্রিত ও বহু আলোচিত কোন বই অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিজ্ঞান চেতনা গড়ে তোলার জন্য আলোচনা, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা, দেশ-বিদেশের নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বা ব্যক্তিদের অবদান ও জীবনী আলোচনার মাধ্যমেই আমরা সর্বস্তরের মানুষকে গ্রন্থাগারে নিয়ে আসতে পারি। এই আলোচনার আসরেই আমরা নিয়ে আসতে পারি একদা শিক্ষা আলোকপ্রাপ্ত অথচ অধুনা বই বা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যারা যোগাযোগ রাখেন না। তাদের মধ্যে হয়তো নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষও আছেন। তাদের গ্রন্থাগারের সভার বক্তা হিসেবে হাজির করতে পারলে নতুন পরিবেশ বা জন সংযোগের মাধ্যমে সেই সমাজ বিমুখ বা এক কথায় কূনো স্বভাবের মানুষটিকে ঘিরে এক বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালনের কাজে তাকে আমরা নিয়োজিত করতে পারি। এইভাবে সাধারণ গ্রন্থাগারে যদি শিক্ষিত, সাক্ষর, সদ্য সাক্ষর ও নিরক্ষর মানুষের ব্যাপকভাবে উপস্থিতি ঘটানো যায় এবং যথাযথ পরিকল্পনা নেওয়া যায় তবে সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলনে এক বিরাট ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির চতুর্বিংশতম রাজ্য সম্মেলনে সাংগঠনিক বিষয়, আর্থ-রাজনৈতিক প্রশ্ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সমমমিতা প্রকাশ করেছেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির কর্মপরিষদ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে যে নৈরাজ্য ও বঞ্চনাধনা চলছে তার বিরুদ্ধে এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিকে অপরিহার্য করে তোলার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা নিয়ে আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবেই সাক্ষরতা আন্দোলনের মতো একটি সংস্কারমূলক ঐতিহাসিক আন্দোলনে সক্ষম হবে তাদের দায়িত্ব পালনে।

(সূত্র: ৩৫ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, গৃহীত প্রস্তাব, ১৯৭৯)

নুয়াইরি :

এক প্রাচীন মহাকোষের পরিচয়

অনিল চন্দ্র পাল

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার। কলিকাতা।

সপ্ত শতাব্দী ঐস্লামিক সন অর্থাৎ ত্রয়োদশ খ্রীষ্টিয় শতাব্দীতে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ ঘটেছিল যা ইসলামের গতিপথ পরিবর্তিত করেছিল।

ঐস্লামিক সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাগদাদ। সভ্যতার বিকাশের উৎসধারায় সমৃদ্ধ এই শহর ৬৫৬ হিজিরাব্দে অর্থাৎ ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাতার দস্যু হালাকু কর্তৃক নির্মমভাবে লুণ্ঠিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লুণ্ঠন ধ্বংসের সঙ্গে যাঁরা নিহত হলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক মনীষী। আর দস্যুদের হাতে অবলুণ্ঠিত হয় সভ্যতার এক জ্ঞানভাণ্ডার। মনীষীদের পঠিত ও লিখিত গ্রন্থগুলি নিক্ষিপ্ত হয় নদীগর্ভে অথবা অগ্নিতে হয় তস্মীভূত। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটায় তৈমুর ১৩৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। জ্ঞানভাণ্ডারের শেষ অবদানটুকুও এইভাবে চিরতরে অবলুপ্ত হয়। সৃজনপ্রতিভা, কবির সৃষ্টি, মনীষার শ্রেষ্ঠ কর্মকৃতি তাই এই যুগের নিদর্শনরূপে অমিল। কিন্তু এই অপ্রতিরোধ্যমান অতীত থেকেই এক নতুন সৃষ্টির আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। এই অভিনব আন্দোলন হল 'মহাকোষ' সংকলনের আন্দোলন। ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার জন্য, অন্ধকার থেকে আলোয় যাওয়ার জন্য এই আন্দোলনের সার্থকতা সর্বযুগে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য। অশিক্ষা দূরীকরণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়াস। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্বসূরীদের রচনাগুলি উদ্ধার করা এবং যথাযথভাবে তা সংকলিত করা। বিশ্বজ্ঞানের নানান শাখা প্রশাখার যে সব গ্রন্থ সর্বপরিচিতির ধারা বহন করে চলেছিল সেগুলিকে পর্যায়ক্রমে মহাকোষের অঙ্গীভূত করে সংকলিত করা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। সঙ্কীকরণের ক্ষেত্রে প্রভূত মনীষার ও প্রতিভার দৃষ্টান্তের নিদর্শন দৃষ্ট হয়।

এই সংকলনের মহাযজ্ঞে যাঁরা অংশ গ্রহণ করে মানবসেবার জীবন নিবেদিত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন শাহবুদ্দিন আহমদ আবদুল ওহাহাব্ নুয়াইরি কিস্ত্রী। তিনিই ছিলেন সংকলক বর্গের প্রাণকেন্দ্র। পঠনপাঠন, সংগ্রহ, সাঙ্কীকরণের মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিধর্মী কর্মকৃতির ও চিন্তাধারার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন এই মহাহৃদয় নুয়াইরি। তাই এই মহাকোষখানি তাঁর উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়েছে। তাঁকে এই কর্মে যাঁরা সহযোগিতা করেছিলেন সেই সহযোগী জ্ঞানী ব্যক্তিগণ হলেন যথাক্রমে কোয়ালকাস্ হাণ্ডি, ইবনে মন্ধুর, আবুল ফিদা, ইবনে কাদুদ্দা উমরি এবং হামুবি। এই মহাকোষ, নুয়াইরি মহাকোষ নামে পরিচিত হলেও ওর প্রকৃত নাম হল : 'নেহায়ৎ উল আরব ফি কানুন ইল আবাব।' সামগ্রিক সংকলনের কার্যক্রমে পূর্ণতা আনয়নের জন্য সময় লেগেছিল ত্রিশ বছর।

এই মহাকোষে বিধৃত হয়েছিল তৎকালীন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বিশদ তথ্য। আর আরবি সাহিত্য কর্মের শুরু থেকে অষ্টশতাব্দ হিজরী (চতুর্দশ) খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত তার পরিণতির ইতিহাস। সামগ্রিক তথ্য পরিবেষণের জন্য ত্রিশটি পৃথক খণ্ডের প্রয়োজন হয়েছিল সাধারণভাবে বিশেষ ধরণের শ্রেণীভুক্ত [Categories] তথ্যসমূহ বিন্যাসিত ও বিধৃত হয়েছে এইভাবে :

১. সামগ্রিক বিশ্বপরিচিতা
[Universe of knowledge as a whole]

২. মনুষ্যজাতি ও তার প্রয়োজনভিত্তিক তথ্য মনুষ্য সম্বন্ধীয় তথ্য।
[Human being and all matters relating to him including information on all aspects of human kind]

৩. বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীজগৎ।

৪. বৃক্ষ ও প্রাণীজগৎ [Flora and Fauna]

৫. ধর্মজগৎ ও তার ইতিহাস
[•Universe of religions]

সংকলনের কার্যে মুয়াইরি চরম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাকোষের নিহায়া [Nihaaya] খণ্ডে সংকলক ত্রিশখানি গ্রন্থের সংক্ষেপণ কর্ম সমাপনান্তে তথ্য উপস্থাপন করেছেন, তাছাড়া ছিয়াত্তরটি হস্তলিখিত পুঁথি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর সংকলিত তথ্যের যাথার্থ প্রতিপাদনের জন্য। যাঁদের বক্তব্য সংস্থাপন করেছেন; তাঁরা সবাই স্বক্ষেত্রে স্বনাম ধন্য। কেউ উচ্চমার্গীয় লেখক, কেউ বা ঐতিহাসিক, কেউ আবার দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গমী। এই মুসলমান জ্ঞানীগণের অবস্থান চতুর্দশ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে ঐ শতাব্দী পর্যন্ত চিহ্নিত হয়েছে।

মহাকোষ সংকলনের মুয়াইরি যে পদ্ধতি (Methodology) ও ব্যবহার করেছেন সর্বযুগগ্রাহ্য। কিন্তু তথ্য সংগ্রহের উৎস সম্পর্কে রয়েছেন নির্বাক। আবার স্বীয় কর্মকৃতি সম্পর্কেও সংবক্তব্যক। বিভিন্ন সমসাময়িক গ্রন্থাগারের রচনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তথ্য থেকে তাঁর জীবনদর্শন ও কর্মকৃতির সামান্য তথ্য যা পাওয়া যায় তা থেকে মধ্যযুগের মননকর্মের রীতির যথার্থ সন্ধান মেলে।

এই মহাকোষ প্রাচীন। তবে বিবৃত তথ্যগুলি মধ্যযুগের গবেষণার সহায়ক। তথ্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিরোনামা অনুসৃত হয়েছে সর্বাধিক ক্ষেত্রে। কিন্তু সূচিকরণের (Indexing) ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

মধ্যযুগের এই জ্ঞানসাধকের সাধনার উপর বিজ্ঞানের আলোকে গবেষণা চলছে। ভারতীয়রাও গবেষণায় অংশ-গ্রহণ করেছেন। যাঁরা মূলভাষা আরবিতে রচনার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন না, তাঁরা ইংরেজী ভাষায় অনূদিত এই মহাকোষের স্বাদ গ্রহণে পরম পরিতৃপ্ত হবেন—যা প্রকাশিত হয়েছে দামাস্কাস থেকে।[১]

---

* কেবল মাত্র ইসলামের ইতিহাস ও লোকের সময় পর্যন্ত তার পরিস্থিতি বর্ণিত হয়ে ও খ্রীষ্টিয় পুরাণের প্রভাব লক্ষিত হয়।

১ ড: মুহম্মদ ক মকবুল, গোজার, ঐতিহাসিক ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এর বিকট এ বিষয়ে ঋণী।

সাহিত্য পরিষদ্ পরিচিতি ও তার বর্তমান সমস্যা

প্রশান্তকিশোর রায়

সূচনা :

১৮৯৩ সালের ২৩ শে জুলাই, ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ শোভাবাজারে ২/২, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' নামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্থির হয় ইংরাজি সাহিত্যের এবং অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সাহায্য অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রতি রবিবার 'একাডেমী অব্ লিটারেচারে'র অধিবেশন বসে। তারপর পনের দিন অন্তর সেই সভার অধিবেশন হতে লাগলো এবং সেই সভার কার্যবিবরণাদি ইংরাজী ভাষাতে লিপিবদ্ধ হতো। 'বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটারেচারে'র কর্মাধ্যক্ষদের নাম নীচে উল্লেখ করা হল—'

১৮৯৩, ৩০শে জুলাই সভাপতি : বিনয়কৃষ্ণ দেব

২৩শে জুলাই সহ-সভাপতি : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

এস. টিওটার্ড

ধনাধ্যক্ষ : এল্. টিওটার্ড

সম্পাদক : ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তী

১২ই নভেম্বর সহ-সম্পাদক : নরেন্দ্রনাথ চ.ট্যোপাধ্যায়

২৯ অক্টোবর গ্রন্থাধ্যক্ষ : প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

তখন 'দি বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটারেচার' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বেনীঃভাগ ইংরাজিতেই লিখিত হতো। ইংরাজির বাহুল্য দেখে কিছু সভ্য আপত্তি করেন। 'একাডেমি অব্ লিটারেচার'—এই নাম লক্ষ্যেও অনেকে আপত্তি জানান। সেজন্য শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' নাম পরিগৃহীত হয়। পত্রিকাখানি 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' এই উভয় নামেই বের হতে থাকে। কার্যত ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সূচনা ; কারণ এই তারিখের প্রথম অধিবেশনে 'দি বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারে'র নামকরণ করা হয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'।

পরিষদের প্রাথমিক কার্যালয় ছিল রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের বাড়ীতে ; পরে ১৩০৬ সালের শেষের দিকে ১৩৭/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ভাড়া বাড়ীতে এই কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। এইসময় পরিষদের সভ্য সংখ্যাও ৩৪২ (৬ষ্ঠ বর্ষ) থেকে ৫২৩ (৭ম বর্ষ)-এ পরিণত হয়। সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে কার্যালয়ের প্রসারও দিন দিন বাড়তে থাকে। ১৩০৭ সালের প্রারম্ভেই ১লা বৈশাখ ইস্টার ছুটির সময়ে পরিষদের কিছু সভ্য কাশিমবাজারের বিজ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয়ের কাছে কিছু জমি ভিক্ষা করেন এবং তাঁর সন্তুষ্ট হয়ে হালসিবাগান আপার সার্কুলার রোডের উপর ৫ কাঠা জমি দান করেন এবং কিছু দিন পরে মহারাজা ভূধর পি.এম.পি প্রায় ২ কাঠা বাড়িয়ে দিতে সম্মত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ সের ২০শে আগস্ট তারিখে দলিল লেখা-পড়া করে দেওয়া হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুমার শরৎকুমার রায়, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-এই পাঁচ জন পরিষদের পক্ষ থেকে ন্যাসরক্ষক নির্বাচিত হলেন এবং মহারাজা এই ট্রাস্টীদের অনুকূলে হালসিবাগান রোড ও আপার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থানে ৭৩ ফুট দীর্ঘ ও ৬৪ ফুট বিস্তৃত জমির ন্যাসপত্র লিখে রেজিস্টারি করে দেন।

১৩১৫ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ পরিষদ ভাড়াটে বাড়ী থেকে নবনির্মিত মন্দিরে স্থানান্তরিত হয় এবং ২১শে অগ্রহায়ণ গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আমি দেশমাতার এইরূপ একটি পুত্র বলিয়া অনুভব করিয়া অনেক দিন হইতে আনন্দ পাইতেছি। ইহা একটি বিশেষ দিকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ঘুচাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে। তাহা বাংলাদেশের আত্মপরিচয় চেষ্টাকে এক জেলা হইতে অন্য জেলায় ব্যাপ্ত করিয়া দিবে, এক কাল হইতে অন্যকালে বহন করিয়া চলিবে—তাহার এক নিত্যপ্রসারিত জিজ্ঞাসাসূত্রের দ্বারা অন্ধকার বাঙালীচিত্তের সহিত দূরকালের বাঙালীচিত্তকে মালায় গাঁথা চলিবে—দেশের সঙ্গে দেশের, কালের সঙ্গে কালের যোগসাধন করিয়া পরিপূর্ণতা বিস্তার করিতে থাকিবে।"

তিনি আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন, 'বাংলাদেশের ক্রোড়ে আজ যে কল্যাণের কমনীয় শৈশব সাহিত্য পরিষৎ-রূপে আমাদের দর্শন গোচর হইল, ইহার প্রতি আমাদের চিত্ত প্রসন্ন হউক, আমাদের আনুকূল্য প্রসারিত হউক,—বিধাতাপুরুষ এই সভাতলে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অলক্ষ্য লেখনী দিয়া অদ্য এই শিশুর ললাটে যে অদৃষ্ট লিপি লিখিতেছেন, তাহাতে বাঙালীর গৌরব, বাঙালীর কীর্তি, বাঙালীর চরিতার্থতা কালে কালে প্রমাণ হইয়া উঠুক।"

উদ্দেশ্য :

সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন উপায়ে বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি সাধন করা। এছাড়া পরিভাষা তৈরী করাও সাহিত্য পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন ঘটে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'জাতীয় ভাষা ও সাহিত্য জাতীয় ঐক্যবন্ধন রক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।' ১৩১৪ তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সময় থেকে ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় প্রতি বৎসর নিয়মিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হয়েছিল।

সারণি—১

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের বিভিন্ন অধিবেশন

সংখ্যা	অনুষ্ঠানকাল	অধিবেশন স্থান	মূল সভাপতি
১.	১৭-১৮ কার্তিক—১৩১৪	কাশিমবাজার	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২.	১৮-১৯ মাঘ —১৩১৫	রাজশাহী	প্রফুল্লচন্দ্র রায়

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন

শাখা	অনুষ্ঠানকাল	অধিবেশন স্থান	মূল সভাপতি
৩.	১- ৩ ফাল্গুন —১৩১৬	ভাগলপুর	নারদাচরণ মিত্র
৪.	১- ৩ বৈশাখ —১৩১৮	ময়মনসিংহ	জগদীশচন্দ্র বসু
৫.	১৯-২১ ফাল্গুন —১৩১৮	চুঁচুড়া	মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৬.	৯-১০ চৈত্র —১৩১৯	চট্টগ্রাম	অক্ষয়চন্দ্র সরকার
৭.	২৭-২৯ চৈত্র —১৩২০	কলিকাতা: টাউন-হল	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৮.	২০-২২ চৈত্র —১৩২১	বর্ধমান	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৯.	৮- ৯ বৈশাখ —১৩২৩	যশোহর	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
১০.	৯-১১ পৌষ —১৩২৩	বাঁকিপুর	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১১.	৩০ চৈত্র '২৪, ১ বৈশাখ '২৫	ঢাকা	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
১২.	৬- ৮ বৈশাখ —১৩২৬	হাওড়া	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
১৩.	১- ৩ বৈশাখ —১৩২৯	মেদিনীপুর	রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী
১৪.	৮- ৯ আষাঢ় —১৩৩০	নৈহাটী	বিজয়চন্দ্র মহতাব
১৫.	৬- ৭ বৈশাখ —১৩৩১	রাধানগর, হুগলী	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
১৬.	২৭-২৮ চৈত্র —১৩৩১	মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা	জগদিন্দ্রনাথ রায়
১৭.	২০-২১ চৈত্র —১৩৩২	সিউড়ি, বীরভূম	অমৃতলাল বসু
১৮.	১৬-১৭ চৈত্র —১৩৩৫	বাজে, হাওড়া	দীনেশচন্দ্র সেন
১৯.	১৯-২১ মাঘ —১৩৩৬	ভবানীপুর, কলিকাতা	স্বর্ণকুমারী দেবী*
২০.	৯-১১ ফাল্গুন —১৩৪৩	চন্দননগর	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
২১.	২৯ মাঘ, ১-২ ফাল্গুন ১৩৪৪	কৃষ্ণনগর	প্রমথ চৌধুরী
২২.	২৫-২৬ চৈত্র —১৩৪৫	কুমিল্লা	শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

* মূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় তৎপদে সাহিত্য-শাখার সভানেত্রী স্বর্ণকুমারী দেবী নির্বাচিত হন।

সূত্র: ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিষৎ পরিচয় ১৩৫৬, ৫ পৃ.

শাখা সভাপতি

কাল	অধিবেশনের স্থান	সাহিত্য	দর্শন	ইতিহাস	বিজ্ঞান
১৩১৮	চুঁচুড়া	—	—	—	প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩১৯	চট্টগ্রাম	—	—	—	প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩২০	কলিকাতা	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	প্রসন্নকুমার রায়	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
১৩২১	বর্ধমান	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	হীরেন্দ্রনাথ দত্ত	যদুনাথ সরকার	যোগেশচন্দ্র রায়
১৩২২	খুলনা	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	প্রমথনাথ তর্কভূষণ	নগেন্দ্রনাথ বসু	প্রমথনাথ বসু
১৩২৩	বাঁকিপুর	চিত্তরঞ্জন দাস	যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	বিনয়চন্দ্র মজুমদার	শশধর রায়
১৩২৪-৫	ঢাকা	শশাঙ্কমোহন সেন	দুর্গাচরণ সাঙ্খ্য বেদান্ততীর্থ	রামপ্রাণ গুপ্ত	দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক
১৩২৬	হাওড়া	সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ	যদুনাথ মজুমদার	প্রমথ নাথ বন্দোপাধ্যায়	গিরিশচন্দ্র বসু
১৩২৯	মেদিনীপুর	ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায়	পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	চুনীলাল বসু
১৩৩০	নৈহাটী	অমৃতলাল বসু	পঞ্চানন তর্করত্ন	নরেন্দ্রনাথ লাহা	জগদানন্দ রায়
১৩৩১	রাঘবপুর	জগদীশ সেন	খগেন্দ্রনাথ মিত্র	রমাপ্রসাদ চন্দ	বনওয়ারিলাল চৌধুরী
১৩৩১	মুন্সীগঞ্জ	শরৎকুমার চট্টোপাধ্যায়	বিধুশেখর শাস্ত্রী	রমেশ মজুমদার	পঞ্চানন নিয়োগী
১৩৩২	সিউড়ি	সরলা দেবী	ফণিভূষণ তর্কবাগীশ	কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়	হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত
১৩৩৩	রাজু	নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	সরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	রমেশচন্দ্র মজুমদার	একেন্দ্রনাথ ঘোষ
১৩৩৬	কলিকাতা	কামিনী রায়	কাব্যধ্যানাথ তর্কবাগীশ	শরৎকুমার রায়	হেমেন্দ্রকুমার সেন
১৩৩৩	চন্দননগর*	প্রমথ চৌধুরী	মহেন্দ্রনাথ সরকার	যদুনাথ সরকার	প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র
১৩৩৪	কৃষ্ণনগর	অতুলচন্দ্র গুপ্ত	হরিদাস ভট্টাচার্য্য	নলিনীকান্ত ভট্টশালী	কুদরৎ-এ খুদা
১৩৩৫	কুমিল্লা	আবদুল ওদুদ	বিধুশেখর শাস্ত্রী	সুরেন্দ্রনাথ সেন	পঞ্চানন নিয়োগী

* এখানে নিম্নলিখিত আরও আটটি শাখার অধিবেশন হইয়াছিল; কথাসাহিত্য—অনুরূপা দেবী; কাব্যসাহিত্য—জ্ঞানকুমারী বসু; সংবাদ সাহিত্য—রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়; সুকুমার কলা-সাহিত্য—অবনীন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়; শিশু-সাহিত্য—যোগেন্দ্রনাথ দত্ত; বানান সমস্যা—মহম্মদ শহীদুল্লাহ্; অর্থনীতি—রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এবং চিকিৎসা বিদ্যা—সুন্দরীমোহন দাস।

পরিষদের বিভাগ সমূহ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চারটি বিভাগ রয়েছে—

ক) গ্রন্থাগার বিভাগ

খ) চিত্রশালা বিভাগ

গ) পুঁথিশালা বিভাগ

ঘ) গ্রন্থ প্রকাশন বিভাগ

ক পরিষৎ গ্রন্থাগার—

১৮৯৩ সালের ২৯ শে অক্টোবর বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটারেচারের ত্রয়োদশ অধিবেশনের দিন থেকে পরিষদ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা। পরিষদ্ পত্রিকায় সমালোচনার জন্য যে সমস্ত পুস্তক, পত্রিকা পরিষদে আসতে থাকে সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের ১১ই ভাদ্র রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১ম বর্ষের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে প্রস্তাব করেন—

'পরিষদে দিন দিন যেরূপ শিক্ষিত লোকসমূহের সমাগম হইতেছে এবং পরিষদ বাঙ্গালার শিক্ষিত সমাজের উপর ক্রমশঃ যেরূপ শক্তি বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে পরিষদের একটি পুস্তকালয় হওয়া একান্ত আবশ্যক।'

এই প্রস্তাব বিবেচনা করে পরিষদের সমস্ত সভ্য-লেখক-প্রকাশকেরা তাঁদের পুস্তক, পত্রিকা ইত্যাদি পরিষদ পুস্তকালয়ে প্রেরণ করেন। সমালোচনার জন্য প্রেরিত পুস্তকাদি দ্বারা পুস্তকালয়ের পুস্তক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমে ১৩০৩ সালে প্রতুলচন্দ্র বসু গ্রন্থরক্ষক নিযুক্ত হন ও মূলতঃ তাঁর চেষ্টায় পরিষদ পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়।

পুস্তক সংখ্যা: ১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে পরিষদ্ গ্রন্থাগারের সর্বপ্রকারের পুস্তক পত্রিকার সংখ্যা ছিল ৩৮,২৭৪ (পত্রিগ্রহণ বহিতে উল্লেখিত)। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দের চৈত্রে দাঁড়িয়েছে ২,০০,০০০। এছাড়া আরও কয়েক সহস্র পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে।

পরিষদ্ গ্রন্থাগারে পুস্তক-পত্র পত্রিকা পাঠের ভাল ব্যবস্থা আছে। সেখানে ১০০-র মত পাঠক-পাঠিকা নিয়মিত পড়াশুনা করেন। তাছাড়া পুস্তক লেনদেনের ব্যবস্থাও আছে।

কলকাতার বেশ কয়েকজন মনীষীর নিজস্ব গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকাদির দানের ফলে গ্রন্থাগারটি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। যে সমস্ত মনীষী গ্রন্থাগারকে দান করে গ্রন্থসংগ্রহে সাহায্য করেছেন এমন কয়েকজনের নাম সারণি—৩ এ দেওয়া হল।—

সারণি—৩

সন	দাতার নাম		পুস্তক সংখ্যা
১৩১৯	সুকুমার হালদার		৭১৯
১৩২০	বেঙ্গল লাইব্রেরী		১৮,৯৭৫
	বাণীনাথ নন্দী	(শিকদারবাগান বান্ধব লাইব্রেরী)	৩,২১৩
	যোগীন্দ্রনারায়ণ রায়, লালগোলা,	(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ব্যবহৃত গ্রন্থসংগ্রহ)	৩,৫৪৬
	মহামায়া চৌধুরাণী মহামায়া দত্ত ও	(জানচন্দ্র চৌধুরীর পুস্তক সংগ্রহ)	২,১৯৮
	কমলকলতা দত্ত	(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুস্তক সংগ্রহ)	২,১৯৮
১৩৩১	অজয় দত্ত	(রমেশচন্দ্র দত্ত পুস্তক সংগ্রহ)	২,৭৩২
১৩৩৩	প্রমোদকৃষ্ণ দেব	(বিনয়কৃষ্ণ দেব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সভার পুস্তক সংগ্রহ)	২,৫৪০
	বিহারীলাল রায়	(বৈষ্ণব গ্রন্থ, রাজমোহিনী দাসীর স্মরণার্থে)	১১৬

সন	দাতার নাম		পুস্তক-সংখ্যা
১৩৩৪	নারায়ণ চন্দ্র মৈত্র		১৯৪৩
	সত্যচরণ মিত্র	(অন্নপূর্ণা মেমোরিয়াল কলেজ বালীকুলের পুস্তক সংগ্রহ)	৯১৭
	জিতেন্দ্রনাথ বসু	(পত্নী তরলাসুন্দরী দাসীর স্মৃতি রক্ষার্থে)	২০২
১৩৩৬	নিস্তারিণী ঘোষ	(মাতার স্মৃতির উদ্দেশ্যে শৈল স্মৃতি সংগ্রহ)	১০২
১৩৩৮	প্রমোদকৃষ্ণ দেব ও		
	ভ্রাতৃবর্গ	(বিনয়কৃষ্ণদেব সংগ্রহ)	৭৬৪
	বিশ্বভারতীর কর্মকর্তা		১২৯
	শ্যামবাজার এ. ভি. স্কুলের কর্তৃপক্ষ		৬৯
	অবিনাশ ঘোষ	(কৃষ্ণযাগান পিয়ারীচরণ সরকার লাইব্রেরী)	৬৭২
	বাসবেন্দ্রনাথ ঠাকুর		
	ও ভ্রাতৃগণ	(ক্ষতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থ সংগ্রহ)	৯৯৪
১৩৬৪	যতীন্দ্রনাথ পাল গ্রন্থসংগ্রহ		১০,৬৩১
১৩৮৪	শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	(ভূদেব-সুশীলা স্মৃতিসংগ্রহ)	৭৬৯
১৩৭৮	সুকুমার মিত্র	(উমেশ গৌরাঙ্গিনী গ্রন্থ সংগ্রহ)	৫১ ও কিছু পত্রিকা
১৩৭৩	সাবিত্রী লাইব্রেরী সংগৃহীত গ্রন্থসমূহ		১১৯৯ বই, ৪৪৭ পত্রিকা

অজয়েন্দ্রকৃষ্ণ দেব বেশ কিছু বই দিয়েছেন

পরিষদের প্রসার

১৩০১ বঙ্গাব্দের ৮ই শ্রাবণ 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রতিষ্ঠার পর থেকে বাংলার সমস্ত সুধীবৃন্দের সঙ্গে সাহিত্য পরিষদের সম্পর্ক ঘটে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে ১৬ই ফাল্গুন সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রস্তাব করেন—

'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রসার বৃদ্ধি এবং বঙ্গের ঐতিহাসিক উপকরণ ও প্রাচীন কার্য্যাদি সংগ্রহের জন্য প্রতি জেলায় উহার একটি করিয়া শাখা সভা স্থাপিত হউক।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্যোমকেশ মুস্তাফীরও ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন স্থানে এর বিস্তার ঘটুক। সেই কারণে রংপুরে ১৩১২ বঙ্গাব্দে বৈশাখে প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ও প্রস্তাবক সুরেশচন্দ্র রায়চৌধুরীই এর সম্পাদক হন।

দেশের মধ্যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্' প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন হওয়ার ফলে দেশের বিভিন্ন জেলাগুলিতে সেই সময় যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয় তা উল্লেখযোগ্য। নিম্নে প্রতিষ্ঠাকালসহ শাখা পরিষদ্গুলির একটি তালিকা দেওয়া হ'ল: (সারণি—৪ দ্রষ্টব্য)

সারণি—৪

বৈশাখ	রংপুর	চৈত্র	১৩১৩	রাজশাহী
শ্রাবণ	ভাগলপুর	বৈশাখ	১৩১৪	ময়মনসিংহ

কার্তিক	১৩১৪	মুর্শিদাবাদ	কৃষ্ণনগর, নদীয়া
ফাল্গুন	১৩১৫	বারাণসী	উত্তরপাড়া, হুগলী
	১৩১৮	বরিশাল	কটক
	১৩১৮	সোঁহাটী	ফরিদপুর
	১৩১৮	চট্টগ্রাম	আগ্রা
	১৩২০	বাঁকুড়া	বর্ধমান (পুনঃ প্রতিষ্ঠিত)
	১৩২০	বর্ধমান	হেমুন
	১৩২০	কালনা	কাঁথি, মেদিনীপুর
	১৩২০	দিল্লী	শিলং
	১৩২২	মেদিনীপুর	শিবপুর (হাওড়া)
	১৩২২	পুরুলিয়া, মানভূম	হিন্দ, রাঁচী
	১৩২২	মীরাট	জঙ্গীপাড়া, কৃষ্ণনগর
	১৩২৩	ত্রিপুরা	নৈহাটি,২৪ পরগণা (উ)

• ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিষদ্ পরিচয় ১৩৪৬

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'শাখা-সভা' প্রতিষ্ঠার যে আন্দোলন হয় তা শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাংলার বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বার্মা, উড়িষ্যা, দিল্লীতেও তা সম্প্রসারিত হয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা বা শহরগুলিতে অধুনা বাংলাদেশের জেলা শহরগুলিতে বিশেষ প্রসার লাভ করেছে। এখনও বেশ কয়েকটি স্থানের শাখা পরিষদ তাদের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করছেন এবং মূল সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করে থাকেন।

এইভাবে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নতুন নতুন শাখা পরিষদ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিদান করেছে।

চিত্রশালা (মিউজিয়ম) :

চিত্রশালা (মিউজিয়ম) : এই মিউজিয়ামটি চিত্রশালা নামে পরিচিত। সেখানে নানা বিষয়সংক্রান্ত দ্রব্যাদি আছে। এই চিত্রশালার প্রতিষ্ঠা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে ধরা যেতে পারে। কারণ এই সনে কলকাতার জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে অনুষ্ঠিত শিল্প কৃষি প্রদর্শনীতে শিক্ষাসংক্রান্ত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের যে ব্যবস্থা হয়, তাতে প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে সাহিত্য পরিষদ তাম্র ও প্রস্তরলিপির ছাপ, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক স্থানের ও মন্দিরের ফটো, অঙ্কিত প্রাচীন চিত্র, সাহিত্যিকদের ব্যবহৃত দ্রব্য ও হস্তলিপি, প্রথম মুদ্রিত বাংলা পুস্তক ও প্রাচীন পুঁথি প্রভৃতি প্রদর্শনীর জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং এই প্রদর্শনী দীর্ঘদিন চলে ; ৬ই পৌষ থেকে ১৪ই ফাল্গুন। দর্শকদের ও পরিষদ্ হিতৈষীদের অনুরোধে শিক্ষা ও লোকসংস্কৃতির প্রয়োজনে স্থায়ী চিত্রশালা সংগঠনের জন্য রায়েন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবক্রমে এবং কাশিমবাজার মহারাজা ৭ কাঠা পরিমাণ জমি দানের সঙ্গে আরো বহুব্যক্তির দানে 'রমেশ ভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্নে প্রাচীন মুদ্রা ও মূর্তি সংগৃহীত হয়। ক্রমে বহু ব্যক্তির দানে এর বিপুল দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত হয় এবং চিত্রশালা বর্তমানে পরিষদ গ্রন্থাগারের দ্বিতলে স্থায়ী ভাবে গড়ে ওঠে। বিশ্বকোষ ও বহুগ্রন্থ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসু এর প্রথম চিত্রশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। চিত্রশালায় যে সমস্ত জিনিস রয়েছে সেগুলি হল প্রাচীন মুদ্রা, প্রস্তর মূর্তি, ব্রোঞ্জ মূর্তি, তাম্রশাসনের ফলক, প্রাচীন চিত্র, দলিল,

পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তির পাদুকা, অন্যান্য পোশাক বা অন্যান্য ব্যবহৃত ও পুরস্কার প্রাপ্ত দ্রব্যাদি লাভের আশা ইত্যাদি।

পরিষদ চিত্রশালা দর্শন করে যাঁরা বিশেষ প্রশংসা করেছেন তাঁদের কয়েকজন হলেন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল, লিটন প্রমুখ। বর্তমানে 'পরিষদ' মন্দিরে সাহিত্য রথীগণের এত নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে যে, এর সঙ্গে লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অব মধ্যে 'পোয়েটস্ কর্ণার'-এর তুলনা করা যাইতে পারে।

পুঁথিশালা :

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পরিষদ কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল পুঁথি সংগ্রহ করা। সেইজন্য ১৩০১ সালে ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় মাসিক দশ টাকা বেতনে কর্মে নিয়োজিত হন। তিনি নানাস্থানে ভ্রমণ করে সাহিত্য পরিষদের জন্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন।

সাহিত্য পরিষদ্ গ্রন্থাগারে সংস্কৃত, বাংলা, তিব্বতী উড়িয়া, হিন্দী, অসমীয়া এবং ফার্সী পুঁথি রয়েছে। সেগুলি প্রায়ই প্রাচীন পুঁথি। 'পরিষদের পুঁথিশালায় আজ যে কয়েক হাজার প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে, তা প্রধানতঃ... পরিষদের সাহিত্যপ্রিয় বান্ধবগণের চেষ্টা ও অনুগ্রহে।'

সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারের পুঁথিশালায় এ পর্যন্ত যে সব পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে তার সংখ্যা দেওয়া হল—

বাংলা	৩১১৭
সংস্কৃত	১৮৯২
তিব্বতী, ওড়িয়া, হিন্দী, অসমীয়া ও ফার্সী	২৬৫

পরিষদ্ কর্তৃক সংগৃহীত পুঁথি ছাড়া যে সমস্ত মণীষীদের দান এই পুঁথিশালাকে সমৃদ্ধ করেছে তা ভুলে ধরা যেতে পারে—

ক)	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথি	৯০
		বাংলা পুঁথি	২১
খ)	চিত্তরঞ্জন দাশ	সংস্কৃত ,,	৪১১
		বাংলা ,,	১৩
গ)	বিদ্যাসাগর	সংগৃহীত সংস্কৃত পুঁথি	৩২৪
ঘ)	গোপালদাস চৌধুরী	,, সংস্কৃত ,,	২৫৬
		বাংলা ,,	৫৭

বর্ধমান থেকে বাংলা ২টি পুঁথি সম্প্রতি পাওয়া গেছে।

প্রকাশন বিভাগ :

'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এর মুখপত্র The Bengal Academy of Literature এবং পরে The Bengal Academy of Literature ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ উভয় নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩-এর আগষ্ট ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ১ম ও ২য় সংখ্যায় শুধুমাত্র ইংরেজী প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ বৎসর ৩য় সংখ্যায় ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৩০১ সাল থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ নাম হয়। সেই সময় থেকে সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা নামে পরিষদের মুখপত্র প্রকাশিত হয় এবং এখনও পর্যন্ত নিয়মিত এটি প্রকাশিত হচ্ছে।

পরিষদ্ কর্তৃপক্ষের প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ করা। গ্রন্থ প্রকাশের জন্য লালগোলার মহারাজ ও ঝাড়গ্রামের রাজা অর্থদানে এবং বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ও সেই সময় থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ সাহায্যে পুস্তক, প্রকাশিত হচ্ছে। সাহিত্য পরিষদ বিভিন্ন প্রাচীন পুস্তক, গবেষণা পুস্তক, পুঁথি গ্রন্থাকারে প্রকাশ, পত্রিভাষা, কোষগ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ ১৩০২ সালে প্রকাশিত; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'রাসায়নিক পরিভাষা'। তারপর থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ অনেক গবেষণা পুস্তক, প্রাচীন পুস্তক প্রকাশ করেছেন এবং বেশ কিছু গ্রন্থাগারের পুস্তক গ্রন্থকারের স্বত্ব অতিক্রান্ত বই সাহিত্য পরিষদ্ টীকা, টিপ্পনীসহ খ্যাতিমান ব্যক্তিদের দ্বারা লিখিত ভূমিকা, পাঠভেদ সম্বলিত করে প্রকাশ করে আসছে। এইভাবে

প্রায় ৬০০-র উপর বই সংগ্রহ বা নতুন করে প্রকাশ করেছে।

সাহিত্য পরিষদের বর্তমান অচলাবস্থার কারণের উদ্ভব :

সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার সময় (১৩০১ সালে) বাংলার মনীষীরা একত্রিত হয়ে এ প্রতিষ্ঠান গড়েন। এর নিয়মাবলী প্রস্তুত করেন স্বনামধন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩০৪ সালে। তিনি সেই সময়ের পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে এবং মানবিকতা নিয়েই পরিষদের নিয়মাবলী প্রস্তুত করেছিলেন বলে মনে হয়। তখন কোনো কর্মী-অসন্তোষ ছিল না। কর্মীরা অনেকে বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ কখনও পরিষদ্ কর্মীদের 'পরিষদ্-পাল-টিক্স'-এর মধ্যে জড়ান নি। পরিষদের ৫০ বছরের কর্মী কেয়ারটেকার স্বর্গীয় অনাদিভূষণ দাস মহাশয়ের কাছে শুনেছি সেই সময়েও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের মধ্যে অনেক বিরোধ ও অসংগতি ছিল। অনেকের মধ্যে দলাদলিও ছিল। সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়কালেই এর সূচনা বলে শোনা যায়। ১৯৭৭ সালে যখন সভাপতি 'বনফুল' ও সম্পাদক ডঃ মদন-মোহন কুমার তখন প্রতিষ্ঠা দিবস ও বার্ষিক সভায় যে গোলযোগ পরিষদ সদস্যদের মধ্যে দেখা দেয় তা পূর্বে ঘটে নি।

সদস্যদের হৈ চৈ এমন পর্যায়ে ঘায় যে সভায় 'বনফুল' পদত্যাগ করেন। সে সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রে অনেক সংবাদও প্রকাশিত হয়। পরে উক্ত সালের ১ আগস্ট ডঃ ত্রি. লি. সরকার সভাপতিত্বে তলবি বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং কার্য-নির্বাহক সমিতির ৪১ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন ছাড়া অন্য কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যরা এই বার্ষিক সাধারণ সভায় সাধারণ সদস্য দ্বারা খারিজ হয়ে যান।

সাহিত্য পরিষদের সদস্যদের মতান্তরের মূল কারণ মনে হয় পরিষদের কা. নি. স. র. গঠনের ত্রুটি। গঠন হলো Total executive members out going committee মনোনীত করেন ১৭ জন—। তাঁরা হলেন ১ জন সভাপতি, ৮ জন সহ-সভাপতি, ১ সম্পাদক, ২ সহ-সম্পাদক, ১ কোষাধ্যক্ষ, ১ গ্রন্থশালাধ্যক্ষ, ১ চিত্রশালাধ্যক্ষ, ১ পুঁথি-শালাধ্যক্ষ ১ পত্রিকাধ্যক্ষ।

এ ছাড়া পরিষদের সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হন বাকি ২০ জন সদস্য। সরকারী প্রতিনিধি ৪ জন। তার মধ্যে ২ জন কেন্দ্রীয় সরকার, ২ জন রাজ্য সংকারের। ১ জন Local Councillor। কোনো কর্মী প্রতিনিধি এতে নেই।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ভোটার তালিকা তৈয়ারী করে ডাক যোগে সদস্যদের ঠিকানায় ভোটপত্র পাঠানো হয় এবং তাঁরা ডাকে বা উপস্থিত হয়ে বা তাঁদের প্রতিনিধি অন্য কেউ এসে ভোটপত্র বাক্সে ফেলে দিয়ে যায়।

সেই ভোট গণনা হয় সাধারণতঃ ২ বৈশাখ। নির্বাচন পদ্ধতি যদিও গণতান্ত্রিক ভাবে হয়, কিন্তু সম্পূর্ণই ত্রুটিপূর্ণ। লক্ষ্য করা গেছে ডাকে ভোটপত্র পাঠানোর মধ্যে কারচুপি চলে। ৪০/৫০ জন সদস্য নির্বাচনে দাঁড়ান তাঁদের মধ্যে ২০ জন চূড়ান্ত করে দেওয়া হয়।

১৯৭৮ সালে ডঃ সুকুমার সেনের সভাপতিত্বে (সম্পাদক অধ্যাপক রাসবিহারী কুমার বিশ্বাস) কা. নি. স. সদস্যদের দ্বারা 'নির্বাচন পদ্ধতি' পরিবর্তনের সভা হয়। সেই সভায় সংশোধনকারীরা ২ ভোটে পরাজিত হন।

এই নির্বাচন পদ্ধতি অধুনিক ভাবে কতটা গণতান্ত্রিক করা যায় সেটা দেখা উচিত। এবং ২ জন কর্মি প্রতিনিধি নিতে পারে বলে কমিটিসদস্য জানান। গণতান্ত্রিক উপায় বলতে পরিষদের সকল সদস্যদের (যাঁরা ৩ মাসের চাঁদা শোধ রেখেছেন) চিঠি দিয়ে জানানো (তারিখ এবং সময়) এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করে ভোটপত্র গ্রহণ ও ভোট প্রদান এবং উক্ত দিনেই ভোট গণনা শেষ করে ফল জানিয়ে দেওয়া।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির

প্রাণকেন্দ্র হিসাবে চির পরিচিত। বাংলা ও বাঙ্গালি মননে অনেক অগ্রগতি ও পরিবর্তনের রূপকার এই সাহিত্য পরিষদ্। বর্তমানে এই সাহিত্য পরিষদের বড়ই অচলাবস্থা। বঙ্গ সংস্কৃতির গবেষণা ও চর্চার প্রাচীনতম কেন্দ্র সাহিত্য পরিষদের কাজের উন্নতি ও সম্প্রসারণ তো দূরের কথা দৈনন্দিন কাজও বন্ধ হওয়ার পথে। কর্মীরাও দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে"র বর্তমান অচলাবস্থার কারণ অনুসন্ধানের জন্য ও প্রয়োজন হলে, অধিগ্রহণ করেও এই ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কাছে চিঠি দিয়েছেন পরিষদের সভাপতি ডঃ অজিত ঘোষ। (আ. বা প. মঙ্গলবার ৬ কানুন ১৩৯৭)

সাহিত্য পরিষদের এই বেহাল অবস্থা থেকে মুক্ত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও বাংলার বিদ্যোৎসাহী মানুষের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। একজন দক্ষ প্রশাসক নিয়োগ করা এবং একটি উপদেষ্টা পরিষদ্ গঠন করা প্রয়োজন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এই অচলাবস্থা পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে এবং পরিষদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও গবেষক ডঃ সুধাংশু সেন, শ্রীগোপাল হালদার ও শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ তারিখে 'গণশক্তি' ও দৈনিক বসুমতিতে এক বিবৃতিতে আবেদন রেখেছেন।

"বাংলা ভাষা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতি-শীল মানুষের কাছে আবেদন ৯১ বছরের এই প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে আশু বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করুন।"

(১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ দৈনিক বসুমতী)

তথ্যসূত্র :

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিষৎ পরিচয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৪৬।

২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিষৎ পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬), কলিকাতা, ব. সা. প ১৩৫৬।

৩. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা [বিভিন্ন বর্ষের]

৪. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য বিবরণী
[বিভিন্ন বর্ষের]

৫. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা [" "]

৬. গণশক্তি : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

৭. দৈনিক বসুমতি ঐ

৮. সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'পেপার কাটিংস'
[বিভিন্ন বর্ষের]

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার ভাবনা

শ্রীকান্ত বসু

গ্রন্থাগারিক, বি, এন, মহাবিদ্যালয়, হুঁচুড়া, হুগলী।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে শুধু মাত্র বাংলা সাহিত্যে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কি বিশ্ব-সাহিত্যেও এক বিশেষ স্থান অর্জন করে আছেন। তাঁর লেখনীতে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সংস্কার বিহীন, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত স্বচ্ছ ধ্যান ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি সমাজের বহুবিধ দিক বিশ্লেষণ করেছেন। তাই সমাজের অবহেলিত দিকগুলিও তাঁর লেখনীতে বিশেষ স্থান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তৎকালীন গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিষয়ও এর থেকে বাদ যায় নি।

শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় (১৮৭৬-১৯৩৮) বাংলা তথা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তেমন ছিল না। তাঁর জীবনের শেষার্ধে গ্রন্থাগার আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করে। তাই বাঙালীর সাংস্কৃতিক তথা প্রাত্যহিক জীবনে গ্রন্থাগার তখন কোন ভাবেই প্রভাব ফেলতে পারে নি। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার হাওয়া ক্রমাগত এ দেশে বইতে থাকায় গ্রন্থাগারের উপযোগিতা শিক্ষিত বাঙালীর কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছিল। তাই সেই নবজাগরণের সংগে নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত বহু মানুষ গ্রন্থাগারের প্রসার ঘটাবার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেন। পৃষ্ঠপোষকতার খুব একটা অভাব ঘটল না। এরই ফল স্বরূপ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হ'ল ১৯২৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর। সেদিন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয় (তৎকালীন All Bengal Library Association) এর আগে আজ অবশ্য বিভিন্ন মহল্লায়, পাড়ায়, গ্রামে কিছু কিছু গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। সেই সব গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ব্যায়ামাগার, অনুশীলন সমিতি, যে সংগঠনগুলি স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ-ভাবে সাহায্য করেছে। এ-ছাড়া এই সব গ্রন্থাগারগুলির বই পুরুষদের চোখের আড়ালে অন্তঃপুরে প্রবেশ করে নারীজাতির মধ্যে বাইরের বাতাস এনে দিতে সাহায্য করেছে। শরৎচন্দ্রের সাথে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পর্ক নিবিড় ছিল। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তার দ্বিতীয় সম্মেলনে (জানুয়ারী ১৯২৮) তাঁর রচিত উপন্যাস 'পথের দাবী'র উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করে।

শরৎচন্দ্রের গল্পে ও উপন্যাসে গ্রন্থাগার তেমন ভাবে স্থান অধিকার করে নি। এর কারণ হিসাবে অবশ্য বলা যেতে পারে তৎকালীন বাংলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার করুণ অবস্থার কথা। তাঁর রচনায় শিক্ষা বিস্তার প্রসঙ্গে নানা কথা এসেছে। গল্প ও উপন্যাসের কুশীলবদের মধ্যেও শিক্ষা প্রসঙ্গে নানা তর্ক বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগার সেভাবে স্থান পায়নি। কিন্তু 'বিপ্রদাস' উপন্যাসে লাইব্রেরির উল্লেখ আছে। নায়ক বিপ্রদাস সৎ, বিদ্বান, চরিত্রবান ও বিত্তশালী, তার গ্রন্থাগারটিও দেখবার মতো। সে শুধুমাত্র বই ক্রয় করে সাজিয়ে রাখবার জন্যই তা গড়ে তোলে নি। সেটি একরকম তার উপাসনা গৃহ। এর যাথার্থ্য মেলে বিপ্রদাসের ভাই বিজয়দাসের উক্তি থেকে"……কোন একটা বই খুলে দেখলে, তাঁর পড়ার চিহ্ন চোখে পড়বে"।

এর থেকে বোঝা যায় তৎকালীন বাংলায় উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের মধ্যে গ্রন্থাগার চেতনা

ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে শুরু করেছে এবং সেটি ব্যাপক হলে না হলেও তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

শরৎচন্দ্র তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'কথা বিভূষিত লেখক সম্প্রদায়' এ (কলাম: 'বাতায়ন' ১৭ ফাল্গুন, ১৩৪৪) বাংলার লেখকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের বাজারের দুরবস্থার খোঁজ-খবর প্রকাশ করেছেন। বই কিনবার অনীহা বাঙালীর যে একটা জন্মগত ব্যাধি তা তিনি ধরিয়ে দিয়েছেন। এই প্রবন্ধ প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা না বললেও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তাঁর ইঙ্গিত ছিল সরকারী অর্থানুকূল্যে বই ক্রয় করে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার।

গ্রন্থাগার প্রসার সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান প্রবন্ধ 'বাংলা বইয়ের দুঃখ'। (প্রকাশ: 'বিচিত্রা', আশ্বিন ১৩৪২)। এই প্রবন্ধের বক্তব্য দেখে বোঝা যায় যে তিনি উপলব্ধি করতে পেরে ছিলেন গ্রন্থাগার সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ। শিক্ষার বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিমেয়। 'কোয়েগর পাঠচক্রে' কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের পঠিত ভাষণে ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অবহিত হবার পর স্বভাবিক ভাবেই তিনি এই বাংলার গ্রন্থাগার প্রসারের জন্য আকুল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে রায় মহাশয়ের প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর এই লেখা থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক—"কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবি হোন। তাঁর এই প্রারম্ভ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য লাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যার যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরী আন্দোলনের জন্য তাই যেন তো দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে"।

প্রাজ্ঞ শরৎচন্দ্রের এই উক্তি গ্রন্থাগার আন্দোলনের এক বিশাল মূল্যধন। লাইব্রেরী আন্দোলনের মাধ্যমে যে দেশের কাজ হয় যে কথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন। কোন একটি দেশকে চেনা যায় তার গ্রন্থাগারের অবস্থা দেখে। এই সত্য এখনও অনেকে মানতে চান না। বস্তুত এই নেতিবাচক মনোভাবের জন্য গ্রন্থাগার বিস্তার পিছিয়ে পড়ছে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আজ থেকে প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে এই সত্য স্বীকার করে গেছেন।

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ এস. আর রঙ্গনাথনের প্রণীত পঞ্চসূত্র গ্রন্থাগারের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। শরৎচন্দ্রের বাংলা বইয়ের দুঃখ' প্রবন্ধে যে সমস্ত বিষয়ের কথা উল্লেখ আছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সেগুলি পঞ্চসূত্রের ভাবকেই পরিস্ফুট করেছে। যেমন বইয়ের ব্যবহার, পাঠকের সংখ্যা, গ্রন্থাগার বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার পরিষেবার মাধ্যমে দেশের কাজ, এবং সর্বোপরি গ্রন্থাগারের মনোন্নয়ন বারে বারে পঞ্চসূত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

শরৎচন্দ্র 'বাংলা বইয়ের দুঃখ' প্রবন্ধে আরও লিখেছেন, —'আজ অন্তঃপুরে যেটুকু স্ত্রী শিক্ষার প্রচার হয়েছে, তা এই গল্পের ভিতর দিয়েই'।

এই সত্য কথাটির পিছনে আরও একটি সত্য নিহিত আছে এবং সেই সত্য আমরা একটু চেষ্টা করলেই খুঁজে পেতে পারি। যে গল্প ও উপন্যাস বাঙালী মহিলারা অন্তঃপুরে পেতেন তা সরবরাহ হত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার থেকে। এই সমস্ত বই গৃহিনীর হাতে যেত গৃহকর্ত্তার চোখ এড়িয়ে। বই আদান-প্রদানের দ্বারিয়ে থাকতেন নিবেদিত প্রাণ কিছু আদর্শবান যুবক, যারা সেই গ্রন্থাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। তাই এ কথা আজ বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না যে বাঙালী নারী জাতির যতটুকু উন্নতি হয়েছে তার মূলে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশাল। এই সহজ সত্য কথাটি শরৎচন্দ্রই ধরিয়ে দিয়ে গেছেন। গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গল্প, উপন্যাসের প্রভাব নারী জাতির উপর যে বিশেষ ক্রিয়া করেছিল এবং তা যে একদিন অন্তঃপুরবাসিনীদের বাইরের আলো দেখতে সাহায্য করবে তা তিনি খুঁজতে পেরেছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ সালে গ্রামীণ লাইব্রেরি আইন চালু হয়েছে। সংবৎসর তা দেখে যেতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর আশা মত সরকারী অর্থানুকূল্যে লেখকদের বইয়ের বিক্রি বেড়েছে। গ্রন্থাগারের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। এই বিভাগে চাকরী পেয়েছে শিক্ষিত প্রায় বহু যুবক-যুবতী। কিন্তু যেটা এখনো তৈরী হয়ে উঠেনি তা হ'ল বাঙালীর গ্রন্থাগার স্থান নিয়ন্ত্রণ। বাঙালী এখনো গ্রন্থাগার মনোভাবাপন্ন হয়নি। অশিক্ষিত হয় তথা বাজে হিসাব। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি এই দোষে দুষ্ট।

তবুও একথা সত্য পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আকাশে নতুন দিগন্তের উন্মেষ ঘটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এবং সেই প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের মত মনীষীদের ভাবনা-চিন্তা আমাদের পথের পাথেয়। শরৎ 'লাইব্রেরি আন্দোলন'কে যাঁরা যে পরিমাণ শক্তি দিয়ে সাহায্য করার আবেদন জানিয়েছিলেন। সে কাজ এখনও শেষ হয় নি। বহুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথে অগ্রসর হতে আমাদের মন্ত্র হোক চরৈবেতি, চরৈবেতি,…।

শোক সংবাদ

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সন্তোষ কুমার বসুর জীবনাবসান হয়েছে। তিনি পরিষদের এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরম হিতৈষী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীর মর্মাহত।

—কর্মসচিব

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

মহাশয়,

প্রায়শঃই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত "গ্রন্থাগার" পত্রিকা আমি পেয়ে থাকি। প্রতি বারেই আগ্রহ নিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। সূচীপত্র দেখে মনে হয় হয়ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কিছু মৌল ধারণা বা বিষয় পাবো, যা এখনও কোথাও প্রকাশ হয় নি। অথবা বিশেষ কোন পরিচিত ধারণা বা বিষয়ের অন্য কোন মৌল রূপ পাবো। কিন্তু প্রতিবারেই আশাহত হ'তে হয়।

এক্ষণে এমত ধারণা হয় যে, এই পত্রিকাটি মৌল কোন ধ্যান ধারণার পক্ষপাতী নয়; রচনার মৌলিকতায় বিশ্বস্ত না হয়ে বরং বহু আলোচিত ও পঠিত বিষয় বা ধারণার একটা বাংলা রূপ দেওয়াই বিধেয় মনে করে "গ্রন্থাগার" পত্রিকা একের পর এক ধার করা চুরি করা বিষয় ধারণা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে চলেছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়— "তথ্য বিস্ফোরণ বা Information explosion", এবং এই বিস্ফোরণের হাত হ'তে নিস্তার পাওয়ার নানা উপায়, অনুসন্ধান নিরন্তর হয়ে চলেছে। সারা পৃথিবী ব্যাপী না জানি কত চিন্তা বিভিন্ন বিষয়-বিশেষজ্ঞগণ পর পর করে চলেছেন। আর বলতে কি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানী বলতে আমরা যাঁদের বুঝি তাঁরাও এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করে চলেছেন। তাহলে কি আমাদের এটা ভাবতে হবে এগুলো তথ্য বিস্ফোরণের পর্যায়ে পড়ে না?

আবার হয়ত এটাও ভাবা যেতে পারে, যে বিষয়ে বাংলা বইয়ের অভাব আছে, সে বিষয়ের দু-চারটি ইংরেজী প্রবন্ধের বা ইংরাজী ধারণা বাংলায় প্রকাশ করলে, সেই বিষয়টি বাংলার প্রথম বলেই তো মৌলিকত্বের দাবী করবে। তাহ'লে আমার মত কিছু অভব্য পাঠকের বলার কিছুই নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে সম্পাদক মহাশয়কে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না—"এভাবে আমরা কি আমাদের চিন্তায় পরাধীন থেকে যাচ্ছি না?" পাশ্চাত্য ধারণা অনুযায়ী যদি আমাদেরকে ক্রমাগত ভাবতে হয়, লিখতে হয়, আলোচনা করতে হয়, তাহলে তো আমাদের জ্ঞান সীমিতই থেকে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে তাই সম্পাদক মহাশয়ের নিকট আমার অনুরোধ যে তিনি যেন পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি লেখা আমাদের উপহার দেন। এবং এই সঙ্গে নীচের তিনটি প্রস্তাবও যেন বিবেচনা করে দেখেন:

১) যখন উপযুক্ত মৌল বিষয়ের রচনা পাওয়া যায় না, তখন পত্রিকার সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে যথার্থ মৌলিক রচনার সন্ধান করা ও তা প্রকাশ করা। এতে পত্রিকার ছাপানোর খরচও কম হ'য়ে যেতে পারে।

২। যে কোন লেখাই আসুক না কেন তা পরীক্ষা করা।

এবং (৩) প্রতিটি লেখার উপর পাঠককুলের মতামত নেওয়ার ব্যবস্থা করা।

আর (৪) সম্ভব হলে প্রকৃত লেখককে আর্থিক মূল্যে মূল্যায়ন করা।

অন্যথায় আমার মনে হ'য় পরিবেশ দূষণের মতো গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে "গ্রন্থাগার" পত্রিকা বিষয় দূষণে সাহায্য করবে।

ইতি—

অসিতকুমার ভট্টাচার্য্য

বারুইপুর, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১

সম্পাদকের মন্তব্য

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। এই প্রসঙ্গে সম্পাদক কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ইচ্ছুক—

১. প্রত্যেক বিষয়েই মৌলিক ধারণার সংখ্যা নগণ্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য বিষয়ের মত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও গবেষণার মাধ্যমেই মৌল চিন্তার জন্ম হয়—গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে বিদেশে গবেষণার মান উঁচু হলেও এদেশে তথা পঃ বঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের গবেষণা শৈশবে বয়েও অত্যুক্তি করা হয়। সুতরাং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে মৌল প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় কবে প্রকাশিত হবে তা জানি না—তবে সে রকম প্রবন্ধ গ্রন্থাগারে এলে অবশ্যই সাদরে গৃহীত হবে।

২. মৌল ধারণার সংখ্যা কম হলেও বিভিন্ন বিষয়ে যে ধরনের গবেষণা চলছে তার ফলে গবেষণা পত্রগুলিতে প্রকাশিত প্রবন্ধের আংশিক মৌলিকতা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বেশিরভাগ গবেষণা পত্রের বিষয় পরিধি এত সঙ্কীর্ণ বা সূক্ষ্ম এবং অনেক সময় তাতে অন্য প্রবন্ধের বক্তব্য এসে যায়—এতে অন্যায় কিছু নেই। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কেউ যদি আজ পর্যন্ত প্রকাশিত মৌলিক বক্তব্যগুলিকে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পুনর্বার গবেষণা করে প্রকাশের জন্য পাঠান তাতে অন্যায় কিছু নেই—এরকম প্রবন্ধকে মৌলিক বলা না গেলেও তার উপযোগিতা নেই একথা বলা যাবে না।

৩. গ্রন্থাগার পত্রিকার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র মৌলিক প্রবন্ধ বা গবেষণা পত্র প্রকাশ করা নয়। রাজ্যের গ্রন্থাগারে MLIS পাশ কর্মরত ব্যক্তি ছাড়াও বহুতর গ্রন্থাগার কর্মী ও ধরণী পরিষদের সদস্য সেই সূত্রে তাঁরা 'গ্রন্থাগারের' পাঠক। এই ধরণের পাঠকদের গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত রাখার জন্য প্রবন্ধের মান মৌলিক না হলেও চলবে।

৪. 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটি পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বৃত্তি-কুশলীদের ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের সংবাদ যেমন প্রকাশ করে সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার গুলির প্রোগ্রামও প্রকাশ করে।

৫. পঞ্চমতঃ গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিরা লেখেন বড় কম। এমন কি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক মহাশয়দের অবস্থাও তাই। ফলে যাঁরা লেখা দেন তাঁদের লেখার একাডেমিক গুরুত্ব না থাকলেও উৎসাহ সঞ্চার করার প্রয়োজনীয়তাও থাকে। প্রবন্ধ পেলেই ছাপা হয় না—সেগুলির মূল্যায়নও করা হয়।

৬. পত্রিকার সংখ্যা কমলে পরিষদের অর্থ সাশ্রয় হয় বটে, সেই সঙ্গে সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ হ্রাস পায়। পরিষদের আর্থিক সাচ্ছল্য না থাকলেও বছরে ১২টা সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশের গৌরবে গৌরবান্বিত হয়ে রয়েছে বলেই পরিষদ সংখ্যা কমানোর কোন পরিকল্পনা করছে না।

পাঠককুলের মতামত গ্রহণ করতে গেলে প্রকাশ করেই তা গ্রহণ করতে হয়। নয়ত বেফারি সিস্টেমের দিকে যেতে হয়। এ বিষয়টিও পরিষদের নজরে আছে।

৭. সবশেষের বক্তব্য হলো গবেষণা ভিত্তিক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বর্তমান সম্পাদক সবদাই মুখ চেয়ে আছে—পত্র লেখককে এরকম প্রবন্ধ পাঠানোর অনুরোধ রইলো।

—সম্পাদক, গ্রন্থাগার

ENGLISH ABSTRACTS OF THE ARTICLES, ETC

Published in GRANTHAGAR V. 40 No. 8
November—December 1990
By Ratna Das (nee Bandopadhyay)

Editorial : *Library Day this year.*
pp. 186—187

This year, Library Day is going to be celebrated in a different atmosphere. Strong communal feeling is taking advantage of the illiterate minds. In this state two movements against communalism are existing—literacy movement and movement for scientific conciousness. Librarians also have a role to play in these.

Resource Centre and its Services : *Sukumar Khamrai* *pp. 188—193*

The article defines resource centre and shows the difference between library and resource centre. It also states various activities of the centre such as identification of the information unit, user studies, information need, information sources, collection and storage of information and different types of information services.

Swami Vivekananda's thoughts on education and the role of library : *Akhilesh Mondal.*
p. 194.

Tries to interpret Vivekananda's thought on education in a different light. Though Swamiji did not clearly mention the term library, he hinted at the role of libraries in the development of mankind.

GRANTHAGAR V. 40. No. 9 1990—1991

Editorial : *Copy right of Rabindranath's works.* *pp. 210 - 211*

After 31st December, 1991 any publisher may publish Rabindranath Tagore's works as the copyright of Tagore's works, which is now the sole right of Vivsabharati and partly of Rabindra Bharati Society, is going to expire this year. As a result many apprehend the distortion of Tagore's works. West Bengal government has not as yet taken any decision. Either the period of copyright may be extended from 50 years to 75 years by amending the existing Copyright Act or a board consisting of representatives from various universities, Bengali Academy etc, may be constituted for the formulation of principles for maintaining the standard of Tagore's work and also supervising it.

Internal activities of library of emperor Akbar : Arabinda Maji pp. 212—214

In the Imperial library of the Mughal monarch Akbar, there were 24,000 manuscripts. These were supervised by a 'Nijam' equivalent to the present day librarian. He was assisted by 'Darugha' or the 'assistant librarian'. The 'Muhatamin' had to select, purchase and classify the books subjectwise. He had a number of officers, clerks and others under him. The system of manuscript accession, classification, cataloguing and circulation of that closed access type library is also described.

Library Day—Central Meeting pp. 215—215

This year Library Day (20th Dec.) was celebrated at the Youth Centre, Moulali. Prof. Prabir Roy Chowdhury presided over the meeting. Sri Biman Bose, the president of of Literacy Extension Committee of Bengal, stated the present status of literacy in West Bengal and the problems faced in various districts of the state. Prof. Sankar Chakrabarty stressed the necessity of combining the science movement with the literacy movement. Librarians, he emphasised, should think about the credibility of works of science fiction before acquiring it for children. Dr. Pabitra Sarkar, the Vice-Chancellor of Rabindra Bharati University, also stressed the necessity of combining the science movement wiih the literacy movement to destory fundamentalism.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পরিষদের সদস্যদের জানানো যাচ্ছে যে বিগত ১৮ জুলাই ১৯৯০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত হারে সদস্যদের চাঁদা নির্ধারিত হয়েছে। আগামী এপ্রিল মাস হ'তে নতুন হারের চাঁদা চালু হচ্ছে। পরিষদের সদস্যদের এই হারে চাঁদা দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে—

ব্যক্তিগত বার্ষিক চাঁদা— ২৫·০০
ব্যক্তিগত আজীবন চাঁদা— ২৫০·০০
প্রতিষ্ঠানগত বার্ষিক চাঁদা— ৩৫·০০
ভারতের বাইরে বসবাসকারী সদস্যদের বার্ষিক চাঁদা— ১০০·০০
ভারতের বাইরে বসবাসকারী সদস্যদের আজীবন চাঁদা— ১০০০·০০
ভারতের বাইরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহের চাঁদা (বার্ষিক)— ২৫০·০০
গ্রন্থাগার বৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বার্ষিক চাঁদা— ৫০·০০

অরুণ রায়, কর্মসচিব

আইনগত সাহায্যদান প্রকল্প

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন যদি :—

আপনি শহুরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার টাকার) কম।

অবিলম্বে স্থানীয় জন প্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য শংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। কলকাতার জন্য যোগাযোগ করবেন কলিকাতা আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। ঠিকানা নগর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ভবন, ২ ও ৩ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১।

তাছাড়া, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার বিভাগ), মহাকরণ কলিকাতা-৭০০০০১—এই ঠিকানায়ও আবেদন করতে পারেন।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে 'লোক আদালত' সংগঠিত করা হচ্ছে। 'লোক আদালতের' তারিখ ঘোষিত হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে।.....তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

আই সি এ ৯৪৩/৯১

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে···অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর স্রোতকে রুদ্ধ করা যায়, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সন্তাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য!

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভার-সাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

। পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

আই সি এ ৯৪৩/৯১

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ

- বাঙলার সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫ টাকা
- বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন ১৫ ,,
- কলকাতা তিনশতক : কৃষ্ণ ধর ১২ ,,
- ভারতের কৃষিপ্রগতি গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার ৮ ,,

জীবনীগ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫ টাকা
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ২ ,,
- সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩ ,,
- সুকুমার : লীলা মজুমদার ১৪ ,,

বিবিধগ্রন্থ

- প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা ১৪ টাকা
- সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০ ,,
- প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ ৪৫ ,,
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ৫০ ,,

মুখপত্র

- আকাদেমী পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ ,,
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ ,,

প্রাপ্তিস্থান

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২০
- ইউনিভারসিটি ইলটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭৩
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৭০০০৭৩
- মনীষা গ্রন্থালয় কলকাতা-৭০০০৭৩
- দে বুক সেন্টার, কলকাতা-৭০০০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্রনস্কর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০৭৩

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—145
Regd. No. R. N. 2674-47

Volume 40 : No. 11 February—March 1991

Contents

	PAGE
Crisis of Bangiya Sahitya Parishad (Editorial)	258
Biren Chanda	
Role of pubiic library in literacy campaig	260
Anil Chandra Pal	
Nuyairi	264
Prasanta Kishore Roy	
Bangiya Sahitya Parishad and its problems	266
Srikanta Basu	
Thoughts of Saratchandra on library	276
Letters to the Editor and reply of the Editor	279
English Abstracts	281

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha

ISSN 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, চৈত্র

সূচী

	পৃষ্ঠা
সাধারণ নির্বাচন, সংবাদপত্র ও গ্রন্থাগার (সম্পাদকীয়)	283
রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	
সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের সমাজতত্ত্ব	286
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	
বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	292
৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী	294
Memorandum Submitted to the Govt. of W. B.	
Re : Higher pay scales for the school librarians having Master degree	297
গ্রন্থাগার পত্রিকা : বার্ষিক নির্ঘণ্ট, ১৩৯৭	i—vi

প্রচ্ছদ : অমিত পাল

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১২ | সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা | ১৩৯৭, চৈত্র

সম্পাদকীয়

সাধারণ নির্বাচন, সংবাদপত্র ও গ্রন্থাগার

ভারতবর্ষে আবার সাধারণ নির্বাচনের ঢাক বেজে উঠেছে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসের নির্বাচনের পর—প্রত্যাশিতভাবেই আরেকবার নির্বাচনের সম্মুখীন হ'তে চলেছে ভারতের জনসাধারণ। এটা প্রত্যাশিত হলেও কাম্য ছিল না। গরীব দেশের পক্ষে বছর বছর নির্বাচন বিলাসিতা মাত্র। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখতে আমরা ভোট দিই ৫ বছরের জন্য—আমাদের আশা, যাঁরা সরকার গঠন করবেন, তাঁরা দেশের মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেবেন ; জিনিসপত্রের দাম কমানোর চেষ্টা করবেন ; নিম্ন জনসাধারণ যাতে দুবেলা মুঠো খেতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন ; যে সমস্ত গ্রামে পানীয় জল নেই তাদের পানীয় জল, চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, শিক্ষার জন্য শিক্ষালয়ের ব্যবস্থা করবেন। আমরা গ্রন্থাগারিকরা চাই দেশের জনসাধারণ দেশের কথা জানুক, বিদেশে কি ঘটছে সেগুলো সম্পর্কে অবহিত থাকুক ; মানুষ আরো জানুক যে জমিতে কেমন করে অধিক ফসল ফলাতে হয়, কলে-কারখানায় উৎপাদন বাড়াতে হয় ; দেশে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে উঠুক। দেশ স্ব-নির্ভর হোক এগুলো সবারই কাম্য। আমাদের দেশের কিছু রাজনৈতিক দলে ইশতেহার পড়লে দেখা যাবে যে তাঁরা ভারতবর্ষকে স্বর্গরাজ্য বা রামরাজ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে নেই শুধু সেই কথা যে, কেন এতকাল যাবৎ সেই প্রতিশ্রুতিগুলি যা পূর্বের নির্বাচনগুলিতে দেওয়া হয়েছিল তা রূপায়িত করা গেল না।

১৯৮৯ সালের নির্বাচনের পর যে সমস্ত জননায়ক বাইরে থেকে জনতা সরকারকে সমর্থন করেছিলেন তাঁরা এখন যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, গত নভেম্বরে সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের সময়ে সেই সব প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখেই সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছিলেন কি না তা আমাদের জানা নেই। তবে এখন দেখছি তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে রামমন্দির নির্মাণ সম্পর্কে, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িকতার হৃদরোগ সৃষ্টি করেছিলেন, তাকে মূলধন করেই আজ নির্বাচনে অবতীর্ণ। দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল যাঁরা নির্বাচিত সরকার ভেঙে দেওয়ার মহান কাজে পারদর্শী তাদের শাসিত রাজ্যে এবং কেন্দ্রের মন্ত্রীসভায় কতবার মন্ত্রীসভার পরিবর্তন হয়েছে তাঁরাও আমাদের কাছে এসেছেন স্থায়ী সরকার গঠনের আবেদন নিয়ে।

আমাদের মনে এখন এই প্রশ্ন জাগে যে কেন ১৫ মাস বাদে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এটা কি নীতিহীন রাজনীতি ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ী-রাজনৈতিক দলের অতিতাত ভারতবর্ষের রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা নয়? আশিকোটি মানুষের দেশ ভারতবর্ষে নানা

ধর্ম, মত, জাতি ও পরিধানের বৈচিত্র্যের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে ঐক্যবদ্ধভাবে বাস করছে—সভ্যতার সৃষ্টি করেছে, বিবাদ, বিসংবাদ ও সন্ধীতি নিয়েই। অন্নবস্ত্রের অভাব, শিক্ষার অভাব, তথ্যের অভাব এবং সরলতার সুযোগ নিয়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে নানাধরনের বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মানুষকে মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন করে তুলছে। হিংসা, দ্বেষ, বিভেদ ক্রমশঃ বাড়ানো হচ্ছে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে। নির্বাচনের প্রচার ব্যবস্থা এখন শুধু মুদ্রিত লিফলেট, প্যাম্পলেট, পোষ্টার ও দেওয়াল লিখনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই—অডিও এবং ভিডিও ক্যাসেটের প্রবর্তন এ নির্বাচনের অন্যতম অঙ্গ। তাতে দেখানো হচ্ছে এমন সমস্ত ঘটনা যা মানুষকে যুক্তিহীন করে, উত্তপ্ত করে তোলে। এই সমস্ত প্রচারের ফলে সাময়িক লাভ যাই হোক না কেন ভবিষ্যতের পক্ষে তা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতা, জাতিদ্বেষ যদি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তাহলে তা হবে যদি সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন যে এর সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কি? আমরা বোধ হয় একমত হবো দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন সংস্থা নয় এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার কাজ হচ্ছে জনসাধারণের জীবন, জীবিকার প্রয়োজনে, দেশের স্বার্থে, শিক্ষার জন্য, তথ্যের জন্য, বিনোদনের জন্য সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়া। গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থা একটি সামাজিক মাধ্যম মাত্র। সুতরাং সরকারের নীতির সঙ্গে বিশেষ করে তথ্যনীতির সঙ্গে এর ভবিষ্যৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার নীতি পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আমরা যতই চোখ বুজে থাকি না কেন গ্রন্থাগার ও তথ্য ব্যবস্থার তার প্রভাব পড়বেই। যদি কোন সরকার দেশে সুস্থ সংস্কৃতির সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন, বা সাক্ষরতা আন্দোলনের পাশাপাশি গ্রন্থাগার আন্দোলনকে শক্তিশালী করার কথা ভাবেন তাহলে আমাদের উচিৎ সেই রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা। আমাদের উচিত হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দলগুলিকে সমর্থন করা যাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার সদিচ্ছা আছে। আজকের দিনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনেকখানি। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি নানাক্ষেত্রে হতাশা প্রকাশ করেন যে ছেলেমেয়েদের উঁচু ডিগ্রী থাকলেও পড়াশুনার মান নিম্নস্তরের। এই সমস্যা উদ্ভবের অনেকগুলির কারণ থাকলেও একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ এবং বহু বিদ্যালয়ে পৃথক কোন গ্রন্থাগার নেই শিক্ষকরা ছাত্রদের বই পড়তে বলেন না, আর অভিভাবকরা তাদের ছেলেমেয়েদের নম্বরের পিছনের ধাবমান করে দিচ্ছেন এবং পাঠ্য পুস্তকের বাইরের বই পড়ার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বাধা সৃষ্টি করছেন। ফলে ছাত্রদের পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠছে না; পাঠক সৃষ্টি হচ্ছে না। এদের বাকী সময় কাটছে টিভি দেখে, সিনেমা দেখে। গ্রন্থাগারে এদের আনাগোনা কম। অথচ দেশ গড়ে তুলতে চাইলে সুস্থ সংস্কৃতি গড়ে তোলা প্রয়োজন আর তা গড়ে তুলতে গেলে গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য মাধ্যম।

জনসাধারণের মধ্যে তথ্য সরবরাহের সংস্থাগুলির মধ্যে রেডিও, টেলিভিশনের পাশাপাশি সংবাদপত্রও রয়েছে। আমাদের দেশে রেডিও, টেলিভিশন সরকারের অধীন। স্বভাবতই সংবাদ পরিবেশনের সঙ্গে সরকারের তথা শাসক দলের আধিক্য থেকে যায়। বিরোধী দলের বক্তব্য শোনা যায় না। এটা স্বীকৃত সত্য যে সংবাদপত্র গণতন্ত্রের প্রহরী। আমরা গ্রন্থাগারিকরা সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃত তথ্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিই—নানা ধরণের কাইল তৈরী করে থাকি আধুনিক তথ্য সরবরাহ করার তাগিদে। কিন্তু সংবাদপত্রকে কতটা বিশ্বাস করা যেতে পারে? আমরা যতই আশা করি না কেন যে সংবাদপত্র একটি খোলামকুচি এখানে বাদ-প্রতিবাদ পাশাপাশি বাস করবে; সরকারী মতের সঙ্গে তত্ত্বগত দিক থেকে বিরোধী মতও সমান গ্রাধান্য পাবে—কিন্তু বাস্তবে কি দেখছি? কয়েক বছর যাবৎ ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের নানা ধরণের বিকৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভুল তথ্য, মিথ্যা সংবাদ,

বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং তার ফলে রাজনৈতিক প্রচার, বিরুদ্ধ মতকে চেপে যেওয়া, বিকৃত করা, ব্যঙ্গ করা প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এদের সংবাদের উপর ভিত্তি করে স্থির সিদ্ধান্তে আসা মুস্কিল। এরা গণতন্ত্রের পূর্ণ সুযোগের অপব্যবহার করে সবচাইতে বেশি। বিশেষ করে নির্বাচনগুলির সময়ে—এরা নিজেদের শাসকশ্রেণীর প্রতিভূ হিসাবে কাজ করে দেশে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশ করে তার কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য হয় না। অথচ সংবাদপত্র আমরা কিনি শুধু কতগুলি ঘটনার বিবরণের জন্য নয় আমরা সংবাদপত্র কিনি দেশের অগ্রগতির সংক্রান্ত মূল্যায়নের জন্য। যে সমস্ত মূল্যায়নগুলি এরা করে থাকে তার অধিকাংশই একদেশ দর্শি।

এক সময় বিহার সরকার, তামিলনাড়ুর সরকার এবং জরুরী অবস্থার সময় প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। তখন দেশব্যাপী এর প্রতিবাদ হয়েছিল। এ দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের সরকার অনেক বেশি উদার। কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে তথাকথিত নিরপেক্ষ সংবাদপত্রগুলি রাজ্য সরকার, বামফ্রন্ট বিশেষ করে সি পি আই (এম) দলের বিরুদ্ধে লিখে যাচ্ছে। এতে দলের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হতে পারেন—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিরোধীতা করতে গিয়ে রাজ্যের যে সমস্ত অগ্রগতি হয়েছে তার কোন সঠিক মূল্যায়নের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে না। জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ চেতনাবোধ জাগতে পারছে না। নির্বাচনের সময়ে এদের অবস্থা সবচাইতে করুণ। যে সমস্ত পর্যালোচনা পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই পক্ষপাতিত্বমূলক। এরসঙ্গে আবেক নতুন পদ্ধতি যুক্ত হয়েছে তা হলো জনমত সংগ্রহ ও ভবিষ্যত বাণী করা। জনমত সংগ্রহের অধিকাংশ সংস্থাগুলির পিছনে কাদের অর্থ কাজ করছে তা আমাদের জানা নেই—তবে আনন্দের বিষয় এই যে এদের অধিকাংশ ভবিষ্যৎ বাণী মেলে না। এদের মূল উদ্দেশ্য হলো জনমতকে প্রভাবিত করে নিজমতে নিয়ে আসা বা বিরুদ্ধ দলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। ফলে গ্রন্থাগারিকদের হয়েছে মুস্কিল—সংবাদপত্র গ্রন্থাগারে রাখতে হয়—কিছু লোক ছাপার অক্ষরে যা দেখেন তা বিশ্বাস করেন। গ্রন্থাগারিকদের আবার সেগুলি পড়েও শোনাতে হয়। অথচ যেগুলি প্রকাশিত হয় তার অধিকাংশই অসত্য।

গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে নির্বাচনে জেতার জন্য বা কাজ হাসিল করার জন্য তথ্য প্রবাহের যে 'দুষ্টচক্র' চলছে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রত্যেকেরই কর্তব্য। গ্রন্থাগারিকরা বই কেনার সময় মূল্যায়ন করেন—ঠিক সেভাবেই সংবাদপত্রে মূল্যায়ন করা উচিৎ। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে বিচার করা হবে কোন নিরীখে? স্বভাবতই তা হবে বিতর্কিত। ১২।৪।৯১

সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের সমাজ তত্ত্ব

অনুবাদ সাহিত্য

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

জনসাধারণের গ্রন্থাগারে অনুবাদ সাহিত্য সরবরাহ করা কতটা যুক্তিযুক্ত, সেই বিষয় হ'বে এই প্রবন্ধের মূল বস্তু। এখন সব দেশেই অনুবাদ সাহিত্যের ছড়াছড়ি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই সব অনুবাদ পুস্তকের মধ্যে কি ধরণের অনুবাদ জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখা উচিৎ এবং কি ধরণের অনুবাদ রাখা হ'বে না তা ঠিক করা।

প্রথমেই বলে রাখা ভালো সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় Literature ও Paraliterature অর্থাৎ সত্যিকারের সাহিত্য এবং নিম্নস্তরের সাহিত্য। সত্যিকারের সাহিত্য কাকে বলে সেকথা আমি "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় প্রকাশিত "সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের সমাজ তত্ত্বের" প্রবন্ধগুলির ভিতর বহুবার উল্লেখ করেছি। এখানে আর একবার অনুভাবে বলি। যে বইগুলি সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে সেইগুলিই সত্যিকারের সাহিত্য রূপে গণ্য করা চলে। এ বইগুলি ব্যতীত অন্য সব বই অতিশয় লোকপ্রিয় হ'লেও সেগুলিকে সত্যিকারের সাহিত্য বলা চলে না। লোকপ্রিয় বলতে ডিটেকটিভ উপন্যাস,রহস্য উপন্যাস,রোমাঞ্চ উপন্যাস,Science fictions ও তার প্রবণ (sentimental) উপন্যাস যেমন Dumas (father), Jules Verne, R. L. Stevenson Simone'র Maigret series এর বই। আমাদের দেশেও এ ধরণের বহু বই প্রকাশিত হ'চ্ছে। এসব বইগুলির বেশীর ভাগই কাল্পনিক। এ সব বই কোন এক দেশের মানুষের ধ্যান ধারণার (social myth) উপর ভিত্তি করে লেখা হয় না। এই social myth এর উপর ভিত্তি করে সত্যিকারের সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এবং এ-সব সাহিত্য চরিত্রের মধ্যে এক একটি চরিত্রকে Literary myth বলা চলে। এ বিষয় আমি পরে বলবো।

অনুবাদ সাহিত্যকে গ্রন্থাগারে স্থান দেওয়া হবে কিনা সে বিষয় ঠিক করতে গেলে আমাদের অনেক কিছু বিচার করে দেখতে হ'বে। এখানে কেবল বলে রাখি আমাদের বিচার করে দেখতে হ'বে কোন সত্যিকারের সাহিত্যের বই যাদের জন্যে অনুবাদ করা হয়েছে তাদের কাছে কতটা মূল্যবান হ'বে, অর্থাৎ সে বইয়ের বিষয় বস্তুকে তারা কতটা বুঝতে পারবে এবং কতটা নিজের করে নিতে পারবে (Integrate)। সুতরাং অনূদিত সাহিত্য পড়ে পাঠক যদি তা বুঝতে না পারে এবং তার বিষয়বস্তুকে পাঠক যদি নিজের না করে নিতে পারে তাহ'লে সে সব অনুবাদ গ্রন্থাগারে বিশেষ করে জনসাধারণের গ্রন্থাগারে সঞ্চয় করে নিজেকে বঞ্চনা করার যুযোগ দেওয়া কি যুক্তিযুক্ত হবে? এ ধরণের বই পড়তে পড়তে পাঠক কেবল অজানা অচেনার মধ্যেই ঘুরে বেড়াবে এমন কি নিজের পরিচয়ও হারিয়ে ফেলবে।

একথা মনে রাখতে হবে যে সত্যিকারের সাহিত্যিক কে লিখতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু তিনি যখন লিখতে আরম্ভ করেন তার সমাজের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, taboo তাকে চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। লেখক এ গুলিকে মানতে বাধ্য হয়। অনেকে না হয় এগুলিকে ভাঙবার চেষ্টা করেন কিন্তু কেউই এগুলিকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের সাহিত্যের সৃষ্টি করতে পারেন না। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র সামাজিক ধ্যান ধারণার পরিবর্তন করবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোন বিধবার বিয়ে দিতে পেরেছেন কি? একথাও তিনি স্বীকার করেছেন "যাকে ভালোবাসি তাকে স্পর্শ করতেও ঘৃণা বোধ করি"। সুতরাং সাহিত্যিক এই সামাজিক myth এর উপর ভিত্তি করেই Literary myth এর সৃষ্টি করেন যেমন শ্রীকান্তের শ্রীকান্ত, গাজনলক্ষ্মী,

কমলতা, যেমন Goethe'র Werther (Sorrows of young Werther—Leiden des Jungen Werther), Faust ইত্যাদি।

কোন দেশের প্রচলিত কৃষ্টির উপর ভিত্তি করেই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সত্যিকারের সাহিত্যের মধ্যে লেখক দেশী কৃষ্টিকে কতটা মেনে নিয়েছেন এবং কতটা মেনে নিতে পারেন নি সেইটা ঠিক করাই সমস্যা। কেও কেও বলেন Literary myth অপেক্ষা Literary theme অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয়বস্তু কথাটা মেনে নেওয়া ভালো। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এ দুটো কথার মানে একই। যেমন ধরুন শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত। শ্রীকান্ত একটি সামাজিক myth, কিন্তু শ্রীকান্তর বিষয়বস্তু হ'লো তিনজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একজন পুরুষ—অর্থাৎ একটি অবস্থা।

এই সামাজিক myth "ex-nihilo" নয় অর্থাৎ আসমানে সৃষ্টি হয় না। এই মিথ সামাজিক ধ্যান ধারণার বা যুগ যুগের মানবীয় কৃষ্টিকে ভিত্তি করেই কাজ করে যাচ্ছে। যেমন ধরুন আমাদের কালীঠাকুর কালীমূর্ত্তির সৃষ্টি হ'য়েছে মাতৃমূর্ত্তি থেকে; আমাদের শিবলিঙ্গ এর উৎপত্তি হয়েছে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-মিলনের ধারণা থেকে, আমাদের দেবদেবীর মন্দির সৃষ্টি হ'য়েছে আমাদের ধর্ম-সম্বন্ধীয় ধারণা থেকে। এই সব প্রতীকগুলি আমাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। কেন এরকম বলা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। কেবল এইটুকু বলে রাখি মানুষের শরীরের প্রতি-কোষে এইসব myth-এর অভিজ্ঞতার চেতনা বর্ত্তমান। সেই চেতনার কোন ভাষা নেই। সেই চেতনা উদ্ভূত ইচ্ছা অনিচ্ছার সমষ্টি হয় কেবল মাত্র উপরিউক্ত প্রতীকগুলির দ্বারা। এই mythকে নানা কথায় প্রকাশ করা যায়: প্রতীক (symbol) ব্যক্তিগত রূপ (type), বিষয়বস্তু (theme) বা মূল উপাদান (motif)। এই সব বিষয় গুলি যখন একই ব্যক্তির উপর প্রতিফলিত হয় তখন সেই ব্যক্তি হয় mythic figure। তাহলে সাহিত্যের myth হ'লো an ensemble of elements bound together signifying a human experience। শরৎচন্দ্রের যে কোন পুরুষ ও নারী চরিত্র বিচার করে দেখলেই তা বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। Don Juan-এর কথাও চিন্তা করতে পারো। Gothe'র Faustও একটি রূপ।

এই myth সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার জন্যে বহু বই আছে। কয়েকখানি বইয়ের নাম উল্লেখ করলাম: অভিধান: Dictionnaire des mythes litteraire (Pub. Rocher, 1958); Stoff der Weltliteraturezy (Stuttgart. 1980); Motive der Weltliteratur (Stuttgart—1980)

সাহিত্যের myth সম্বন্ধে: Les bibliographie concernaut d'une mythe particuliere—Henning; Faust bibliographie 5v, Berlin.

ব্যক্তিগত myth: Don Juan, A. Colin, 1980; Napoleon—J. Fulard, A, Colin 1971; Le myth de Rimband, Gallimard, 1954.

myth, social myth ও literary myth সম্বন্ধে অনেক কিছু বলা হ'লো। এটুকু বোঝা গেল যে লেখক যখন লেখা শুরু করেন তখন তিনি যে জমির উপর দাঁড়িয়ে, নিজের দেশ, নিজের সমাজ, নিজের দেশের ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে বইখানি লিখতে থাকেন—। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে এক দেশের অভিজ্ঞতা সম্বলিত সেই দেশের ভাষায় লেখা বই অন্য দেশের ভাষায় অনুদিত হলে সে দেশের পাঠকের কাছে তা কতটা বোধগম্য হবে?

এক দেশের সাহিত্য; সেই দেশের সীমারেখা পার হয়ে অন্য দেশেতে প্রচারিত হয় অনুবাদের মাধ্যমে। বাংলা ভাষায় যাকে বিদেশী সাহিত্য বলা হয় তাকে ইংরেজী ভাষায় বলা হয় foreign literature. ফরাসী ভাষায় বলা হয় e'tranger. ইংরাজী stranger কথাটার মানে হ'লো অপরিচিত যার জার্মান কথা হ'লো fremd(fremde sprache—foreign language) বাংলায় এ দুটি কথার মানে হলো অপরিচিত। কিন্তু ফরাসী e'tranger এবং তার মূল কথা হচ্ছে e'trange তেমনি stranger-এর মূল হলো

Strange, Etrange এবং Strange কথা দুটির বাংলা মানে "অদ্ভুত"। অর্থাৎ এমন ভাবে একটি বিষয় বা বস্তু যা আমার কাছে পরিচিত নয় (not familiar) বা আমার দেশীয় (national) নয়। একটা গাঁদা ফুলের গাছকে যদি বিদেশের মাটিতে রোপন করা হয় তাহলে সে গাছে ফুল ফুটবে বটে কিন্তু সে ফুলকে আমার দেশের গাঁদা ফুল বলে চিনতে পারা যাবে না। ঠিক তেমনি এক দেশের ভাষায় লেখা সাহিত্যকে অন্য দেশের ভাষায় অনুবাদ করে আর একদেশে প্রচার করবার চেষ্টা করলে আমি সে সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব না। আমার কাছে তা অদ্ভুতই থেকে যাবে। তার কারণ আমার দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে আমার দেশ সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি সেই অর্জিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিদেশী বস্তু বা বিষয়কে বুঝতে পারব না—তা আমার কাছে অদ্ভুত বা strange বলে মনে হবে। একখানি বিদেশী উপন্যাস বাংলা ভাষায় অনূদিত হলে আমি সে উপন্যাসের ভিতর আমাকে, আমার সংসারকে, আমার আত্মীয় স্বজনকে ; আমার সমাজকে, আমার পারিপার্শিক অবস্থাকে খুঁজে পাব না। ফলে আমি অপরিচিতের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে নিজের কাছে নিজেই অপরিচিত হয়ে যাব। উপরন্তু আমি লেখক সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারব না কারণ তিনি ঠিক লিখেছেন কি ঠিক লেখেন নি সে সম্বন্ধেও একটা ধারণা করতে পারব না। এরূপ ক্ষেত্রে একখানি বিদেশী বই পড়তে গেলে আমাকে কল্পনার সাহায্য নিতে হ'বে অর্থাৎ নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে হবে।

এবার দেখা যাক ভাষাতত্ত্বের দিক থেকে অনুবাদ কথাটার মানে কি। প্রথম দিকে অনুবাদ কথাটার মানে ছিল "স্থানান্তরিত করা।" তার কারণ বিভিন্ন ধর্মকে বিভিন্ন দেশে প্রচার করার জন্য অনুবাদের প্রয়োজন ছিল। ক্রমশঃ মানসিক ভাবধারা আদানপ্রদানের জন্য (Inter-communication) অনুবাদের প্রয়োজন হলো। ফলে অনুবাদের মানে হ'লো ভাষান্তরিত করা। এটা সমাজতত্ত্বের একটা বিষয়। কিন্তু একথা ঠিক যে অনুবাদের মাধ্যমে তার আদান প্রদান সম্ভব হলেও interrelation কখনই সম্ভব হবে না। কারণ একজন ব্যক্তি কখনও আর একজন ব্যক্তিকে মেরে নিয়ে নিজের সত্তার মৃত্যু ঘটাতে পারে না। সুতরাং অনুবাদের দ্বারা কৃষ্টির আদান-প্রদান সম্ভব হলেও এক দেশের culture আর একদেশে শিকড় গাড়তে পারবে না কারণ তাতে "জাতীয়তা" বিনষ্ট হয়। যেটা হিন্দুস্থানী অর্থাৎ সেটা Indian'ই থেকে যাবে এবং "ইউরোপিয়ানী" Europeanই থেকে যাবে। তেমনি একটি ইংরাজী সাহিত্যের বই ভারতে translate করলেও তা ইংরেজী সাহিত্যই থেকে যাবে—তার কারণ ভারতে তার স্বাধীন অস্তিত্ব থাকবে না? একখানা অনুদিত সাহিত্যের অস্তিত্ব নির্ভর করছে একখানি pre-existing সাহিত্যের উপর। ফলে একখানি অনুবাদ পুস্তককে ঠিকমত বিচার করতে হ'লে মূল পুস্তকখানির সহিত পরিচয় থাকা চাই।

পৃথিবীর সব মানুষই একই ভাষায় কথা বলেনা। এক দেশের লোক বুঝতে পারে না। একদেশের ভাষায় সেই দেশের মানুষের ধ্যান-ধারণা প্রকাশ করা গেলেও, অন্য দেশের ভাষায় তা সব সময়ে প্রকাশ সম্ভব হয় না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একথা যে সত্য তা সকলেই স্বীকার করবেন। আমার দেশের ভাষায় যে গঠন অন্য দেশের ভাষায় গঠন সেরূপ হওয়া সম্ভব নয় কারণ ভাষা ও ভাব এ দুটি কথার মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। একটিকে বাদ দিলে আর একটির কোন প্রয়োজন থাকে না। ফলে একটি প্রশ্ন ওঠে—অনুবাদ কতটা বৈধ অর্থাৎ legitimate। সুতরাং এ কথা আমি বলতে বাধ্য একদেশের সাহিত্যকে অন্য দেশের ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে তা সেই দেশের মানুষের বোঝবার মত করে অনুবাদ করতে হবে। ফলে মূল সাহিত্য-পুস্তকটির যে-রূপ অনুবাদে তা সেরূপে পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরুন Cornaz-এর Lady Chatterly's lover-এর ফরাসী অনুবাদ। এ অনুবাদে Derbyshire-এর গ্রাম্য ভাষায় কথোপকথন বাদ দিতে হয়েছে —বাংলা ভাষায়ও তা অনুবাদ করা সম্ভব হবে না। এর ফলে মূল বইখানির অনেকটা বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু এই কথোপকথন অনুবাদ করার প্রয়োজন ছিল। Othello'র

কথাশী বা জার্মান অনুবাদে Desdemona'র মৃত্যু হ'লো না। রুশী ভাষায় Redriding Hood-এর গল্পতে নেকড়ে বাঘের পেটে ঠাকুমা ও নাতনীর মৃত্যু হ'লো কিন্তু জার্মান ভাষায় নেকড়ে বাঘের পেট চিরে ঠাকুমা ও নাতনীকে বাঁচান হ'লো।

তাহলে একদেশের ভাষা থেকে অন্যদেশের ভাষায় কোন বইকে অনুবাদ করতে গেলে যে দেশের ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে সেই দেশের culture-এর সঙ্গে কিছুটা সামঞ্জস্য করে নিতে হবে কারণ—culture is the sum total of ideas, faiths & beliefs existing in a particular country in a particular period of the history of human civilization.

এ কারণে অনুবাদ নানা ভাবে হ'তে পারে। প্রথম Cicero তাঁর De Orator নামক পুস্তকে অনুবাদ সম্বন্ধে বলেন। পরে Quintellion আশেন অনুবাদের ক্ষেত্রে। পরে Renaissance যুগে অনুবাদ একটা বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে পড়ে। তার পর চীনদেশ আবিষ্কৃত হয়। চৈনীক সাহিত্যের অনুবাদ একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ-সময়ে Leibnitz চেষ্টা করেন এমন একটি ভাষার সৃষ্টি করবার যা পৃথিবীর সব মানুষ বুঝতে পারবে। বিংশ শতাব্দীতে অনুবাদের সমস্যার উপর কয়েকখানি বই বার হয়। G. Mounin—Les problèmes theoriques de la traduction (Gallimard—1963); E. A. Nida & C. R. Taler—The theory & practice of translation (London, 1969); J. Levy—Die literarische Übersetzung (Berne—1969)।

অনুবাদ সাধারণত দু'ধরণের: গতিশীল ও গতিহীন (Dynamic & Static) অর্থাৎ এক ধরনের অনুবাদ হ'লো ভাব নিয়ে অন্য ভাষায় প্রকাশ করা আর এক ধরণের অনুবাদ হ'লো প্রত্যেকটিকে ভাষান্তরিত করা। অর্থাৎ আক্ষরিক অনুবাদ। সাধারণের পড়বার জন্যে যে অনুবাদ করা হয় তা হ'লো প্রতিটি অনুচ্ছেদে লেখক কি বলতে চায় অন্য ভাষায় লেখা। ভাষা শেখবার জন্যে যা যে অনুবাদ

গুলিতে University translations বলা হয় সে-গুলি সাধারণতঃ bi-lingual অর্থাৎ মূল ভাষার অনুবাদ পাশাপাশি দেওয়া হয় আর না হয় প্রতি কথাটির মানে কথাটি পাশেই বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া থাকে। এ ধরনের অনুবাদ জন-সাধারণের পড়বার জন্য নয়। আর এক ধরণের অনুবাদ আছে যাকে ইংরাজী ভাষায় বলে Adaptation। Adaptation বলতে যে যে বাংলা ভাষায় ঠিক কি বোঝায় তা বলা কঠিন তবে এ ধরণের বইগুলিকে ঠিক অনুবাদের মধ্যে ফেলা যায় বলে মনে হয় না।

অনুবাদ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে অনুবাদ কি মূল বইখানির ভাষান্তর? অনুবাদ কি মূল ভাষায় লিখিত বইখানির অন্য ভাষায় অনুবাদ থেকে হ'য়েছে—যেমন ধরুন বাংলা ভাষায় অনূদিত "La nuit de Bengal" এ বইখানি মূলতঃ ফরাসীর ভাষায় লেখা। মূল বইখানি ফরাসী অনুবাদ "La nuit du Bengal") এবং বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে ফরাসী ভাষা থেকে। সুতরাং মূল ভাষায় লেখা বইয়ের কতটা বাংলা বইয়ে বর্তমান আছে তা বলা কঠিন। তা ঠিক ধরতে গেলে বাংলা বইখানিকে মূল বইখানির পাশে রেখে পড়তে হয়।

Adaptation কথাটা ব্যবহৃত হয় বিশেষ করে নাটকের ক্ষেত্রে কারণ নাটকখানিকে অন্য দেশের বোঝবার মত করে নিয়ে তবে মঞ্চস্থ করা চলে—। নাটকের কথোপকথনকে দর্শকের বোঝবার মত করে নিতে হবে। তা না করলে মূল নাটকের কথোপকথনের সঙ্গে আমার কোন পরিচয় হ'বে না। ফলে নাটকের দর্শক জুটবে না।

সব দিক থেকে অনুবাদকে বিচার করা হ'লো। এখন দেখা যাক্ কি ধরনের অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখা যায়।

উপরে আমি সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি: Literature ও paraliterature অর্থাৎ এমন বই থাকে সত্যিকারের সাহিত্য এবং নিম্নস্তরের সাহিত্য বলা যেতে পারে। সত্যিকারের সাহিত্যের লক্ষণ কি? এর উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে সত্যিকারের সাহিত্য এমন একটি বস্তু যা কেবল একজনই সৃষ্টি করতে

পারে। সেই একই বস্তু আর কোন জন সৃষ্টি করতে পারে না। এ ধরনের বইয়ের মধ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহার ক্ষেত্রের কোন লেখা পড়ে না। এখানে সত্যিকারের সাহিত্যের সংখ্যা দেখার চেষ্টা না করে বলা যায় যে লেখকের সে লেখাগুলি সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে অথবা সেই লেখাগুলিকেই সত্যিকারের সাহিত্য বলতে পারি।

এ ধরনের লেখা একদেশীয় যুগমুখ্যী সৃষ্টি বা myth সম্পূর্ণভাবে ফুটে ওঠে। সুতরাং এ বইগুলি অন্যদেশের লোকের জন্যে অন্য দেশের ভাষায় যথাযথ অনূদিত হ'লে তা অন্যদেশের পাঠক বুঝতে পারবে না। কেন তা আমি পূর্বে বলেছি। সুতরাং এ ধরণের বইয়ের অনুবাদ জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখা বা না রাখা সমান। তবে পুস্তক সংকলনের খাতিরে এ ধরণের বই রাখা চলে। কিন্তু তাতে Library economy ব্যাহত হবে। কারণ সে-সব বই পড়বার জন্য পাঠক পাওয়া যাবে না। হয়তো দুএকজন পাঠক বইখানি পড়বে কিন্তু দুএজন পাঠকের জন্য একখানি বইয়ের অনুবাদের কোন মূল্য থাকে না। পূর্বে আমি একটি প্রবন্ধতে বলেছি লেখক যখন বই লেখেন তখন তিনি বইখানি লেখেন কারুর জন্য কারা তার বই পড়বে তা লেখকের ঠিক করা থাকে। এক সময়ে সাহিত্যের সৃষ্টি হ'তো কেবলমাত্র শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য জনসাধারণের জন্য নয়। যে-সময়ে যে সব বই লেখা হ'তো সে-গুলিকে সত্যিকারের সাহিত্য বলে গণ্য করা হ'তো। Aristocracy'র পতনের পর সাহিত্য হ'লো জনসাধারণের। এই জনসাধারণের জন্য লেখা সাহিত্যকে আমরা জনপ্রিয় বা Popular সাহিত্য বলতে পারি। তাহ'লে যাকে আমি paraliterature বলছি সেগুলি সমাজ-তন্ত্রের ক্ষেত্রে এসে পড়ে? সে-জন্যে সাহিত্যের সমাজতন্ত্রে দিক থেকে বিচার করে কি ধরনের সাহিত্যকে সত্যিকারের সাহিত্য "great books" বা "world literature" এবং popular literature বলা যাবে তা ঠিক করতে হ'বে।

যে-সব সাহিত্যকে জনপ্রিয় সাহিত্য বলা যায়। সেসব বইয়ের অনুবাদ জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে।

Popular literature বা জনপ্রিয় সাহিত্য বলতে প্রথম দিকে ঘোষণার মৌখিক সাহিত্য। যেমন—রামায়ণ, মহাভারত, ওডিশি, ইলিয়াড ইত্যাদি। আধুনিক যুগে লোকপ্রিয় সাহিত্য বলতে বোঝায়—R. L. Stevenson, Conrad, Jules Verne, Dumas (father,) Hadley Chase, Agatha Christi, Irving Wallan ইত্যাদি লেখকের লেখাকে। একেবারে আধুনিক লোকপ্রিয় বই হ'লো বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাস। এই পোষাক সাহিত্যে মধ্যে ও কিন্তু একটা নতুন myth বা ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে চায়। বিজ্ঞানভিত্তিক উপন্যাসগুলি হ'লো মানুষের সেই ইচ্ছারই প্রতীক। এই ধরনের বইয়ের অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখা হয়ে কিনা তা নিয়ে বিশেষ চিন্তার প্রয়োজন নেই কারণ এ ধরণের বই পড়ে না বোঝবার মত কিছু থাকে না। আধুনিক যুগের Paper-backs-এ ধরনের বই।

আর এক ধরণের বই আছে সে-গুলিকে জার্মান ভাষায় বলা হয় Weltliterature। এই কথাটির সৃষ্টি করেন প্রথম Goethe। তিনি বলেন এমন কতগুলি বই আছে যে-গুলি পৃথিবীর সব মানুষের কাছে লাগবে America'র যে-সব বইগুলিকে বলা হয় great books. কিন্তু কোন বইগুলিকে কি লক্ষণের ভিত্তিতে world literature বলা হবে তা কে ঠিক করবে? যাই হ'ক এ ধরণের বই যদি থাকে তাহলে সে বইগুলির অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে। তবে সব সময়ে মনে রাখতে হ'বে public বলতে every body but nobody বা no social group in particular. এই ভাবেই Public Library'র সংজ্ঞা দিতে হ'বে এবং এই সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন করতে হবে।

দেশ বিদেশের ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধীয় বইয়ের অনুবাদ জনসাধারণের গ্রন্থাগারে রাখা যেতে পারে কারণ এই বই-গুলির মধ্যে, দেশবিদেশের মানুষের, সমাজের, ধ্যানধারণার একটা আভাষ পাওয়া যায়। কিন্তু এ সব বইগুলির অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখবার সময় চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন লেখকের ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা তার লেখায় উপর কতটা প্রতি-

ফলিত হয়েছে। আবার একদেশের বহু যুগ পূর্বের চরিত্র নিয়ে কাল্পনিক উপন্যাস সৃষ্টি হতে পারে। বাংলা ভাষায় যেমন চিত্তরঞ্জন মাইতির লেখা বই বা ইংরাজীতে Goat Song লেখকের লেখা বই (লেখকের নাম মনে নেই —Cal. Univ, Central Libararyতে এই লেখকের লেখা অনেকগুলি বই আছে)। এ ধরনের বইগুলিকে Imagology বলতে পারা যায়। এগুলি দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্য। সুতরাং এ ধরণের বইয়ের অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখা চলে কারণ এ ধরনের বইগুলিকেও লোকপ্রিয় বই বলা যেতে পারে।

শিশু সাহিত্যের অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখা ভালো। কারণ শিশু সবদেশেই সমান। উপরন্তু এমন অনেক বই আছে যা অনুবাদের ফলে জাতীয় সীমারেখা লঙ্ঘন করে যায় এবং লেখকের লেখার উদ্দেশ্যের পরিবর্তন হয়ে শিশু সাহিত্য হয়ে দাঁড়ায় যেমন "চমকাকার কুটীর" "বামনের দেশে" ইত্যাদি বই। Robinson Crusoe বইখানিকেও এধরণের বইয়ের মধ্যে ফেলা যায়। কেন যে এ ধরণের বই শিশু সাহিত্যের মধ্যে এসে যায় সে কথা আমি পূর্বেকার প্রবন্ধে বলেছি। শিশুমনের দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় শিশুর জীবনটাই idealistic। প্রথম দিকে শিশু আদর্শের ভিত্তিতেই নিজের "আমি"কে রূপায়িত করে। এ এক ধরণের Hero worshipও বলা যেতে পারে। সে জন্যে শিশু এ সব বইয়ের মধ্যে নিজের আদর্শকে খুঁজে পায়। আজকাল ইংরেজী ভাষায় বহু রোমাঞ্চ, উপন্যাস, বহু ডিটেকটিভ উপন্যাস নানাদেশের নানা ভাষায় শিশুদের জন্য প্রকাশিত হ'চ্ছে। এ ধরণের বইয়ের অন্য ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থাগারে রাখতে হ'বে। এ সব বই রাখলে শিশু মনে অন্ততঃ বই পড়ার ইচ্ছা চিরকাল থেকে যাবে।

দেশ-বিদেশের উপকথা বা Folklore-এর অনুবাদ অন্ততঃ শিশুদের জন্য রাখা প্রয়োজন। তার প্রধান কারণ একদেশের Folklore-এর সঙ্গে অন্য দেশের Folklore-এর যথেষ্ট মিল থাকে। এক দেশের Folklore এক দেশ থেকে অন্য দেশে মুখে মুখে, বা লেখার মাধ্যমে চলে যায়। আমি একবার একখানি Messevarian folklore পড়ছিল। একটি গল্প পড়তে পড়তে মনে হ'লো "আমি আমার মা'র কাছে এ গল্প শুনেছি। এ-সব বই গুলি ছোট ছেলেরা পড়বে, কারণ রাজা, রানী, রাজপুত্র, রাজকন্যা এসবই হ'লো উপকথার আদর্শ চরিত্র। এ সব উপকথা যুবক বা বৃদ্ধ বয়েসেও পড়তে ভালো লাগে তার কারণ হৃদয়ের গোপন কোণে সুপ্ত শিশুর সুপ্তি ভঙ্গ হয়।

শিশু সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি বই: Oxford Companion for Children's literature—H. Carpenter & M. Pritchard (Oxford 1984); D. Escarpit—La litteraire et de enfance et de Jeunesse les Europe: Panorama historique (P. U. F—1981)। P. Hajard—Les livres be enfants et les hommes—

প্রবন্ধ শেষ করবার পূর্বে বলি একদেশের ভাষা থেকে অন্যদেশের ভাষায় অনূদিত সাহিত্যকারের সাহিত্য সে দেশের লোকের পক্ষে তো বোঝা সম্ভব নয়ই; এক যুগের লেখা বই সেই একই দেশের অন্য যুগের লোকের কাছে অযোগ্য হ'য়ে দাঁড়ায় কারণ কে symbol, বা মিথের সাহায্যে সে অন্যযুগের বইখানি বুঝবে কেমন করে যুগে যুগে সে সব সামাজিক প্রতীক বিলুপ্ত হচ্ছে বা পরিবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু ভুলে যাওয়া বই আবার নতুন জীবন পায় যখন সামাজিক প্রতীকগুলি আবার নতুন করে অন্যযুগে আমাদের মধ্যে ফিরে আসে—

অনুবাদ সম্বন্ধে কয়েকখানি বই: G. S. Holmes, G. Lambart, Van aler Broeck (ed) Literature & translation (1973); UNESCO—Index translationum: International bibliography of translations, annually iv, since 1949, classified according to the original language. অনেক অনুবাদ প্রথমে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ সব অনুবাদের তালিকা মাঝে মাঝে কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যেমন—Revew de dux mondes.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঃ বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

স্থান– পরিষদ ভবন, বিকাল ৪ ঘটিকা

সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী।

কর্মসচিব শ্রীঅরুণ রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সংবিধানের "Rules and Regulations of the Bengal Library Association এর অধীনে" Life members" এর অন্তর্গত 6 (iii) ধারা, "institutional members" এর অন্তর্গত 7 ধারা এবং "Ordinary members" এর অন্তর্গত 10 (iii) ধারার নিম্নরূপ সংশোধনের জন্য সভায় পেশ করেন।

বর্তমান নিয়মাবলীর ধারা

Life Members

(iii) Shall pay at a time Rs. 150/- (Rupees one hundred and fifty only) to the fund of the Association and will not be required to pay any more subscription during his life time. Life members residing outside India shall pay at a time Rs 750/- (Rupees Seven hundred fifty only) in Indian currency or its equivalent and will not be required to pay any more subscription during his life time.

Institutional Members

7) This class of membership is open to (i) Libraries (ii) Academic institutions having libraries (iii) Societies and institution for learning and research and other organizations having libraries. (iv Organisation of library profession and library employees,

(a) Institutional members comming under categories (i) to (ii) above shall pay Rs 25.00 (Rupees twenty five only) per annum to the fund of the Association as subscription.

প্রস্তাবিত সংশোধনী

Life Members

6 (iii) Shall pay at a time Rs 250/- (Rupees two hundred and fifty only) to the fund of the Association and he will not be required to pay any more subscription during his life time. Life members residing outside India shall pay at a time Rs 1000/--(Rupees One thousand only) in Indian currency or its equivalent and will be not be required to pay any more subscription during his life time.

Institutional Members

7) This class of membership is open to (i) Libraries (ii) Academic Institutions having libraries (iii) Societies and institutions for learning and research and other organisations having libraries. iv) Organisation of library profession and library emoloyees.

(a) Institutional members coming under categories (i) to (iii) above shall pay Rs 35.00 (Rupees thirty five) per annum to the fund of the Association

(b) Institutional member coming under category (iv) above shall pay Rr 50.00 (Rupees fifty only) per annum to the fund of the Association as subscription.

(c) Institutional members situated outside India shall pay Rs 100.00 in Indian currency or its a equivalent to the fund of Association as subscription.

Ordinary Members

10 (iii) Ordinary members shall pay Rs 15.00 (Rupees fifteen) per annum to the fund of the Association as subscription. Ordinary members residing outside India shall pay Rs 50.00 (Rupees fifty) per annum in Indian currency or its equivalent per annum to the fund of the Ascociation as subscription.

(b) Institutional members coming under category (iv) above shall pay Rs 75 00 (Rupees seventy five) per annum to the fund of Association as subscription

(c) Institutional members out side India shall pay Rs 250.00 (Rupees two hundred fifty) per annum Indian currency or its equvalent to the fund of the Association as subscription.

Ordinary Members

10 (iii) Ordinary Members shall pay Rs. 25.00 (Rupees twenty five) per annum to the fund of the Association as subscription. Ordinary members residing outside India shall pay Rs. 100.00 (Rupees one hundred) per annum in Indian currency or its equivalent per annum to the fund of the Association as subscription.

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ :—শ্রীমতী সুচিত্রা গাঙ্গুলী, বাণী চক্রবর্তী, সর্বশ্রী নির্মালা ভট্টাচার্য্য, মদনমোহন মল্লিক, সৌরেন্দ্রমোহন গাঙ্গুলী, চৈতালী দত্ত, সুনীল ভূষণ গুহ, রামকৃষ্ণ সাহা, শুভাংশু মিত্র, গীতা চট্টোপাধ্যায়, সত্যব্রত সেন, প্রীতি মিত্র, শিবানীনাথ মুখার্জী, কমলেশ ভট্টাচার্য্য, কেশবলাল চক্রবর্তী, কালিপ্রসাদ, অঞ্জনা দত্ত, প্রবীর রায়চৌধুরী, কেকা পাত্তি, ভাস্বতী চ্যাটার্জী, লালিমা মজুমদার সুমনা বসু, শশাঙ্ক বাগচী, অসুশ্রী রায়, অমলাংশু সেনগুপ্ত, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমবিহারী সামন্ত, অমলেন্দু রায়, অনন্ত সাহাল, কৃষ্ণপদ মজুমদার, দেবতোষ দালাল, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণী প্রামাণিক, পলি প্রামাণিক কৃষ্ণা সাহা, নারায়ণ চক্রবর্তী, তাপস কুমার সরকার, উদয়ন ভট্টাচার্য্য, সতীনাথ ব্যানার্জী, প্রান্তর ব্যানার্জী, অতীন নন্দী, খগেন কুমার মান্না, বিমল নারায়ণ গুহ, আশিষ কুমার বোস, সুধীর সরকার, দেবব্রত হোমরায় হিরণ কুমার দত্ত, অরুণ সরকার, অরুণ রায়, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এন. নাগরাজ, নির্মাল্য রায়, পুলক কর, শৈলেন্দ্রনাথ ঘটক, তরুণ বসু, প্রণবানন্দ জানা, পমি সেন, সবুজ দাশগুপ্ত, গোপিকা প্রসাদ ঘোষ, গৌতম গোস্বামী, অসিতাভ ঘোষ, রঞ্জিত কাপড়ী, নিতাই দেব, বিশ্বজিৎ দাসঠাকুর, শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্চনা শ্রীমানী, রীতা চক্র, সত্যজিৎ খাঁ, দেবব্রত ভট্টাচার্য্য, প্রদীপ সরকার, কল্যাণ কুমার সরকার, ফণিভূষণ রায়, প্রবীর দে, জ্যোৎস্না মুখার্জী, অসীম কুমার শীল, কৃষ্ণকলি দাশগুপ্ত, প্রণব রায়, আশিষ নিয়োগী, রথীন দাস ও নজমুলাল বিশ্বাস। [৮০ জন]

শোক প্রস্তাব :—সভায় আলোচ্য বছরে প্রয়াত গ্রন্থাগারকর্মী ও হৃদয়ীদের প্রতি গভীর শোক জ্ঞাপন করা হয়। তাঁদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় জন্য সদস্যদের আহ্বান জানান।

আলোচনা

শশাঙ্ক বাগচী :—বলেন যে, এই চাঁদা বৃদ্ধি যখন থেকে বৃদ্ধি পাবে হয়তো তার আগে আর একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেই সাধারণ সভার বার্ষিক কার্য্যবিবরণী থেকে পরিষদের আর্থিক অবস্থা জানা যাবে। সুতরাং তিনি চাঁদার হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব পুনরায় বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন।

নির্মাল্য ভট্টাচার্য্য :—বলেন যে, গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত করতে অর্থের প্রয়োজন সুতরাং চাঁদা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব কর্মসচিব রেখেছেন তা যুক্তিযুক্ত।

আলোচনার পর সভাপতি কর্মসচিবের প্রস্তাবের উপর সদস্যদের মতামত জানতে চান।

সভায় কর্মসচিবের প্রস্তাব ৭৮-১ ভোটে গৃহীত হয়।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : ৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

স্থান—পরিষদ ভবন, সময়—বৈকাল ৫ ঘটিকা

আলোচ্য বিষয় :—

১ গত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।

২ ১৯৮৮-৮৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন।

৩ ১৯৮৮-৮৯ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব অনুমোদন।

৪ গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক দান (১৩৯৫)।

৫ সদস্যগণ কর্তৃক নিয়মানুগভাবে উপস্থাপিত প্রস্তাব-সমূহ বিবেচনা।

৬ বিবিধ (সভাপতির অনুমতিক্রমে)।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী।

সভায় মোট ৮০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। (উপস্থিত সদস্যবৃন্দের নাম বিশেষ সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে মুদ্রিত)

১ ৫৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী সভায় অনুমোদিত হয়।

২ কর্মসচিব বার্ষিক সভা ঠিক সময়ে অনুষ্ঠিত না হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ১৯৮৮-৮৯ সালের প্রতিবেদন সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করেন। তিনি বলেন যে, পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারে জেলা কমিটিগুলি ভালভাবে নজর দিলে ভাল হয়। তিনি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনবিজ্ঞান আন্দোলনে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা ও জাতীয় সংহতি সম্পর্কে গ্রন্থাগার কর্মীদের নতুনভাবে চিন্তা করতে অনুরোধ করেন।

আলোচনা

অমলেন্দু রায়—গ্রন্থাগার পত্রিকায় সমালোচনার জন্য এর জন্য যে বইগুলি পরিষদে আসে সেই বইগুলি পরিষদ গ্রন্থাগারে জমা হওয়া উচিৎ।

শশাঙ্ক বাগচী—সভা যখন শুরু হবে সেই সময়ের বার্ষিক উল্লেখ প্রতিবেদনে নেই। বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কে পরিষদের ভূমিকায় তিনি আশা করেন।

755.3
-008/5

প্রান্তর ব্যানার্জী—(হাওড়া) সরকার পোষিত নয় এমন সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে কোন সরকারী অনুদান নেই। সেই গ্রন্থাগারগুলি আর্থিক দুরবস্থায় ভুগছে। এমন অনেক গ্রন্থাগার আছে যারা পরিষদ সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখেন না। এর জন্য জেলাকমিটিগুলিকে শক্তিশালী করা দরকার। জেলা কমিটিগুলি শক্তিশালী না হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন অগ্রসর হবে না।

রণজিৎ কাপড়ি (বাঁকুড়া)—তিনি বার্ষিক প্রতিবেদন সমর্থন করে বলেন যে, বাঁকুড়া জেলায় সভার নোটিশ পৌঁছায়নি। সভায় উপস্থিতি খুবই কম, দিন দিন সদস্যদের সাধারণ সভায় আসার প্রবণতা কমে যাচ্ছে। তিনি পরিষদের নেতৃত্বে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

উদয়ন ভট্টাচার্য্য : বার্ষিক প্রতিবেদনে গ্রন্থাগারে চাকুরীর বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।

সদস্যদের আলোচনার উত্তরে সভাপতি মহাশয় বলেন এটা ঠিক যে, সভার নোটিশে সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় উল্লেখ নেই, কিন্তু এটা খবরের কাগজে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার ২০ দিন পূর্বে আওয়ার লাইব্রেরিকেট অফ পোষ্টিং-এ পাঠানো হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন রকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেক সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি।

বিগত চার বছর ধরে বে-সরকারী গ্রন্থাগারকে কোন অনুদান দেওয়া হয়নি। কিন্তু পূর্বে দেওয়া হতো। বিগত তিন-চার বছর সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ বন্ধ আছে।

কার্যসচিব বলেন যে, বার্ষিক প্রতিবেদনে কিছু কিছু ছাপার ভুল আছে তা সংশোধন করে নেওয়া হবে।

গ্রন্থাগার পত্রিকায় সমালোচনার জন্য দু'কপি বই নেওয়া হয় তার মধ্যে, সমালোচককে এককপি পাঠানো হয়। আর এক কপি পরিষদের গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া হয়।

পরিষদের জেলা কমিটিগুলি নিয়ে আমরা চিন্তিত, এ ব্যাপারে দুর্বলতা রয়েছে। জেলা কমিটিগুলি শক্তিশালী করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে যাতে কর্মীনিয়োগ হয় সে জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

সংশোধনীসহ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅনুপ কুমার সরকার সভায় ১৯৮৮-৮৯ সালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

অমলাংশু সেনগুপ্ত :—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ভর্তির ফরম (form) এই বছরে বিক্রয় হয়েছে 90953·00 টাকা কিন্তু গত বছরে বিক্রয় হয়েছিল 26796·00 টাকা। 2 বছরে এতটা পার্থক্য কেন তিনি জানতে চান। পরিষদ কর্মীদের বেতনের ক্ষেত্রেও দু'বছরে সমতা নেই।

শশাঙ্ক বাগচী :—আয়-ব্যয়ের হিসাবে অডিটরের সইয়ের পর কোন তারিখ নেই। চেক ও পোষ্টাল অর্ডার ঠিক মত ব্যাংকে জমা হচ্ছে না। বিল্ডিংস (Buildings) ফাণ্ডের খরচ আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল। লাইব্রেরী ডাইরেক্টরীর সম্বন্ধে তিনি জানতে চান। ILA ওIASLIC Conference Account-এ Miscellaneous খাতে যে খরচ দেখানো হয়েছে তা আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলে ভাল হ'ত।

ফণিভূষণ রায় :—আয়-ব্যয়ের হিসাবে পাতার নম্বর দেওয়া হলে ভাল হত।

গোপিকা প্রসাদ ঘোষ :—ILA/IASLIC Conference-এর বিজ্ঞাপন বাবদ চেক ৩১শে মার্চের পরে পাওয়া গেছে এবং পোষ্টাল অর্ডারগুলি Summer Session-এর। সেই জন্য এগুলি inhand দেখানো হয়েছে। লাইব্রেরী ডাইরেকটরীর টাকা ব্যাংকে আছে। আগামী বছর থেকে সমস্ত জায়গুলি আলাদা করে দেখানো হবে।

P8439

রামকৃষ্ণ সাহা :—ILA/IASLIC Conference-এ সময় প্রথম অবস্থায় যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা পরিষদের বিভিন্ন খাত থেকে খরচ করা হয়েছে। এটা সদস্যদের জানা দরকার, সুতরাং তার প্রভাব এই বছরের আয়-ব্যয়ের উপর পড়েছে।

অমূপকুমার সরকার :—কোষাধ্যক্ষ অমূপকুমার সরকার দুঃখী ভাষণে বলেন যে, (১) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের ভর্তির ফরমের দাম বৃদ্ধির জন্য এই বছরে কর্ম বিক্রয় বাবদ জমা বেড়েছে;

(২) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা কম/বেশী পাঠানোর জন্য Postage খরচের ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে।

(৩) গত বছর পরিষদ কর্মীদের বকেয়া বেতন দেওয়া হয়েছিল। সে জন্য কর্মীদের বেতন খাতে গত বছর খরচ বেশী হয়েছিল।

আলোচনান্তে সংশোধনী সহ ১৯৮৮-৮৯ সালের আয় ব্যয়ের হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৪। **সম্পাদক রামকৃষ্ণ সাহা** বলেন যে, বিচারক-মণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ১৩৯৫ সনে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত মোহম্মদ ফরিদ হোসেন মিঞা, মোহম্মদ হোসাম হায়দার ও শ্রী বিপিনবিহারী কর্মকারের লেখা '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য ও বাংলাদেশের চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাগারের ভূমিকা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫) শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তাঁরা 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদকের' অধিকারী হয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেককে 'তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক' দেওয়া হবে।

৫। কর্মসচিব জানান যে, এ বছর কোন রকম প্রস্তাব জমা পড়েনি। তাই আলোচনার জন্য কোন প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে না।

৬। বিবিধ :—সভাপতি পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 'বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী ১৯০০-১৯১৪' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করার জন্য শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেন। শ্রী গঙ্গোপাধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে বইটি প্রকাশ করেন। সভাপতি শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়কে পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান।

সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

MEMORANDUM SUBMITTED TO THE MINISTER OF PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION

To
Sri Kanti Biswas
Honbl'e Minister-In-Charge
Primary and Secondary Education
Govt of West Bengal
Calcutta-1

Sub : Higher pay scales for the School librarians having Master degree.

Sir,

I want to draw your kind attention to a problem related to the revised pay of school librarians. As per clause 16(3) of the Govt order no. 33-Edn(B) dt. 7th March, 1990, the school librarians are entitled to get following benefit under career advancement scheme :—

"(3) All teachers and librarians of secondary schools who have imperoved will improve their qualification or who were appointed with higher qualification in the subjects or group relevant to their teaching/appointment shall get higher scale of pay appropriate to their qualifications, with effect from the 1st January, 1986 or the date of improving qualification whichever is later"

Now a clarification is needed for the statement "in the subjects or group relevant to their teaching/appointment". Authorities in many districts have interpreted this statement as persons having Master Degree in Library Science are only eligible for higher scale.

We have following observations on these point :

(a) Librarians and Asst. Librarians of Colleges and Universities are entitled to get higher scale of pay under the career advancement programme provided they have Master Degree in Library Science Or Master Degree in any subject plus Degree in Library & Information science. There is no insistence on the Master Degree in Library science alone. This has been implemented by the Govt of West Bengal on the recommendation of the Mehrotra Committee, the UGC and the MHRD, Govt. of India. The same principle should be adopted in case of career advancement of School Librarians.

(b) School Librarians have on scope for higher education in Library Science (i. e.

Master Degree in Library Science) There is no provision for study leave in their case. There is no scope to appearing Master Degree in Library Science as a private candidate, Some of the working school librarians got Master Degree in other subjects as private candidates, or they were appointed as school librarian with Master Degree in other subject plus Degree in Library science. It will be great injustice to School librarians if they are deprived from this marginal benefit of higher scale on the plea of Master Degree in the relevant subject of appointment, i e. Master Degree in Library Science.

(c) A School Librarian with Master Degree in a subject field is capable of rendering useful reference services to the students which may be considered complimentary to the teaching in the relevant subject field.

Considering all these aspects, we would you request you to intervene into the matter so that a School Librarian having Master Degree in Library Science or Master Degree in any subject with Degree in Library Science is eligible for higher scale under career advancement scheme.

Thanking you,

Yours Sincerely,
(Arun Ray)
General Secretary

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

নির্ঘণ্ট

চত্বারিংশ বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৯৭

সম্পাদক : রামকৃষ্ণ সাহা

নির্ঘণ্ট সংকলনে : রীতা চন্দ্র

রেজিষ্টার্ড অফিস :
সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

অফিস :
সি-১৩৪ সি আই টি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৪
ফোন : ২৯-৮৪৬৬

নির্দেশিকা

১ম অংশ : লেখক-আখ্যা-নির্ঘণ্ট : লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যাসমূহ মাস ও পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত ও বর্ণানুক্রমে সজ্জিত।

২য় অংশ : বিভাগীয় নির্ঘণ্ট : গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ, সংবাদ, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত। যেমন—কর্মীসমিতি সংবাদ, গ্রন্থাগার সংবাদ, চিঠিপত্র, পরিষদ কথা, শোকসংবাদ, সরকারী আদেশনামা, সম্পাদকীয় এবং ইংরাজী বিভাগ ইত্যাদি।

৩য় অংশ : বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট : প্রথম অংশের (লেখক-আখ্যা) বিষয় অনুযায়ী নির্দিষ্ট শিরোনামও লেখকের নাম, প্রবন্ধের আখ্যা, মাস ও পৃষ্ঠা সংখ্যা সমূহ বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত।

লেখক-আখ্যা নির্ঘণ্ট

অখিলেশ মণ্ডল। শিক্ষাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা : অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৯৬

অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার চিত্র। দ্রঃ এ, এন রাজু

অনিল চন্দ্র পাল। সুহাইরি : ফাল্গুন, পৃঃ ২৬৬

অনিল চন্দ্র পাল। গ্রন্থাগত তথ্য প্রণালী ও প্রাচীন ভারত: আষাঢ়, পৃঃ ৭৩

অনিল চন্দ্র পাল। বেজা গ্রন্থাগার। রামপুর : শ্রাবণ,পৃঃ ১১৩

অরবিন্দ মাজী। সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী : পৌষ, পৃঃ ২১২

অরুণ ঘোষ। সমাজ বিজ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক: জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫২

আন্তঃ-গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র সহযোগিতা এবং ইউ জি সি প্রবর্ত্তিত INFLIBNET কর্মপ্রক্রিয়া : দ্রঃ শ্রীকান্ত বসু ও বিশ্বজিৎ দে

আন্দামান নিকোবরের সাধারণ গ্রন্থাগার। দ্রঃ তপনকুমার আদক

এ, এন, রাজু। অন্ধ্রপ্রদেশের গ্রন্থাগার চিত্র। অনুবাদ : মিতা রায় ভাদ্র, পৃঃ ১৩১

গ্রন্থাগার আইনগ্রন্থাগার কর্মীর চোখে। দ্রঃ শুক্লা মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার কমিটি। দ্রঃ নীরা মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং ভারতের জাতীয় উন্নয়ন : একটি আলোচনা চক্র : দ্রঃ জয়শ্রী সেন

গ্রন্থাগার প্রচার। দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়

জয়শ্রী সেন ও নন্দদুলাল বসাক। গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং ভারতের জাতীয় উন্নয়ন : একটি আলোচনাচক্র। কার্ত্তিক, পৃঃ ১৮১

তপন কুমার আদক। আন্দামান নিকোবরের সাধারণ গ্রন্থাগার : জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৪৯

তথ্যকেন্দ্র ও তথ্য কমিউনিকেশন। দ্রঃ পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

ত্রিস্রোত। দ্রঃ নন্দিতা ভট্টাচার্য্য

ত্রিস্রোত্যাস : গঠন ও সংকলন পদ্ধতি। দ্রঃ বিনোদবিহারী দাস ও নন্দদুলাল বসাক।

দিলীপ কুমার মহান্তি ও বিজয় দে। বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা : পদ্ধতি ও নিয়মনীতি : শ্রাবণ, পৃঃ ১০

দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পর্যালোচনা একটি সমীক্ষা : দ্রঃ নন্দিতা ভট্টাচার্য

নন্দদুলাল বসাক। দ্রঃ জয়শ্রী সেন ও নন্দদুলাল বসাক

নন্দদুলাল বসাক দ্রঃ বিনোদবিহারী দাস ও নন্দদুলাল বসাক

নন্দিতা ভট্টাচার্য। ত্রিস্রোত্যাস : কার্ত্তিক, পৃঃ ১৭২

নন্দিতা ভট্টাচার্য। দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পর্যালোচনা একটি সমীক্ষা : আষাঢ়, পৃঃ ৭৭

নব নব রূপে এলো। দ্রঃ রামকৃষ্ণ সাহা

নীরা মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার কমিটি। আষাঢ়, পৃঃ ৮৩

সুহাইরি। দ্রঃ অনিল চন্দ্র পাল

পুরঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। তথ্যকেন্দ্র ও তথ্য কমিউনিকেশন আশ্বিন, পৃঃ ১৫২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ : বিশেষ সাধারণ সভা। চৈত্র,পৃঃ ২৯২

ঐ ৪৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। চৈত্র, পৃঃ ২৯৪

গ্রন্থাগত তথ্য প্রণালী ও প্রাচীন ভারত দ্রঃ অনিল চন্দ্র পাল

প্রশান্ত কিশোর রায়। সাহিত্য পরিষদ পরিচিতি ও তার বর্ত্তমান সমস্যা। ফাল্গুন, পৃঃ ২৬৬

বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা : পদ্ধতি ও নিয়ম নীতি। দ্রঃ দিলীপ কুমার মহান্তি ও বিজয় দে।

বিজয় দে। দ্রঃ দিলীপ কুমার মহান্তি ও বিজয় দে

বিনোদ বিহারী দাস ও নন্দদুলাল বসাক। ত্রিস্রোত্যাস : গঠন ও সংকলন পদ্ধতি। মাঘ, পৃঃ ২৩৬

বিশ্বজিৎ দে। দ্রঃ শ্রীকান্ত বসু ও বিশ্বজিৎ দে

বীরেন চন্দ। সাক্ষরতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার। ফাল্গুন, পৃঃ ২৬০

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার প্রচার। ভাদ্র, পৃঃ ১২১

—,সাহিত্য সমীক্ষা কি সম্ভব ? মাঘ, পৃঃ ২৪৮

—,সাহিত্য গ্রন্থাগারের সমাজতত্ত্ব। চৈত্র, পৃঃ ২৮৬

রামকৃষ্ণ সাহা। নব নব রূপে এলো। আশ্বিন, পৃঃ ১৪৪

রিসোর্স সেন্টার ও তার পরিষেবা। দ্রঃ সুকুমার খাঁরই
রেজা গ্রন্থাগার : রামপুর। দ্রঃ অনিল চন্দ্র পাল।
শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার ভাবনা। দ্রঃ শ্রীকান্ত বসু।
শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা।
দ্রঃ অখিলেশ মণ্ডল।
শুক্লা মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আইন গ্রন্থাগার কর্মীর
চোখে। কার্ত্তিক, পৃঃ ১৬৫
শ্রীকান্ত বসু। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার ভাবনা।
ফাল্গুন, পৃঃ ২৭৬
শ্রীকান্ত বসু ও বিশ্বজিৎ দে। আন্তঃ গ্রন্থাগার ও তথ্য
কেন্দ্র সহযোগিতা এবং ইউ. জি. সি প্রবর্তিত INFLI-
BNET কর্ম প্রক্রিয়া। আশ্বিন, পৃঃ ১৫৯
সত্যব্রত সেন। হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে।
কার্ত্তিক, পৃঃ ১৬৯
সমাজ বিজ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি দিক
দ্রঃ অরুণ ঘোষ
সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ কার্য্যাবলী
দ্রঃ অরবিন্দ মাজী।
সাক্ষরতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার। দ্রঃ বীরেন চন্দ
সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার। দ্রঃ সুকুমার ভট্টাচার্য।
সাহিত্য পরিষদ পরিচিতি ও তার বর্তমান সমস্যা।
দ্রঃ প্রশান্ত কিশোর রায়
সাহিত্য সমীক্ষা কি সম্ভব ? দ্রঃ রাজকুমার মুখোপাধ্যায়
সুকুমার খাঁরই। রিসোর্স সেন্টার ও তার পরিষেবা।
অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৮৮
সুকুমার ভট্টাচার্য। সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার।
শ্রাবণ, পৃঃ ৯৭
হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে। দ্রঃ সত্যব্রত সেন।

১। বিষয়ানুগ নির্ঘণ্ট

আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা এবং নেটওয়ার্কিং

শ্রীকান্ত বসু ও বিশ্বজিৎ দে। আন্তঃ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র
সহযোগিতা এবং ইউ. জি. সি প্রবর্তিত INFLIBNET
কর্ম প্রক্রিয়া। আশ্বিন, পৃঃ ১৫৯

গ্রন্থাগার আইন

শুক্লা মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার আইন গ্রন্থাগার কর্মীর
চোখে। কার্ত্তিক, পৃঃ ১৬৫
সত্যব্রত সেন। হরিয়ানা গ্রন্থাগার আইন প্রসঙ্গে।
কার্ত্তিক, পৃঃ ১৬৯

গ্রন্থাগার কমিটি

নীরা মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার কমিটি। আষাঢ়, পৃঃ ৮৩

গ্রন্থাগার পরিচিতি

অনিল চন্দ্র পাল। রেজা গ্রন্থাগার : রামপুর শ্রাবণ, পৃঃ ১১৩
অরবিন্দ মাজী। সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারের আভ্যন্তরীণ
কার্যাবলী। পৌষ, পৃঃ ২১২
প্রশান্ত কিশোর রায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পরিচিতি ও
তার বর্তমান সমস্যা। ফাল্গুন, পৃঃ ২৬৬

গ্রন্থাগার প্রচার

রাজকুমার মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার প্রচার। ভাদ্র, পৃঃ ১৩১

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা—অন্ধ্রপ্রদেশ

এ. এন. রাজু। অন্ধ্র প্রদেশের গ্রন্থাগার চিত্র।
ভাদ্র, পৃঃ ১৩১

তথ্য পরিষেবা

অরুণ ঘোষ। সমাজ বিজ্ঞান তথ্য ব্যবস্থাপনার কয়েকটি
দিক। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৫২
সুকুমার খাঁরই। রিসোর্স সেন্টার ও তার পরিষেবা।
অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৮৮

তথ্য প্রণালী—প্রাচীন ভারত

অনিল চন্দ্র পাল। প্রাগত তথ্য প্রণালী ও প্রাচীন ভারত।
আষাঢ়, পৃঃ ৭৩

তথ্য বিজ্ঞান

পুরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তথ্যকেন্দ্র ও তথ্য কমিউনিকেশন। আশ্বিন, পৃঃ ১৫২

রামকৃষ্ণ সাহা। নব নব রূপে এলো। আশ্বিন, পৃঃ ১৪৪

বিন্যাস

অমূল্যধন গ্রন্থ

অনিল চন্দ্র পাল। ডুয়াইট: এক প্রাচীন মহাকোষের পরিচয়। ফাল্গুন, পৃঃ ২৬৪

পুস্তক পর্যালোচনা—দৈনিক পত্রিকা

নন্দিতা ভট্টাচার্য। দৈনিক পত্রিকা ও পুস্তক পর্যালোচনা একটি সমীক্ষা। আষাঢ়, পৃঃ ৭৭

বিষয় শিরোনাম—বাংলা ভাষা

দিলীপ কুমার মহান্তি ও বিজয় দে। বাংলা ভাষায় বিষয় শিরোনাম তালিকা: পদ্ধতি ও নিয়ম নীতি। শ্রাবণ, পৃঃ ১০৩

শরৎচন্দ্র ও গ্রন্থাগার

শ্রীকান্ত বসু। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার ভাবনা। ফাল্গুন, পৃঃ ২৭৬

সমার্থ শব্দকোষ

নন্দিতা ভট্টাচার্য। বিন্যাস। কার্তিক, পৃঃ ১৭২

বিনোদ বিহারী দাস ও নন্দদুলাল বণাক। বিন্যাস: গঠন ও লক্ষণ পদ্ধতি। মাঘ, পৃঃ ২৩৬

সাহিত্য সমীক্ষা

রাজ কুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য সমীক্ষা কি সম্ভব? মাঘ, পৃঃ ২৪৮

ঐ, সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের সমাজতত্ত্ব। চৈত্র, পৃঃ ২৮৪

সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার

বীরেন চন্দ। সাক্ষরতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ফাল্গুন, পৃঃ ২৬০

সুকুমার ভট্টাচার্য। সাক্ষরতা ও গ্রন্থাগার। শ্রাবণ, পৃঃ ৯৭

স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগার

অখিলেশ মণ্ডল। শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ এবং গ্রন্থাগারের ভূমিকা। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৯৪

২। বিভাগীয় নির্ঘণ্ট

আলোচনাচক্র

গ্রন্থাগার পরিষেবা এবং তাকতের জাতীয় উন্নয়ন: একটি আলোচনা চক্র। কার্তিক, পৃঃ ১৮১

জাতীয় গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র। পৌষ, পৃঃ ২১৮

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি

চব্বিশ পরগণা (দক্ষিণ): জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৭

জেলা সম্মেলন নদীয়া: জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৭ এবং আষাঢ়, পৃঃ৯৪

— হাওড়া: জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৭

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ২৩তম রাজ্য সম্মেলন। কার্তিক, পৃঃ ১৭২

গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা সমালোচনা

আদিত্য ওহদেদার। গ্রন্থ সমালোচনা: বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকা। পৌষ, পৃঃ ১১৯

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। গ্রন্থ সমালোচনা: গ্রন্থাগার প্রশাসন। আষাঢ়, পৃঃ ৮৩

গ্রন্থাগার সংবাদ

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও পরিচালন বিষয়ে নাগরিক কনভেনশন। শ্রাবণ, পৃঃ ১৩৮

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর হাওড়া। আষাঢ়, পৃঃ

পাঁচপাড়া কালচারাল সোসাইটি, হাওড়া জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী হুগলী। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৭৮

শান্তি ইনস্টিটিউট, কলিকাতা। আষাঢ়, পৃঃ ৯৩

সমবায় পাঠাগার মাটকল' ২৪ পরগণা (উ)। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৮

নংকৃতি, চাকপাতা, আমতা হাওড়া। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৮

চিঠিপত্র

অরুণ চক্রবর্তী। সাহিত্যের বেলাভি প্রসঙ্গে। ভাদ্র, পৃঃ ১৩৯

অজিত কুমার ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে। ফাল্গুন, পৃঃ ২৭০

প্রণব শর্মা। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বর্তমান প্রধান সমস্যা ও প্রতিকার প্রসঙ্গে। ভাদ্র, পৃঃ ১৩৭
ভক্তা মুখোপাধ্যায়। সংশোধিত বেতনক্রম প্রসঙ্গে। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৯

পরিষদ কথা

৫৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। চৈত্র, পৃঃ ২৩৪
গ্রন্থাগার দিবস : কেন্দ্রীয় সভা। পৌষ, পৃঃ ২১৫
গ্রন্থাগার দিবসের প্রস্তাব। পৌষ, পৃঃ ২১৭
তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান অনুষ্ঠান। আষাঢ়, পৃঃ ৯
বিদেশী অতিথিদের সম্বর্ধনা। পৌষ, পৃঃ ২১৮
বিশেষ সাধারণ সভা। চৈত্র, পৃঃ ২৩২
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির লক্ষ্যে কনভেনশন। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৯৫
সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পদযাত্রা। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৯৬

শোক সংবাদ

শ্রী বিনয় ভূষণ গুহ : মাঘ, পৃঃ ২৬৬
„ মনিকৃষ্ণ চক্রবর্তী : ঐ
„ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য : ঐ

সম্পাদকীয়

এবারের গ্রন্থাগার দিবস। অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৮৬
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধন। মাঘ, পৃঃ ২৬৪
গ্রন্থাগার আইনের সংশোধন। কার্ত্তিক, পৃঃ ১৬২
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সংশোধন। বৈশাখ, পৃঃ ১
গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা। আশ্বিন, পৃঃ ১৪২
গ্রন্থাগারিকের কর্তৃত্ব ও পদমর্যাদা। জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৪৭
গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা। শ্রাবণ, পৃঃ ৯৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্কট। ফাল্গুন, পৃঃ ২৫৮
মাস পয়লা বেতন। আষাঢ়, পৃঃ ৭১
রবীন্দ্র রচনার স্বত্বাধিকার। পৌষ, পৃঃ ২১০
সাধারণ নির্বাচন, সংবাদপত্র ও গ্রন্থাগার। চৈত্র, পৃঃ ২৮৩

MEMORANDA SUBMITTED

Re : College and University Librarians. বৈশাখ, পৃঃ ৩
Re-career advancement programmes. for college Librarians. জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৩
To the Govt of W. B. আষাঢ়, পৃঃ ৯০
To the Govt of W. B. Re : Higher pay Scales of librarians চৈত্র, পৃঃ ২৩৬

ENGLISH ABSTRACTS :

Vol. 39, No 8 (November-December 89) জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬৪
vol. 39, No. 9 (December 89-January 90) শ্রাবণ, পৃঃ ১১৭
Vol. 39, No. 12 (March-April 90) ভাদ্র, পৃঃ ১৪০
Vol. 40, No, 283 (May-June and June July 90) কার্ত্তিক, পৃঃ ১৮৪
Vol. 40, No. 4 (July-August 90) পৌষ, পৃঃ ২৩০
Vol. 40, No. 6 (September-October 90) মাঘ, পৃঃ ২৫৪
Vol. 40, No. 7 (October-November 90)
Vol. 40, No. 8 (November-December 90) ফাল্গুন, পৃঃ ২৮১
Vol. 40, No. 9 (December 90-January 91) ফাল্গুন, পৃঃ ২৮১

GOVERNMENT ORDERS NOTIFICATION

General ready reckoner for fixation of pay. বৈশাখ, পৃঃ ৯

Govt. order for drawing D.A. on revised pay Scales. বৈশাখ, পৃঃ ১৪

Govt. order for fixation of pay of govt. employees. বৈশাখ, পৃঃ ৮

Govt. order for revision of emoluments and condition of services. বৈশাখ, পৃঃ ২৪

Govt. order for upgradgtion of salary scales. বৈশাখ, পৃঃ ৩

Govt. order for upgradation of salary scales. বৈশাখ, পৃঃ ৭

Procedure for recruitment of teaching and non teaching staff. ভাদ্র, পৃঃ ১৪১

Provision for lien for the staff of Secondary. Schools. ভাদ্র, পৃঃ ১৩৮

Central Govt : Review committee's report about pay scales of Library staff under Central Government. অগ্রহায়ণ, পৃঃ ১৯৭

Revision of pay scales of non-teaching staff attached to govt Colleges, W. B পৌষ, পৃঃ ২২৩

Revision of salary scales for non teaching staff জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ৬১

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে···অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সন্তাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য!

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে. কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

আই সি এ ১১৮১/৯১

জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ

সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক

• জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র কেন প্রয়োজন :

বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরি, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, পাসপোর্ট সংগ্রহ, বীমা পলিসি পাওয়া, পেনসনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

• শিশুকল্যাণ ও মাতৃমঙ্গল :

কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতিপ্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একান্ত আবশ্যক

• কাকে সংবাদ পৌঁছে দেবেন :

শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টনমেন্টে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর-এর কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

• কত দিনের মধ্যে :

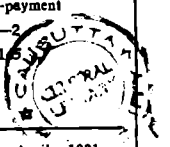
শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দদিন ও মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

আই সি এ ১১৮১/৯১

Annual Subscription : Rs. 36.00
Single issue Rs. 4.00

Licensed to post without pre-payment
LICENCE No. WB/CC-CL—2
Postal regd. No. WB/CC—1
Regd. No. R. N. 2674-47



Volume 40 : No. 12 March—April 1991

Contents

	PAGE
General Election, newspapers and library (Editorial)	283
Rajkumar Mukhopadhayay	
Literature and Sociology of library	286
Bengal Library Association	
Proceedings of the Special General Meeting	292
Proceedings of the 54th Annual General Meeting	
Memorandum Submitted to the Govt. of W. B.	294
Re : Higher pay scales for the school librarians	
having Master degree	297
Annual Index of Granthagar vol. 40	i—vi

12 MAR 1992

Printed & Published by Sourendramohan Gangopadhyay for the Bengal Library Association, Central Library, Calcutta University, Calcutta—700 073, General Office : P-134 CIT Scheme 52 Calcutta-700 014 Phone : 29-8466 at Impression Syndicate, 26/2A Tarak Chatterjee Lane, Calcutta-700 005
Editor: Ramkrishna Saha